কবীন্দ্র বিরচিত

অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত

(প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি হইতে মুদ্রিত)

গৌরীপুরাধিপতি

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সাহায্যে

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রিকর্ত্তৃক সম্পাদিত

ও

প্রকাশিত

মূল্য এক টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী
ধুবড়ী, আসাম।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

এই অঞ্চলে, অর্থাৎ গোয়ালপাড়াজেলা, কুচবেহার এবং রঙ্গপুরের নানাস্থানে, একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত অনুবাদমহাভারত বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। মহাভারতখানিকে কবীন্দ্র লিখিত মহাভারত বলা হয়। এইরূপ প্রবাদ যে গৌরিপুররাজবংশের বর্ত্তমান রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ূয়া বাহাদুরের ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ কবীন্দ্রপাত্রকর্ত্তৃক ঐ মহাভারতখানি লিখিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি এক কালে এ অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধহয় যে, গৃহে গৃহে পঠিত হইত। গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত খুটাঘাট পরগণামধ্যে পদকীর্ত্তনীয়া নামে এক সম্প্রদায় গায়ক আছে। তাহারা ঐ মহাভারতের, বিশেষতঃ উহার বিরাটপর্ব্বের পদগুলি গাহিত ও এখনও গায়। কালক্রমে কাশীরামদাসের প্রাঞ্জল ও ছাপান মহাভারত এ অঞ্চলে সবিশেষ প্রচার হওয়ার পর উপরোক্ত কবীন্দ্র লিখিত মহাভারতের প্রচার ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া এরূপ অবস্থা হইয়াছে যে অনেকে উহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। আমি অনেককে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কেহ কেহ এইরূপ একখানি মহাভারত আছে বলিয়া বলেন, কিন্তু অনেকে আবার বলিতেও পারেন না। খুটাঘাটের পদকীর্ত্তনীয়াদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে প্রাচীন লোক কাহাকেও পাই নাই; এমন কি আমার সমসাময়িক লোককেও পাই নাই। তাহাদের বংশধরগণ সকলেই অল্পবয়স্ক যুবক। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া এইটুকু মাত্র পাইয়াছি যে, তাহাদের গানের জন্য প্রাচীন হস্তলিখিত কতকগুলি পদ তাহাদের ঘরে সংগৃহীত আছে এবং ঐ পদগুলি তাহারা গাহিয়া থাকে। উহা একখানি সম্পূর্ণ মহাভারত নহে; মহাভারতের কোন কোন অংশ—বিশেষভাবে বিরাটপর্ব্বের অংশ। বিরাট পর্ব্বটি এত আদরে রক্ষিত হইয়াছে কেন? ইহার কারণ আমি চিন্তা করিয়া এই স্থির করিয়াছি যে পদকীর্ত্তন গান অনেক সময় বৃষোৎসর্গ ও শ্রাদ্ধাদি ব্যাপারে গীত হইয়া থাকে; ঐ সময়ে ব্রাহ্মণেরাও মূল বিরাট পর্ব্ব পাঠ করিয়া থাকেন। কাজেই পদকীর্ত্তনীয়ারাও সেই সময়ে বিরাটপর্ব্বের পদ গাহিয়া থাকে। এই যুক্তি অমূলক না হইবার সম্ভাবনা।

যাহা হউক পুস্তকখানির সন্ধান আমি অনেক করিয়াও কিছু না পাইয়া অবশেষে পরম সাহিত্যানুরাগী গৌরিপুরের বর্ত্তমান রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ূয়া বাহাদুর মহোদয়কে এই সম্বন্ধে বলি এবং পুস্তকখানি অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ করি। তাঁহাকে অনুরোধ করার হেতু এই যে, রাজবাটীতে একটি পুস্তকাগার বহুকাল হইতে পুরুষানুক্রমে সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ঐ পুস্তকাগারে হস্তলিখিত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে। যখন প্রবাদ এই যে, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ প্রসিদ্ধ কবীন্দ্রপাত্র

কর্ত্তৃক এই মহাভারত লিখিত হইয়াছিল তখন ইহার আসল না হউক একখানা নকল ঐ পুস্তকাগারে থাকার বিশেষ সম্ভাবনা। রাজাবাহাদুর আমার অনুরোধে বিশেষ উৎসাহী হইয়া তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষপ্রতিষ্ঠিত ৺তারিণীপ্রিয়া চতুষ্পাঠীর অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার গোস্বামী মহোদয়কে তাঁহার পুস্তকাগার অনুসন্ধান করিতে নিয়োগ করেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গুরুতর পরিশ্রম করিয়া ঐ পুস্তকাগার অনুসন্ধানের পর কবীন্দ্রলিখিত মহাভারতের তিনখানি নকল পুস্তক বাহির করেন এবং আমাকে উহার বিবরণ বলেন। ঐ তিনখানি নকল একসময়ের নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের। উহার মধ্যে দুইখানিতে সন তারিখ ও লেখকের নাম আছে, অপর একখানিতে তাহার কিছুই নাই। কিন্তু সেই খানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। অপর দুইখানি পুস্তক যে ঐ পুস্তকখানি অবলম্বনে লিখিত হয় নাই এরূপ বোধ হয় না। ঐ পুস্তকের সন তারিখ না থাকিলেও উহার সঙ্গে যে আর একখানি দৈবকীনন্দনকর্ত্তৃক রচিত "বৈষ্ণব বন্দনা" নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে তাহার সন তারিখ ও লেখকের নাম পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকখানি ইহার সঙ্গে থাকাতে বোধ হয় উভয় পুস্তক সমসাময়িক। ঐরূপ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক একখানি স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে কাষ্ঠের পাটদ্বারা আবদ্ধ রাখা সুবিধা নয় বলিয়া উভয় পুস্তক একত্র রক্ষিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে মহাভারতের সঙ্গে একত্র রক্ষিত হওয়া সম্ভব হইত না। পরবর্ত্তী হইলে সম্ভব হইতে পারে বটে। যাহা হউক "বৈষ্ণব বন্দনা" পুস্তকের লেখক ও সময়ের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত আছে,—

"ইতি সংক্ষেপবৈষ্ণববন্দনা সমাপ্ত॥ সয়ক্ষর শ্রীমাণিক্যরাম দাসস্য স্বকীয় পুস্তকং শ্রীলালচন্দ্র দাস। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিখকো নাস্তি দোষ। ভীমেস্বপি রণে ভঙ্গ মুণিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥. শকাব্দ ১৬৩২ তা ২১শে মাঘ রোজ শুক্রবার॥"

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে ইহার সঙ্গে আবদ্ধ মহাভারতখানিও দুইশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। এই মহাভারতের কাগজের অবস্থা দেখিলেও মনে হয় ইহা দুইশত বৎসরের অধিক বৈ কম নয়। অপর একখানি পুস্তকের লেখক ও সময়ের বৃত্তান্ত এইরূপ :—

"শকাব্দা ১৭৮১। হস্তাক্ষর শ্রীপ্রেমনারায়ণ শর্ম্মণঃ। সাকিননলসুন্দর গ্রাম নিজ বাড়ী। কৃষ্ণপক্ষ তিথি প্রতিপদ রোজ বৃহস্পতিবার। সন ১১৯৩ সাল আমলে শ্রীযুত মেঘডুম্বর সাহেব। দেওয়ান রাজা অমৃতলাল। ইতি তারিখ ২৩ পৌষ॥"

এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ। অপর দুইখানি পুস্তক সম্পূর্ণ নহে। একখানি (অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন খানি) অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত আবার অশ্বমেধ পর্ব্বেরও শেষ অংশ পাওয়া যায় নাই; আর একখানিতে (যাহা সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক) কর্ণপর্ব্ব শেষ ও শল্যপর্ব্বের কতক অংশ আছে। উপরোক্ত সম্পূর্ণ পুস্তকখানি কিন্তু বিশুদ্ধ নহে। ইহাতে বহু ভুল দৃষ্ট হয়। পাঠান্তরও অনেক দেখা যায়। লেখক বোধ হয় এ অঞ্চলের লোক ছিলেন না এবং এ অঞ্চলের ভাষা (যাহাদ্বারা পুস্তকখানি রচিত

হইয়াছে) লেখকের ভালরূপ জানা ছিল না। নকল করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঠিক ভাষা রাখিতে পারেন নাই। স্থানে স্থানে আপন ভাষা আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার জন্য অনেক সময় ছন্দঃপাত, যতিঃপাত প্রভৃতি ঘটিয়াছে। কোন কোন স্থলে কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া অন্য কথা ব্যবহার করার জন্য ছন্দের মিল হয় নাই। কোন কোন স্থলে অনেক কথা বাদও পড়িয়াছে। আবার কোন কোন স্থলে কিছু অর্থ হয় না এমনও লেখা হইয়াছে। পুস্তকখানি আগাগোড়া ভুল বলিলেই চলে। আমি অপর দুইখানি পুস্তকের সাহায্যে অশ্বমেধ পর্ব্বের কতকাংশ পর্য্যন্ত একখানি নকল করাইয়াছি, এবং অশ্বমেধ পর্ব্বের অবশিষ্ট অংশ, আচার্য্যপর্ব্ব, মুষলপর্ব্ব ও স্বর্গারোহণপর্ব্ব ঐ ভুল পুস্তকখানিকে যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া নকল করাইয়াছি। এই তিনখানি পুস্তকই অন্য কোন পুস্তক হইতে নকল করান হইয়াছিল, তন্মধ্যে, দেখিয়া বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পুস্তকখানি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন পুস্তকখানি অবলম্বনে কতকটা নকল হইয়াছিল। আরও একখানি পুস্তক অবশ্যই ছিল কি আছে, যাহা অবলম্বনে এই পুস্তকগুলি নকল করা হইয়াছিল। সে পুস্তকের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। পাইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

তৃতীয় (সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক) পুস্তকখানি এক জনের লেখা নয়। ইহার অনেক গুলি লেখক। তন্মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। লেখার সময়েরও উল্লেখ আছে, তাহা এইরূপ :—

(১) "ইতি আদি পর্ব্ব সমাপ্ত। সয়ক্ষর শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ শর্ম্মন্। সাকিন হাকমা পরগণে খুটাঘাট, জিলে রঙ্গপুর, মোকাম রাঙ্গামাটি।"

(২) "ইতি শ্রীকর্ণ পর্ব্ব সমাপ্ত।

"স্বস্থান রাঙ্গামাটি বড়ূয়া নৃপতি।
তার আজ্ঞা পরমানে হৈল সমাপতি॥
রতিরামের সুত শ্রীগোপীনাথ দাসে।
লিখিলহোঁ কর্ণ পর্ব্ব পরম হরিষে॥
সাধুর চরণে মোর কোটি নমস্কার।
বাড়াটুটা দোষ পাইলে ক্ষেমিবা আমার॥
সন সে দ্বাদশ আর আটাইশ বাঙ্গলা।
রোজ জান বুধবার ভাটি প্রহর বেলা॥
কার্ত্তিকের সংক্রান্তি পঞ্চমী তিথি।
কৃষ্ণ পক্ষে কর্ণ পর্ব্ব হৈল সমাপতি॥"

তাহা হইলে দেখা যায় যে এই পুস্তকখানি একশত সাত বৎসর পূর্ব্বে নকল করা হইয়াছিল। পুস্তকগুলির বানান বর্ত্তমান বানানের মত নহে। তৎকালে প্রচলিত বানানে লিখিত। তাহা বর্ত্তমানকালে ভুল বানান বলিয়া গৃহীত হইবে তজ্জন্য আমি ঐ সকল বানান এই পুস্তকে রাখি নাই, কিন্তু উহার নমুনার জন্য আদর্শ লিপি বলিয়া একটি ভিন্ন অধ্যায়ে কিছু কিছু নকল করাইয়া দিয়াছি।

মহাভারতখানি যে, সময় সময় নকল করাইয়া রাজপুস্তকাগারে এত যত্নে সুরক্ষিত হইয়াছে ইহার কারণ বোধ হয় পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি রক্ষার জন্যই ইহা করা হইয়াছে। কাশীরাম দাসের প্রাঞ্জল মহাভারত প্রচলিত হওয়ার পর হইতে অন্যান্যের গৃহে এই মহাভারত আর যত্নে রক্ষিত হয় নাই। কেবল রাজপুস্তকাগারেই যত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই মহাভারতের একখানি পুস্তক এই জেলাবাসী আমার কোন এক বন্ধুর গৃহে আছে বলিয়া শুনিয়াছি, চক্ষে দেখি নাই। তিনি বলিয়াছেন উহা এত পুরাতন যে সব অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে—পড়া যায় না। এইরূপ আরও কোন কোন গৃহে এই মহাভারত পুস্তক থাকার সম্ভাবনা। এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই পুস্তকখানি রাজপুস্তকাগারে খুঁজিয়া পাওয়ার পরে পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের কাছে আমি একটি নূতন সংবাদ শ্রবণ করি। তাহা আমার কাছে নূতন হইলেও পরে জানিতে পারিয়াছি কোন কোন সাহিত্যিকের কাছে ইহা অবিদিত ছিল না। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছিলেন লস্কর পরাগল খাঁর আদেশমত এই মহাভারত কবীন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন। লস্কর পরাগল খাঁ কে? এই প্রশ্নের উত্তর আমি তৎকালে তাঁহাকে দিতে পারি নাই। পুস্তকখানি হস্তগত হইলে আমি উহা পাঠ করি এবং লস্কর পরাগল প্রভৃতির উল্লেখ পাই। পুস্তকখানির আরম্ভেই উহার উল্লেখ আছে এবং প্রতি পর্ব্বের শেষে ও এক এক স্থলে মধ্যস্থানেও উহার উল্লেখ আছে। পুস্তকখানির আরম্ভ এইরূপ:—

"কলিযুগে অবতার গুণের আধার।
পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার॥
সুলতান আলাপদিন প্রভু গৌড়েশ্বর।
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥
"রাঙ্গা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া।
শয়নে পালঙ্ক দিল একশত ঘোড়া॥
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহো অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল খান শুনন্ত কাহিনী।
যেন মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥

* * * *

এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পাই পাঁচালী রচিয়া॥
তাহার আদেশ মাত্র মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাচালী রচিয়া॥
কৃষ্ণক সম্মত............ইত্যাদি।

উপরোক্ত বৃত্তান্তটির মর্ম্ম এই :—সুলতান আলাপউদ্দীন গৌড়েশ্বর ছিলেন। তিনি অতিশয় গুণবান ও যশস্বী ছিলেন। তিনি লস্কর পরাগল খাঁকে তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া সুবর্ণের তোড়া, পালঙ্ক ও একশত ঘোড়া প্রভৃতি পুরস্কার দিয়াছিলেন। লস্কর পরাগল খাঁও অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন এবং দান ধর্ম্মাদি সৎকর্ম্ম করিতেন। এই পরাগল খাঁ মহাভারতের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া কবীন্দ্রকে ঐরূপ একখানি পাঁচালী পুস্তক রচনা করিতে বলেন এবং কবীন্দ্র তাঁহার আদেশ মস্তকে করিয়া বর্ত্তমান মহাভারতখানি লেখেন। গৌড়েশ্বরের সহিত এই মহাভারত লেখার কোন সমন্ধ নাই, তবে তিনি পরাগল খাঁর প্রভু ছিলেন এবং পরাগল খাঁকে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন এইটি দেখাইবার জন্য উহার উল্লেখ হইয়াছে। ইহা পরাগল খাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিতেছে মাত্র। গৌড়েশ্বর স্বয়ং যাহাকে এইরূপ পুরস্কারাদি প্রদান করিয়াছেন তিনি যে একজন মহৎ ব্যক্তি ইহাই দেখান উদ্দেশ্য। প্রায় প্রত্যেক পর্ব্বের শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহ লোকে পরলোকে করে উপকার॥
বৈশাম্পায়নে কহে কথা জন্মেজয় শুনে।
কবীন্দ্র কহিল তাক পরাগল স্থানে॥ ইত্যাদি

সভাপর্ব্বের একস্থানে এইরূপ আছে :—

"শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খানে।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে পিতার কারণে॥
কিকারণে দুর্য্যোধন ইচ্ছিল মরণে।
কি কারণে কুমন্ত্রণা কৈল রাজাগণে॥
কবীন্দ্র কহিল শুন খান মহামতি। ইত্যাদি।

ঐ পর্ব্বের শেষ ভণিতা এইরূপ :—

বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্য কথা অনুপাম
অমৃত বরিষে সর্ব্বক্ষণ।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় সংগ্রামত হয় জয়
আয়ুযশ বাড়ে ততক্ষণ॥
লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণ সমান
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্যনিত্য।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র কহিল তাতে
সভাপর্ব্ব কৈল বিরচিত॥ ইত্যাদি;

পরাগলখাঁর উল্লেখ পুস্তকের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু গৌড়েশ্বরের উল্লেখ, মাত্র একবার দেখা যায় এবং উহা পরাগলের পরিচয়ের জন্য।

হুসেন সাহ আলাপউদ্দিন নামে অভিহিত হইয়াছেন। আলাউদ্দীন হুসেন সাহ (শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস" দ্রষ্টব্য) গৌড়ের সম্রাট ছিলেন, তিনি ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার দুই জন সেনাপতি ছিলেন। একজন স্বয়ং রাজকুমার—ভাবী সম্রাট নসরত সাহ, অন্যজন পরাগল খাঁ। এই হুসেন সাহর অধীনে যে পরাগল খাঁ সেনাপতি ছিলেন তাঁহারই আদেশ মত যে কবীন্দ্র মহাভারতখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ পরে দেখান যাইতেছে। রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি, লিট্ মহোদয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"এই রাজসভা হইতে দুইজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা মগী রাজার সৈন্যদিগকে চট্টগ্রাম হইতে দূর করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন; একজন স্বয়ং রাজকুমার—ভাবী সম্রাট নসরত সাহ, অপর—সেনাপতি পরাগল খাঁ।"

"ফণী (আধুনিক ফেণী) নদীর তীরে চট্টগ্রাম জোবওয়ারগঞ্জ থানার অধীন পরাগলপুর এখনও বর্ত্তমান, পরাগল দীঘী অতি বৃহৎ; এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল খাঁর প্রাসাদাবলী এখন রাশিকৃত ভগ্নইষ্টকস্তূপে পরিণত। ইহারা কেহই সেই মগীসৈন্যজয়ী সেনাপতির কাহিনী লোক স্মৃতিতে আনিতে পারে নাই, কিন্তু একখানি তুলট কাগজে লিখিত কীটদংষ্ট্রাবিদ্ধ লূতাতন্তু জড়িত প্রচীন পুথি লুপ্তস্মৃতি উদ্ধার করিয়াছে; সে পুঁথিখানি—"পরাগলী ভারত" অথবা কবীন্দ্রপরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত।" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৫৮ পৃঃ)

পরাগল খাঁ গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। তিনি একবার মগ বিজয়ার্থ চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন—অর্থাৎ গৌড় হইতে চট্টগ্রাম গিয়াছিলেন। এইটুকু ঐতিহাসিক সত্য। পরাগলখাঁর কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে নানা প্রকারে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন ইহাও সত্য। এই সম্বন্ধে "বাঙ্গলার ইতিহাস" লেখক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় এইরূপ লিখিয়াছেন।

"হুসেন সাহ পরাগল খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে চট্টগ্রাম প্রদেশে ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন; এই পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।"......(বাঙ্গলার ইতিহাস, ২৬২ পৃঃ)

তিনি চট্টগ্রামে প্রচলিত পুস্তক দেখিয়া এই ইতিহাস টুকু লিখিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এসম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত অংশটি ঐ অঞ্চলপ্রচলিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত ও করিয়াছেন। চট্টগ্রামে প্রচলিত মহাভারত পুস্তকে স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত আছে, কিন্তু আমাদের এ অঞ্চলে প্রচলিত পুস্তকে আমরা স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত দেখিতে পাই এবং উহা যে প্রাচীন ভাষায় লিখিত তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। পুস্তক অসম্পূর্ণ থাকার কোন কারণ ছিল না। পরাগল খাঁ সম্পূর্ণ মহাভারতই শ্রবণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং কবীন্দ্র, পরাগলের মৃত্যুর পরেও বহুকাল জীবিত ছিলেন। ফলকথা পুস্তকখানি যে এই অঞ্চলে

রচিত হইয়াছিল ও চট্টগ্রামে নীত হইয়াছিল ইহা বেশ ধারণা হয়। কোন কারণবশতঃ শান্তিপর্ব্ব হইতে স্বর্গারোহণ পর্ব্ব পর্য্যন্ত চট্টগ্রামে যায় নাই কিম্বা গিয়া লোপ পাইয়াছে। উদ্ধৃত অংশটি প্রাচীন ভাষা নহে বলিয়া বোধ হয়; পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমাদের বোধ হয় উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া চট্টগ্রামপ্রচলিত পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিষয়টি এ অঞ্চলের পুস্তকেও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু অন্যভাষায় ও অত বিস্তারিত নহে :—

"নৃপতি হুসেন সাহ হয় মহামতি।
পঞ্চম গৌড়ে যার পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার।
কলিকালে হয় যেন কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হইয়া॥
পুত্রে পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

আবার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত বৃত্তান্ত অনুসারে দেখা যায় যে পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে ফেণী নদীর ধারে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বাসস্থানের ভগ্নাবশেষ এখন ও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ ইতিহাস কিছু পাওয়া যায় না। পরাগলের বংশধরগণ এখনও সেইস্থানে বাস করিতেছেন এরূপও শুনা যায়। দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন, পরাগলের পিতার নাম রাস্তী খাঁ ও পুত্রের নাম ছুটি খাঁ। এই সকল নাম তিনি চট্টগ্রামঅঞ্চলে প্রচলিত কবীন্দ্ররচিত মহাভারতে পাইয়াছেন। এ অঞ্চলের পুস্তকে ঐ সকল নাম ও পরিচয় নাই। কেন নাই তাহা পরে বলা যাইবে। দীনেশ বাবু ইহাও লিখিয়াছেন যে চট্টগ্রামে তিনি যে সকল পুঁথি পাইয়াছেন তাহা চট্টগ্রামের প্রাচীন ভাষায় লিখিত; স্থানে স্থানে এত জটিল যে অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না। আমি কিন্তু চট্টগ্রাম হইতে এই সুদূর স্থানে বাস করিয়া ঐ পুস্তকের ভাষার জটিলতার কিছুই অনুভব করিতেছি না। আমাদের কাছে উহা অতি সহজ এবং উহা আমাদের এ অঞ্চলে প্রচলিত কথিত ভাষা, ঐ ভাষা প্রাচীন চট্টগ্রামের নহে। রঙ্গপুর, কুচবেহার ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত রাজবংশী ভাষা, যাহা বঙ্গীয় বরেন্দ্র শাখার অন্তর্গত। পরাগল খাঁ সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে শেষ বয়সে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সে অঞ্চলে

জমিদারী ইত্যাদিও পাইয়াছিলেন। তিনি চিরকাল যে চট্টগ্রামে বাস করিয়াছিলেন ইহা নহে। গৌড়ে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল এবং গৌড় হইতে তিনি একবার মগবিজয়ের জন্য চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আমাদের এই কথা চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মহাভারতের যে অংশ রাখাল বাবু তাঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাসে "উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

"লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত (১) চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥"

ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় তিনি নিত্য নিত্য পুরাণ শুনিতেন। পুরাণ অর্থে এখানে এই কবীন্দ্র রচিত মহাভারতের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এখানে পুরাণ শুনার কথা আছে, পুরাণ রচনা করাইয়া শুনার কোন কথা নাই। যেন একখানি তৈয়ারী পুরাণ আছে তাহাই তিনি প্রতিদিন শুনিতেন অর্থাৎ পুরাণ খানি সেখানে রচিত হয় নাই; রচিত ছিল। গৌড় যে তাহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল এবং চট্টগ্রামে যে তিনি পরে বাস করিয়াছিলেন ইহা উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়।

উপরোক্ত ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, হুসেন সাহর সেনাপতি পরাগল খাঁই বর্ত্তমান মহাভারতখানির প্রবর্ত্তক। তাঁহারই আদেশমত কবীন্দ্র এই মহাভারত খানি লিখিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু এই মহাভারতখানির নাম "পরাগলী মহাভারত" বলিয়াছেন। ঐ নামটি খুব সম্ভব তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাইয়াছেন। আমাদের এ অঞ্চলে, ও নাম নাই। এ অঞ্চলে উহার নাম কবীন্দ্র-রচিত মহাভারত। দীনেশ বাবু চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এই পুস্তকের সন্ধান করিয়াছিলেন আমাদের এ অঞ্চলে কদাচ সন্ধান করেন নাই। তিনি চট্টগ্রামে এই পুস্তক খানির প্রচার দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন উহা চট্টগ্রামেই লিখিত এবং চট্টগ্রামের ভাষায়ই লিখিত হইয়াছিল। এই অঞ্চলের পুস্তকগুলি দেখিলে এবং কবীন্দ্রের ইতিহাস শুনিলে তাঁহার ঐ মত খুব সম্ভব পরিবর্ত্তিত হইত। দীনেশবাবু তিনখানি পরাগলী মহাভারত পাইয়াছেন। একখানি ২০৪ বৎসরের, একখানি ২০০ বৎসরের আর একখানি ২৫০ বৎসরের। ঐ সকল পুস্তক দেখিবার সুযোগ আমাদের হয় নাই, তবে তিনি তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" যে সকল অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা দেখিয়াছি এবং তাহা দেখিয়া বুঝিয়াছি যে ঐ পুস্তক ও এ অঞ্চলের পুস্তক একই পুস্তক, একই রাজবংশীভাষায় লিখিত, তবে কতকগুলি প্রাদেশিকতা প্রবেশ করিয়াছে এবং পাঠান্তর ও কিছু কিছু ঘটিয়াছে। পরাগল খাঁর বংশের বর্ণনা ও নসরত সাহর গৌরবের কথামূলক কতকগুলি কবিতা পরবর্ত্তীকালে রচিত হইয়া উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এই কথা বলার হেতু এই যে:—

(১) আইবন্ত স্থলে আইলন্ত হওয়া সম্ভব। লিপিকর প্রমাদ।

(১) এ অঞ্চলের প্রচলিত পুস্তকে ঐ সকল উক্তি নাই। ঐ সকল অতিরিক্ত উক্তি যখন চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত পুস্তকে আছে তখন বলিতে হইবে যে উহা পরবর্ত্তী ও প্রক্ষিপ্ত।

(২) চট্টগ্রাম হইতে যদি ঐ পুস্তক এ অঞ্চলে আসিত তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত উক্তিগুলিসহ আসিত এবং এ অঞ্চলের পুস্তকেও তাহা থাকিত।

(৩) পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে ভূসম্পত্তি পাইয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ জমিদার হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মানার্থ ও গৌরব বৃদ্ধিহেতু পরাগলের অনুমোদিত মহাভারতে পরাগল ও তাঁহার বংশধরগণের বর্ণনা সেইকালে সেই অঞ্চলে আবশ্যক বোধ হইয়াছিল এবং তাহাই করা হইয়াছে। প্রথম যখন মহাভারতখানি রচিত হইয়াছিল তখন পরাগল খাঁর এই জাতীয় গৌরব হয়ত ছিল না এবং তাঁহার বংশধরগণের সকলের অস্তিত্ব ও তখন না থাকারই সম্ভাবনা ছিল। পরাগল খাঁ সম্বন্ধে আমরা এই পর্য্যন্ত লিখিলাম। এক্ষণে রচয়িতা কবীন্দ্র সম্বন্ধে কিছু লেখা যাইতেছে,—

কুচবেহার রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা বিশ্বসিংহের জন্ম গোয়ালপাড়া জেলার অধীনে খুটাঘাট পরগণার অন্তর্গত চিকনাগ্রাম বা চিকনগড় নামক স্থানে ইংরাজী পঞ্চদশ শতাব্দীতে হয়। ক্রমশঃ তাহার রাজ্য পূর্ব্ব পশ্চিমে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং রঙ্গপুর জেলার নিকটবর্ত্তী কামতাপুর রাজধানী অধিকার করিয়া তাহারই অদূরে আপন রাজধানী কুচবেহার সংস্থাপিত করেন। বিশ্বসিংহের সভায় সার্ব্বভৌম নামে জনৈক মৈথিল পণ্ডিত থাকিতেন। বিশ্বসিংহ তাহারই পরামর্শমত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সেই মৈথিল পণ্ডিতের পরামর্শ অনুসারে বিশ্বসিংহ নরহরি নামে জনৈক মৈথিল কায়স্থকে আনিয়া আপন মন্ত্রিত্বপদ প্রদান করেন। এই কায়স্থ বংশীয়গণ পুরুষপরম্পরা মিথিলা রাজের মন্ত্রিত্ব কার্য্য করিয়াছিলেন: নরহরিও ঐ কার্য্য করিতেন। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন বলিয়া এবং সাংসারিক বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে তিনি তৎকালে ৺কামাখ্যা পীঠে সাধনা করিতেছিলেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া বিশ্বসিংহকে বলেন এবং বিশ্বসিংহ নরহরিকে আনিয়া আপন মন্ত্রী করেন।

নরহরির পুত্রের নাম পয়োনিধি। তিনি অধিককাল জীবিত ছিলেন না। পিতার বর্ত্তমানে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। পয়োনিধির দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম অজ্ঞাত। ইহাঁর উপাধি ছিল "কবিকর্ণপূর"। ইনি শেষকালে সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম বাণীনাথ; ইহার বিদ্যার উপাধি "কবীন্দ্র"। পরে রাজমন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া পাত্র উপাধি পাইয়াছিলেন। কবীন্দ্র পাত্র নামে তিনি এ অঞ্চলে বিশেষ পরিচিত।

এই সকল ইতিহাস আমরা জানি এবং ইহার কতক কুচবেহাররাজবংশাবলী, দরঙ্গরাজবংশাবলী এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় প্রণীত "The Social History of Kamrupâ" গ্রন্থে এবং তাঁহারই সম্পাদিত 'কায়স্থ পত্রিকা' নামে মাসিক পত্রিকার ১৩৩১ সনের পৌষ ও মাঘ সংখ্যায় এবং ১৩৩২ সনের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় উল্লেখ আছে। বিশ্বসিংহ ইংরাজী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নরনারায়ণ রাজা

হন। এবং অপর পুত্র শুক্লধ্বজ যুবরাজ ও সেনাপতি হন। কবীন্দ্র ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। (১) গৌড়ের সম্রাট হুসেন সাহ ইং ১৪৯৪ হইতে ১৫২৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন সুতরাং বিশ্বসিংহ তাহার সমসাময়িক ছিলেন। এই দুই রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যে সংঘর্ষ হয় নাই তাহা নহে। সংঘর্ষ বিশ্বসিংহের সময়ও হইয়াছিল এবং তৎপুত্র নরনারায়ণের সময়ও হইয়াছিল। বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণের সময়ে যদিও কুচবেহার রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে মণিপুর, পশ্চিমে মুঙ্গের এবং উত্তরে ভুটান পর্য্যন্ত হইয়াছিল কিন্তু দক্ষিণে অধিক দূর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। প্রবল পরাক্রান্ত গৌড় নৃপতির সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করিয়াও কুচবেহাররাজাগণ করতোয়ার পূর্ব্ব পারে যাইতে পারেন নাই। ঐ করতোয়া নদীই উভয় রাজ্যের সীমা হইয়াছিল এবং অনেক যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হইয়া উভয় রাজ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কবীন্দ্র পাত্র যে সময় রাজমন্ত্রী হন সে সময় তাহার বয়স কত ছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। তবে একটা বিশাল রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইবার জন্য কতদূর পরিণত বয়সের আবশ্যক তাহা সকলে অনুমান করিতে পারেন। ন্যূনকল্পে ৩৫।৪০ বৎসর বয়স তখন তাঁহার হইয়াছিল। কবীন্দ্র বাল্যকালে কিরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আমরা বাঙ্গলা ১৩৩২ সালের পৌষ ও মাঘ সংখ্যা কায়স্থপত্রিকায় কতকটা পাই। নিম্নে তাহার এক অংশ উদ্ধৃত করা হইল ;—

"মহারাজ বিশ্বসিংহ আর্য্য হিন্দুশাস্ত্রে রীতিমত শিক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে মল্লদেব ও শুক্লধ্বজ নামক দুই প্রিয়পুত্রকে তৎকালে বিদ্যাপীঠ কাশীধামে পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে কবীন্দ্র বাণীনাথ উভয় রাজকুমারের সহচর ছিলেন। রাজকুমারের সমবয়স্ক পার্শ্বচর রূপে বারাণসী ধামে অবস্থান কালে প্রধান প্রধান অধ্যাপক ও নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত মহাজনগণের সহিত মেলামেশার তাঁহার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে কেবল শাস্ত্র শিক্ষা বলিয়া নহে লোক চরিত্র শিক্ষারও যথেষ্ট সুযোগ ঘটিয়াছিল।"

আবার কায়স্থ পত্রিকার ১৩৩২ বাঙ্গলা সনের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় এইরূপ দেখা যায় :—

"উভয় ভ্রাতা পিতামহ ও সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করেন। উভয়ের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া পণ্ডিত সমাজ জ্যেষ্ঠকে 'কবিকর্ণপূর' ও কনিষ্ঠকে 'কবীন্দ্র' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।"

আসামে আহোমদের প্রবল অত্যাচার নিবারণের জন্য আসামবাসিগণ রাজা নরনারায়ণের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। তদনুসারে রাজা নরনারায়ণ তাঁহার ভ্রাতা ও সেনাপতি, চিলারায়কে (২) লইয়া আহোম বিজয়ের জন্য আসামে গমন করেন। সেই সময় কবীন্দ্র যোদ্ধাস্বরূপে সঙ্গে যান। কবীন্দ্র যে কেবল সুশিক্ষিত ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন যোদ্ধাও ছিলেন। তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে নরনারায়ণের এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শুক্লধ্বজের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন।

---

(১) চিলারায় শুক্লধ্বজের অন্য নাম। (২) Social history of Kanurupa দ্বরং রাজবংশবলী দ্রষ্টব্য।

আসামের প্রাচীন বুরঞ্জী-পুস্তক ও দরঙ্গরাজবংশাবলী নামক পুস্তকে চিলারায়ের বিষয় যেমন বর্ণিত আছে সঙ্গে সঙ্গে কবীন্দ্র পাত্রের বিষয়ও তেমন বর্ণিত আছে। দরঙ্গরাজবংশাবলী হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতেছে :—

তৈরপরা মরঙ্গ গ্রামের মাঝে গৈয়া।
দেমেরাত রৈলন্ত রাজা সমস্ত সৈন্য লৈয়া॥
তাতে কাঠগড়া বান্ধি রহিলন্ত রাজা।
থানে থানে রৈল যত অসংখ্যাত প্রজা॥
পরম আনন্দে রাজা ভাত্রি সমন্বিতে।
অন্ন পান ভোজন করিলা পঞ্চামৃতে॥
পরম আনন্দে রাজা নিশা বঞ্চিলন্ত।
প্রভাতে উঠিয়া পাছে নৃপতি মহন্ত॥
স্নান দান করি নিত্য কর্ম্ম সমাপিলা।
অনন্তরে নৃপবর সভাতে বসিলা॥
সেহি বেলা যুবরাজ শুক্লধ্বজ রাই।
হেন বাক্য বলিলন্ত নৃপতিক ঠাঁই॥
হেরম্ব নামেতে রাজা আছে হের্ম্বেশ্বরে।
তাকলাগি মোক দাদা পাঞ্চিয়ো সত্বরে॥
রাজা বলে যায়ো বাপু বিলম্ব না করি।
কবীন্দ্র পাত্রক নিয়োক লগে করি॥
রাজইন্দ্র পাত্র আরো দামুদর কার্য্যি।
মেঘা মুকুন্দুম আনো বীর গণ সাজি॥ ৩৯৯॥

কবিতাটিতে রাজা নরনারায়ণের আসাম কাছাড় প্রভৃতি রাজ্যের দিগ্‌বিজয় বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। শুক্লধ্বজ হের্ম্বেশ্বর অর্থাৎ হিড়ম্বেশ্বর জয় করিতে যাইতেছেন আর রাজা নরনারায়ণ বলিয়া দিতেছেন কবীন্দ্রপাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাও। এই রাজসভার একটি ছবি গৌহাটী কমিশনার অফিসে সুরক্ষিত আছে। তাহার একখানি নকল "Social History of Kamrupâ" এ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ ছবিতে দেখিতে পাইবেন রাজা নরনারায়ণ উচ্চাসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে ভ্রাতা শুক্লধ্বজ তার পশ্চাতে কবীন্দ্রপাত্র এবং অন্যান্য যোদ্ধাগণ, এঁরা সকলে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত স্কন্ধে তরবারি মাথায় পাগড়ি। ঐ ছবির একখানি নকল এই গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইল। আসামের ইতিহাস প্রণেতা স্যার ই, এ, গেট (Sir E. A. Gait) সাহেব লিখিয়াছেন—"Chila Ray in 1546 defeated the Ahoms at Dikrai" ইহা উপরোক্ত আসাম দিগবিজয়ের একটি ঘটনা। এই সঙ্গে কবীন্দ্র

পাত্রও ছিলেন। শুক্লধ্বজ এই যুদ্ধাভিযানে মণিপুর ত্রিপুরা প্রভৃতি দেশ জয় করিয়া অবশেষে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে যান। "The Social History of Kamrupâ" এইরূপ লিখিয়াছে :—

"At last he invaded Gauda where the Pâdsâh of the country defeated and took him a captive"—S. H. of Kamrupâ, Page 54.

এই ঘটনাটি ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে চিলা রায় প্রভৃতি মুক্তি লাভ করেন এবং গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি স্থাপিত হয় এবং উভয় রাজ্যের মধ্যে সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, করতোয়া নদী। ঐ নদী বগুড়া জেলার মধ্যে প্রবাহিত। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারা যায় গৌড়েশ্বরের সহিত কোচবংশীয় রাজাদের পরস্পর যাতায়াত ও আত্মীয়তা ছিল। পাশাপাশি রাজ্য, সুতরাং গৌড়েশ্বরের সেনাপতি পরাগলের সহিত কবীন্দ্র পাত্রের পরিচয় ও বন্ধুত্ব থাকা অসম্ভব ছিল না। খুব সম্ভব তাহাই ছিল। চিলা রায় যখন বন্দী হইয়াছিলেন তখন তাহার সঙ্গে কবীন্দ্র পাত্র যে বন্দী হন্ নাই ইহাও বলা যায় না। যদি তাহাই হইয়া থাকে তবে পরাগলের নিকট যে তিনি কোন সূত্রে কৃতজ্ঞ ছিলেন না তাহাও নহে। এই সকল বিষয়ে কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না তবে অনুমানে বোধ হয় কবীন্দ্র এই সকল নানা কারণে পরাগলের অনুরোধ ক্রমে মহাভারতখানি লিখিয়াছিলেন। লিখিবার যোগ্যতাও তাঁহার ছিল। তিনি একজন সংস্কৃতেও সুপণ্ডিত ছিলেন এবং কবিতাদি লিখিতে পারিতেন এজন্য কবীন্দ্র উপাধি পাইয়াছিলেন।

এই সকল ঘটনা ও অবস্থা, এবং স্থানীয় প্রবাদ যে কবীন্দ্রপাত্র এই মহাভারতখানি লিখিয়াছিলেন, এবং মহাভারতখানি যে ভাষায় লিখিত হইয়াছে সেই ভাষা, একত্র করিলে, কবীন্দ্রপাত্রই যে এই মহাভারতের রচয়িতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। মহাভারতরচয়িতা কবীন্দ্রনামধারী অন্য কোন ব্যক্তির ইতিহাসও এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবীন্দ্রপাত্র ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। নরনারায়ণের রাজ্য কোচহাজো এবং কোচবেহার এই দুই অংশে বিভক্ত হয়। কোচহাজো রাজ্য শুক্লধ্বজের অংশে পড়ে। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ কুচবেহারের অধিপতি হন। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ কোচহাজোর অধিপতি হন। রঘুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পরীক্ষিতনারায়ণ কোচহাজোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। কবীন্দ্রপাত্র নরনারায়ণের মৃত্যুর পর লক্ষ্মীনারায়ণের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে তাহার বনিবনাও না হওয়াতে তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কোচহাজো রাজ্যের মন্ত্রিত্বপদগ্রহণ করেন। পরীক্ষিতের সময়পর্য্যন্ত তিনি ঐ মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পরীক্ষিতের মৃত্যুর পর এবং পরীক্ষিতের রাজ্য মোগল সম্রাটের অধীন হইলে কবীন্দ্রপাত্র মোগল সম্রাটের অধীনে সান্ধিবিগ্রহিক কানুনগো পদে অধিষ্ঠিত হইয়া একজন নামমাত্র নবাবের অধীন হইয়া

তাঁহার জীবনকাল পর্য্যন্ত কোচহাজো রাজ্যের শাসন ও সংরক্ষণ করেন। কবীন্দ্রের মৃত্যুর পরও তাঁহার বংশধরগণ বংশপরম্পরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কবীন্দ্রের কর্ম্মজীবন অতি সুদীর্ঘ। এই দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের মধ্যে তিনি কোন সময় এই মহাভারতখানি রচনা করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে মোটামুটি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকিতে পারে।

এই মহাভারত এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ও আছে। দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তক আলোচনা করিলে দেখা যায় উহা চট্টগ্রামেও প্রচলিত ছিল ও আছে। আর কোথায়ও প্রচলিত আছে কিনা আমরা জানি না। চট্টগ্রাম ও এই অঞ্চল পরস্পর বহুদূরবর্ত্তী স্থান। এই দুই স্থানে এই মহাভারত খানি এইরূপে সুরক্ষিত হইয়াছিল কেন? ইহার কারণ আমরা ইহাই অনুমান করি যে, এই অঞ্চল, মহাভারত রচয়িতা কবি কবীন্দ্রের বাসস্থান আর চট্টগ্রাম এই মহাভারতরচনার প্রবর্ত্তক পরাগল খাঁর শেষ বাসস্থান ছিল। কাজেই এই দুই স্থানে ঐ মহাভারতের আদর হওয়া কিছু অসম্ভব নহে।

শ্রীযুত দীনেশ বাবু লিখিয়াছেন "পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামক কবি স্ত্রীপর্ব্বপর্য্যন্ত সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ রচনা করেন"—(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩য় সস্করণ ১১২ পৃষ্ঠা)। তিনি স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত রচনা করার কথা লিখিয়াছেন। আমরা কিন্তু এ অঞ্চলের পুস্তকে অষ্টাদশ পর্ব্বই পাইতেছি। ইহাতে বোঝা যায় কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের সমগ্র চট্টগ্রামঅঞ্চলে প্রচলিত নাই। সুতরাং দীনেশ বাবু স্ত্রীপর্ব্বের পরের অংশটা চট্টগ্রামের পুস্তকে পান নাই। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন "ছুটি খাঁও (পরাগলের পুত্র) পিতার দৃষ্টান্ত অনুসারে শ্রীকরণ নন্দীকে অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন।" (বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য ৩য় সং ১৬৩ পৃঃ)

কবীন্দ্রের সমগ্র মহাভারত চট্টগ্রামে প্রচলিত থাকিলে ঐরূপ আদেশ হইত না। অসম্পূর্ণ মহাভারতকে সম্পূর্ণ করিবার জন্যই যেন ঐরূপ আদেশ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তৎকালে অশ্বমেধ পর্ব্বটি পাওয়া যায় নাই। কালক্রমে আরও কতকগুলি লোপ পাওয়ায় দীনেশ বাবু স্ত্রীপর্ব্ব পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন। কিন্তু যে অঞ্চলে এই মহাভারতের কবির জন্মস্থান সে অঞ্চলের লোকেরা বিশেষতঃ তাঁহার বংশধরগণ ইহার কোন অংশও নষ্ট হইতে দেন নাই। পরমযত্নে বংশপরম্পরা নকল করিয়া রক্ষা করিয়াছেন।

দীনেশ বাবু অনন্ত কন্দলীর রামায়ণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ১৪১ পৃঃ)। অনন্ত কন্দলীর রামায়ণও আমাদের এই অঞ্চলের পুঁথি। অনেক গৃহে যত্নে রক্ষিত আছে। পুস্তকখানির ভাষা ও কবীন্দ্র লিখিত মহাভারতের ভাষা প্রায়ই এক; সামান্য পার্থক্য আছে। বোধহয় গ্রন্থকারের বাসস্থান বর্ত্তমান কামরূপের কোন স্থানে ছিল। অনন্ত বা রামসরস্বতী কুচবেহারের মহারাজা নরনারায়ণের সভাসদ্ ছিলেন। তাঁহার লিখিত অন্যান্য কবিতাও অনেক আছে। Social History

of Kamrupâ" এর ৬৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে যে—For this purpose the king brought learned Brahmanas from Gauda and Kamrupâ and made arrangements for the publication of religious books in the popular dialect. Surjakhari says that at the command of the king Naranarayań, Ramsaraswati composed padas (verses) simplifying the Mahabharatâ, the Ramayanâ and the eighteen Puranâs."

রামসরস্বতীর মহাভারত সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর কোন উল্লেখ নাই। ঐ মহাভারতখানিও রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক, অর্থাৎ ন্যূনাধিক চারিশত বৎসরের পূর্ব্বেকার। অনন্ত কন্দলীর রামায়ণ লইয়া বঙ্গীয় ও আসামবাসী সাহিত্যিকগণের মধ্যে একটা বিবাদ বাধিয়াছে। উভয় দলের মধ্যে প্রত্যেকে উহা আপন সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া দাবী করিতেছেন। আমাদের বোধ হয় আমাদের এই মহাভারতখানি লইয়াও এইরূপ একটা বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা। এজন্য আমরা এইস্থানেই উহার সহজ মীমাংসা করিয়া দিতেছি। যেকালে এই সকল সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল সে কালে বঙ্গীয় কি কামরূপী সাহিত্য বলিয়া কোন একটা বিশেষ ভেদ বা কথা ছিল না। তৎকালে সাহিত্য দুই প্রকার ছিল :—সংস্কৃতসাহিত্য ও ভাষাসাহিত্য। ভাষা অর্থ কথিত ভাষা। এই কথিতভাষায় লিখিত সাহিত্যের নাম ভাষাসাহিত্য। ভাষাসাহিত্যের দাবী কোন ভৌগোলিক বিভাগের অন্তর্গত ছিল না। যে সকল লোক ঐ ভাষায়লিখিত সাহিত্য বুঝিতে পারিতেন তাঁহারাই উহাকে আপন সাহিত্য মনে করিতেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতিলিখিত পদাবলী মিথিলা, বঙ্গ ও আসামে আপন সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইত। বাঙ্গলার কবি কাশীরামদাস ও কৃত্তিবাসলিখিত মহাভারত ও রামায়ণ বঙ্গ, আসাম ও নেপালে সমভাবে আপন সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইত। সেইরূপ কামরূপ অঞ্চলের কবির লিখিত গ্রন্থগুলিও বঙ্গদেশে আপন সাহিত্য বলিয়া গৃহীত হইত। এখন সাহিত্যের নাম ভৌগোলিক বিভাগ অনুসারে হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বিবাদেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল বিবাদে ভেদসৃষ্টি ভিন্ন ইহার অন্য ফল আমরা দেখি না। অনন্ত কন্দলীর রামায়ণকে যদি বঙ্গভাষার সাদৃশ্য অনুসারে বঙ্গীয় সাহিত্যমধ্যে পরিগণিত করা হয়, তবে আসামের সাহিত্যিকগণ বলিবেন বঙ্গদেশের কবির লিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলির ভাষা কামরূপী ভাষার সহিত সাদৃশ্য থাকায় আমরাও ঐ সকল সাহিত্যকে কামরূপীসাহিত্যের মধ্যে পরিগণিত করিব। একথা তাঁহারা বলিতে পারেন। উভয় ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য এত অধিক যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে দাবী অনায়াসে করিতে পারেন। সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদে কোন ফল নাই। সাহিত্য, জনসাধারণের সাধারণ সম্পত্তি; সুতরাং উহা প্রত্যেকে আপন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। ভাষা, সাহিত্য নয়, ভাবই সাহিত্য। ভাষা, সাহিত্যের পরিচ্ছদ মাত্র।

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন যে চট্টগ্রামঅঞ্চলে এই মহাভারতকে "পরাগলীমহাভারত" বলে। ঐ নামটি এ অঞ্চলে নাই। পক্ষান্তরে পরাগলের কথা যে তত টা আবশ্যকীয় নহে এ অঞ্চলের

পুস্তকাদি আলোচনা করিলে তাহাই প্রতীতি হয়। কারণ কোন কোন পুস্তকে দেখা যায় পরাগলের বৃত্তান্তটি বাদ দিয়া সেই সেই স্থানে ফাঁক রাখিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে।

দীনেশ বাবু এই মহাভারতের রচয়িতার নাম দিয়াছেন কবীন্দ্রপরমেশ্বর। নিশ্চয়ই তিনি চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুস্তকে ঐরূপ নাম দেখিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তকের প্রত্যেক ভণিতায় "পরমেশ্বর" এই কথাটি আছে কি দুই এক স্থানে আছে তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই, কারণ আমাদের ঐ সকল পুস্তক দেখিবার সুযোগ এখনও হয় নাই। আমাদের এ অঞ্চলে প্রচলিত পুস্তকের মধ্যে যেখানি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক পুস্তক অর্থাৎ যাহা ১০৭ বৎসরের পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে তাহার প্রারম্ভে এক স্থানে মাত্র আমরা ঐ 'পরমেশ্বর' কথাটি দেখিতে পাইয়াছি, অন্যান্য স্থানে নাই এবং অন্যান্য পুস্তকে একেবারেই নাই। কেবল "কবীন্দ্র"—এইরূপ উক্তি আছে। দীনেশবাবু যে ভাবে লিখিয়াছেন তাহা দেখিয়া বোধহয় গ্রন্থকারের নাম কবীন্দ্র এবং তাহার কুলোপাধি অথবা খেতাব 'পরমেশ্বর'। পরমেশ্বর কাহারও কুলোপাধি আছে কিনা আমরা জানি না। ঐরূপ খেতাবেরও কোন অর্থ হয় না। তবে এই পরমেশ্বর কথাটি কি প্রকারে আসিল? আমরা যতদূর অনুমান করিতে পারি তাহাতে বোধহয় পরমেশ্বর কথাটি পরবর্ত্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে। হয় লিপিকর প্রমাদে 'পরম যত্নে'র স্থলে পরমেশ্বর লিখা হইয়াছে, নাহয় কবীন্দ্রের বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করিবার জন্য কিম্বা মৃতব্যক্তির সম্মানার্থ ঈশ্বর (৺) লেখার যে রীতি আছে সেইরূপ কবীন্দ্র নামের সহিত ঈশ্বর না লিখিয়া বড়লোক বলিয়াই হউক অথবা ছন্দ রক্ষা করিবার জন্যই হউক তাঁহার নামের সহিত পরমেশ্বর কথাটি যুক্ত হইয়াছে। (১)

চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত পুস্তকের যে সকল নমুনা আমরা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে উদ্ধৃত দেখিতে পাই, তাহাতে বোধহয় পুস্তকখানি ঐ অঞ্চলে যাইয়া কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পরাগলের বংশাবলী ও সম্রাট নসরত সাহর বৃত্তান্ত এই অঞ্চলের পুস্তকে নাই। এসব খুবসম্ভব পরাগল খাঁর কিম্বা তাঁহার বংশধরগণের উৎসাহে সংযোজিত হইয়াছে। ভাষারও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু মজ্জাটি ঠিক আছে। দেখিলেই সাহিত্যিক মাত্রেই ধরিতে পারিবেন উহা

---

(১) নিম্নে সন্নিবেশিত মন্তব্য পাঠে ও জানা গেল যে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের পুস্তকাগারে রক্ষিত কবীন্দ্র মহাভারতের দুই কপির মধ্যে আধুনিক কপিটিতে "পরমেশ্বর" কথাটি আছে প্রাচীনটিতে নাই একই পুস্তক। ইহাতে বুঝা যায় যে "কবীন্দ্র" ও "কবীন্দ্র পরমেশ্বর দুই ব্যক্তি না হইবারই সম্ভাবনা। পরমেশ্বর কথাটি পরবর্ত্তীকালে কোন কারণ বশতঃ যোজিত হইয়া থাকিতে পারে। খুব সম্ভব চট্টগ্রামে ইহা যোজিত হইয়া থাকিবে। চট্টগ্রামের পুঁথিও এ অঞ্চলে পরবর্ত্তীকালে আইসা অসম্ভব নহে। যোজিত হইবার কারণ অনেক থাকিতে পারে। পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার মহাশয় বলেন যে অনেক সময়ে পুস্তকের ভণিতায় লেখক ও গায়ক উভয়ের নাম সন্নিবেশিত হওয়ার নিয়ম আছে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন "গৌড়ের ইতিহাস প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত, অদ্ভুতা চার্য্যের রামায়ণের মুখবন্ধ প্রণয়ণের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষ ভাগে লিখিয়াছেন:—"মালদহের পুঁথিতে স্থানে স্থানে "অদ্ভুত নরসিংহ বলে" "অদ্ভুত মাধব বলে" "নীলমাধব বলে" এরূপ ভণিতা আছে। রঙ্গপুরের পুঁথিতে সেইরূপ নাই। অদ্ভুতের রচিত রামায়ণের যেমন "অদভূতাচার্য্য বলে"র স্থলে মালদহে অদ্ভুত নরসিংহ ইত্যাদি হইয়াছে তেমনি কবীন্দ্রের স্থলে গায়কের নামসহ "কবীন্দ্র পরমেশ্বর বলে" হওয়া অসম্ভব নহে। অর্থাৎ লেখক গায়ক ও উভয়ের নাম ভণিতায় দেওয়ার রীতি, আছে খুব সম্ভব পরমেশ্বর নামে কোন গায়কের বাড়ীতে রক্ষিত ঐ পুঁথিখানি ছিল; কথাটা যুক্তি সংগত বটে।

উত্তরবঙ্গীয়রাজবংশী ভাষায় লিখিত। রাজবংশীভাষা কি ইহা শ্রীযুক্ত গ্রিয়ারসন সাহেবের লিখিত "Linguistic Survey of India" তে পাওয়া যায়। রাজবংশীভাষার আলোচনা করিলে এবং ঐ ভাষার উচ্চারণ আয়ত্ত করিলে এই মহাভারতের মিষ্টত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এখানি একখানি সংক্ষিপ্ত মহাভারত। পরাগল খাঁর আদেশ "দিনেকে শুনিতে পারি এমন একখানি মহাভারত রচনা করিয়া আমাকে শুনাও।" মহাভারত সংক্ষেপ করা বড় সহজ কথা নয়। যাহার নাম মহাভারত। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে"—এই মহাভারতকে সংক্ষিপ্ত করা বড় সহজ ব্যাপার নয়। একটা বড় মাথার আবশ্যক। বাহুল্য করিয়া লেখায় যেমন মাথার আবশ্যক হয় আবার তেমনি বাহুল্যকে সংক্ষিপ্ত করিতেও বিশেষ বুদ্ধিনিপুণতার প্রয়োজন হয়। পুঞ্জীকৃত ঘটনাবলী হইতে কোন অংশ ছাড়িয়া কোন অংশ লইব, অথচ অসংলগ্ন হইবে না—সব কথাই থাকিবে একখানি সম্পূর্ণ পুস্তক হইবে, লোকে পড়িয়া আনন্দানুভব করিবে—এ বড় সহজ কথা নয়! কবীন্দ্রের সম্মুখে কি আর কোন অন্য সংক্ষিপ্ত মহাভারত ছিল?—কিছুই ছিল না। তিনিই প্রথম অনুবাদ মহাভারতের সূত্রপাত করেন। অন্যান্য রচয়িতাগণ তাঁহার পরবর্ত্তী। তিনি কোন গ্রন্থ সম্মুখে রাখিয়া এই সংক্ষিপ্ত মহাভারতখানি রচনা করিয়াছিলেন? সেই বেদব্যাস বিরচিত সুবৃহৎ সংস্কৃত মহাভারত—যাহাকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যাইতে হইলে গোশকটের আবশ্যক সেই সংস্কৃত মহাভারত যে রচনার সময় তাহার সম্মুখে ছিল তাহার নিদর্শন একস্থলে দীনেশ বাবু দেখাইয়াছেন।—তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সুদেষ্ণোবাচ ॥"

মূর্দ্ধ্নি ত্বাং বাসয়েয়ং বৈ সংশয়ো মে ন বিদ্যতে।
নচেদিচ্ছতি রাজা ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বেণ চেতসা॥
স্ত্রিয়ো রাজকুলে যাশ্চ যাশ্চেমা মম বেশ্মনি।
প্রসক্তাস্ত্বাং নিরীক্ষন্তে পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ॥
বৃক্ষাংশ্চাবস্থিতান্ পশ্য য ই মে মম বেশ্মনি।
তেঽপি ত্বাং সন্নমন্তীব পুমাংসং কং ন মোহয়েঃ॥
রাজা বিরাটঃ সুশ্রোণি দৃষ্ট্বা বপুরমানুষম।
বিহায় মাং বরারোহে ত্বাং গচ্ছেৎ সর্ব্বচেতসা॥
অধ্যারোহেদ্ যথা বৃক্ষাণ্ বধায়ৈবাত্মনো নরঃ।
রাজবেশ্মনি তে সুভ্রু অহিতং স্যাত্তথা মম॥
যথাচ কর্কটী গর্ভমাধত্তে মৃত্যুমাত্মনঃ।
তথাবিধমহং মন্যে বাসস্তব শুচিস্মিতে॥"

(বেদব্যাস বিরচিত মূলমহাভারত হইতে)

কবীন্দ্রের অনুবাদ :—

মাথে করি তোমাকে রাখিতে আমি পারি
স্ত্রীসব দেখিলে তোকে নারে পাসরিতে।
পুরুষ কিমতে ধৈর্য্য পারয়ে ধরিতে॥
রাজায় দেখিলে তোক মজিবেক মন।
বলে করি ধরিবেক রাখিবেক কোন॥
আপন কণ্টক মুঞি আপনে করিব।
মৃত্তিকাতে বিষবৃক্ষ আপনে রোপিব॥
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তথাবিধ মানি আমি তোমার ধারণ॥
তোমাক রাখিলে আমি হইব উদাস॥" ইত্যাদি—

উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশদ্বয় তুলনা করিয়া দেখিলে পাঠক দেখিতে পারিবেন যে কবীন্দ্র যেন মূল মহাভারতখানি সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার মহাভারতখানি রচনা করিয়াছেন। অথচ সংক্ষেপে লিখিয়াছেন।

মহাভারতে অনেক অবান্তর কথা আছে। মূল ঘটনার সঙ্গে এই সকলের সম্বন্ধ থাকিলেও ঐগুলি এত বাহুল্য যে ঐ গুলি পড়িতে পড়িতে মূল ঘটনার বিষয় ভুলিয়া যাইতে হয়,—যাহাকে সহজ কথায় বলে খেই হারান; অথচ ঐ সকল অবান্তর কথার সঙ্গে মূল ঘটনার এমন সম্বন্ধ থাকে যে ঐগুলিকে একেবারে পরিত্যাগ করাও যায় না। কবীন্দ্রের বিদ্যাবত্তা পাঠক এই স্থলে দেখিবেন যে তিনি ঐ সকল অবান্তর কথা প্রায় একটিও ছাড়েন নাই অথচ ঐ গুলিকে সংক্ষেপ করিয়া মূল ঘটনার সঙ্গে এমন সুন্দররূপে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে কোন অংশ ছাড়িয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না অথচ মূল বিষয়টিকেও অবান্তরিক ঘটনার সহযোগে সুন্দররূপে পরিস্ফুটিত করিয়াছেন।

এখানি একখানি সুন্দর মহাভারত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহাতে মহাভারতের সকল কথাই আছে ও অতি সুন্দররূপে আছে। কাশীরাম দাসের মহাভারতের মত প্রাঞ্জল না হইলেও দুর্ব্বোধ্য বা কর্কশ নহে। স্থানে স্থানে কবিত্ব ও বেশ আছে। তবে কবিত্বের দিকে ততটা দৃষ্টি ছিল না যতটা এই বৃহৎ বস্তুকে ক্ষুদ্র করিবার চেষ্টার দিকে ছিল। ইচ্ছা করিলে তিনি ইহাকে আরও প্রাঞ্জল ও সুমধুর করিতে পারিতেন, সে কবিত্ব শক্তির পরিচয় আমরা তাঁহার এই পুস্তকেই পাইয়াছি। এই পুস্তকে তাঁহার কবিত্বের পরিচয় দিবার তেমন উদ্দেশ্য ছিল না সংক্ষেপ করাই উদ্দেশ্য ছিল। তবে স্থানে স্থানে কবিত্ব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন পুস্তকগুলিতে যেরূপ ছন্দভঙ্গ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, কবীন্দ্রের পুস্তকে তাহা অতি বিরল। ভাবও বেশ সুস্পষ্ট। সেই প্রাচীন কালে এমন একখানি সুন্দর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে ইহা

সামান্য শক্তির পরিচয় নহে; অসাধারণ শক্তি। এখানি একখানি দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারের উজ্জ্বল রত্ন। আশা করি পাঠকবর্গ ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিবেন।

এই পুস্তকখানি যে তিনখানি প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে সংকলিত করা হইয়াছে, ঐ তিনখানি পুস্তকের বানান আধুনিক বানান হইতে সম্পুর্ণ বিভিন্ন। আবার ঐ তিনখানি পুঁথির প্রত্যেকের বানান বিভিন্ন। তিনখানি তিন সময়ের। সময় অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বানান হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল বানান সেই কালের মতে ভুল নহে, কিন্তু এখনকার মতে ভুল। ইহার কারণ সংস্কৃত ভাষা যখন প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, তখন ঐ ভাষায় যে ভাবে যে কথা উচ্চারিত হইত, সেইরূপ বর্ণে লিখিত হইত। যেমন আদ্যকে অজ্জ "অদ্য"কে অজ্জ "নিয়োগ"কে নিওও ইত্যাদি ভাবে লেখা হইত। প্রাকৃত ভাষায় অজ্জ ইত্যাদি ঠিক, অশুদ্ধ নহে, কিন্তু সংস্কৃতে উহা অশুদ্ধ।

বাংলা ও অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষায় প্রাকৃত বানানই পূর্ব্বে লিখিত হইত, কাজেই তখন উহা ভুল বলিয়া ধরা হইত না। কালক্রমে কোন কোন দেশে সংস্কৃত চর্চ্চার পুনরুত্থান হওয়াতে ঐ ঐ দেশের প্রাদেশিক ভাষাও পরিবর্ত্তিত হয় ও সংস্কৃত বানান ব্যবহৃত হয়। পুণা ও নবদ্বীপে সংস্কৃত চর্চ্চার বাহুল্যবশতঃ মহারাষ্ট্রীয় ও বাংলা ভাষা সংস্কৃতমূলক হইয়া পড়িয়াছে এবং উহাদের ও তদানুসঙ্গিক কামরূপীয় ভাষার বানান সংস্কৃতমূলক হইয়াছে। এখন বাংলা বা কামরূপী প্রাচীন বানান অশুদ্ধের মধ্যে গণ্য হইবে। এইকারণে এবং সকলের পড়িবার ও বুঝিবার পক্ষে অসুবিধা হইবে বলিয়া বর্ত্তমান পুস্তকখানিতে আধুনিক বানান গৃহীত হইয়াছে। তবে সে কালের বানানের বিশেষ ভাবটা বুঝাইবার জন্য কতকগুলি কথার বানান প্রাচীনভাবে লিখিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ ঐ সকল কথার বর্ণাশুদ্ধি ধরিবেন না।

মদ্রাধিপতির নাম চিরকাল শল্য বলিয়া জানি, কিন্তু উক্ত তিনখানি পুঁথিতে "শৈল্য" এরূপ বানান আছে। শেল হইতে কিংবা শৈল হইতে শৈল্য হয়। শল্যের কোন ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না।

রাজবংশীভাষার ব্যাকরণের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাহা এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি।

দ্বিতীয়াবিভক্তিতে বাংলায় যে খানে "কে" হয় রাজবংশীভাষায় সেখানে "ক" হবে এবং "ক্" উচ্চারণ হবে; যেমন বাংলায় "আমাকে", "তোমাকে", "রামকে", রাজবংশীভাষায় "আমাক", "তোমাক", "রামক", এইরূপ হবে এবং "আমাক্", "তোমাক্", "রামক্" এইরূপ পড়িতে হবে।

সপ্তমী বিভক্তিতে বাংলায় যেখানে "তে" হয় রাজবংশীভাষায় সেখানে "ত" হবে এবং "ত্" উচ্চারণ হবে; যেমন "আমাতে", "তোমাতে", "রামেতে" ইহার স্থলে "আমাত", "তোমাত", "রামত" এইরূপ হবে ও "আমাত্" "তোমাত্" "রামত্" এইরূপ পড়িতে হবে।

গৌরিপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর একজন অসাধারণ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি অনেক করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারই উদ্যোগে একবার

গৌরীপুরে "উত্তরবঙ্গ সাহিত্য পরিষৎ" সভার সম্মেলন হইয়াছিল। সেই সময় বঙ্গীয় প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকগণের শুভাগমন হইয়াছিল ও বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। তিনি নিজে একজন সুলেখক। বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। ঐ বিদ্যার চর্চ্চায় তিনি এতদূর পারদশিতা লাভ করিয়াছেন যে তাঁহার প্রণীত সংগীত বিষয়ক পুস্তকখানি বঙ্গীয়সঙ্গীতে স্বরলিপিসম্বন্ধে একটি অভিনব পথপ্রদর্শক হইয়াছে। সঙ্গীতের তত্ত্ব সম্বন্ধেও তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সাধারণের জানিবার ও বুঝিবার বিষয় বটে, এইরূপ সর্ব্ব দিগ্‌দর্শী, কর্ম্মঠ, উদ্যোগী, অধ্যবসায়শীল এবং অক্লান্তকর্ম্মা ব্যক্তি রাজা মহারাজা দিগের মধ্যে দেখিলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। তিনি যে সেই প্রাচীনকালের নরহরি ও কবীন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার উর্দ্ধতন পুরুষগণের পদবী অনুসরণ করিয়া তাঁহাদেরই মতন আপনার সর্ব্ব বিষয়ে পারদশিতা ও কর্ম্মনিপুণতা দেখাইতেছেন ইহা তাঁহাকে যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বর্ত্তমানেও তিনি তাঁহার জেলাবাসীর শিক্ষাদি যাহাতে সুচারুরূপে হয় তজ্জন্য ও গুরুতর পরিশ্রম ও অকাতরে বহু অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

তাঁহার উৎসাহ আনুকূল্য ও সদিচ্ছা না হইলে আমি এই পুস্তক খানির পুনরুদ্ধার ও সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশিত করিবার কোন সুযোগ পাইতাম না। এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় তিনিই বহন করিয়াছেন। আমি এবং সর্ব্বসাধারণ ইহার জন্য তাঁহার নিকট ঋণী। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এইরূপ সকল বিষয়ে দৃষ্টি ও সহানুভূতি এবং ঈদৃশ সাহিত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। তাঁহার আনুকূল্যে দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডার দিন দিন পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং দেশের নানা বিধ সৎকার্য্য তাঁহার সাহায্যে সুসম্পন্ন হইবে।

পণ্ডিত রমানাথ বিদ্যালঙ্কার গোস্বামী মহোদয়কেও এস্থলে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ ও অধ্যবসায় অসাধারণ। তিনি একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মত তিনি কেবল সংস্কৃত শাস্ত্র লইয়া থাকেন না। বঙ্গীয় ও অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ চর্চ্চা করেন। বর্ত্তমান কালে রচিত গ্রন্থাদি তাঁহার বিশেষ আলোচনার বিষয়। পুস্তকাদি তিনি অনেক লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন। তিনি গুরুতর পরিশ্রম করিয়া যে রাজপুস্তকাগার হইতে বাহির করিয়া এবং পাঠ করিয়া আমাদিগকে এই পুস্তক খানির সন্ধান দিয়াছিলেন তাহার জন্য আমরা তাঁহার নিকট নিতান্ত কৃতজ্ঞ। বলা বাহুল্য যে তিনি এইরূপ পরিশ্রম না করিলে এই পুস্তকের উদ্ধার হইত না। ক্রমে পুস্তকখানি লোপ হইয়া যাইত। পুস্তক গুলি আমরা যে অবস্থায় পাইয়াছিলাম তাহাতেই আমাদের স্থানে স্থানে পাঠ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল আরও কিছুদিন ঐ ভাবে থাকিলে ইহার পুনরুদ্ধার অসম্ভব হইয়া পড়িত।

এই কার্য্যে আমি শ্রীমান্ শান্তিজীবন পাল ও শ্রীযুত বাণেশ্বর দাস মহাশয়ের নিকট

যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। এই অস্পষ্ট প্রাচীন অক্ষরে লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিয়া নকল করা সম্বন্ধে তাঁহারা সাহায্য না করিলে আমি ইহার কিছুই করিতে পারিতাম না। তাঁহারা এই কার্য্য বিশেষ উৎসাহ ও মনোযোগের সহিত করিয়াছিলেন, এবং প্রাচীন লেখা গুলিকে তাঁহারা এতই আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে তাঁহাদের সাহায্যে এই 'নষ্টকুষ্ঠি উদ্ধার করা' আমার পক্ষে খুব কঠিন হয় নাই। ইতি—

১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৬ সাল
ধুবড়ী।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহোদয় এই গ্রন্থ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

অভিমত

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত কবীন্দ্ররচিত মহাভারতের বিষয় অনুসন্ধান জন্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমানাথ গোস্বামী বিদ্যালঙ্কার মহাশয় গৌরীপুররাজকর্তৃক আদিষ্ট হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের অর্থানুকুল্যে তাঁহার গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত বিভিন্ন সময়ের লিখিত তিনখানি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া শ্রীযুক্ত পণ্ডিত গোরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় উত্তরবঙ্গে প্রচলিত এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানির প্রকাশ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে উহার ভূমিকায় পরিষদে রক্ষিত কবীন্দ্র মহাভারতের পরিচয় সন্নিবেশিত করিবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে আমার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলাম।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদে কবীন্দ্র রচিত একখানি জীর্ণ মহাভারতের পুঁথি বহুপূর্ব্বে সংগৃহীত হইয়াছ। দ্বিতীয় পুঁথির একখানি মাত্র ১৲ সংখ্যক পত্র অন্য পুঁথির সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে প্রথম পুঁথি খানিতে লেখকের পরিচয় ও তারিখের উল্লেখ নিম্নলিখিত রূপ উল্লিখিত আছে—

"ইতি সন ১১৮৭ সন। তালুক চেরেঙ্গা। ইজারদার কৃষ্ণপ্রসাদ দেওয়ান। তোফদার পাছলিঙ্গঃ। বস্থলিয়া শ্রীধনিরাম দাস। বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।" বিরাট পর্ব্বের শেষে এইরূপ লেখা আছে।

এই চেরেঙ্গা গ্রাম রঙ্গপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার জলচাকা থানায় অবস্থিত। অন্যান্য পর্ব্বগুলিও একই স্থান হইতে একই ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঠিক একই সময়ে লিখিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীনত্ব হিসাবে ইহার মূল্য এ যাবৎ প্রাপ্ত পুঁথিগুলির মধ্যে অধিক। এরূপ সম্পূর্ণ গ্রন্থ কীটের অত্যাচার হইতে কোনও প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার করা একেবারেই অসম্ভব। এই গ্রন্থে প্রত্যেক পর্ব্ব শেষে নিম্নলিখিতরূপ লিখিত হইয়াছে—

জএমুনি কহেন্ত কথা জন্মেজএর জানে।
বিরাট পর্ব্বের কথা হইল সমাপনে ॥

দ্বিতীয় পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠা যাহা এখানে সংগৃহীত আছে, তাহার আরম্ভ এইরূপ—

স্থলতান আলাপউদ্দিন পঞ্চ গৌড়নাথে।
ত্রিপুরার দ্বার সমর্পিল জার হাতে ॥
কুতুহলে ভারতের পুছিল কাহিনী।
কেমতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানি ॥
শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দরিদ্র ভঞ্জন প্রভু অনাথের গতি ॥
বৎসরেক কোথা ছিল অজ্ঞাত বসতি।
কেমতে পৌরষ তারা পাইল ব্রহ্মগতি ॥
বনবাসে বঞ্চিল কেন দ্বাদশ বৎসর।
কোন কর্ম্ম কৈল তারা বনের ভিতর ॥
এতসব কথা কৈল সংখেপ করিয়া।
দিনেক স্থনিতে পারি পাচালি রচিয়া ॥
তাহার আদর মান্য মস্তকে রহিল।
কবিন্দ্র পরমেশ্বর পাচালি রচিল ॥"

প্রথমোক্ত পুঁথিখানিতে কেবল "কবীন্দ্র" মাত্র রচয়িতার পরিচয় দেখিতে পাওয়া যায়। এবং দ্বিতীয় খানিতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বর আছে। কবীন্দ্র এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা ভূমিকায় প্রতিপন্ন করায় যে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার যুক্তি আমাদের মতে দৃঢ় না হইলেও পুস্তকের রচনার ভঙ্গী এবং শব্দ সোপানের প্রণালী দেখিয়া অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে।

কাশীরাম দাসের মহাভারত রচনার বহুপূর্ব্ব হইতেই এই কবীন্দ্ররচিত মহাভারত উত্তরবঙ্গে, বর্ত্তমান আসাম সন্নিহিত স্থান সমূহে যে প্রচলিত ছিল, তাহাও আমরা অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছি। এমন কি, গো-মড়ক উপস্থিত হইলে পল্লীগ্রামে কবীন্দ্ররচিত বিরাট পর্ব্ব ব্রাহ্মণের দ্বারা এখনও পাঠ করান হইয়া থাকে। ইহা গ্রন্থখানির পর্য্যাপ্ত প্রসারের সাক্ষাৎ নিদর্শন, সন্দেহ নাই।

আসামের গোয়াল পাড়া জেলাটী পূর্ব্বে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। গৌরীপুর রাজবাটীতে রক্ষিত পুঁথির লেখকের সাকিন হইতে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে (১)। এই অঞ্চলে কবীন্দ্র মহাভারতের পর্য্যাপ্ত প্রসার এবং ভাষা দেখিয়া মনে হয় যে, গ্রন্থখানি উত্তর বঙ্গেরই নিজস্ব সম্পত্তি। এবং তথা হইতেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহা প্রচারিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির ভাষা সম্বন্ধে ভূমিকায় যাহা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও সমর্থনযোগ্য। রঙ্গপুরের দেশীয় ভাষার অপর নাম রাজবংশী ভাষা। এই রঙ্গপুরের বিস্তৃতি আসামের গোয়ালপাড়া হইতে সম্পূর্ণ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, বগুড়া লইয়া ছিল। রাজবংশী ভাষার সহিত পালি ভাষার ঐক্য প্রদর্শন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় বহুপুর্ব্বে আমি একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে ঐ ভাষার ক্রিয়াদির প্রয়োগ ও অন্যান্য অনেক ব্যাকরণ ঘটিত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছি। শৈব শঙ্করতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম এই বঙ্গোত্তর প্রদেশেই শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মহাচীনে প্রস্থান করিয়াছে। রাজবংশী ভাষার মধ্যে বৌদ্ধ পালি ভাষার বহুশব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই মহাভারতখানিতে আমরা সেই রাজবংশী ভাষার বহুশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাইতেছি। বৃহত্তর রঙ্গপুরের রাজবংশী ভাষার সহিত চট্টগ্রামের ভাষা ক্রিয়াদি প্রয়োগে বহু পার্থক্য দেখা যায়। সুতরাং কোনও ক্রমেই এই গ্রন্থখানিকে চট্টগ্রামের রচনা বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় উত্তর বঙ্গের এই সকল সংবাদ বাহির হইবার পূর্ব্বে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কবীন্দ্রের মহাভারত দেখিয়া ইহাকে চট্টগ্রামের রচনা বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

এক্ষণে এই কবীন্দ্রের পরিচয় সম্বন্ধে সে সকল মন্তব্য ভুমিকায় লিখিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান করার সুযোগ এই অত্যল্পকাল মধ্যে আমাদের ঘটে নাই।

স্বনাম খ্যাত কীর্ত্তিমান আলাউদ্দিন আবুল মোজাঃফর হোসেন সাহ ৮৯৯ হিজরী হইতে ৯২৭ হিজরী অর্থাৎ ১৪৮৪ হইতে ১৫১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ২৮ বৎসর কাল বাঙ্গলার মস্‌নদে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার লস্কর পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা তৎসমসাময়িক হওয়াই সম্ভপর। এই হোসেন সাহের অন্যতম সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজী আসামরাজ্য বিজয়ে উত্তরবঙ্গে অভিমান করিয়াছিলেন। এবং কামতাপুরের অধীশ্বর নীলাম্বরের পতন এই গাজীর হস্তেই ঘটিয়াছিল। ১৮৭৪ সালের এসিয়াটিক সৌসাইটি জার্ণালে ১০৩ পৃষ্ঠায় মিষ্টার ওয়েষ্ট মেকট সাহেবের আবিষ্কৃত এই ঘটনার স্মারকরূপে গৌড়ের মাদ্রাসা গৃহে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপিতে ৯০৭ হিজরী অর্থাৎ ১৫০২ অব্দ খোদিত আছে। এই সময়ের পূর্ব্বে বা পরে মগবিজয়ের জন্য পরাগল খাঁকে ব্রহ্মদেশের দ্বার স্বরূপ চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাঠাইয়া থাকিবেন কবীন্দ্র এই পরাগল খাঁর সমসাময়িক অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিবেন। কোচ বিহারের প্রামাণ্য ইতিহাস জয়নাথ ঘোষ রচিত রাজমালা গ্রন্থে নরনারায়ণ রাজার মন্ত্রিরূপে কবীন্দ্রের নামের উল্লেখ আমরা দেখিতে পাই না (২)। তবে প্রাণ নারায়ণের সময়ে অর্থাৎ ১৫৪৮ খৃঃ

(১) ইং ১৮৭৫।৭৬ সনে গোয়ালা পাড়া জেলা আসামে ভুক্ত হয়। ঐতিহাসিক সত্য। সং

(২) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয়রচিত social history of Kamrupa ও প্রাচীন পুস্তক দরংরাজবংশাবলী দ্রষ্টব্য। সং

অব্দে কবিরত্ন ও কবিভূষণ নামক দুইজন মন্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাই। বাণী নাথের নাম আমরা কোনও স্থানেই এ পর্য্যন্ত পাই নাই। এ বিষয় বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে।

গ্রন্থকারের ভূমিকায় দেখা যায় যে, কবীন্দ্রের নাম নরনারায়ণের সহিত বহুবার লিখিত আছে; এবং এই কবীন্দ্রের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ পৌত্র প্রাণনারায়নের মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। উপাধি দ্বারাই মন্ত্রিগণ সাধারণতঃ পরিচিত হইতেন, তজ্জন্য কোনও গ্রন্থে তাঁহাদের ব্যক্তিগত নাম প্রায়ই পাওয়া যায় না। সম্পাদক ও সংগ্রাহকদিগের অনুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

রঙ্গপুর
৫ই বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল।

স্বাঃ শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক, রঙ্গপুর সহিত্য-পরিষদ্

কবীন্দ্র নরনারায়নের মন্ত্রী ছিলেন। প্রাণনারায়নের সময় যে কবি রত্নের নামোল্লেখ আছে তিনি কবীন্দ্রের পৌত্র, কবিশেখরের পুত্র। social history of Kamrupa ১১০ পৃঃ হইতে ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সং

অথ বিষয়সূচী।

সেহি কালে দ্রোণাচার্য্য আইল সভা মাঝে।
হাতে অস্ত্র ধরি অশ্বত্থামার সমাজে ॥ ২০৭
গদা লয়া যুদ্ধ কৈল ভীম দুর্য্যোধনে।
মহাবীর ভীমক প্রশংসে সর্ব্বজনে ॥ ২০৮
সকল কুমারে অস্ত্রশিক্ষা দেখাইল।
সভার মধ্যত ভীমে প্রশংসা পাইল ॥ ২০৯
পাছে দ্রোণাচার্য্য বোলে শুনহ রাজন
অর্জ্জুনের শিক্ষা কিছু দেখহ অখন ॥ ২১০
গুরুক প্রণমি বীর পুরিল সন্ধান।
ধন্য ধন্য করি সবে করয়ে বাখান ॥ ২১১
বায়ু অস্ত্র সান্ধি লোক হইল বিস্ময়।
অস্ত্রের প্রভাবে উড়াইল মেঘচয় ॥ ২১২
ভূমি অস্ত্র সান্ধিল দেখাইল ভূমিতল।
সান্ধিল পর্ব্বত অস্ত্র দেখাইল বল ॥ ২১৩
হেন মতে ধনঞ্জয় দেখাইল বিক্রম।
দেখি সবে বোলে ত্রিভুবনে নহে সম ॥ ২১৪
অশ্বত্থামা বীর পাছে দেখাইল সন্ধান।
শীঘ্র হস্ত দেখি সবে করিল বাখান ॥ ২১৫
হেন কালে কর্ণ আইল ধরি ধনুশর।
সত্বরে আসিয়া বলে সভার ভিতর ॥ ২১৬
যত অস্ত্র শিক্ষা তোরা করিলা অখন।
ততোধিক শিক্ষা করো দেখ সর্ব্বজন ॥ ২১৭
নাহি দিগ বিদিগ নাহিক সমাধান।
হেন মতে কর্ণ বীর করিল সন্ধান ॥ ২১৮
লোহার চাতক সৃজি চক্র ভ্রমাইল।
একে বারে পঞ্চ শর ধনুকে সান্ধিল ॥ ২১৯
অস্ত্রে অস্ত্র সান্ধিলেক গগন মণ্ডলে।
সবে অন্ধকার হৈল দৃষ্টি নাহি চলে ॥ ২২০
ক্ষেণে অস্ত্র শূন্যে রৈল ক্ষেণে ভূমিতলে।
অস্ত্র শিক্ষা দেখি সবে ধন্য ধন্য বোলে ॥ ২২১

মহা কলবর বাণ অঙ্গুষ্ঠের দেশে
এক শত বাণ মারে আঁখির নিমেষে ॥ ২২২
উল্লাসিত দুর্য্যোধন শত সহোদর
আলিঙ্গিয়া কর্ণক বুলিল বহুতর ॥ ২২৩
আজি হৈতে মিত্র তুমি নাহিকো সংশয়।
আমার সহিতে রাজ্য করিও নিশ্চয় ॥ ২২৪
কর্ণ বোলে আজি মুঞি প্রতিজ্ঞা করিলোঁ।
আজি হৈতে মিত্র বলি তোমাক ধরিলোঁ ॥ ২২৫
কিন্তু অর্জ্জুনের সঙ্গে করিব সংগ্রাম।
যুদ্ধে পরাজয় করোঁ মোর মনস্কাম ॥ ২২৬
শুনিয়া অর্জ্জুন মহা মনে বাসি লাজ।
কর্ণক তর্জ্জিয়া বলে শুনহে সমাজ ॥ ২২৭
অনাহুতে আসিলন্ত নাহিক বিশুদ্ধ।
তোক মারি পেসো আজি করি মহাযুদ্ধ ॥ ২২৮
(১) অস্ত্রে মাথা কাটি তোর পারু ভূমণ্ডলে।
কর্ণ হেন নাম যেন না থাকে ভূমিতলে ॥ ২২৯
মহাবীর ধনঞ্জয় অভেদ শরীর।
হাতে অস্ত্র করি আইল কর্ণ মহাবীর ॥ ২৩০
দ্রোণ আজ্ঞা দিল তাকে করিবারে রণ।
হাতে অস্ত্র ধরিয়া আসিল দুইজন ॥ ২৩১
পুত্র শোকে আপনে আসিল দেবরাজ
ইন্দ্রদেব আসিলেন করিয়া সমাজ ॥ ২৩২
রৌদ্রে ত তাপিত কর্ণ ধনঞ্জয় চায়।
অর্জ্জুনকে ছায়া করি মেঘ গণে বয় ॥ ২৩৩
যথা আছে কর্ণ বীর রবির নন্দন।
তথা রৌদ সম্বরিল আপনে তপন ॥ ২৩৪
সৈন্যে কোলাহল জয় জয় শঙ্খধ্বনি
রণ মাঝে কার বোল কেহয়ে না শুনি ॥ ২৩৫

---

(১) সহিতে।

মহা যুদ্ধ করিতে সাজিল দুইজন।
ধর্ম্ম বুদ্ধি কৃপাচার্য্য বুলিল বচন ॥ ২৩৬
ইন্দ্রের তনয় বীর পাণ্ডুর নন্দন।
মহাবংশে জন্মিল অর্জ্জুন মহাজন ॥ ২৩৭
দ্বন্দ যুদ্ধ কর্ণ সনে নহে ত উচিত।
কার পুত্র কহ কর্ণ করিয়া নিশ্চিত ॥ ২৩৮
হেন শুনি কর্ণ বীর পাইল বড় লাজ।
বিবর্ণ বদন হইল দেখিল সমাজ ॥ ২৩৯
দুর্য্যোধন বোলিলন্ত বুঝি মনোরথ।
কেন হেন বাক্য বোল না জানিয়া তত্ব ॥ ২৪০
মহাবীর হৈল ইতো বসি রাজাসনে।
কি করিব কুলে শীলে কি করিবে ধনে ॥ ২৪১
আজি মুঞি করিব কর্ণকে নরপতি।
অর্দ্ধ রাজ্য অভিষেক করিব সম্প্রতি ॥ ২৪২
এহি বলি অভিষেক কর্ণক করিল।
সমর্পিয়া কর্ণেক অর্দ্ধেক রাজ্য দিল ॥ ২৪৩
হেন দেখি অধিরথ আইল সভা মাঝে।
শুনিয়া হরিষ পুত্র পাইল অর্দ্ধরাজ্যে ॥ ২৪৪
তাক দেখি কর্ণ বীর নমস্কার হৈল।
তাক দেখি ভীমসেন হাসিতে লাগিল ॥ ২৪৫
হাসি বোলে ভীমসেন শুনরে বর্ব্বর।
তোর যোগ্য নাহয়ে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ২৪৬
সুত পুত্র হয়া কেনে নাহি জান পথ।
হাতে লাঠি এহি তোর বাপ অধিরথ ॥ ২৪৭
অর্দ্ধরাজ্য তোমার না হয়ে উপযোগ্য।
কথাতে যজ্ঞের ঘৃত কুকুরের ভোগ্য ॥ ২৪৮
ভীমর বচন শুনি কম্পয়ে শরীরে।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণে চাহে দিবাকরে ॥ ২৪৯
হেন শুনি দুর্য্যোধন বোলয়ে তর্জ্জিয়া।
মহামত্ত সিংহ যেন উঠিল গর্জ্জিয়া ॥ ২৫০

বলে ত প্রধান জানিবন্ত ক্ষেত্রি জাতি।
কি করিবে কুলেশীলে কি করিবে জাতি ॥ ২৫১
আমি বলি তোকে রে বর্ব্বর ভীমসেন।
জল মধ্যে হৈতে জন্মিয়াছে হুতাশন ॥ ২৫২
দধীচি অস্থির বজ্র ধরে সুরপতি।
কুম্ভ হৈতে জন্মিল অগস্ত্য মহামতি ॥ ২৫৩
ভারত বংশে জন্ম জানহ আপনে।
কলসে জন্মিল দ্রোণ দেখ বিদ্যমানে ॥ ২৫৪
কীর্ত্তিকার গর্ভে কার্ত্তিক নৃপমুনি।
সরথে জন্মিল সে গৌতম হেন জানি ॥ ২৫৫
সকল পৃথিবীছত্র কর্ণ বীর যোগ্য।
অর্দ্ধরাজ্য তাহাক কিসক নহে ভোগ্য ॥ ২৫৬
মুঞি তাকে আজ্ঞা দিলো বলে নহে উন।
রথে চড়ি কর্ণ বীর দিল ধনুগুর্ণ ॥ ২৫৭
এহি দেখি সভা মাঝে করে হাহাকার।
প্রলয় কালেত যেন জগত সংহার ॥ ২৫৮
তবে সূর্য্য অস্ত গেল ভাঙ্গিল সমাজ।
পাত্র মিত্র লয়া ঘরে গেল কুরু রাজ ॥ ২৫৯
কৌরব পাণ্ডব গেল যার যে ভুবন।
অর্জ্জুনক কর্ণক প্রশংসে সর্ব্বজন ॥ ২৬০
প্রজাগণ ঘোষে সবে চাতরে চাতরে।
রাজ্যর ভাজন যুধিষ্ঠির নৃপবরে ॥ ২৬১
যুক্তি করে দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসনে।
পাণ্ডুপুত্র মারিতে চাহয়ে সর্ব্বক্ষণে ॥ ২৬২
ধৃতরাষ্ট্র রাজা স্থানে কহে দুর্য্যোধন।
আমি সব নহিলাঙ্ রাজ্যের ভাজন ॥ ২৬৩
পাণ্ডবে পাইল রাজ্য আমি উদাসীন।
পাইল যুধিষ্ঠির রাজ্য আমি রাজ্যহীন ॥ ২৬৪
যাবৎ না হৈয়ে বাপু দৃঢ় অনুরাগ।
তাবৎ চিন্তহ পিতা কর্ত্তব্যর ভাগ ॥ ২৬৫

শুনি অন্ধরাজা হেন হইল বিকল।
ভোকে(১) ভাত নাহি খায় পিয়াসেত জল॥ ২২৬
মন্ত্রণা করেন রাজা কলিক আনিয়া।
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসনক লইয়া॥
পুত্র সব দুর্ব্বল হইলন্ত কর্ম্ম দোষে।
বলবান পাণ্ডু পুত্র মোতে নাহি তোষে॥ ২৬৮
সহিতে না পারো মোর শরীর বিদরে।
কি করিব উপায় বোলহ মন্ত্রিবরে॥ ২৬৯
ধৃতরাষ্ট্র বাক্য শুনি কলিকে বলিল।
বহু ভেদ উপদেশ মন্ত্রণাক দিল॥ ২৭০
রাখিবা আপন ছিদ্র আপন শরীর।
যদি ছিদ্র পাই তবে হৈবা মহাবীর॥ ২৭১
বিনা গাঁও কাড়ি শত্রু না এড়িব হেলে।
অর্দ্ধ খান কণ্টক ভাঙ্গিয়া রয়ে বলে॥ ২৭২
দেখি তাক না দেখিব শুনি না শুনিব।
মহা সামদানে শত্রু বশ্য যে করিব॥ ২৭৩
শাখা না-মাইলে সে গাছের পাই ফল।
দুর্ব্বল দেখিয়া শত্রু না করিবা হেল॥ ২৭৪
বন্ধু ভাবে শত্রু সব করিবন্ত বশ্য।
মহাজন নীতি হয়া করিব রহস্য॥ ২৭৫
যত তুমি পুছিলা কহিলো আত্ম সার।
পাণ্ডু পুত্র হস্তে প্রাণ রাখ আপনার॥ ২৭৬

অথ জতুগৃহ দাহ

নানা মত মন্ত্রণা করিল সেহিক্ষণ
চিন্তা হৈল ধৃতরাষ্ট্র স্থির নহে মন॥ ২৭৭
শ্রেষ্ঠক পুছিলে পাই অনেক উত্তর।
অশ্রেষ্ঠক পুছিলে পাই বড় অর্থান্তর॥ ২৭৮

দুর্য্যোধন আনিয়া মন্ত্রণা কৈল সার।
জতু গৃহ সাজাও পাণ্ডব মারিবার॥ ২৭৯
কুন্তী সনে পঞ্চ ভাই রহিবন্ত যবে।
নিশান্ত অগনি দিব জতুগৃহে তবে॥ ২৮০
গৃহ দাহে মৈল হেন করিব প্রচার।
হেন মতে হৈব পঞ্চ পাণ্ডব সংহার॥ ২৮১
বিদুর আনিয়া তবে বোলে দুর্য্যোধনে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ তুমি আমার বচনে॥ ২৮২
জতুগৃহ সাজাইও অতি মনোহর।
নানা চিত্র বিচিত্র করিও মন্দির॥ ২৮৩
মহামতি বিদুর যে ইঙ্গিত জানিয়া।
পাষাণের স্তম্ভ দিল সুরঙ্গ করিয়া॥ ২৮৪
প্রতিকামি আনিয়া বোলয়ে নরপতি।
সত্বরে চলহ আন ধর্ম্ম মহামতি॥ ২৮৫
ধর্ম্মরাজ আনি কুরু বলিল বচন।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ তোরা পাণ্ডুর নন্দন॥ ২৮৬
কুন্তী সনে পঞ্চ ভাই কর যায়া বাস।
অতি রম্য নগরী সে পুরে অভিলাষ॥ ২৮৭
জনক সমান পিতৃশ্রেষ্ঠ গুরুজন।
ইন্দ্রপ্রস্থে যাহ তোরা আমার বচন॥ ২৮৮
উল্লসিত সর্ব্বলোক আনন্দ বিস্তর।
ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবেন ধর্ম্ম নৃপবর॥ ২৮৯
হেন কালে বিদুরের চর একজন।
গুপ্তভাবে কহে সব ধর্ম্মেক তখন॥ ২৯০
ক্ষণেকে কহিল আসি যুধিষ্ঠির কানে।
আজি রাত্রি সুলুঙ্গে যাইবা তুমি বনে॥ ২৯১
জতুগৃহে অগ্নি দিবে দুষ্ট পুরোচন।
সুলুঙ্গে প্রবেশ করি যাই বাহ বন॥ ২৯২
এহি শুনি ধর্ম্মরাজ মন্ত্রণা করিল।
মিথ্যা যজ্ঞ করি সব লোক জানাইল॥ ২৯৩

(১) ক্ষুধায়।

বিস্তর লোকেক রাজা অন্ন কৈল দান।
রহিল চণ্ডালি পঞ্চ পুত্র সেহি স্থান ॥ ২৯৪
পঞ্চ পুত্র সঙ্গে এক চণ্ডাল যুবতী।
অন্ন খায়া তথাতে রহিল সেহি রাত্রি ॥ ২৯৫
নিশা ভাগে নিদ্রা যোগে ঘোর অন্ধকার।
জৌগৃহে অগ্নি দিয়া পুড়িবে দুরাচার ॥ ২৯৬
যে ঘরেত আছিল শুতি দুষ্ট পুরোচন।
তাতে অগ্নি দিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ ২৯৭
জতুগৃহে অগ্নি দিয়া সুলুঙ্গে সমাইল।
কুন্তী সনে পঞ্চ ভাই নদী কুল পাইল ॥ ২৯৮
বিদুরের অমাত্য ধীবর এক জন।
নৌকা লয়া নদী পার করিল তখন ॥ ২৯৯
নদী পার হৈয়া পাছে অরণ্যে সমাইল।
জতুগৃহে অগ্নি তবে গগন লঙ্ঘিল ॥ ৩০০
লোক সব দেখিয়া করয়ে কোলাহল।
ভূমিতে লোটায়ে কান্দে নগরী সকল ॥ ৩০১
হাহা ধর্ম্ম বৃকোদর নকুল কুমার।
হাহা কুন্তী দেবী তুমি লক্ষ্মী অবতার ॥ ৩০২
হা হা ধনঞ্জয় তুমি মহা বিচক্ষণ।
তোমাকে পুড়িল পাপী কিসের কারণ ॥ ৩০৩
অন্তঃপুরের মধ্যে মহা হইল ক্রন্দন।
দ্বারিকা হইতে আইল দেব নারায়ণ ॥ ৩০৪
সবাকে শান্তাইল হরি কমললোচন।
দশ পিণ্ড দান কৈল স্মরি পঞ্চ জন ॥ ৩০৫
কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা দিল কুরুরাজ।
বহু রত্ন দান কৈল বিপ্রের সমাজ ॥ ৩০৬
হস্তিনা পুরের রাজা হৈল দুর্য্যোধন।
গজ, বাজি, রথ পাইল যত পাত্রগণ ॥ ৩০৭
তথা নদী তীরে কুন্তী পঞ্চ পুত্রবতী।
মহাবন ভাঙ্গিয়া যায়েন শীঘ্রগতি ॥ ৩০৮
ছুটিতে না পারে মায়ে তৃষ্ণায়ে আকুল।
কান্ধে করে লয়া যায়ে ভীম মহাবল ॥ ৩০৯
সহদেব নকুল দুহাক করি কোল।
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনেক হাতত ধরিল ॥ ৩১০
মহাকায়ে হৈল যেন যক্ষের আকার।
চরণ প্রহারে হয়ে পৃথিবী বিদার ॥ ৩১১
উরুঘাতে বৃক্ষসব ঝঙ্কারি তখন।
ফল পুষ্পে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে তরুগণ ॥ ৩১২
ক্ষুধায়ে আকুল সব তৃষ্ণায় পীড়িল।
মহা কলবল করি নিদ্রাবশ হৈল ॥ ৩১৩
রাজমহাদেবী কুন্তী পায়া মহাদুঃখ।
তৃষ্ণায় আকুল বড় শুকাইল মুখ ॥ ৩১৪
বৃক্ষতলে নিয়া থুইল বীর বৃকোদর।
জলের অন্বেষে গেল দিগদিগন্তর ॥ ৩১৫
হ্রদ এক পাইল যায়া বনের ভিতরে।
উত্তরী বসনে জল আনি বৃকোদরে ॥ ৩১৬
নিদ্রা পড়ি আছে মাতৃ পড়ি ভূমিতলে।
দেখিয়া আকুল হৈল ভীম মহাবলে ॥ ৩১৭
নিদ্রাগত চারি ভাই নাহিক চেতন।
মহা বিমর্ষণ হৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৩১৮
রাজমহাদেবী তুমি রাজার বনিতা।
ভূমিতে পড়িয়া আছ যেমত অনাথা ॥ ৩১৯

অথ হেড়ম্ব রাক্ষস বধ কথা

নিদ্রাগেল চারি ভাই তৃষ্ণায় অস্থির।
ভূমিত পড়িয়া আছে ধূলায় ধূসর ॥ ৩২০
দুর্য্যোধন দুরাত্মিকে কৈল হেন কর্ম্ম।
মহা বংশে জন্মিয়া না জানে ভালমন্দ ॥ ৩২১
দুর্য্যোধন সমোদিত সোদর সহিত।
যদি পাও এহি মতে লোটাওভূমিত ॥ ৩২২

যেবা অন্ধ বৃদ্ধরাজ গুরুজ্যেষ্ঠ বাপ।
লোহায়ে গঠিত তার হৃদয়ে আলাপ ॥ ৩২৩
এতেক বিলাপ করি কান্দে বৃকোদর।
নিদ্রাত আছয়ে কুন্তী চারি সহোদর ॥ ৩২৪
হেন বেলা হেড়ম্ব রাক্ষস মহাবল।
মনুষ্যের গন্ধ পায়া হৈল বিকল ॥ ৩২৫
শাল বৃক্ষ উচ্চ তাতে বসি সর্ব্বক্ষণ।
দূর থাকি দেখিল মনুষ্য ছয় জন ॥ ৩২৬
পাঠাইল হেড়ম্বীক ভগিনী তাহার।
ছয় জন মনুষ্যক ধরি আনিবার ॥ ৩২৭
হেড়ম্বী আসিয়া দেখে যেন শালতরু।
ভীমসেন বসি আছে পরাক্রম গুরু ॥ ৩২৮
কাম ভাবে হেড়ম্বী ভজিল বৃকোদর।
হেড়ম্ব পাঞ্চিল(১) মোর ভাই সহোদর ॥ ৩২৯
তোরা ছয় জনেক ধরিয়া লয়া যাইতে।
বিস্তর কহিয়া ভাই পাঠাইল মোকে ॥ ৩৩০
ওয়(২) রূপ যৌবনে ভুলিল মোর মন।
মোক পরিচয় দেহ তুমি কোন জন ॥ ৩৩১
নিদ্রাগত হয়াছেন দেখ পঞ্চজন।
মহা দিব্য মূর্ত্তি দেখ দেবের লক্ষণ ॥ ৩৩২
ইতো সুকুমারী নারী দেখহো শয়নে।
কি নাম ইহার এথা আইল কি কারণে ॥ ৩৩৩
তোমাকে বরিল পতি কহিলো নিশ্চয়।
বিভেদ করিল মুঞি হাঁড়ম্বের ভয় ॥ ৩৩৪
হেড়ম্বীর বচন শুনিয়া বৃকোদর।
ঈষৎ হাসিয়া তাক দিলন্ত উত্তর ॥ ৩৩৫
মা ও ভাই নিদ্রা গেছে জাগি একেশ্বর।
কি করিতে পারে সে রাক্ষস ভয়ঙ্কর ॥ ৩৩৬

যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব বিক্রমে নহে সম।
কি করিতে পারে তোর রাক্ষস অধম ॥ ৩৩৭
যায়া কহ হেড়ম্বক আসুক এখন।
না কর হোঁ ভয় তাক বলিলো কারণ ॥ ৩৩৮
ভগ্নীর বিলম্ব তবে দেখি নিশাচর।
নিজ মূর্ত্তি ধরি আইল ভীমের গোচর ॥ ৩৩৯
দেখিল ভগ্নীক যে মনুষ্য রূপ ধরি।
কামভাবে মোহিত ভীমক অনুসরি ॥ ৩৪০
তাক দেখি ভগিনীক মারিবার যায়।
আগ হয়া ভীমসেন তাহাক বুঝায় ॥ ৩৪১
সহজে রাক্ষস তোরা নাহি ধর্ম্মবুদ্ধি।
স্ত্রীবধ পাতকেত যাইবা অধোগতি ॥ ৩৪২
মোর কাম পত্নী হৈল জানরে বর্ব্বর।
ইহাক মারিতে চাহ সাক্ষাতে আমার ॥ ৩৪৩
যত শক্তি আছে তোর করহে বিক্রম।
আজি উপসন্ন তোর হৈল কাল যম ॥ ৩৪৪
এহি শুনি হেড়ম্বে বোলে থাক থাক।
ঊর্দ্ধ বাহু করি আইসে ভীম মারিবাক ॥ ৩৪৫
হাতে ধরি ঠেলি দিল বীর বৃকোদর।
রাক্ষস পড়িল অষ্ট ধনুর অন্তর ॥ ৩৪৬
লাফদিয়া হেড়ম্ব রাক্ষস মহাবলী।
মহাযুদ্ধ দিল বৃকোদরেক সম্বলি ॥ ৩৪৭
বাহু সাটে ভীমে তাক ফেলিলন্ত দূরে।
কোপে মহা বৃক্ষ গোটা উপাড়িয়া ধরে ॥ ৩৪৮
লাফ দিয়া ভীমের পাশক চাপি বীর।
দুই হাতে বাড়ি মারে ভীমের উপর ॥ ৩৪৯
চূর্ণ হৈল বৃক্ষ গোটা ঠেকি কলেবরে।
দুই বীরে মহা যুদ্ধ হৈল ভয়ঙ্করে ॥ ৩৫০
দুই মহা হস্তী যেন অরণ্যে আকুল।
দুই মহা সুর যেন রণত ব্যাকুল ॥ ৩৫১

(১) পাঠাইল।
(২) ওয়=ঐ।

পৃথিবী কম্পিত হৈল দুহার যুদ্ধত।
কুন্তীসহ চারি ভাই জাগিল শয্যাত ॥ ৩৫২
আচম্বিতে হেড়ম্বীক দেখিল তখন।
হেড়ম্বীক দেখে যেন বিদ্যুত বরণ ॥ ৩৫৩
কুন্তীয়ে পুছন্ত যে বিস্ময় লভিমন।
কে তুমি কাহার কন্যা আইলা কি কারণ॥ ৩৫৪
কিবা দেব কন্যা তুমি গন্ধর্ব্বের নারী।
তোর রূপগুণভেদ কহিতে না পারি ॥ ৩৫৫
প্রণমিয়া হেড়ম্বিনী দিলেক উত্তর।
সহজে রাক্ষস জাতি মনুষ্য আকার ॥ ৩৫৬
মোর হেড়ম্ব ভাই পাঠাইল যত্ন করি।
পুত্র সমে তোমাক্ নিবার আইনু ধরি॥ ৩৫৭
তোমার তনয় যেন দেখি রতিপতি।
স্বামীভাবে তাক মুঞি বরিলুঁ সম্প্রতি ॥ ৩৫৮
বিলম্ব দেখিয়া ভাই হেড়ম্ব দুর্ব্বার।
কালান্তক যম যেন আইল মারিবার ॥ ৩৫৯
তোমার পুত্রের সনে করে মহারণ।
লতা বৃক্ষ উপাড়ি উচ্ছন্ন কৈল বন ॥ ৩৬০
এত শুনি চারি ভাই উঠিল সত্বরে।
মহাযুদ্ধ আক্রমিয়া লাগিছে সমরে ॥ ৩৬১
অর্জ্জুনে বোলন্ত ভীম না করিবা ভয়।
দুই ভাই বধিবহো রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥ ৩৬২
যদি বা বলিষ্ঠ দেখ রাক্ষস দুর্ব্বার।
তুমি থাক আমি করি রাক্ষস সংহার ॥ ৩৬৩
হেন বাক্য শুনিয়া রুষিল বৃকোদর।
সিংহ যেন মৃগধরে বনের ভিতর ॥ ৩৬৪
হেড়ম্বক ধরিয়া ফেলিল দুই করে।
আর্ত্তনাদ করি বীর গেল যম ঘরে ॥ ৩৬৫
পড়িল হেড়ম্ব বীর জয় জয় স্বরে।
কোলাকোলি করিল পাণ্ডব পঞ্চবীরে ॥ ৩৬৬
হেড়ম্বী রাক্ষসী পাছে কুন্তীক সেবিল।
যুধিষ্ঠির চরণ বহুত আরাধিল ॥ ৩৬৭
আজ্ঞা দিল কুন্তী, ভীম লবাক সত্বরে
হেড়ম্বীক গ্রহণ করিল ভীম বীরে ॥ ৩৬৮
মায়াবী রাক্ষসী যে বহুত মায়া জানে।
পিঠির উপরে ভীম করিল তখনে ॥ ৩৬৯
নানা দিগবিদিগ যে পর্ব্বত বিশেষ।
ভীম সনে প্রবেশিল আপনার দেশ ॥ ৩৭০
হেড়ম্বীর পুত্র হৈল ঘটোৎকচ নাম।
অস্ত্র শাস্ত্রে কুশল প্রতাপে অনুপাম ॥ ৩৭১
ত্রিভুবন পূজিত দেখিতে ভয়ঙ্কর।
কুণ্ডল কবচ ধরে মহা ধনুর্দ্ধর ॥ ৩৭৩
প্রণমিয়া বলে ঘটোৎকচ মহাবীর।
মেঘের সদৃশ বাক্য বলিল গম্ভীর ॥
যখন সঙ্কোচ হয়ে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।
তখন করিবা বাপু আমাক নিমন্ত্র ॥ ৩৭৪
আশীর্ব্বাদ দিল কুন্তী যুধিষ্ঠির বীর।
প্রণমিয়া মাতৃ সঙ্গে গেল মহাবীর ॥ ৩৭১

অথ পাণ্ডবগণের একচক্রাপুরী গমন ও বকাসুর বধ কথা

পাছে পঞ্চ সহোদর তপস্বীর বেশে।
কুন্তীমাতা সহিত বেড়ায় দেশে দেশে ॥ ৩৭৬
মহত অরণ্য পথে কৌতুকে ফিরেন।
পাছে অবন্তিকা রাজ্য আসিয়া দেখেন ॥ ৩৭৭
সেহি কালে ব্যাস ঋষি আসিল তখন।
পুত্র সনে কুন্তীদেবি বন্দিল চরণ ॥ ৩৭৮
পুত্র বধূ দেখি মুনি হৈল সকরুণ।
কুন্তীক কহিলা পাছে পাণ্ডবের গুণ ॥ ৩৭৯

পৃথিবীর রাজা হৈব তোমার তনয়।
অবশ্য করিব কুরু সংহার নিশ্চয় ॥ ৩৮০
একচক্রা নাম আছে উত্তম নগরী।
পুত্র সঙ্গে করি যাহ আপদ নিস্তারি ॥ ৩৮১
এহি বলি ব্যাস ঋষি হৈল অন্তর্দ্ধান।
শুনি কুন্তী আনন্দিত হৈল পঞ্চজন ॥ ৩৮২
এক-চক্রাপুরী গেল পঞ্চ সহোদরে।
বাসা করি রহে এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ ৩৮৩
ভিন্নে ভিন্নে ভিক্ষা করি আনে পঞ্চভাই।
সকল সমর্পে আনি জননীর ঠাঁই ॥ ৩৮৪
মায়ে ভাগ করয় অর্দ্ধেক বৃকোদর।
মাতৃ সঙ্গে খায় অর্দ্ধ চারি সহোদর ॥ ৩৮৫
এহি মতে পুত্র সনে কুন্তীয়ে রহিল।
কাল দেশ পাত্র দেখি কিছুনা বলিল ॥ ৩৮৬
ব্রাহ্মণের ঘরে হৈল ক্রন্দনের রোল।
শুনিয়া কুন্তীর মন হৈল আকুল ॥ ৩৮৭
সহিতে না পারে কুন্তী দয়াল হৃদয়।
আগতে আছয় বৃকোদর মহাকায় ॥ ৩৮৮
ভীমকে বোলন্ত কুন্তী শুন পুত্র বর।
এতকাল আছি আমি ব্রাহ্মণের ঘর ॥ ৩৮৯
দৈবযোগে আপদ পড়িল হেন দেখি।
কি বঞ্চিব আমি তাহাক উপেক্ষি ॥ ৩৯০
ব্রাহ্মণের কর পুত্র! আপদ সংহার।
নির্ভয়ে রহুক সে ব্রাহ্মণ পরিবার ॥ ৩৯১
মাতৃর বচনে ভীম কাড়িলেন রাও(১)।
কেমত আপদ তাকে জিজ্ঞাসিয়া চাও ॥ ৩৯২
বাছাক বান্ধিলে যেন ধেনু যাস্ত ধাই।
ব্রাহ্মণের অভ্যন্তরে গেল কুন্তী আই ॥ ৩৯৩
দেখিল ব্রাহ্মণ কাঁদে ব্রাহ্মণী সহিত।
পুত্র কন্যা কোলে করি কাঁদয়ে বিস্মিত ॥ ৩৯৪
জিজ্ঞাসিল কুন্তী দেবী দয়াল হৃদয়।
কি কারণে ক্রন্দন করহ মহাশয় ॥ ৩৯৫
কাত হৈতে আপদ ঘুচয়ে সমাধান।
কি করিলে হোয় এ আপদ পরিত্রাণ ॥ ৩৯৬
কুন্তীর বচন শুনি বোলয়ে ব্রাহ্মণ।
আপদ তরায়ে হেন আছে কোন জন ॥ ৩৯৭
বকাসুর নামে যে রাক্ষস মহাসুর।
আপন প্রতাপে শাসে সকল নগর ॥ ৩৯৮
একচক্রা নগরত তাহার বসতি।
মনুষ্যের মাংস সেহি খায় নিতি নিতি ॥ ৩৯৯
ঘর প্রতি পালাপালি করিয়ে তাহার।
ভারে ভারে লাগে অন্ন পর্ব্বত আকার ॥ ৪০০
আজি মোর ঘরে পালা পড়িল তাহার।
শক্তি নাহি আমার মনুষ্য কিনিবার ॥ ৪০১
এহি কন্যা পুত্রখানি অতি গুণবতী।
এহি মোর পতিব্রতা পত্নী মহা সতী ॥ ৪০২
কারে ডালি দিব বলি মনে চিন্তা পাওঁ।
না দিলে সকল যাইব রাক্ষস ডরাওঁ ॥ ৪০৩
পলাইতে ঠাঁই নাহি সংসার ভিতরে।
প্রতিকার নাহি মাও! অমি অভাগারে ॥ ৪০৪
ব্রাহ্মণের বাক্য শুনি কুন্তীয়ে বলিল।
দগ্ধ তরু বনে যেন অমৃত সিঞ্চিল ॥ ৪০৫
পরিত্রাণ করে হেন নাহি এক জন।
অসন্তোষ ছাড় শুন আমার বচন ॥ ৪০৬
পঞ্চ পুত্র আমার আছয় বিদ্যমান।
এক পুত্র দিলু তোরা হও পরিত্রাণ ॥ ৪০৭
ব্রহ্ম বধ হৈব হেন না করিবা মনে।
এক পুত্র দিলু গুরু তোমার কারণে ॥ ৪০৮

(১) কাড়িলেন রাও — কথা কহিলেন।

কুন্তীর বচনে বিপ্র হরষিত হৈল।
আজি বকাসুর জানি বিনাশ পাইল ॥ ৪০৯
কুন্তী আসি ভীমসেনে কহিল কারণ।
শক্ত হৈল ভীমসেন পবন নন্দন ॥ ৪১০
ভক্ষ, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় চারিবিধ অন্ন।
দামে দামে অন্ন আনি দিলেক ব্রাহ্মণ ॥ ৪১১
নিশাকালে অন্ন লয়া ভীমসেন যায়।
চন্দ্রক গ্রাসিতে যেন রাহু গ্রহ ধায় ॥ ৪১২
ক্ষেণেকতে অন্ন লয়া ভীম মহাবীর।
রাক্ষসক ডাক পারে নির্ভয় শরীর ॥ ৪১৩
আসিয়া খাইও ভাত বক মহামানী।
গ্রাসা গ্রাসে অন্ন খায়ে তাহাক না গণি ॥ ৪১৪
নাম লয়া ডাক পারে করি অহঙ্কার।
মহা ক্রোধ মনে আইসে ভীম মারিবার ॥ ৪১৫
অন্ন খায় ভীমসেন বড় বড় গ্রাসে।
ইঙ্গিত না করে ভীম দেখি বকা আইসে ॥ ৪১৬
দুই হাত প্রসারিয়া আইল বকাসুর।
তথাপি ত অন্ন খায় নির্ভয় শরীর ॥ ৪১৭
পৃষ্ঠ পাকে আসি বক তাহাক প্রহারে।
তাক সহি অন্ন খায় বীর বৃকোদরে ॥ ৪১৮
শাল বৃক্ষ উপাড়িয়া মারি খণ্ড মাথে।
আচমন কালে বৃক্ষ ধরে বাম হাতে ॥ ৪১৯
পাছে মহা বৃক্ষযুদ্ধ হৈল দুই জনে
দুহার বিরোধে বৃক্ষ না থাকিল বনে ॥ ৪২০
দুই জনে বাহু যুদ্ধ করে দর বড়ি।
বৃক্ষ সব ভাঙ্গি হাড় করে কড়মড়ি ॥ ৪২১
তবে ভীমসেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল।
কটি তটে চাপি কণ্ঠ-দেশ ধরিল ॥ ৪২২
উকাস(১) না পায়া বক গেল যম ঘর।
পরম হরিষে আইল বীর বৃকোদর ॥ ৪২৩
বক মারি ভীমসেন মায়েক বন্দিল।
চারি ভাই মিলি পাছে আনন্দিত হৈল ॥ ৪২৪

অথ ব্যাসের আদেশে পাণ্ডবগণের দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে গমন।

আর কত দিনে আইল ব্যাস মহামুনি।
পূর্ব্বের রহস্য যত কহিল কাহিনী ॥ ৪২৫
ব্রাহ্মণের কন্যা উপজিল এহি ঠাঁঞি।
ব্যাস কথা কহন্ত শুনন্ত পঞ্চ ভাই ॥ ৪২৬
পূর্ব্ব জন্মে কন্যা বেদবতী নাম ধরে।
বিধাতা সৃজিল কুরুবংশ নাশ তরে ॥ ৪২৭
দ্রুপদে করায়ে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।
তথা লাগি যাহ তোরা পঞ্চ সহোদর ॥ ৪২৮
হেন শুনি পঞ্চ ভাই উন্মত্ত তখন
তপস্বীর বেশ ধরি করিল গমন ॥ ৪২৯
কুন্তী সঙ্গে পঞ্চ ভাই নড়িল তখন (২)।
দক্ষিণার কাজে যায়ে পাণ্ডব নন্দন ॥ ৪৩০
কুম্ভকার শালে রৈল রাত্রি অবশেষে।
মাতৃ থুই পঞ্চ ভাই গেল সেহি দেশে ॥ ৪৩১
যথাতে দ্রুপদ রাজা মহা যজ্ঞ কৈল।
মহাদেব স্থানে এ বর মাঙ্গিল ॥ ৪৩২
পুত্র কামে বর পাছে মাগিল নৃপতি।
যজ্ঞ হৈতে উঠে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি ॥ ৪৩৩
সেহি যজ্ঞে জন্মিল দ্রৌপদী গুণবতী।
পরম অগাধ রূপ দেখিয়ে সম্প্রতি ॥ ৪৩৪

---

(১) নিশ্বাস
(২) চলিল

অযোনি সম্ভবা কন্যা জন্মিল যখনে।
আকাশত দৈববাণী হৈল তখনে ॥ ৪৩৫
এহি কন্যা হৈতে হৈবে কৌরবের নাশ।
এহি পুত্র করিবেন দ্রোণের বিনাশ ॥ ৪৩৬
তখনে দ্রুপদ রাজা মনেও চিন্তিত।
এ কন্যার যোগ্য কন্যা কে আছে পৃথ্বীত ॥ ৪৩৭
তবে ত আকাশী বাণী হৈল আরবার।
এহি কন্যার পতি হৈবে অর্জ্জুন কুমার ॥ ৪৩৮
গৃহদাহে মরিছেন ভাই পঞ্চ জন।
আকাশত থাকি দেবে কহিল তখন ॥ ৪৩৯
পাণ্ডব বিনাশ নাহি জানিবা রহস্য।
সময় পাইলে তাক দেখিবা অবশ্য ॥ ৪৪০
আর মতে না পাইবা তার পরিচয়।
স্বয়ম্বর কর তুমি ক্ষেত্রির নির্ণয় ॥ ৪৪১
এহি শুনি দ্রুপদে করিল স্বয়ম্বর।
শুনিয়া আসিল সব রাজ রাজ্যেশ্বর ॥ ৪৪২
না পারে লাগাইতে গুণ মনুষ্য শকতি।
হেন ধনু দ্রুপদে করিল উপস্থিতি ॥ ৪৪৩
আকাশত লক্ষ্য করি যন্ত্রক রাখিল।
স্বয়ম্বর করি সব রাজাক আনিল ॥ ৪৪৪
পৃথিবী মণ্ডলে আছে যত নরপতি।
সবে আসি পাঞ্চাল নগরে হৈল স্থিতি ॥ ৪৪৫
দুর্য্যোধন আদি করি যত কুরুগণ।
সব রাজা পাঞ্চালে মিলিল সেহিক্ষণ ॥ ৪৪৬
দুঃশাসন বীর কর্ণ আইল বিবিংশতি।
শত ভাই কুরু আইল নন্দক প্রভৃতি ॥ ৪৪৭
সৌবল, শকুনি, বৃষসেন, জয়দ্রথ
গান্ধার রাজার পুত্র পঞ্চ মহাশত ॥ ৪৪৮
সুসম্মাদি ভোজরাজ আইল মণিমন্তি।
দণ্ডধর সুমন্তক আইল মহামতি ॥ ৪৪৯
সহদেব জয়সেন মেঘ সন্ধি নাম।
মগধে প্রধান তিন দেবের উপাম ॥ ৪৫০
কৃতব্রহ্মা বিদুর সঞ্জয় মহামতি।
পুত্র সনে বিরাট সুধর্ম্মা নরপতি ॥ ৪৫১
অংশপাল চেকিতান মণিময় নাম।
চিত্রসেন জয়সেন কি দিব উপাম ॥ ৪৫২
চিত্রাঙ্গদ বৎসরাজ আইল শিশুপাল।
জরাসন্ধ ভগদত্ত বিক্রমে বিশাল ॥ ৪৫৩
এই সব প্রভৃতি অন্য যতেক নৃপতি।
পূজিলন্ত সভাক দ্রুপদ মহামতি ॥ ৪৫৪
মুনিগণ আসিল কৌতুক দেখিবার।
চারিদিশ হন্তে আইল যত নৃপবর ॥ ৪৫৫
সেই সঙ্গে পঞ্চ ভাই আইল কুতূহলে।
তপস্বীর বেশ ধরি ব্রাহ্মণের মেলে ॥ ৪৫৬
বিমানে চড়িয়া তবে আইল দেবগণ।
রামকৃষ্ণ আইল আর যত যদুগণ ॥ ৪৫৭
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর আইল যত।
ইন্দ্র সভা হৈল যেন দেখি পৃথিবীত ॥ ৪৫৮
দেব সিদ্ধ ঋষি যত আইল অসংখ্যাত।
গগণে দুন্দুভি বাজে মঙ্গল প্রখ্যাত ॥ ৪৫৯
অন্তরীক্ষে দেবগণ করয়ে আনন্দ।
বীণার শবদ দেব করে ঘনে ঘন ॥ ৪৬০
আসনে বসিল সব রাজ রাজ্যেশ্বর।
ব্রাহ্মণের মধ্যে বৈসে পঞ্চ সহোদর ॥ ৪৬১
বস্ত্র অলঙ্কার পরি মঙ্গল বিধানে।
দ্রৌপদী কুমারী আইল সভা বিদ্যমানে ॥ ৪৬২
হস্তে কর্ণে ঝল মল কাঞ্চনে বেষ্টিত।
প্রবেশিল কন্যা যজ্ঞে যথা পুরোহিত ॥ ৪৬৩
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদ তনয়।
বাদ্য সব নিবারিয়া বোলে মহাশয় ॥ ৪৬৪

শুন শুন রাজাগণ কর অবধান।
আমার বাপের বাক্য কর অনুমান ॥ ৪৬৫
এহি ধনু ধরি তোরা কর পঞ্চবাণ।
দেখিও গগণে লক্ষ্য আছে বিদ্যমান ॥ ৪৬৬
যন্ত্র মুখে অস্ত্র যদি লক্ষ্য কাটি পাড়ি।
দ্রৌপদীক পাইবেসিতো(১)কৈলু নিশ্চ' করি।৪৬৭
তবে চক্র দেখিল সকল মহীপাল।
অহঙ্কার করি সব করয়ে আস্ফাল ॥ ৪৬৮
সব বীর চঞ্চল দ্রৌপদী দেখি হৈল।
যেন বাদিয়ারে ধরি পুতুলা নাচাইল ॥ ৪৬৯
কর্ণ দুর্য্যোধন আর শল্য নরপতি।
অশ্বথামা দুঃশাসন কলিঙ্গ প্রভৃতি ॥ ৪৭০
পাণ্ডব সকল আছে ব্রাহ্মণ সমাজে।
পুত্র পৌত্র সমে আর যত রাজা আছে ॥ ৪৭১
একে একে ধনুগুর্ণ দিতে চাইল পুন।
সামর্থ্য নাহৈল কারো বল হৈল হীন ॥ ৪৭২
ঘর্ম্মে টোল বোল সেনা ছাড়ে অহঙ্কার।
লজ্জায় বিমুখ হৈল সর্ব্ব নৃপবর ॥ ৪৭৩
আস্ফালিয়া উঠি বসি রৈল অধোমুখে।
না পারিল গুণ দিতে পাইল মহা দুঃখে ॥ ৪৭৪
হাহাকার সমাজত হৈল মহা রোল।
অহঙ্কার ছাড়িল সকলে হৈল ভোল ॥ ৪৭৫
কারো শক্তি না হৈল দিতে ধনুগুর্ণ।
ব্রাহ্মণ সমাজ হৈতে উঠিল অর্জ্জুন ॥ ৪৭৬
অর্জ্জুন দেখিয়া রাজাগণ করে হাস্য।
স্বয়ম্বর কার্য্যত বিপ্রের অভিলাষ ॥ ৪৭৭
বড় বড় রাজাগণ কৈল পরাক্রম।
না পারিল গুণ দিতে ধনুক দুর্দ্দম ॥ ৪৭৮
কন্যা আশে যাস্ত দেখ ব্রাহ্মণকুমার।
এহি বলি হাসে অতি সব নৃপবর ॥ ৪৭৯
সকল ব্রাহ্মণ পাছে গুণে মনে মন।
যায়া অলক্ষিতে গুণ দিলেন অর্জ্জুন ॥ ৪৮০
একেবারে পঞ্চশর জুড়িল অর্জ্জুনে।
আকর্ণ পুরিয়া এড়িলস্ত বাণ গণে ॥ ৪৮১
লক্ষ্য করি অস্ত্র কাটি পাড়িল ভূমিতে।
দ্রৌপদী দেখিয়া আগ বাড়িল(২)সম্প্রীতে ॥ ৪৮২
হাতে পুষ্পমালা করি দ্রৌপদীকুমারী।
অর্জ্জুনক দিল মালা নমস্কার করি ॥ ৪৮৩
জয় জয় শব্দ ব্রাহ্মণে করে ঘোর।
মৃগ চর্ম্ম কাছি উঠে চারিয়ো সত্বর ॥ ৪৮৪
তাসম্বার বিক্রম দেখিয়া বিচক্ষণ।
বিস্মিত হৈল দেখি সব রাজা গণ ॥ ৪৮৫
রাজ রাজেশ্বর যত পাইল অপমান।
একভিতি হয়া সবে পুরিল সন্ধান ॥ ৪৮৬
ক্ষেত্রির কুচর্চ্চা হৈল ব্রাহ্মণের জয়।
দ্রুপদ নৃপতি কাকো না করন্ত ভয় ॥ ৪৮৭
সবান্ধবে তাহাকে পঠাইব যম ঘর।
কন্যাকে পুড়িব আজি অগ্নিত সত্বর ॥ ৪৮৮
অবধ্য ব্রাহ্মণ জাতি কি বলিব তাক।
ধর্ম্মে অধর্ম্মক করে দৈবের বিপাক ॥ ৪৮৯
এহি বলি রাজাগণ দ্রুপদক ধাইল।
ব্রাহ্মণের পক্ষ আসি পঞ্চ ভাই হৈল ॥ ৪৯০
সেহি ধনু হাতে করি অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
আগ হয়া যুদ্ধ দিল না করিল ভয় ॥ ৪৯১
কর্ণ মহাবীর আইল হাতে ধনু করি।
চক্র ধরি ধাইল দুঃশাসন অধিকারী ॥ ৪৯২

---

(১) সিত—সেত।

(২) আগ বাড়িল—এগিয়ে গেল।

কর্ণ সঙ্গে অর্জ্জুনর আছিল বিরোধ।
বাণে মূর্চ্ছাগত কৈল কর্ণক প্রবোধ ॥ ৪৯৩
ব্রাহ্মণের তপোবল যদি পাই রণে।
না করিবা যুদ্ধ আজি বলে রাজাগণে ॥ ৪৯৪
রণে নিবর্ত্তন হৈল সূতের নন্দন।
মহাগর্ব্বে শল্য যান্ত করিবার রণ ॥ ৪৯৫
ভীমক মারিতে যায় শল্য নরপতি।
ভীম তাক রথ হৈতে পাড়ে শীঘ্রগতি ॥ ৪৯৬
ভূমিত পড়িয়া শল্য করে ধরপড়।
ভীমক দেখিয়া শল্য উঠি দিল লর(১) ॥ ৪৯৭
ভঙ্গ দিল রাজাগণ পাইল অপমান।
নিবর্ত্তিয়া গেল রাজা যার যেহি স্থান ॥ ৪৯৮
কন্যা লয়া গেল তবে পঞ্চ সহোদর।
সন্ধ্যাকালে গেল পাছে কুমারের ঘর ॥ ৪৯৯
কহিল সকল গিয়া কুন্তীর চরণে।
পাইলো অদ্ভুত ভিক্ষা দিন অবসানে ॥ ৫০০
মায়ে বলে বিবর্ত্তিয়া খাও পঞ্চ জনে।
কন্যা দেখি লজ্জিত হৈল ততক্ষণে ॥ ৫০১
চিন্তিয়া কহিল কুন্তী উপায় বচন।
মোর বাক্য মিথ্যা না হৈবে কদাচন ॥ ৫০২
আজ্ঞা দিনু পঞ্চ ভাই কর উপভোগ।
না হৈবন্ত সত্য নষ্ট অপযশ যোগ ॥ ৫০৩
এমত বলিয়া কুন্তী বধূ কোলে লৈল।
তে কারণে দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি হৈল ॥ ৫০৪
দ্রৌপদী উদ্দেশ্যে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি।
গুপ্ত ভাবে পাছে পাছে আসিল সম্প্রতি ॥ ৫০৫
হেনকালে আপনে আসিল জনার্দ্দন।
সম্ভাষা করিল পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৫০৬
কুন্তী সনে সম্ভাষা করিল যেন মতে।
নিশ্চয় দেখিল ধৃষ্টদ্যুম্ন সেহি মতে ॥ ৫০৭
সকল বৃত্তান্ত যত কুমারে দেখিল।
পঞ্চ পাণ্ডু পুত্র হেন হৃদয়ে জানিল ॥ ৫০৮
ধৃষ্টদ্যুম্ন আসি কৈল বাপের গোচর।
শুনিয়া উৎসব হৈল রাজা নৃপবর ॥ ৫০৯
দিব্য রথ সহিতে পাঠিল পুরোহিত।
নানা রঙ্গ কৌতুকত বাদ্য সমদিত ॥ ৫১০
কুন্তী সঙ্গে পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিত।
দেশে লয়া গেল তাক আসি পুরোহিত ॥ ৫১১
বহুরত্ন বসন দিলন্ত পরিবার।
নানা রত্ন, অস্ত্র, বাহন সুবর্ণ অলঙ্কার ॥ ৫১২
দাস দাসী দিল সে উত্তম সিংহাসন।
দ্রুপদে অর্চ্চিয়া দিল পাণ্ডুরনন্দন ॥ ৫১৩
বধূ সঙ্গে কুন্তী দেবী গেল অন্তঃপুরে।
পাণ্ডু পুত্র রহিলন্ত দ্রুপদের ঘরে ॥ ৫১৪
আপনি পুছিল পাছে, দ্রুপদ নৃপতি।
পরিণয় কর যুধিষ্ঠির মহামতি ॥ ৫১৫
আনন্দে পূরিত রাজা বোলয়ে আপনে।
দ্রৌপদীক বিবাহ করিব কোন জনে ॥ ৫১৬
তুমি জ্যেষ্ঠ সহোদর যুক্ত পরিণয়।
কিবা ভীমসেন কিবা বীর ধনঞ্জয় ॥ ৫১৭
যুধিষ্ঠির বলে ইতো বিধির লিখন।
মাতৃর আদেশ পাণি, বঞ্চি চারি জন ॥ ৫১৮
অনুক্রমি পঞ্চ ভাই বিহাইবাক(১) পারি।
মায়ের আদেশ আমি লঙ্ঘিতে না পারি ॥ ৫১৯
দ্রুপদে বলন্ত তুমি ধর্ম্ম অবতার।
কোন শাস্ত্রে বলিয়াছে হেন ব্যবহার ॥ ৫২০

(১) লর—দৌড়।

(১) বিহাইবাক—বিবাহ করিতে।

একের অনেক স্বামী কোন শাস্ত্রে কয়।
বিচারে জানিলু ইতো ধর্ম্ম বুদ্ধি নয় ॥ ৫২১
যুধিষ্ঠির বোলে হেন ধর্ম্মের যুগুতি।
মায়ের আদেশ বাণী রাখিয়ে নৃপতি ॥ ৫২২
হেন কালে ব্যাস আইল সভার ভিতর।
দেখিয়া দ্রুপদ রাজা আনন্দ বিস্তর ॥ ৫২৩
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা বন্দিল চরণ।
যুগল করিয়া হাত পুছিল কারণ ॥ ৫২৪
ব্যাস যে কহয়ে কথা শুনে নরপতি।
পূর্ব্বত ব্রাহ্মণ কন্যা আছিল দ্রৌপদী ॥ ৫২৫
মহা তপস্বী কন্যা আরাধে শঙ্কর।
ভূবন বিজয় গুণবন্ত হৌকবর ॥ ৫২৬
তুষ্টহয়া তাকে বর দিলেন শঙ্কর।
পঞ্চস্বামী হৈব তোর পরম সুন্দর ॥ ৫২৭
ভক্তি করি কন্যায়ে বলিল আর বার।
পঞ্চ স্বামী হৈব মোর কুলের আঙ্গার ॥ ৫২৮
শঙ্করে বোলন্ত কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামী বর আমাত মাগিলা পঞ্চবার ॥ ৫২৯
তে কারণে তোমার যে হৈব পঞ্চপতি।
তথাপিতো পৃথিবীত হৈবা মহাসতী ॥ ৫৩০
দেব কন্যা জন্মিয়াছে তোমার মন্দিরে।
বিশেষ সুরভি শাপ আছয় তাহারে ॥ ৫৩১
সুরভির পাছে পঞ্চ বৃষ ধায়া যায়।
তাক দেখি দ্রৌপদী হাসিল তথায় ॥ ৫৩২
এক গাভী পঞ্চবৃষ কিসে ভর সৈবে।
সুরভি বলিল তোর পঞ্চ স্বামী হৈবে ॥ ৫৩৩
দৈব বাণী ব্যর্থ নহে শুন নরেশ্বরে।
বিধাতা সৃজিল কুরুবংশ নাশতরে ॥ ৫৩৪
ব্যাসের বচনে রাজা পাইল প্রবোধ।
হৃদয়েতে জানিলন্ত ধর্ম্মের বিরোধ ॥ ৫৩৫
শুভক্ষণ করি বিভা দিল নরপতি।
পঞ্চ ভাই বরিলয়ে দ্রৌপদী সম্প্রতি ॥ ৫৩৬
গজ, বাজী, ধ্বজ, ছত্র কৈল নানা দান।
পাণ্ডবক পূজিল ব্যাসের বিদ্যমান ॥ ৫৩৭
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা পুত্রের সহিত।
পাণ্ডবক রাজ্য লয়া দিব সুনিশ্চিত ॥ ৫৩৮

অথ পাণ্ডব নিধন হেতু দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।

এহিমতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদরে।
দ্রৌপদী সহিতে আছে দ্রুপদের ঘরে ॥ ৫৩৯
এ হেন সব রহস্য শুনিল দুর্য্যোধন
আনাইল শকুনি আর মাদ্রী দুঃশাসন ॥ ৫৪০
বসিয়া মন্ত্রণা তবে করে সাত জনে।
বড় দোষ হয়ে শত্রু বাড়ে দিনে দিনে॥ ৫৪১
বিদুরে না জানে হেন করহ উপায়ে।
যেমতে হব যে পঞ্চ পাণ্ডব অপায়ে ॥ ৫৪২
দুর্য্যোধনে বোলে এহি মন্ত্রণা নিশ্চয়।
দ্রুপদ সহায় হৈল এহি বড় ভয় ॥ ৫৪৩
দ্রুপদক বশ করি দিয়া বহু ধন।
রাজ্য হৈতে বারাই রহুক পঞ্চজন ॥ ৫৪৪
দুঃশাসন বোলে শুন কুরু অধিকারী।
বাছিয়া বাছিয়া পাঠাও পরম সুন্দরী ॥ ৫৪৫
উপহাস্য করন্তক দ্রৌপদীক দেখি।
লজ্জা পায়া পঞ্চ ভাই দ্রৌপদীক উপেক্ষি॥ ৫৪৬
দ্রুপদেক পাণ্ডবে করুক মন্দাদর।
তবে অনাদরে দ্রুপদ নৃপবর ॥ ৫৪৭
অনুবন্ধ করি তাকে রাজ্যে আনাইব।
মন্ত্রণা করিয়া পাছে নির্ব্বংশ করিব ॥ ৫৪৮
বোলন্ত শকুনি গুপ্তে যাউক একজন।
গুপ্ত বেশে সংহারুক পবন নন্দন ॥ ৫৪৯

ভীমের মরণে সবে হৈবেক নৈরাশ।
অন্ন জল ত্যজি হৈবে পাণ্ডব বিনাশ ॥ ৫৫০
শুনি পাছে কর্ণ বীর হাসিয়া বলিল।
এসব মন্ত্রণা নহে যে সব কহিল ॥ ৫৫১
সাক্ষাতে আছিল হেথা পাণ্ডব কুমার।
নারিলা করিতে কেহ পাণ্ডব সংহার ॥ ৫৫২
অসাক্ষাতে বধিবেক কাহার শকতি।
ধনে জনে সহায় দ্রুপদ মহামতি ॥ ৫৫৩
দ্রুপদক ভেদিবে কাহার পরাণে।
ভাগ্যে পাইল দ্রুপদ পাণ্ডব পঞ্চজনে ॥ ৫৫৪
সর্ব্বথা না কর তুমি মন্ত্রণা বিভেদ।
পাণ্ডব সহিত তুমি কর ভেদাভেদ ॥ ৫৫৫
মিষ্ট বাক্য বলি আমি তাতে কর মন।
রাজ্য হারাইবা পাছে শুন দুর্য্যোধন ॥ ৫৫৬
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরের কি শুনহ যুকতি।
বুঝিব তাহারা কিবা করে কোন উক্তি ॥ ৫৫৭

অথ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ভীষ্মের উপদেশ ও পাণ্ডবগণের রাজ্য প্রাপ্তি।

হেন শুনি বোলে ধৃতরাষ্ট্র মহাশয়।
ওয় বাক্য যে বলিলা মন্ত্রণা নিশ্চয় ॥ ৫৫৮
তবে ভীষ্ম প্রভৃতিক আনি সভা মাঝে।
অনুক্রমি সব কথা কৈল বৃদ্ধরাজে ॥ ৫৫৯
শুনিয়া বলেন ভীষ্ম শুন কুরুপতি।
আমার বচন তুমি কর অবগতি ॥ ৫৬০
যেন তুমি ধৃতরাষ্ট্র তেন পাণ্ডুবীর।
দুই সহোদর যেন একই শরীর ॥ ৫৬১
যে হেন গান্ধারী দেবী তেন কুন্তী সতী।
যেন দুর্য্যোধন তেন ধর্ম্ম নরপতি ॥ ৫৬২
আপন তনয় যেন পাণ্ডুর তনয়।
হেন মত ব্যবহারে পালিও নিশ্চয় ॥ ৫৬৩
অর্দ্ধ রাজ্য দেহ তুমি পাণ্ডুর নন্দনে।
লোক ধর্ম্ম চাহ রাজা ফল নাহি রণে ॥ ৫৬৪
ধর্ম্ম দেখি অর্দ্ধ রাজ্য দেহ যুধিষ্ঠিরে।
অর্দ্ধ রাজ্য পতি হোক দুর্য্যোধনবীরে ॥ ৫৬৬
তুমি রাজ্য পাইলা হেন কর অহঙ্কার।
পূর্ব্বত পাইল পাণ্ডু সর্ব্ব রাজ্যভার ॥ ৫৬৭
মধুর বচনে দেহ না কর দুর্ম্মতি।
না দিলেও রাজ্য পাইব ধর্ম্ম নরপতি ॥ ৫৬৮
লোক ভয় যশ হয় অকীর্ত্তি বিস্তর।
পাণ্ডবক অসৎকার না করিবা আর ॥ ৫৬৯
রাখহ আমার বোল কুল পরিত্রাণ।
লোকত হউক যশ দেহ রাজ্য দান ॥ ৫৭০
ভীষ্মর বচন শুনি দ্রোণ পাছে কৈল।
সাধিয়া বিদুর তবে রাজাকে কহিল ॥ ৫৭১
উপরোধে বিদুরক রাজায়ে বলিল।
আপনে দ্রুপদ দেশ যাইতে কহিল ॥ ৫৭২
বধূ সনে আন গিয়া পাণ্ডুর নন্দন।
মহা স্নেহ পুত্র মোর যেন দুর্য্যোধন ॥ ৫৭৩
রাজআজ্ঞা ধরি গেল বিদুর সম্প্রতি।
কহিল সকল কথা করি পরিপাটি ॥ ৫৭৪
দ্রুপদক কহিলন্ত রাজার বচন।
বধূ সনে চলায়ো পাণ্ডব পঞ্চজন ॥ ৫৭৫
দ্রুপদ বোলন্ত যোগ্য সম্বন্ধ আমার।
কৌরবের মহাবংশ পূজিত সংসার ॥ ৫৭৬
পাছে কৃষ্ণ গেল যথা আছে পঞ্চজন।
কহিল ধর্ম্মত গিয়া রাজার কথন ॥ ৫৭৭
শুনিয়াত ধর্ম্মরাজ উল্লাসিত হৈল।
দ্রৌপদী সহিতে পাছে রথত চড়িল ॥ ৫৭৮

বধূ সনে কুন্তী দেবী চড়িয়া রথত।
শীঘ্র আইল পঞ্চ ভাই আপন রাজ্যত ॥ ৫৭৯
পদব্রজে দ্রুপদ আসিল কতদূর।
দুহিতার মোহে রাজা কান্দে নিরন্তর ॥ ৫৮০
দ্রৌপদীক লৈয়া আইল রাজা যুধিষ্ঠির।
অনুব্রজ লৈয়া আইল কর্ণ মহাবীর ॥ ৫৮১
দুর্য্যোধন আসিল শকুনি পাপ মতি।
আগ বাড়ি আনিতে পাঠাইল নরপতি ॥ ৫৮২
সুর নরগণে সবে বেড়িয়া আনিল।
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ জনক বন্দিল ॥ ৫৮৩
অনেক করিল তথা সম্ভাষা প্রকার।
বসিলা ত পঞ্চ ভাই দেব অবতার ॥ ৫৮৪
ধৃতরাষ্ট্র রাজা পাছে বলিলা বচন।
শুন যুধিষ্ঠির তুমি পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৫৮৫
রাজ্য অর্দ্ধ ভাগ আমি দিলুহ তোমারে।
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্যে তুমি যাইও সত্বরে ॥ ৫৮৬
পৃথিবীত যশ রাখিলন্ত ধনঞ্জয়।
দেবাসুর মনুষ্যক জিনিব নিশ্চয় ॥ ৫৮৭
ইন্দ্রপ্রস্থ যাহ তুমি চড়িয়া বিমানে।
গজ, বাজী, রথ দিল বিচিত্র আসনে ॥ ৫৮৮
ধৃতরাষ্ট্র আদেশ শুনিয়া ধর্ম্মরাজ।
প্রণমিল যুধিষ্ঠির কৌরব সমাজ ॥ ৫৮৯
ভীষ্মক নমিল যাই পঞ্চ সহোদর।
গান্ধারীক প্রণমিতে যান্ত পুনর্ব্বার ॥ ৫৯০
ইন্দ্রপ্রস্থে গেল পাছে করিয়া প্রস্থান।
রাজ সভা কৈল ইন্দ্র পুরীর সমান ॥ ৫৯১
ষ্ঠির রাজা হৈল করি শুভক্ষণ।
হেন মতে নিবসয় পাণ্ডব নন্দন ॥ ৫৯২
শুনিয়া আইল মুনিগণ হরিষ অন্তর।
দেখিতে আইল যুধিষ্ঠির নৃপবর ॥ ৫৯৩
ব্যাস ঋষি আসিল নারদ সনাতন।
অসিত আসিল পরশু ভৃগুর নন্দন ॥ ৫৯৪
কৃষ্ণ বলভদ্র আর দ্রুপদ নৃপতি।
আসিলেন অনেক রাজা বান্ধব প্রভৃতি ॥ ৫৯৫
সম্ভাষিয়া সবে গেল আপন ভুবন।
সুখে নিবাসয়ে পঞ্চ পাণ্ডব নন্দন ॥ ৫৯৬
* বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহ লোকে পরলোকে করে উপকার ॥ ৫৯৭
শাস্ত্র লক্ষ্য করি কথা রচিলা সম্প্রতি।
আদি পর্ব্বে প্রথমত বংশের উৎপত্তি ॥ ৫৯৮
শুন সভাসদ জন ভারতের পদ।
আক না জানিবা অল্প জন পরংপদ ॥ ৫৯৯
নিত্যাগত ভারতক করিবা স্মরণ।
দুঃখ শোক আপদ হৈবন্ত নিবর্ত্তন ॥ ৬০০
ভারত পরম পদ শুন সর্ব্বজন।
(১) কবীন্দ্র রচিল কৃষ্ণ বোল সর্ব্বক্ষণ ॥ ৬০১

ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্তঃ।

---

(১) পুস্তকান্তরের পাঠ।
"বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার ॥ *
লস্কর পরাগল খান মহামতি
কবীন্দ্রে কহিল আদ্য পর্ব্ব সমাপ্তি ॥

নমো গণেশায়

অথ সভাপর্ব্ব

অথ হস্তিনাপুরে নারদের আগমন।

ইন্দ্রপ্রস্থে আছে পঞ্চ দ্রৌপদী সহিতে।
নানা দান যজ্ঞ করে ধৌম্য পুরোহিতে ॥ ৬০২
হেন কালে নারদ আসিল সভা মাঝে।
পাদ্য অর্ঘ্যে পূজিলন্ত ধর্ম্ম নৃপরাজে ॥ ৬০৩
নারদ মুনির সনে হৈল সম্বাদ।
স্নান করি ভুঞ্জিলন্ত প্রমান্ন প্রসাদ ॥ ৬০৪
স্ত্রীক লাগি বিরোধ হৈবেক হেনজানি।
সকলক বুঝায় নারদ মহামুনি ॥ ৬০৫
সুন্দ উপসুন্দ তারা দুই সহোদর।
ত্রিভুবন শাসন্ত অসুর ভয়ঙ্কর ॥ ৬০৬
এক প্রাণ দুই ভাই জগতে জানন্ত।
যত কর্ম্ম নিবর্ত্তিল তার নাহি অন্ত ॥ ৬০৭
স্ত্রীর কারণে দুই বীর হৈল বিরোধ।
অন্য অন্যে দ্বন্দ কার লাগাইল যুদ্ধ ॥ ৬০৮
বালীয়ে সুগ্রীব রাজা ত্রিভুবনে জানি।
স্ত্রীক লাগি তারা সব কৈল হানাহানি ॥ ৬০৯
এক পত্নী ঘরে তোরা পঞ্চ সহোদর।
বিরোধ না হয় যেন শুন নৃপবর ॥ ৬১০
অনুক্রমে দ্রৌপদীক করিহ পালন।
আমার বচনে কেহ না কর লঙ্ঘন ॥ ৬১১
মোর বধ লাগে এবে শুন পঞ্চবীরে।
একপক্ষ করি যাবা দ্রৌপদীর ঘরে ॥ ৬১২
একজন গেলে যদি আর জন যায়
বৎসরেক তীর্থ তায় করিবা নিশ্চয় ॥ ৬১৩
এহি বলি নারদ সম্বাদ করিদিল।
এক পক্ষ একজন রহিতে বলিল ॥ ৬১৪

অথ খাণ্ডব দাহন কথা।

এত বলি নারদ সে করিল প্রস্থান।
হরিষে বঞ্চয় পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৬১৫
কৃষ্ণের সংহতি আছে বীর ধনঞ্জয়।
বিপ্ররূপ হয়া আইল অগ্নি মহাশয় ॥ ৬১৬
নিবেদন কৈল ব্রহ্মা(১) জোড় হস্ত করি।
বচনেক শুন মোর দেবষে শ্রীহরি ॥ ৬১৭
মহারাজা সত্যকেতু ছিল সত্যকালে।
তার সম নৃপতি নাহিক ভূমণ্ডলে ॥ ৬১৮
দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করি মহাবল।
তে কারণে হুতাশন হৈল মন্দানল ॥ ৬১৯
শ্রুব ধারে ঘৃত সব দুর্ব্বাসা ঢালিল।
প্রভাহীন অগ্নি হৈল ব্রহ্মা এ বলিল ॥ ৬২০
বিনে মাংসে ঘৃত জীর্ণ নহেত শ্রীহরি।
মহাবন খাণ্ডব দহিতে মন করি ॥ ৬২১
মহাবন খাণ্ডব রাখয়ে পুরন্দরে।
নানা পশু পক্ষী আছে তাহার ভিতরে ॥ ৬২২
এহি বন দহিতে আমার অভিলাষ।
তুমি নর নারায়ণ পুরা মোর আশ ॥ ৬২৩
বড় বড় নৃপতিত করিলো গোচর।
কেহত না দিল অগ্নি বনের ভিতর ॥ ৬২৪

(১) ব্রহ্মা—অগ্নি। প্রাদেশিক কথা।

শুনিয়া প্রতিজ্ঞা কৈল অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
অস্ত্র রথ লয়া গেল দুই মহাশয়॥ ৬২৫
শরজালে আচ্ছাদিল গগণ ভিতর।
বজ্রহস্তে আপনি আসিল পুরন্দর॥ ৬২৬
বিস্তর করিল যুদ্ধ সমুদ্র হিল্লোল।
প্রলয় কালত যেন উঠিল আন্দোল॥ ৬২৭
দহিল খাণ্ডব বন অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
পরিত্রাণ মাগে তথা ময় মহাশয়॥ ৬২৮
অর্জ্জুনে অভয় দিল পাইল পরিত্রাণ।
অর্জ্জুনের বোলে বনে রহে সর্ব্বক্ষণ॥ ৬২৯
পুড়িলে করিব যে তোম মনহিত। (১)
দানব প্রধান আমি জানিবা নিশ্চিত॥ ৬৩০
এহি বলি দৈত্য গেল আপন ভুবনে।
অর্জ্জুনে দহিল বন ইন্দ্র বিদ্যমানে॥ ৬৩১
দৈবের বিপাকে সেহি বনের ভিতর।
পুড়িয়া মরয় দেখে সর্প অজগর॥ ৬৩২
ধনু ধরি অজাগরে তোলে ধনঞ্জয়।
পক্ষী রূপ ধরি সর্প উড়িয়া চলয়॥ ৬৩৩
তাক দেখি অর্জ্জুনে করিল দিব্যবাণ।
কাটিয়া পড়িল সর্প হৈল দুইখান॥ ৬৩৪
পাছ খান গিয়া তবে ভূমিত পড়িল।
মস্তক সহিতে অর্দ্ধ জলত মজিল॥ ৬৩৫
সেই অর্দ্ধখানে ছিল ডিম্ব একগোটি,
সর্প রাজা হৈল সে হিড়িম্ব এক কোটি॥ ৬৩৬
অর্জ্জুন আমার শত্রু হেন জানি মনে।
রহিল পাতালে সর্প বধিব অর্জ্জুনে॥ ৬৩৭
অগ্নিতে মাগিল অস্ত্র বীর ধনঞ্জয়।
তুষ্ট হৈয়া গেলন্ত অনল মহাশয়॥ ৬৩৮
মহাদেব সম্ভাষণে যাইবা যখনে।
তোমাক সকল অস্ত্র শিখাব তখনে॥ ৬৩৯
হরষিতে অনল গেলেন নিজস্থান।
হরষিতে গেলতবে নর নারায়ণ॥ ৬৪০

অথ অর্জ্জুনের তীর্থ পর্য্যটন কথা।

দৈবগতি হৈল এক দেবতানির্জ্জান।
বিধাতার লিখন আর না যায় খণ্ডন॥ ৬৪১
একদিন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীক লয়া।
অর্জ্জুনের অস্ত্র গৃহে আছিল শুতিয়া॥ ৬৪২
দৈবগতি ব্রাহ্মণের ঘর চুরি গেল।
অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! করি ডাকিতে লাগিল॥ ৬৪৩
শুনিয়া অর্জ্জুন পাছে ধাইল সত্বর।
অস্ত্র গৃহে প্রবেশিল পার্থ ধনুর্দ্ধর॥ ৬৪৪
দেখিলন্ত যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সহিত।
হেট মাথা হৈল পার্থ দেখিয়া লজ্জিত॥ ৬৪৫
অস্ত্র ধনু লয়া পাছে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চোর মারি সাজ(২) দিল ব্রাহ্মণ গোচর॥ ৬৪৬
তবে বীর ধনঞ্জয় ধর্ম্মস্থানে গেল।
মুনি বাক্য মিথ্যা হয় কহিতে লাগিল॥ ৬৪৭
মুনিকে লজ্ঘিলে হয় নিকটে মরণ!
এহি বলি নড়িল অর্জ্জুন বিচক্ষণ॥ ৬৪৮
দেখিয়া বিকল হৈল রাজা যুধিষ্ঠির
তপস্বীর বেশ কৈল পার্থ মহাবীর॥ ৬৪৯
তীর্থ পর্য্যটনে গেল এক যে বৎসর।
পৃথিবীর তীর্থ মানে ভ্রমিল সত্বর॥ ৬৫০
স্বর্গে গিয়া মন্দাকিনী স্নান করিলন্ত।
বদরিকাশ্রমে পাছে যাই প্রবেশন্ত॥ ৬৫১

(১) অস্পষ্ট।

(২) সাজ—জিনিষ।

পাতাল ভুবনে গেল পাণ্ডুর নন্দন।
ভোগবতী গঙ্গা যায়া করিলেন স্নান ॥ ৬৫২
অনন্তরে কন্যা যে উলুপী নাম ধরি।
ভুবন মোহন রূপ পরম সুন্দরী ॥ ৬৫৩
নর নারায়ণ সে জানিয়া নাগপতি।
অর্জ্জুনেক কন্যা দান দিলেক সম্প্রতি ॥ ৬৫৪
পুনরপি আসিলন্ত বীর ধনঞ্জয়।
উলুপী সুন্দরী লয়া পাণ্ডুর তনয় ॥ ৬৫৫
জানিবা রাক্ষস আছে গন্ধর্ব্বের পতি।
তার কন্যা অর্জ্জুনেক দিলেক সম্প্রতি ॥ ৬৫৬
চিত্রাঙ্গদা নাম তার পরম সুন্দরী।
অর্জ্জুনের বীর্য্যে গর্ভ ধরে সেহি নারী ॥ ৬৫৭
সেহি গর্ভে উপজিল দুই মহাশয়।
মণিবন্ত বভ্রুবাহ ভুবনে দুর্জ্জয় ॥ ৬৫৮
উলুপী চিত্রাঙ্গদা লৈয়া মণিপুরে।
পুনরপি আইল পার্থ পৃথিবী ভিতরে ॥ ৬৫৯
রৈবত পর্ব্বতে গেল যথা বনমালী।
বন্ধুগণ লয়া কৃষ্ণ করে নানা কেলি ॥ ৬৬০
রজত পর্ব্বতে পার্থ সুভদ্রা হরিল।
গোসানীক রথে তুলি গমন করিল ॥ ৬৬১
অর্জ্জুনে হরিয়া নিল কৃষ্ণের ভগিনী।
মহা কলরব হৈল সাজে অক্ষৌহিনী ॥ ৬৬২
বিনয় করিয়া হরি সব শাস্তাইল।
জ্বলন্ত অনল যেন জলে নিভাইল ॥ ৬৬৩
সুভদ্রাক পাছে কৃষ্ণ সমর্পিয়া দিল।
দেখি ধর্ম্মরাজ পাছে আনন্দিত হৈল ॥ ৬৬৪

অথ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ চিন্তা কথা

রাজ্য ভাগ করি দিল ধৃতরাষ্ট্র যবে।
ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির রাজা হৈল তবে ॥ ৬৬৫
হস্তিনা পুরীর রাজা হৈল দুর্য্যোধন।
সৈন্য যে সামন্ত লয়া যত পাত্রগণ ॥ ৬৬৬
যুধিষ্ঠির রাজা হৈল ধর্ম্ম অবতার।
বাসুদেব রৈল যে দ্রৌপদী পরিবার ॥ ৬৬৭
পঞ্চ ভাই কৃষ্ণ সঙ্গে আনন্দে আছন্ত।
যত কর্ম্ম নিবর্ত্তিল তার নাহি অন্ত ॥ ৬৬৮
করিলন্ত নানা যজ্ঞ তুষ্ট হুতাশন।
সুবর্ণ পাত্রক দিল ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ ৬৬৯
হেন বেলা নারদ আসিল মুনিবর।
জ্বলন্ত অনল তার দিব্য কলেবর ॥ ৬৭০
দেখিয়াত ধর্ম্মরাজ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বসাইলন্ত সিংহাসনে মুনিক পূজিয়া ॥ ৬৭১
তুষ্ট হয়া বলে মুনি শুন ধর্ম্মরাজ।
দেখিবারে গেলু আমি ইন্দ্রের সমাজ ॥ ৬৭২
তথাতে দেখিনু আমি পাণ্ডু মহাশয়।
বাহির দুয়ারে যায়া বসিয়া আছয় ॥ ৬৭৩
আপন সমাজে কেন না নে সুরপতি।
এ সব বৃত্তান্ত আমি পুছিনু সম্প্রতি ॥ ৬৭৪
পাণ্ডু বলে মোর বাক্য শুন তপোধন।
আমার সম্বাদ লয়া করহ গমন ॥ ৬৭৫
যোগ্য দান নাহি করি মর্ত্ত্য যে ভুবনে।
আসনে না লয় ইন্দ্র সেহি সে কারণে ॥ ৬৭৬
যদি কৃপা থাকে মুনি করহ গমন।
এই কথা কহ পুত্র যথা পঞ্চ জন ॥ ৬৭৭
এক রাজসূয় যদি কর পুত্র তথা।
তবে ইন্দ্র আসনত বসি আমি এথা ॥ ৬৭৮
কহিলো সকল কথা শুন ধর্ম্মরাজ।
যজ্ঞ কৈলে বৈসে পিতৃ ইন্দ্রের সমাজ ॥ ৭৭৯
শুনিয়া বিকল হৈল ধর্ম্ম নরপতি।
কেন মতে যজ্ঞ হয় কহ মহামতি ॥ ৬৮০

নারদে বোলন্ত শুন রাজা যুধিষ্ঠির।
পৃথিবী জিনোক তোর ভাই চারিবীর ॥ ৬৮১
নানা রাজ্য জিনিয়া আনুক নানা ধন।
মহাসুখে যজ্ঞ কর ধর্ম্মের নন্দন ॥ ৬৮২
বিশেষ তোমাক কৃপা দেব নারায়ণ।
ইন্দ্র সম হৈতে পার যজ্ঞে কোন ধন ॥ ৬৮৩
যুধিষ্ঠির বলে মুনির চরণে।
কেমতে করিব যজ্ঞ কহ মোর স্থানে ॥ ৬৮৪
কতেক করিব দান হনু যে সাক্ষাৎ।
কত ঘৃত দ্রব্য লাগে কহত আমাত ॥ ৬৮৫
মুনি বলে কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ষষ্ঠি সহস্রেক বিপ্রে করিবে অর্চ্চন ॥ ৬৮৬
তিন লক্ষ কুম্ভ ঘৃত কোটি বেলপাত।
তিন কোটি ধেনু দিবা কহিনু সাক্ষাৎ ॥ ৬৮৭
লক্ষেক নৃপতি অর্চ্চিবাহা নরপতি।
রাজা লয়া যজ্ঞ কর্ম্ম কর মহামতি ॥ ৬৮৮
রাজা বিনা আর জন না যুয়ায়।
রাজায়ে করিব কার্য্য কহিলো নিশ্চয় ॥ ৬৮৯
শুনিয়া চিন্তিত হৈল ধর্ম্ম নৃপবর।
যজ্ঞে মোর কার্য্য নাহি বিনে দামোদর ॥ ৬৯০
এহি বলি নারদ গেলেন নিজস্থান।
এক চিত্তে যুধিষ্ঠির চিন্তে নারায়ণ ॥ ৬৯১
যুধিষ্ঠিরে চিন্তে জানি জগতের পতি।
পত্নী সঙ্গে করিয়া আসিলেন মহামতি ॥ ৬৯২
দেখে পঞ্চ পাণ্ডব আসিল নারায়ণ।
দ্রৌপদী সহিতে পূজা করিল তখন ॥ ৬৯৩
কৃষ্ণ আগে করজোড়ে বোলে ধর্ম্মরাজ।
যজ্ঞ কৈলে বাপ পায় ইন্দ্রের সমাজ ॥ ৬৯৪
কেন মতে যজ্ঞ হয়ে বোল নারায়ণ।
তুমি বিনা পাণ্ডবের গতি নাহি আন ॥ ৬৯৫
শুনিয়া ধর্ম্মের বাক্য বোলে নারায়ণ।
অসুখ না ভাব রাজা স্থির কর মন ॥ ৬৯৬
রাজসূয় যজ্ঞ রাজা বিনে নাহি হয়।
একত্রে আছয় রাজা কহিনু নিশ্চয় ॥ ৬৯৭
জরাসন্ধ মহারাজা মগধ ঈশ্বর।
বন্দী করিয়াছে পৃথিবীর নৃপবর ॥ ৬৯৮
তাহাক জিনিয়া আনি সব নৃপগণে।
ভীম সেন অর্জ্জুনক দেহ মোর সনে ॥ ৬৯৯
কৃষ্ণের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন।
করজোড় করি রাজা বলিল বচন ॥ ৭০০
তুমি ভীম সেন ধনঞ্জয় তিন জন।
তুমি সব যাহ যদি না সৈব পরাণ ॥ ৭০১
কিন্তু জরাসন্ধ রাজা বড় দুরাশয়।
একারণে তোমা লাগি বড় লাগে ভয় ॥ ৭০২
কৃষ্ণ বলে যুধিষ্ঠির চিন্তা পরিহর।
মায়া বলে জিনিবহ যায়া নৃপবর ॥ ৭০৩

জরাসন্ধ বধ কথন

ভীমার্জ্জুন সঙ্গে করি যান্ত নারায়ণ।
চলিল মগধ রাজ্যে বীর তিনজন ॥ ৭০৪
ধরিয়া ব্রাহ্মণ বেশ যায় তিনজন।
পথে যাইতে ভীমসেন পুছিল বচন ॥ ৭০৫
জরাসন্ধ নাম তাঞে ধরে কি কারণ।
ইহার কারণে কৃষ্ণ শুনিয়ে এখন ॥ ৭০৬
শুনিয়া ঈষৎ হাসি বলে নারায়ণ।
জরাসন্ধ কথা কহোঁ শুন দেহমন ॥ ৭০৭
জরা নামে রাক্ষসী বৈসয়ে তারপুরে।
গর্ভপাত ভক্ষি সিতো (১) পূরয়ে উদরে ॥ ৭০৮

(১) সিতো—সেত।

তার বাপ বৃহধ্বজ পূর্ব্বত আছিল।
যজ্ঞ করি সেহি রাজা এক ফল পাইল ॥ ৭০৯
দুই পত্নী সমভাব দেখে নরপতি।
বাটি অর্দ্ধ করি ফল দিল মহামতি ॥ ৭১০
একবারে দুই গর্ভ ধরিল তখন।
একবারে প্রসব হৈল দুই জন ॥ ৭১১
এক কাণ এক হস্ত হৈল অর্দ্ধখান।
এহি রূপে প্রসব হৈল দুইজন ॥ ৭১২
কুৎসিত দেখিয়া রাজা ফেলিল তাহারে।
গর্ভপাত ঘ্রাণে জরা আইল খাইবারে ॥ ৭১৩
অর্দ্ধ অর্দ্ধ দেখিয়া চিন্তয়ে নিশাচরী।
কেবা কাটিয়াছে গর্ভ চাহে ভালকরি ॥ ৭১৪
উলটি পালটি চাহে কাটা গর্ভ নয়।
বিপরীত দেখি জরা তাহা নাহি খায় ॥ ৭১৫
ধরি তাক একত্র করিয়া দুইখান।
জোড়া লাগি দিয়ে শিশু গুণে মনেমন ॥ ৭১৬
না খাইল শিশু দিল রাজার গোচর।
দেখি বৃহধ্বজ রাজা আনন্দ বিস্তর ॥ ৭১৭
পুত্র লয়া জরাকে দিলন্ত বহুধন।
মৎস মাংস দিয়া তার পূরিলন্ত মন ॥ ৭১৮
জরাসন্ধ নাম হৈল এহিসে কারণে।
জরাসন্ধ কথা ভীম হৈল এহিমানে (১) ॥ ৭১৯
কথা অবশেষে তথা গেল তিনজন।
যে সময়ে জরাসন্ধ করয়ে তর্পণ ॥ ৭২০
বিপ্ররূপে দান মাগে দেবনারায়ণ।
কিবা দান দিব রাজা বলিল বচন ॥ ৭২১
কৃষ্ণ বলে সত্য যদি কর মহামতি।
তবে সে মাগিব দান কহিলো সম্প্রতি ॥ ৭২২

সত্য বাক্য করি রাজা গুনে মনে মন।
যেহি চাহ সেহি দিব না করিব আন ॥ ৭২৩
কিবা রণ করিয়াছ সংগ্রাম ভিতরে।
অস্ত্রাঘাত কিছু ওয় আছয়ে শরীরে ॥ ৭২৪
যে হোক সে হোক রাজা ভাবিল তখন।
কোথা বা দেখিয়া আছি এহি তিন জন ॥ ৭২৫
যেহি চাহ সেহি দিব বোলে জরাসন্ধ।
একা একি রণ দিবা না করিবা ছন্দ ॥ ৭২৬
দিব দিব বলি রাজা অতি বড় হাসে।
কেবা তোরা তিন জন বড় যে সাহসে ॥ ৭২৭
পরিচয় দেহ মোক তোরা তিন জন।
তার বাক্য শুনিয়া বোলন্ত নারায়ণ ॥ ৭২৮
তোর বৈরী কৃষ্ণ আমি পাসরিলা কেন।
পাণ্ডব তনয় পার্থ এহি ভীম সেন ॥ ৭২৯
হাসিয়া বোলন্ত রাজা কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
কোনজন যুঝিবেক তুমি গোপসনে ॥ ৭৩০
শৃগালের ঠান যাহ ছাড়িয়া সংগ্রাম।
শিশু পার্থ মারিলে হবেক কোন নাম ॥ ৭৩১
কিছু মাত্র ভীম সনে দ্বৈরথ আমার।
হেন শুনি নারায়ণ বোলে আর বার ॥ ৭৩২
উঠ মহারাজ ভীম সনে যুদ্ধ কর।
হেন শুনি অস্ত্র গৃহে গেল নৃপবর ॥ ৭৩৩
দুই গোটা গদা আনে বজ্র সমসর।
বাহির উদ্যানে রাজা আইল যুঝিবার ॥ ৭৩৪
ভীমসেন গদা যুদ্ধ কৈল বীর রণ।
দেখিয়া কম্পিত হৈল সর্ব্ব দেবগণ ॥ ৭৩৫
নাহি হেটে নাহি নামে গদার প্রহার।
দুহার শরীর হৈতে পড়ে রক্ত ধার ॥ ৭৩৬
জরাসন্ধ ভীমে রণ যতেক হইল।
পুস্তক বাহুল্য হয়ে তাক না লিখিলো ॥ ৭৩৭

(১) এহিমানে এই পর্য্যন্ত মান পরিমাণ।

যুদ্ধ জিনি জরাসন্ধ সত্বরে আসিল।
হেন বেলা কৃষ্ণ ঠারি ভীমক কহিল ॥ ৭৩৮
বিণা পত্র চিরিয়া দেখাইল নারায়ণ।
জরাসন্ধ নাম কেনে হৈল পাসরণ ॥ ৭৩৯
তবে ভীম সেন তার ধরি দুই পায়ে।
জরাসন্ধ নৃপতিক চিরিয়া ফেলায় ॥ ৭৪০
পায়ে পায়ে ধরি ভীম মারে একটান।
বুকে বুকে চিরিয়া করিল দুইখান ॥ ৭৪১
মৈল জরাসন্ধ রাজা দেখিয়া সত্বরে।
স্বর্গ থাকি দেবগণ হরিষ অন্তরে ॥ ৭৪২

অথ রাজসূয় যজ্ঞারম্ভ

তবে দেব নারায়ণ ভীম ধনঞ্জয়।
মুক্ত করি রাজগণ দিলেক বিদায় ॥ ৭৪৩
তার তিন পুত্র আনি রাজ্য সমর্পিল।
যত ধনরত্ন আনি শকট ভরিল ॥ ৭৪৪
আসিলা হস্তিনাপুর যুধিষ্ঠির স্থানে।
দেখিয়া আনন্দ হৈল পাণ্ডুর নন্দনে ॥ ৭৪৫
হরষিত যুধিষ্ঠির আইল জনার্দ্দন।
যজ্ঞ করিবার রাজা কৈল শুভদিন ॥ ৭৪৬
জিনিল পশ্চিম দিক বীর ভীমসেন।
জিনিল অনেক নৃপ বহু ধনজন ॥ ৭৪৭
দক্ষিণক নকুল জিনিয়ে একেশ্বরে।
লঙ্কাক জিনিয়া ধন আনিল বিস্তরে ॥
পূর্ব্বদিকে সহদেব জিনি রাজগণ।
আনিল বহুত তাঞে নানাবিধ ধন ॥ ৭৪৯
উত্তরে অর্জ্জুন গিয়া জিনে বহুদেশ।
সাগর জিনিয়া ধন আনিল বিশেষ ॥ ৭৫০
ধন জিনি ধনঞ্জয় নাম তাঞে ধরে।
আনিল বহুত ধন জিনিয়া উত্তরে ॥ ৭৫১
অগ্নি হৈতে কৈল ময় দানবক ত্রাণ।
ময় দানবক পাছে করিল স্মরণ ॥ ৭৫২
কৃষ্ণের স্মরণে ময় আসিল তখন।
দানবে ত বিশ্বকর্ম্মাময় মহাজন ॥ ৭৫৩
সভা এক রচিতে বলিল যুধিষ্ঠির।
আজ্ঞা পায়া সভাক রচিল মহাবীর ॥ ৭৫৪
মহারাজা শ্বেতকী আছিল সত্যকালে।
তাহার সভা আছিল দুর্ল্লভ মহীতলে ॥ ৭৫৫
দানব সহস্রদশে বহিয়া আনিল।
ইন্দ্রপ্রস্থে আনি তাক সভা বিরচিল ॥ ৭৫৬
যজ্ঞ কার্য্যে আনিলন্ত সব রাজগণ।
নারদ বশিষ্ঠ আর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ॥ ৭৫৭
মিলিল সভাত আসি যত দেব লোক।
সিদ্ধ বিদ্যাধর যত আইল তিনলোক ॥ ৭৫৮
রাজাগণে নিয়োজিল কার্য্য করিবার।
দুর্য্যোধনে সমর্পিল যতেক ভাণ্ডার ॥ ৭৫৯
দান করিবারে দিল কর্ণ মহাবীর।
রাজলোক মুনিলোকে পূজে যুধিষ্ঠির ॥ ৭৬০
অর্চ্চিবাক দিল তবে বীর ধনঞ্জয়।
সূপকার করে তবে ভীম মহাশয় ॥ ৭৬১
গন্ধমাল্য চন্দন বসন অলঙ্কার।
নকুল বীরক দিল এহি অধিকার ॥ ৭৬২
সহদেব নিয়োজিল বসিতে আসন।
তাম্বূল দিবার দিল দেব নারায়ণ ॥ ৭৬৩
যজ্ঞকুণ্ড কৈল দশ ধনুর প্রমাণ।
আমান্ন আতপ ঘৃত থৈল স্থান স্থান ॥ ৭৬৪
যজ্ঞ কর্ত্তা হৈল আর ধৌম্য পুরোহিতে।
ব্যাস বৃহস্পতি হৈল বেদ উচ্চারিতে ॥ ৭৬৫
হেন মতে যজ্ঞ করে ধর্ম্মের নন্দন।
কুমন্ত্রণা করি বৈসে সব রাজাগণ ॥ ৭৬৬

না গণয় ভীম কাকো কার্য্য নিয়োজিল।
ভগদত্ত কৃপ আর দেখিয়া রহিল ॥ ৭৬৭
এহি যজ্ঞ খানি দেখি হইবেক বিশাল।
বাসুদেব বধিল নৃপতি শিশুপাল ॥ ৭৬৮
এহি যজ্ঞে আসি লাজ হৈল দুর্য্যোধন।
দুঃখ ভবিতা রাজা নাই ছিল মরণ ॥ ৭৬৯
শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খানে।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে পিতার কারণে ॥ ৭৭০
কি কারণে দুর্য্যোধন ইচ্ছিল মরণে।
কি কারণে কুমন্ত্রণা কৈল রাজাগণে ॥ ৭৭১
কবীন্দ্রে কহিল শুন খান মহামতি।
যজ্ঞ পূর্ণা দিলা যবে ধর্ম্ম নরপতি ॥ ৭৭২
কাহাকে বরিব আগে বলিল বচন।
শুনিয়ে বোলয়ে ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন ॥ ৭৭৩
সাক্ষাতে অচ্যুত যে আছয় নারায়ণ।
তাহাকে ছাড়িয়া অন্য বর কোন জন ॥ ৭৭৪
হেন শুনি কৃষ্ণক বরিল ধর্ম্মরাজ।
দেখিয়া লজ্জিত নৃপগণের সমাজ ॥ ৭৭৫
শিশুপালে নিন্দে আর নিন্দে সর্ব্বজন।
নপুংসক বোলে করে গোয়াল পূজন ॥ ৭৭৬
উগ্রসেন সেবকক জানেন সংসারে।
নপুংসক বচনত পূজে যুধিষ্ঠিরে ॥ ৭৭৭
কুলেশীলে আছে সব রাজরাজেশ্বর।
তাক ছাড়ি পূজে রাজা দেব গদাধর ॥ ৭৭৮
হেন ছার সভাক থাকিতে না যুয়ায়।
বল ভগদত্ত, দন্তবক্র মহাশয় ॥ ৭৭৯
নিন্দা বাক্য শুনি ধনঞ্জয় পাণ্ডুগণ।
হাতে অস্ত্র করি তবে উঠে জনে জন ॥ ৭৮০
মহা কলরব হৈল সাজি অক্ষৌহিনী।
নিবারিয়া সভাকে বোলন্ত চক্রপাণি ॥ ৭৮১
কোপ সাম্য কর সবে শুনহ বচন।
মোর হাতে শিশুপাল মরিব এখন ॥ ৭৮২
বসুদেব নন্দঘোষ ভগিনী উহার মাতা হয়।
পূর্ব্বে সত্য করাইছে জানিবা নিশ্চয় ॥ ৭৮৩
অপরাধ শতেক সহিতে বারম্বার।
তে কারণে সহি আমি উহার উগদার ॥ ৭৮৪
যখন জন্মিল পাপী মায়ের উদরে।
চতুর্ভুজ হয়া আসি জন্মিল নির্ভরে ॥ ৭৮৫
বিষাদিত দমঘোষ করয়ে ক্রন্দন।
নারদ গেলেন পাছে তাহার ভবন ॥ ৭৮৬
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাক পূজিল বিশেষ।
তুষ্ট হৈয়া মুনিরাজ দিল উপদেশ ॥ ৭৮৭
কি কারণে রাজা তুমি করহে ক্রন্দন।
দ্বিভুজ হবেক তোর কুমার অখন ॥ ৭৮৮
যাহার পরশে আর দ্বিভুজ হৈব।
সেই সে ইহার শত্রু ইহাক বধিব ॥ ৭৮৯
জ্ঞাতি বধিব ইহাক কহিলো বচন ॥ ৭৯০
এহি বলি ঋষিরাজ গেল নিজ স্থান।
পাছে দমঘোষ করে অন্নপ্রাশন ॥ ৭৯১
মায়ের সৈতে আমি গেনু তার ঘর।
মোর পরশে পাপীর খসে দুই কর ॥ ৭৯২
মোর হাতে ধরি তার মাতায় বলিল।
শত দোষ না লইবা সত্য করাইল ॥ ৭৯৩
তে কারণে সহি তার কুবচন আমি।
তথাপিত পাপমতি না ছাড়ে দুষ্টামি ॥
এখনে গণিলো হৈল শত অপরাধ।
আমার হাতত দুষ্ট এবে হৈব বধ ॥ ৭৯৫
আমি বিনে আর কোন জনে না মারিব।
এহি বলি সুদর্শন চক্র লয়া হাতে।
সেহি চক্রে শিশুপাল কাটিল ত্বরিতে ॥ ৭৯৬

শিশুপাল কাটি কৃষ্ণে উচ্চৈস্বরে হাসে।
শিশুপাল তেজ আসি কৃষ্ণ হৃদে পৈশে॥ ৭৯৭
বিস্ময় ভাবিল সবে গুণে মনে মন।
ব্যাস স্থানে যুধিষ্ঠির পুছিল কারণ॥ ৭৯৮
ব্যাস বলে শুন ধর্ম্ম ইহার কাহিনী।
শিশুপালে মুক্তিপদ দিল চক্রপাণি॥ ৭৯৯
বৈকুণ্ঠের দ্বারী জয় বিজয় আছিল।
কর্ম্মানুবন্ধেত তারা মহীত জন্মিল॥ ৮০০
বৈকুণ্ঠ গোলোকে সনকে দ্বারীয়ে রাখয়।
এহি জানি সনক বোলয়ে অতিশয়॥ ৮০১
বৈকুণ্ঠেত কেনে ইতো ভিন্নভাব করে।
যাহ পাপী জন্ম গিয়া অসুরের ঘরে॥ ৮০২
করজোড়ে পরিহার মাগয়ে বিজয়।
কৃপান্বিত হৈয়া পাছে সনকে বোলয়॥ ৮০৩
তিন জন্মে মুক্তি তোক্ দিব নারায়ণ।
সনকের শাপ জন্য হৈল উতপন্ন॥ ৮০৪
হিরণ্যাক্ষ হিরণ্য কশিপু নাম ধরে।
দ্বিতীয় রাবণ কুম্ভ-কর্ণ বীর বরে॥ ৮০৫
তৃতীয় দন্ত-বক্র শিশুপাল দুইজনে।
তিন জন্মে মুক্তি তাকে দিল নারায়ণে॥ ৮০৬
কহিলো এসব কথা শুনিলা অখন।
হেন কালে সুবর্ণ গোধিকা এক আইল॥
যজ্ঞের কুণ্ডত যাই ফলক গ্রাসিল॥ ৮০৭
গোধিকা ছুইল কুণ্ড দেখি ভীমসেন।
গদা লয়া মারিতে ধাইল যম যেন॥ ৮০৮
লেঙ্গুর আস্ফালে যায়া ভীমকে মারিল।
সেই ঘায়ে মহাবীর মূর্চ্ছাগত হৈল॥ ৮০৯
শ্রুতিজ্ঞান নাহি বীর ভূমিতে পড়িল।
জ্বলে যেন সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল॥ ৮১০
মূর্চ্ছিত হৈল তাক দেখি ধনঞ্জয়।
শর ধনু হাতে লয়া গেলেন নির্ভয়॥ ৮১১
তাহাক করিল মূর্চ্ছা লেঙ্গুর আস্ফালে।
সহদেব নকুল সকল মহীপালে॥ ৮১২
একে একে মূর্চ্ছা কৈল আছাড় কামড়ে।
হেন দেখি দ্রৌপদী দেখিতে আইল লড়ে॥ ৮১৩
দ্রৌপদীক দেখি পাছে গোধিকা সুন্দরী।
হেট মাথে প্রণাম করিল বহুত্তরী॥ ৮১৪
তুষ্ট হয়া দ্রৌপদী গোধিকা কোলে করি।
গায়ে হাত বোলাইতে হৈল বিদ্যাধরী॥ ৮১৫
কৃষ্ণক প্রণাম করি ধর্ম্মের চরণে।
দ্রৌপদীক প্রণমিল দেখে রাজগণে॥ ৮১৬
যুধিষ্ঠিরে পুছিলেন তুমি কোন জন।
গোধিকা রূপ ওঞ হৈল কি কারণ॥ ৮১৭
কর জোড় করি পাছে বলে বিদ্যাধরী।
সকল বৃত্তান্ত জানে দেবযে শ্রীহরি॥ ৮১৮
তথাপি পুছিতে আছ আমার কারণ।
কহিব সকল কথা শুন একমন॥ ৮১৯
গৌতমের নারীয়ে অহল্যা নাম ধরি।
গৌতমের বেশে আমায় ইন্দ্র আসে হরি॥ ৮২০
গৌতম আসিয়া মোকে না করি বিচার।
গোধিকার রূপ হৈল শাপেত আমার॥ ৮২১
ধ্যান করি জানে মুনি মোর দোষ নাই।
পুনরপি বর দিল আমাক গোঁসাই॥ ৮২২
যুধিষ্ঠির করিবেক রাজসূয় ক্রতু।
ইন্দ্রের সমাজ হবে পাণ্ডবের হেতু॥ ৮২৩
সেহি যজ্ঞে তুমি যায়া লোটাও শরীর।
তোমাক মারিতে ধাইবেক যত বীর॥ ৮২৪
তোমার পরশে সব হৈব হীন বল।
দ্রৌপদী ছুঁইলে নিজ মুর্ত্তি পাবা ভাল॥ ৮২৫

কহিলো সকল কথা শুন ধর্ম্মরাজ।
দেহত বিদায় যাই ইন্দ্রের সমাজ ॥ ৮২৬
অনুমতি দিল তাক দেব নারায়ণ।
যতেক নৃপতি আর যত মুনিগণ ॥ ৮২৭
অন্তরীক্ষে গেল কন্যা রাজা গেল ঘর।
আপন আলয়ে সবে গেল মুনিবর ॥ ৮২৮
দ্বারকাক গেল হরি সত্যভামা সঙ্গে।
হেন মতে পঞ্চ ভাই আছে নানা রঙ্গে ॥ ৮২৯
শুন সভাসদ পদ ভারত কাহিনী।
কবীন্দ্রে রচিল ডাকি বলরাম বাণী ॥ ৮৩০

অথ দুর্য্যোধন সহ শকুনির কুমন্ত্রণা ও যুধিষ্ঠিররের সহিত পাশা খেলা

যুধিষ্ঠির সভা যবে, নিরমিল ময় তবে,
ত্রিভুবনে অতি অনুপাম। ৮৩১
ফটিক পাষাণ ঠুনি আর দিল রত্ন মণি
কনক বিচিত্র স্থানে স্থান ॥ ৮৩২
হেন যে ময়ের মায়া চিনিতে না পারি ছায়া
জল স্থল নাহি পরিচয় ॥ ৮৩৩
দ্বারে যে অদ্বারে গতি অদ্বারেও দ্বার মতি
উচ্চ নীচ বিচারি সংশয়।
যেন ইন্দ্র সভা দেখি কুবের বরুণ লেখি
তে হেন সভার পরিমাণ।
সভা মধ্যে যে মিলিল শত্রুভাব যে ভাবিল
দুর্য্যোধন পাইল অপমান ॥ ৮৩৪
জল বলি স্থলে পড়ে স্থল বলি জলে পড়ে
দেখিয়া হাসয়ে সর্ব্বলোক।
রাজার কিঙ্কর গণে যোগাইল এ বসনে
তে কারণে বাড়ে বহু শোক ॥ ৮৩৫

যত রাজা আসিয়াছে যত দিন আগে পাছে
আদি অন্ত নাহি দেখি তার।
শক্রর সম্পদ দেখি আপনার আয়ু লেখি
জীবন মানয় মহা ভার ॥ ৮৩৬
শকুনি গান্ধার পতি মাতুল দুর্ম্মতি অতি
তাহাক কহিল দুর্য্যোধনে।
এহি অপমান গূঢ় মাতুল কে কহে মূঢ়
শাসিবারে চাহে সর্ব্বক্ষণে ॥ ৮৩৭
দেব সম তারা ধীর নিঃশঙ্ক সমরে স্থির
পঞ্চ ভাই সমরে দুর্জ্জয়।
অপমান পায়া মনে দুর্য্যোধন সদা গুণে
ভীম দেখি বড় লাগে ভয় ॥ ৮৩৮
শকুনি কহিল বুদ্ধি আমি জানো সর্ব্বসিদ্ধি
মোর সম নাহি পাশো-আর।
যাঞে খেলে পাশা সারি সে যায় সর্ব্বস্বহারি
ভূমণ্ডল হব যে আমার ॥ ৮৩৯
বাপের গোচরে যাও কান্দিয়া বৃত্তান্ত কও
কর জোড়ে গোচর সন্ধান।
আনাইও ধর্ম্মরাজ বিনয়ত সাধি কাজ
আনি কর কুট নাট বাণ ॥ ৮৪০
তবে দুর্য্যোধন গেল কান্দি কান্দি জানাইল
ধৃতরাষ্ট্র রাজার আগত। (১)
যত অপমান পাইল শত গুণে মুখে কৈল
বৃদ্ধ রাজে কহে আদি অন্ত ॥ ৮৪১
পাছে বৃদ্ধ মহারাজ শুনিয়া এসব কাজ
বিদুরক ডাক দিয়া আনি।
বিদুর আসিল ধীরে আন গিয়া যুধিষ্ঠিরে
গদ গদে বলিলন্ত বাণী ॥ ৮৪২

(১) আগত—অগ্রে

রচিলন্ত সভাঘর নানা রঙ্গে মনোহর
বিদুর চলিল ততক্ষণে॥
নাশ হৈব কুরু কুল হইল দুর্জ্জন খল
চিন্তিতে চিন্তিতে মনে মনে॥ ৮৪৩
রাজার আদেশ বাণী বিদুর আসিল শুনি
জনক সমান গুরু জন।
যুধিষ্ঠির নৃপবর চল পঞ্চ সহোদর
দ্রৌপদ সহিতে এইক্ষণ॥ ৮৪৪
ভাইগণ সহসাত প্রণমিল জ্যেষ্ঠতাত
গান্ধারীর বন্দিল চরণ।
ভীষ্ম দ্রোণ আদিকরি সবাকে প্রণাম করি
সম্ভাষিল সব সভাজন॥ ৮৪৫
সভা সম্ভাষিল যবে শকুনি বলিল তবে
শুন যুধিষ্ঠির নৃপবর।
সবে কুতূহল মন তুমি আমি করিপণ
পাশা খেলি সভার ভিতর॥ ৮৪৬
মোর জয় পরাজয় দুর্য্যোধনের হয়
জিজ্ঞাসিয়া চাহ দুর্য্যোধনে।
পুছিলন্ত নরেশ্বর দিল সেহি প্রত্যুত্তর
শকুনি খেলায় মোর ধনে॥ ৮৪৭
প্রথমে কাঞ্চন ধন আছে যত মণিগণ
যুধিষ্ঠিরে করিল অর্পণ।
মায়া পাতি অনুসারি সে যায় সর্ব্বস্বহারি
মায়া আড়ি জিনে ততক্ষণ॥ ৮৪৮
পদ্ম শঙ্খ আদি করি আনিল সাগর জরি
সে সব হারিল নরপতি।
গজ বাজী রাশি রাশি লক্ষে লক্ষে দাসদাসী
হারিল সকল বসুমতী॥ ৮৪৯
সহদেব কৈলা পণ তাহাক হারিল পুন
নকুল অর্জ্জুন তার পাছে।
ভীমক হারিল যবে বড় লজ্জা পাইল তবে
চাহে আর কেহ নাহি কাছে॥ ৮৫০
আড়িলেন আপনার সবে করে হাহাকার
পাশা পাড়ি জিনিল শকুনি।
আনন্দিত দুর্য্যোধন কর্ণ আর দুঃশাসন
যুধিষ্ঠিরে শোক হৈলপুনি॥ ৮৫১
চিন্তি কুরুর নিধন দ্রৌপদী করিল পণ
সভাসদে করে হায় হায়
মায়ায়ে শকুনি ছার জিনিলন্ত পুনর্ব্বার
সর্ব্বলোক হৈল বিস্ময়॥ ৮৫২
চিন্তি ধুধিষ্ঠির রাজ দ্রৌপদীর হৈল লাজ
হারিলহো আপন পরাকে
শকুনি উঠিল কালে জিনিলু জিনিলু বোলে
লজ্জাপায়া যুধিষ্ঠির থাকে॥ ৮৫৩
আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন কর্ণ আর দুঃশাসন
প্রতিকামী ডাক দিয়া আনি।
দ্রৌপদী সভাতে আন পাওক লজ্জা অপমান
দাসীপনা করুক আপনি॥ ৮৫৪
তবে প্রতিকামী গেল হৃদয় হানিল শেল
কহিলন্ত এসব কারণ।
দ্রৌপদী বলেন শুনি হৃদয় ভাবিয়া পুনি
তাহাতে নাহিকে বুধজন॥ ৮৫৫
কোন শাস্ত্র আছে করি হারিল ঘরের নারী
কেহ নাহি কৈল বিচার।
মোর এক নিবেদন পুছ গিয়া সভাজন
কোন শাস্ত্রে হেন ব্যবহার॥ ৮৫৬
মিনতি করিয়া দেবী পাঠাইল প্রতিকামী
যুধিষ্ঠিরে পুছিতে তখনে।
আগে পাছে করিপণ নিশ্চয় হারিল জান
বিপদের চিন্তা কর মনে॥ ৮৫৭

ফিরি প্রতি কামী আইল কিছু বোল না পাইল
দুর্য্যোধনে বলে আন গিয়া।
আগে পাছে করে * * বিচারুক শাস্ত্র বুদ্ধি
পুছে তাঞে সভাত আসিয়া ॥ ৮৫৮
ক্রোধ হৈল দুর্য্যোধন আদেশিল দুঃশাসন
দ্রৌপদীকে আন চুলে ধরি।
রাজার আদেশ পায়া দুঃশাসন গেল ধায়া
সভাতে আনিল একেশ্বরী ॥ ৮৫৯
এক বস্ত্র রজস্বলা সভাত আসিল বালা
রাহু যেন ছুইল চন্দ্র কলা।
কান্দয়ে কুমারী বামা রূপেগুণে অনুপামা
নয়নে পড়য়ে জল ধারে ॥ ৮৬০
গালি পাড়ে সভাজনে ধর্ম্ম শাস্ত্র কি কারণে
উচিত না বোল তোরা কেনে।
আপনাক হারি যবে স্বপত্নী হারিল তবে
উত্তর না দিলা কি কারণে ॥ ৮৬১
পাছে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য বিচারি বলিল কাজ
প্রত্যুত্তর দিতে নাহি পারি।
জান ধর্ম্ম শুদ্ধমতি না বিচারি অনুমতি
ধর্ম্ম বুদ্ধি হারিল তোমারি ॥ ৮৬২
কর্ণ বোলে উচ্চ হাসি দুর্য্যোধন নহে দোষী
নিরক্ষিয়া বোলে দুঃশাসনে।
পাণ্ডবের বস্ত্র সবে কাড়িয়া লবন্ত তবে
বসি রাখো দ্রৌপদীর সনে ॥ ৮৬৩
শুনিয়া পাণ্ডব সব অনুচিত পরাভব
আপনে খসায়ে দিল বাস।
দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরি করে ধরি জড়াজড়ি
দুঃশাসনে করে পরিহাস ॥ ৮৬৪
তবে পতিব্রতা নারী ধর্ম্ম পথ অনুসারি
হরি হরি করয় স্মরণ।
পুঞ্জে পুঞ্জে স্থানে স্থানে বস্ত্র হৈল দামে দামে
নানা রাগ বিরাগ বসন ॥ ৮৬৫
আকাশত হৈল ধ্বনি সভাসদে তাক শুনি
দ্রৌপদীক প্রশংসিলসবে।
চিন্তি পাছে দুর্য্যোধন সবেমিলি সভাজন
প্রতিজ্ঞা করিল ভীম যবে ॥ ৮৬৬
শুন সব রাজা লোক পরলোক হৌক মোক
প্রতিজ্ঞা করিলেঁা এহি স্থলে।
করিব যে রক্তপান বক্ষ করি দুইখান
দুঃশাসন মারিব সম্বলে ॥ ৮৬৭
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সভাসদ মনে গুণি
বুঝাইয়া কহে দুর্য্যোধনে।
বিদুরে কহিল কত ভীষ্ময়ে বলিল যত
না শুনিল দুঃষ্ট দুর্য্যোধনে ॥ ৮৬৮
পাছে রাজা দুর্য্যোধন মদনে হানিল মন
দ্রৌপদীক চাহে ঘনে ঘন।
গজ কর যেন উরু যেহেন কদলি তরু
দরশায় তুলিয়া বসন ॥ ৮৬৯
ক্রোধ হৈল বৃকোদর ওষ্ঠ কাঁপে থর থর
চক্ষু পাকাইয়া তাক চায়।
সংগ্রামত আগুসারি বজ্রগদাকরে ধরি
উরুতোর ভাঙ্গিব নিশ্চয়ে ॥ ৮৭০
এহি বুলি ভীমসেন ক্রোধকম্পে যম যেন
পরিঘ ধরিল দুই হাতে।
বহুত বিনয় করি ধনঞ্জয় হাতে ধরি
নিবারিল তাক নরনাথে ॥ ৮৭১
যুধিষ্ঠির চাহিভীম গর্জ্জনে নাহিক সীম
কহিতে লাগিল ভীমসেনে।
চারি সহোদর হারি আপনাক পরিহরি
নারী হারে কিসের কারণে ॥ ৮৭২

অবশেষ অনুসরি হারিলা ঘরের নারী
চূর্ণ হৈল ওয়ে যশ বুদ্ধি।
খেলাইলা পাশাসারি হারিলা সকল পুরী
কোন শাস্ত্রে পাইলা হেন শুদ্ধি ॥ ৮৭৩
যদি জ্যেষ্ঠ নহ মোর হস্ত দুই পারোঁ তোর
তবে সে মনের ঘুচে দুঃখ।
এই বলি ভীমসেন নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘন
নিশবদে হৈল অধোমুখ ॥ ৮৭৪
পাছে ধৃতরাষ্ট্র ঘরে শিবা কান্দে উচ্চৈস্বরে
শকুন গৃধিনী করে নাদ।
শুনি সব কুরুগণ গুণে অতি দুর্য্যোধন
বিমঙ্গল দেখি পরম্বাদ ॥ ৮৭৫
পাছে অন্ধ নরপতি কহিলন্ত শীঘ্রে অতি
দুর্য্যোধনে আনিয়া আগত।
কুবুদ্ধি লাগিল তোর না শুনিলা বোল মোর
না মানিলা বিদুর সম্মত ॥ ৮৭৬
নষ্ট হৈলা দুরাচার কত নিষেধিব আর
পাণ্ডবের ধর্ম্ম পত্নী সতী।
তাহাক আনিয়া ছলে পাপ কৈলা অবিকলে
কেন হেন জন্মিল দুর্ম্মতি ॥ ৮৭৭
এতো বলি মহারাজ দ্রৌপদীক বলে কাজ
সন্তর্পয়ে মধুর বচনে।
মহা সতী পতিব্রতা না করিহ মনে ব্যথা
আরে মাও ক্ষেমা কর মনে ॥ ৮৭৮
দাস ভাব নাহি আর দিনু মুই এইবর
যত বস্ত্র অলঙ্কার আছে।
আপন রাজ্যক পাইল দ্রৌপদী উদ্ধার হৈল
এহিবর দিল নৃপ পাছে ॥ ৮৭৯
তবে কর্ণ দুঃশাসন হাসে বেড়ি দুর্য্যোধন
সবে উপহাস্য করিলেন।
স্ত্রী য়ে রাখিল জড়ে কাপুরুষ হৈলাপরে
ধিক ধিক পাণ্ডব জীবন ॥ ৮৮০
এহি শুনি ভীমসেন প্রকম্পয়ে অগ্নি যেন
পরিঘ ধরিতে চাহে হাতে।
অর্জ্জুনে হাত ধরয় সহদেব ধরে পায়
নিবারিল তাক নরনাথে ॥ ৮৮১
শান্তাইল বৃকোদর যুধিষ্ঠির নৃপবর
শান্তাইয়া ধৃতরাষ্ট্র গেলা।
এথা কর্ণ দুর্য্যোধন শকুনি যতেক জন
কুমন্ত্রণা করে সেহি বেলা ॥ ৮৮২
এই দুঃখে কৈনু কাজ নষ্ট কৈল বৃদ্ধরাজ
বন্দীকরি সিংহ দিলএড়ি।
উপায় করিয়া সার কেনমতে পারি আর
পুন আরবার পাশা খেড়ি ॥ ৮৮৩
হেন শুন দুর্য্যোধন বোলে আর খেড়িকেন
অপমান হৈল বিশেষে।
যেবা আছে বৃকোদর নাশিবন্ত এইপুর
নাশিব অর্জ্জুন এহি দেশে ॥ ৮৮৪
শকুনি বোলন্ত আর তারা ধর্ম্ম অবতার
আকুতি আনিব পঞ্চজন।
খেলিপুন পাশাচয় করিবহো পরাজয়
বনবাস পঠাইব বনে॥ ৮৮৫
কর্ণে যে মন্ত্রণা কয় ধর্ম্ম শাস্ত্র হেন হয়
ক্ষেত্রি হৈলে না হয় বিমুখ।
হয় পুন ক্ষেত্রি জাতি যুদ্ধত কুশল অতি
বিমুখ না হবে পাইলে দুঃখ ॥ ৮৮৬
আকুতিয়া পুনু তাক লাগেপুনু খেলিবাক
মোর বাক্য শুন দুর্য্যোধন।
জিনি ধর্ম্ম নৃপতিক বালক পাঠাও তাক
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চজন ॥ ৮৮৭

তাক শুনি দুর্য্যোধন দূতেক বলিল পুন
যাহ তুমি ধর্ম্মের গোচর।
যাহ তুমি প্রতিকামী তুমি বড় শীঘ্র গামী
ইন্দ্রপ্রস্থ যাহত সত্বর॥ ৮৮৮
নৃপতির বাক্য মানি প্রতিকামী গেলপুনি
যুধিষ্ঠির রাজার গোচর।
কহিল সকল কথা যাইতে লাগয়ে তথা
খেলিবাক চাহে নৃপবর॥ ৮৮৯
দূত মুখে কথা শুনি ধর্ম্মরাজ মনে গুনি
আকুতিল পুন দুর্য্যোধন।
খেড়ি যদি না দি তাকে হাসিব সকল লোকে
ধর্ম্ম নহে দেবের বচন॥ ৮৯০
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম হয় নীতিশাস্ত্রে হেনকয়
আকুতিলে নাহি নিবর্ত্তন।
সংগ্রাম চাহন্ত দূতে নিবর্ত্তন নহে তাতে
যদি পুন যায় জীব প্রাণ॥ ৮৯৯
এহি শুনি যুধিষ্ঠির চলে পঞ্চ মহাবীর
ধৃতরাষ্ট্র রাজার গোচর।
সম্ভাষিল সভাসদে ভীষ্ম দ্রোণ জ্যেষ্ঠতাতে
শুনি বোলে কুরুনৃপবর॥ ৮৯২
দুর্য্যোধন কহে তাতে শুন ধর্ম্ম নরনাথে
পুন খেলি আসিও সত্বরে।
কার কেহ দাস নয় পাতিলেক খেলাচয়
বঞ্চিবেক বনের ভিতরে॥ ৮৯৩
রচিলেন সভাঘর নানাচিত্র মনোহর
তাহাতে বসিল সর্ব্বজন।
ভীষ্ম কৃপ নারায়ণ বসিলেন সভাজন
অন্ধরাজ বসিলন্ত দ্রোণ॥ ৮৯৪
তবে রাজা দুর্য্যোধন করিল প্রতিজ্ঞা পণ
দ্বাদশ বৎসর বনবাস।
শুন সবে সভাজন যে হারে সে যাবে বন
কারো কেহ নহে পুন দাস॥ ৮৯৫
পাতিলন্ত পাশাচয় ধর্ম্মহৈল পরাজয়
কপটে জিনিল দুর্য্যোধন।
ইষ্টগণে ভাবে দুঃখ বিপক্ষের মনে সুখ
সকরুণ হৈল বন্ধুগণ॥ ৮৯৬
পাছে ধর্ম্ম মহারাজ চলিল অরণ্য মাঝ
গুরুজনে বন্দিয়া চরণ।
ভীষ্মদ্রোণ অনুক্রমে বিদুর গান্ধারী সমে
সবাকে প্রণমি পঞ্চ জন॥ ৮৯৭
কৃষ্ণ আলিঙ্গন করি কৃপাচার্য্যে ভক্তি করি
মাতৃ সম্ভাষিয়া পঞ্চজনে।
কুন্তীক প্রণাম করি দ্রৌপদীক সঙ্গে করি
ধৌম্য সঙ্গে করিল গমন॥ ৮৯৮
দেখি তবে দুর্য্যোধন কর্ণ আর দুঃশাসন
সবে মিলি করে উপহাস।
ইষ্টগণে ভাবে দুঃখ বিপক্ষের মনে সুখ
পঞ্চজন যান বনবাস॥ ৮৯৯
হস্তীপরে সিংহ যেন গর্জ্জে মহা ভীমার্জ্জুন
পঞ্চ ভাই দেব অবতার।
বাহুক আস্ফালে ভীম পরাক্রমে নাহিসীম
কুরুবল করিতে সংহার॥ ৯০০
বসনে ঢাকিয়া মাথে যুধিষ্ঠির নরনাথে
দৃষ্টি নাহি করে কোনজনে।
দেখিতাক পার্থবীরে দুঃখে হাত দিল শিরে
প্রতিজ্ঞা কহিল সেহি ক্ষণে॥ ৯০১
নকুল করয়ে শোক দ্রৌপদীর নাহি সুখ
সহদেব করয়ে ক্রন্দন।
ক্রন্দনের রোল শুনে ইষ্টমিত্র জ্ঞাতি গণে
অমাত্য কান্দয়ে জনে জন॥ ৯০২

ধৌম্য নামে পুরোহিত বেদ পড়ে সুনিশ্চিত
কৌরবের শ্রাদ্ধ সমোদিত।
স্ত্রে আচ্ছা দিয়া মুখ যত প্রজা ভাবে দুঃখ
কান্দে সবে হইয়া মুর্চ্ছিত ॥ ৯০৩
দুর্য্যোধন দুরাচার শকুনি দুর্ম্মতি আর
না পালিব আমাক যতনে।
এহি বুলি প্রজাগণে কান্দে বিষাদিত মনে
হাহাকারে পাণ্ডুর নন্দনে ॥
মধুর বচন বুলি প্রজাক সুশান্ত করি
পাছে ধর্ম্ম করিল গমনে। ৯০৪
দেখি তবে কুন্তী আই ধরনীত পড়ি তাঁঞি
মুর্চ্ছিত হৈল ততিক্ষণে।
তবে পঞ্চ সহোদর যুধিষ্ঠির নৃপবর
পায়ে ধরি প্রবোধি পাঠাইল।
ধৌম্য পুরোহিত তার দ্রৌপদী সহিতে আর
মন দুঃখে অরণ্যে পশিল ॥ ৯০৫
চিন্তা হৈল অসুরাজ নষ্ট হৈল সবকাজ
বংশ নাশ কৈল দুর্য্যোধন।
অন্যায় খেলিয়া সারি ধর্ম্মবুদ্ধি পরিহরি
পঞ্চজন পাঠাইল বন ॥ ৯০৬
বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্য কথা অনুপাম
অমৃত বরিষে সর্ব্বক্ষণ।
শুনিলে অধর্ম্ম ক্ষয় সংগ্রামত হয় জয়
আয়ু যশ বাড়ে ততক্ষণ ॥ ৯০৭
লস্কর পরাগলখান মহাদাতা কর্ণ সম (১)
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র কহিল তাতে (২)
সভাপর্ব্ব কৈল বিরচিত ॥ ৯০৮

(১) সমান
(২) করি জোড় হাতে

শুনিলে পাতক ক্ষয় সভাসদে জয় জয়
রামকৃষ্ণ বোল সর্ব্বজন।
এ ভব সাগরে আর শ্রীকৃষ্ণ তরণী সার
জানিকর দেহ পরিত্রাণ ॥ ৯০৯

ইতি সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বঅক্ষর—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ শর্ম্মণ তথা শ্রীমনোহর শর্ম্মণ
সাকিম হাকমা, পরগণে খুটাঘাট।

নমো গণেশায়

অথ বনপর্ব্ব লিখ্যতে

অথ কুর্ম্মী নামক রাক্ষস বধ কথা।

রাজ্য হারি পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কাম্য বনে সঙ্গে গেল ধৌম্য পুরোহিত ॥ ৯১০
সে যে মহা বনের কহিব কত গুণ।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ ভালুক মৃগগণ ॥ ৯১১
রাক্ষস কিন্নর আর বৈসয়ে তাহাতে।
তপস্বী ছাড়িল বন সেই উতপাতে ॥ ৯১২
মনুষ্যের গন্ধ পায়া আইল তখন।
যুধিষ্ঠির দেখি পুছে তুমি কোন জন ॥ ৯১৩
কহিল কুর্ম্মীর নাম মুই নিশাচর।
আমার বসত এহি বনের ভিতর ॥ ৯১৪
মোর ডরে তপস্বী ছাড়িল এহি বন।
কে তুমি সাহস বড় দেখি পঞ্চজন ॥ ৯১৫
রাক্ষসের বচনে কহন্ত ধর্ম্মরাজ।
আপনা আপনে কৈতে রাখি লাজ ॥ ৯১৬
পাণ্ডুর তনয় দেখ আমি পঞ্চজন।
অরণ্য শুনেছে কুরু বংশের কথন ॥ ৯১৭
আমি যুধিষ্ঠির ভীম, অর্জ্জুন কনিষ্ঠ।
সহদেব নকুল কহিল এই নিষ্ঠ ॥ ৯১৮
হাসিয়া রাক্ষসে বলে বিধি মিলাইল।
মনুষ্যের মাংসে আজি বড় তৃপ্তি হৈল ॥ ৯১৯
বকা নামে ভাই মোর মারিল দুরন্ত।
সখা মোর হিড়ম্বক তাক মারিলন্ত ॥ ৯২০
রণ করি হিড়িম্বাক কৈল পরিণয়।
আজি পাইমু ভীম সেনক মারিব নিশ্চয় ॥
ভীমের রুধিরে আজ করিব তর্পণ।
নহেত কুর্ম্মীর নাম ধরো অকারণ ॥ ৯২২
এহি বুলি নিজ মূর্ত্তি ধরিল রাক্ষসে।
হাতে গাছ উপাড়িয়া ভীমসেন আইসে ॥ ৯২৩
কাল দণ্ড হাতে ধরি যম যেন ধায়ে।
পাছে উঠি ভীমসেন গর্জ্জে অতিশয়ে ॥ ৯২৪
গাছ মেলি মারিলেক রাক্ষসের মাথে।
লাফ দিয়া কুরমী ধরিল বাম হাতে ॥ ৯২৫
সেই বৃক্ষ লয়া পাছে ভীমক মারিল।
আর গাছ ভীমসেন লাফে উপাড়িল ॥ ৯২৬
দুই হাতে গাছ মারে রাক্ষসের মাথে।
খণ্ড খণ্ড হৈল গাছ পড়িয়া মুণ্ডতে ॥ ৯২৭
দুই মহাবৃক্ষযুদ্ধ অনেক করিল।
দুই মহাবলবন্ত যুদ্ধত কুশল ॥ ৯২৮
মহাশিলা হাতে করি রাক্ষস দুর্ম্মতি।
ভীমসেন উপরে ক্ষেপিল শীঘ্রগতি ॥ ৯২৯
মারিলু মারিলু বলি ধরিবাক যায়।
সূর্য্য গ্রসিবার যেন রাহুগ্রহ ধায় ॥ ৯৩০
দেখে শিলা গোট ভীম মারিবার আইসে।
ব্যর্থ হৈল শিলা ভীম কৈল এক পাশে ॥ ৯৩১
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল গরমড়ি।
যেন দুই সিংহ পৃথিবীত গড়াগড়ি ॥ ৯৩২
বালী সুগ্রীবের যেন আছিল বিবাদ।
সিংহনাদ গগণে উঠিল মহানাদ ॥ ৯৩৩

ক্রোধ হৈল ভীম সেন ধরি মধ্য দেশে।
কুম্ভকার চক্র যেন ভ্রমায় আকাশে ॥ ৯৩৪
আছাড়িয়া ভূমিত পাড়িল নিশাচর।
কটি পিঠি চাপি তার কণ্ঠে দিল ভর ॥ ৯৩৫
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল পরাণ।
রাক্ষস কুর্মীয়ে গেল যমের সদন ॥ ৯৩৬

অথ খাটাশ নামক অসুর বধ কথা।

রাক্ষস মারিয়া ভীম বন্দে যুধিষ্ঠির।
আলিঙ্গন কৈল তবে পঞ্চ সহোদর ॥ ৯৩৭
এহি মতে সেহি বনে আছে পঞ্চজন।
আচম্বিতে খাটাশ দিলন্ত দরশন ॥ ৯৩৮
অসুর খাটাশ রূপে আছে সেই বনে।
আচম্বিতে তাহাক দেখিল ভীম সেনে ॥ ৯৩৯
খাটাশ দেখিয়া ভীম মারিবারে যায়।
দোহাতীয়া গদা বাড়ি মারিল মাথায় ॥ ৯৪০
ভীমের গদার বেগ কে সহিতে পারে।
ভাঙ্গিলেন গদাগোট খাটাশের শিরে ॥ ৯৪১
দেখিয়া কুপিত হৈল পবন নন্দন।
মহাশিলা তুলিয়া আনিল ততক্ষণ ॥ ৯৪২
খাটাশের গায়ে শিলা গোটা চূর্ণ হৈল।
খাটাশের এক গাছি লোম না খসিল ॥ ৯৪৩
ক্রোধেতে খাটাশ মারে লেঙ্গুলের ঘাত।
পৃথিবীত পড়িভীম হৈল শ্রুতিপাত ॥ ৯৪৪
ভীম যদি পড়িল দেখিল ধনঞ্জয়।
ধনু ধরি নানা অস্ত্র করিলেন ক্ষয় ॥ ৯৪৫
ব্রহ্মার অক্ষয় তূণ যদি হৈল খালি।
চরণ প্রহারে বীর পড়িল সমূলি ॥ ৯৪৬
যুধিষ্ঠির সহদেব পড়িল নকুল।
নাজানি খাটাশ রূপে দৈবে কৈল বল ॥ ৯৪৭
দ্রৌপদী বিষাদ হৈল আর পুরোহিত।
খাটাশে পাণ্ডব পঞ্চ করিল বৰ্জ্জিত ॥ ৯৪৮
সূর্য্য স্থানে দ্রৌপদী মাগয়ে হেন বর।
মোর হাতে খাটাশ যাউক যম ঘর ॥ ৯৪৯
সুপ্রসন্ন দিবাকর হাসি বর দিল।
হাতের কঙ্কণ ঘায়ে খাটাশ মারিল ॥ ৯৫০
মরি গেল খাটাশ আনন্দ মুনিগণ।
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল পঞ্চ জন ॥ ৯৫১
সহস্রে সহস্রে তথা অতিথ(১) আসিল।
দেখি পাছে লক্ষ্মী দ্রৌপদীক বর দিল ॥ ৯৫২
তোমার রন্ধন ঘরে না ছাড়িব অন্ন।
অহর্নিশে আয়ু যশ অক্ষয় সম্পন্ন ॥ ৯৫৩

অথ মুণিগণের ক্ষুধা নিবারণ কথা।

এহি মতে সেহি বনে আছে পঞ্চজন।
দেখিবার মুনিগণ আসিল তখন ॥ ৯৫৪
বিদিক্ষিত হয়া সবে কহিল বচন।
নারদ দুর্ব্বাসা আদি যত মুনিগণ ॥ ৯৫৫
ক্ষুধাতুর হয়া সবে বলিল বচন।
আমাক দ্রৌপদী তুমি করাও ভোজন ॥ ৯৫৬
অনেক দিবসে অন্ন নাহিকে আমার।
আজি অন্ন দেহ তোরা ধর্ম্ম অবতার ॥ ৯৫৭
এহি বলি মুনি গেল স্নান করিবারে।
সকালে করিবা অন্ন বলিল রাজারে ॥ ৯৫৮
দ্রৌপদীক বোলে রাজা করি পরিহার।
স্নানে গেল মুনি অন্ন করিও সত্বর ॥ ৯৫৯
শুনিয়া দ্রৌপদী পাছে চিন্তিত হৈল।
হেনকালে নারায়ণ আসিয়া মিলিল ॥ ৯৬০

---

(১) অতিথ = অতিথি।

দ্ৰৌপদীক আসি কৃষ্ণ বলিল বচন।
মহাক্ষুধাতুর হৈছি কর নিবারণ॥ ৯৬১
বিভূক্ষিত করিয়াছে আমার শরীরে।
কিছু অন্ন সকালে আনিয়া দেহ মোরে॥ ৯৬২
দ্ৰৌপদী বোলয় প্রভু করহে বিশ্রাম।
ক্ষেণেক সকল মুনি আসিব এঠাম॥ ৯৬৩
রন্ধন করিতে আজ্ঞা কৈল মুনিগণ।
রন্ধন হৈলে আসি করহ ভোজন॥ ৯৬৪
কৃষ্ণ বোলেন মোর ক্ষুধা হৈছে বড়।
রন্ধন করাব আমি না চাহিব তোর॥ ৯৬৫
হেন শুনি দ্ৰৌপদী আনিয়া দিল অন্ন।
খাইয়া সন্তোষ কৃষ্ণ হৈল তখন॥ ৯৬৬
কৃষ্ণের সন্তোষে যত আছে ভূমণ্ডলে।
শান্ত হৈল ক্ষুধাতুর গুছিল সকলে॥ ৯৬৭
হেন বেলা ঋষিগণ আসিল তখন।
অন্ন হৈল রাজা যায়া কৈল নৈবেদন॥ ৯৬৮
ঋষিগণে বলে তৃপ্তি হৈল কলেবর।
না খাইব অন্ন আর শুন নৃপবর॥ ৯৬৯
শ্রুতিপাত হয়া রাজা ব্যাস স্থানে পুছে।
ব্যাস বলে নারায়ণ সর্ব্ব ঘটে আছে॥ ৯৭০
কৃষ্ণ হৈল ক্ষুধা সে ব্যাকুল ঋষিগণ।
কৃষ্ণ অন্ন খাইল হৈল সবে তুষ্ট মন॥ ৯৭১
হেন মতে ব্রাহ্মণ ভুঞ্জায় নিত্য নিত।
কাম্য বনে ত রাজা আছে আনন্দিত॥ ৯৭২
সূর্য্য আসি সাক্ষাতে কৃষ্ণাকে দিল বর।
তুমি অন্ন স্পর্শিলে হবে বহুতর॥
সূর্য্য বরে দ্ৰৌপদী ভুঞ্জায় দ্বিজ নিত্য।
সহস্র ভুঞ্জায় বিপ্র অরণ্যে নিশ্চিত॥ ৯৭৪
ধর্ম্মক দেখিতে আইল সব বন্ধুগণ।
ভোজন করয়ে পঞ্চ সহস্র ব্রাহ্মণ॥ ৯৭৫
ধৃতকেতু, চেকিতান পাঞ্চাল প্রভৃতি।
দ্রুপদ আসিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥ ৯৭৬
কৃষ্ণ সঙ্গে আছে করি বহু সম্ভাষণ।
সম্ভাষিয়া গেল সবে আপন ভূবন*॥ ৯৭৭

অথ দ্ৰৌপদীর আক্ষেপ ও যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক প্রবোধ বাক্য শ্রবণে ভীমের ক্রোধ।

সবে গেল রৈল পাছে ধর্ম্মের নন্দন।
মার্কণ্ড মুনির সনে হৈল দরশন॥ ৯৭৮
নানা পুণ্য কথা পাছে শুনে পঞ্চ জনে।
হরিষে মার্কণ্ড মুনি বৈসে সেহিবনে॥ ৯৭৯
একদিন পঞ্চ ভাই বসি সেহি স্থানে।
দ্ৰৌপদী সহিতে হৈল বেলি অবসানে॥ ৯৮০
নৃপতি সম্বোধি দুঃখ দ্ৰৌপদী কহন্ত।
দুর্ব্বাসাক সন্তাপত হৃদয় দহন্ত॥ ৯৮১
দুর্য্যোধন দুরাচার পাষাণ হৃদয়।
কি বলিব মহারাজা গুরু মহাশয়॥ ৯৮২
তুমি ধর্ম্ম অবতার পঞ্চ সহোদর।
তোমাক পাঠায়া দিল বনের ভিতর॥ ৯৮৩
তারার হৃদয়ে না জন্মিল অনুতাপ।
লোহায়ে বাঁধিল হৃদি নাহি বোল মাত॥ ৯৮৪
কপট করিয়া ছলে নিল রাজ্য ভার।
আপনার শুভ মাত্র চাহে সিতো তার॥ ৯৮৫
তুমি জ্যেষ্ঠ ভাই তার দেব অবতার।
হেন দশা তোমার করয়ে ছারখার॥ ৯৮৬
নানা দিব্য ভূষণ বসন কলেবর।
তোমাক পরাইল হেন গাছের বাকল॥ ৯৮৭
নানা যজ্ঞ দান কৈলা বিপ্র সন্তর্পণ।
সুবর্ণের পানে দিলা ব্রাহ্মণ ভোজন॥ ৯৮৮

রাজসূয় প্রভৃতি অনেক যজ্ঞ কৈলা।
নৃপ সব জিনি রাজ্য প্রবন্ধে আনিলা॥ ৯৮৯
তোমাক দেখিয়া মোর শান্ত নহে মন।
ভ্রাতৃসঙ্গে দুঃখ পাও কিসের কারণ॥ ৯৯০
ভীমার্জ্জুন মহাবলী দেখিয়ে দুর্জ্জয়।
নিমিষে পারয়ে পৃথ্বী জিনিতে নিশ্চয়॥ ৯৯১
সবান্ধবে তোরা সবে পাও বড় তাপ।
যদি মন কর তবে গুছে সর্ব্বপাপ॥ ৯৯২
কুরুগণ মারিয়া আপন রাজ্য লই।
যথাবিধি গুরুজন পূজিবা সদাই॥ ৯৯৩
ক্ষেমার সময় নহে শুন নৃপবর।
বিনে দণ্ডে নহে আর লক্ষ্মী অবসর॥ ৯৯৪
অপকারী জ্ঞাতিক মারিলে নাহি পাপ।
আমাক দেখিয়া তোমার না হয় সন্তাপ॥ ৯৯৫
সুকুমার সহদেব নকুল কুমার।
ইহাকে দেখিয়া দয়া না জন্মে তোমার॥ ৯৯৬
অতি হীন না হৈবা বৈরীর সঙ্গতি।
হেন নীতি কহিলেন শুক্র বৃহস্পতি॥ ৯৯৭
ক্ষেমা হৈতে তনুক্ষয় জানিবা নিশ্চিত।
শুদ্ধ বুদ্ধি রাজা কেন হৈলা বিস্মৃত॥ ৯৯৮
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
উত্তর দিলেন রাজা ধর্ম্মার্থ শরীর॥ ৯৯৯
ক্রোধ হৈলে হয় নর পুরুষের বৈরী।
নরকত হয় ক্রোধে ক্রোধে পাপকরি॥ ১০০০
লঘু গুরু পরিচয় নহে ক্রোধ কালে।
সুখ নাশ করে ক্রোধ জানিবা কেবলে॥ ১০০১

(পাঠান্তর)

বিপক্ষের প্রতি আর ক্ষেমা না কহিল
হেন সব নীতি আর পুরাণে সিখিল॥
ক্ষেমা কালে ক্ষেমা করি বিবাদে বিবাদ।
হেন ইতিহাস কহে প্রহ্লাদ সম্বাদ॥

ক্রোধে প্রজা নষ্ট করে ক্রোধে ধর্ম্ম হরে।
ক্ষেমা বিনা চিরকাল কেবা রাজ্য করে॥ ১০০২
দান ধর্ম্ম যজ্ঞ তপ করিয়ে সতত।
অতি ক্লেশ পাইলে না ছাড়ি ধর্ম্ম পথ॥ ১০০৩
সর্ব্বভূতে পুরুষ বিধাতা নিরঞ্জন।
সর্ব্বভাবে দ্রৌপদী চিন্তিবা সনাতন॥ ১০০৪
এত শুনি ভীমের জ্বলিয়া গেল ক্রোধ।
নিষ্ঠুর বচনে দিল ধর্ম্মের প্রবোধ॥ ১০০৫
ধর্ম্মে রাজ্য পাই যবে বচনে প্রমাণ।
বনবাসে আছ তুমি দেখি যে প্রধান॥ ১০০৬
কোন ধর্ম্মে রাজ্য পাইল রাজা দুর্য্যোধন।
এক পাড়ি পাশাতে জিনিল ধনজন॥ ১০০৭
ধর্ম্ম অনুসারি খেলাইলা পাশাচয়।
তবে কেন ধর্ম্মরাজ পাইলা পরাজয়॥ ১০০৮
সিংহ যেন শৃগাল মারিয়া দূর করে।
তোমাক পাঠায়া দিল বনের ভিতরে॥ ১০০৯
তোমার কেবল ধর্ম্ম জানা হৈতে হৈতে।
দেখিতে দেখিতে রাজ্য গেল হাতে হাতে॥১০১০
তোমার কারণে আমি কৌরব না মারি।
অসম্মত জানি আমি অস্ত্র শস্ত্র এড়ি॥ ১০১১
এত দুঃখ সহিতে না পারি ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞা দেহ কৌরব মারিয়া লই রাজ্য॥ ১০১২
শুভক্ষণ করিয়া তোমাক লয়া যাই।
রাজ্য জিনি সিংহাসনে তোমাক বসাই॥ ১০১৩
অর্জ্জুনক দেখতুমি যমের দোসর।
কোনজন সহিবেক তাহার সমর॥ ১০১৪
আমার গদার চোট বিষম সমরে।
আছুক আনের কাজ দেবে নাহি পারে॥ ১০১৫
ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি।
পাশা খেলি হারিলাম রাজ্য বসুমতী॥ ১০১৬

সত্যকরি আপন ইচ্ছায়ে কৈল ধর্ম্ম।
এবে বোল রাজ্য লই ইতো কোন ধর্ম্ম॥ ১০১৭
ধর্ম্ম পন্থ না ছাড়িব যবে প্রাণ যায়।
ধর্ম্মে শাস্ত্র করে ইহা জানিবা নিশ্চয়॥ ১০১৮

অথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মহাদেবের আরাধনা ও পাশুপাত অস্ত্রলাভ।

হেন কালে ব্যাস ঋষি আসিলা তখন।
অনেক রহস্য কথা করিল কথন॥ ১০১৯
অচিরাতে শুভকর্ম্ম হৈব উপসন্ন।
তুমি সব দুখকর কিসের কারণ॥ ১০২০
এহি বলি ব্যাস ঋষি ভীম প্রবোধিল।
ধনঞ্জয় সম্বোধিয়া মন্ত্রণা কহিল॥ ১০২১
উপস্থিত নাম মন্ত্র শুন ধনঞ্জয়।
এহি মন্ত্র হৈতে হৈব দেব পরিচয়॥ ১০২২
পঞ্চ ভাই মিলিয়া ব্যাসের সেবা করি।
ইতো বন এড়িয়া গেলেন কাম্যপুরী॥ ১০২৩
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ গেল ব্যাস মুনি।
কাম্য বন প্রতি পুনঃ গেলন্ত আপনি॥ ১০২৪
সেই স্থানে অর্জ্জুন ধর্ম্মের আজ্ঞা লয়া।
মহাদেব আরাধিতে গেলেন চলিয়া॥ ১০২৫
হিমালয় শিখরক গেল মহাবীর।
মহাদেব সেবা করে নির্ভয় শরীর॥ ১০২৬
ফল মুল পত্রাশন করি তিন মাস।
বহুবিধ বিনয় বহুত উপবাস॥ ১০২৭
কত দিন গঞ্রাইল জলক আহারে।
উর্দ্ধবাহু করিয়া আছয় নিরাহারে॥ ১০২৮
দেব দেব মহাদেব করুণা সাগর।
প্রত্যক্ষ হৈয়া বলে সেবক বৎসল॥ ১০২৯

যেহি বর হৃদয় ত ইচ্ছা যে করিলো।
সেহি সিদ্ধি হোক বলি আমি বর দিল॥ ১০৩০
স্তুতি করি অর্জ্জুনে বোলন্ত মহেশ্বর।
কৌরব সহিতে মোর হৈব সমর॥ ১০৩১
ব্যুহ রাখি আপনে রহিবা ত্রিলোচনে।
এহি বর মাগি আমি তোমার চরণে॥ ১০৩২
শিব বলে মাসেক রহিব এহি মতে।
মাস বহি না রহিব কহিনু তোমাতে॥ ১০৩৩
বর দিয়া অন্তর্ধান হৈলা মহেশ্বর।
অর্জ্জুন আছয়ে তপোবনের ভিতর॥ ১০৩৪
অর্জ্জুনেক ছলিবার আইল মহেশ্বর।
কিরাতের রূপ ধরি বনের ভিতর॥ ১০৩৫
গৌরাঙ্গ সুন্দর দেহা হাতে ধনুঃশর।
কনক সদৃশ তনু পরম সুন্দর॥ ১০৩৬
মোহন সুন্দর বেশ পার্ব্বতী সঙ্গতি।
কিরাতের বেশ ধরি আইল পশুপতি॥ ১০৩৭
শুক নামে দৈত্য পুত্র বরাহের বেশে।
কিরাতের অগ্রতে যে করিল প্রবেশে॥ ১০৩৮
তাহা দেখি অর্জ্জুন লৈল ধনুশর।
মারিবার আইল যে বরাহ ভয়ঙ্কর॥ ১০৩৯
অর্জ্জুনে বোলন্ত কিরাতমহেশ্বর।
নিত্যাগত চায়া ফিরি এহি সে শূকর॥ ১০৪০
আমি ইহা মারি বহো হাতে লয়া শর।
তুমি না মারিবা ইহা শুনরে বর্ব্বর॥ ১০৪১
তার বোল না মানিল মারিল অর্জ্জুনে।
কিরাতের বিশিল এড়িল ততক্ষণে॥ ১০৪২
দুই বাণ একত্রে চলিল ভয়ঙ্কর।
মায়া ছাড়ি হৈল রাক্ষস কলেবর॥ ১০৪৩
তাহাকে দেখিয়া বীর ধনু লৈল হাতে।
বহুবিধ বাণ কৈল কিরাতের মাথে॥ ১০৪৪

অর্জ্জুনক দেখি পাছে বোলন্ত কিরাত
বরাহক দেহ মোক কহিলো তোমাক ॥ ১০৪৫
পড়িলাহা মোর হাতে শুন পাপাচারী।
বাহুরি না যাবা আর তোর নিজপুরী ॥ ১০৪৬
এহি শুনি অর্জ্জুনের কোপ হৈলা মন।
কিরাতক প্রতি বলে এ দর্প বচন ॥ ১০৪৭
মরিল আমার বাণে বরাহ রাক্ষস।
তার লাগি কেন কর বচন কর্কশ ॥ ১০৪৮
এতো অহঙ্কার কেন কর দুষ্টমতি।
বাণে হানি কারো তোক বরাহ সংহতি ॥ ১০৪৯
এতো শুনি হাসি বোলে দেব মহেশ্বর।
যত অস্ত্র জান মানে তত অস্ত্র কর ॥ ১০৫০
পারে মানে নানা অস্ত্র অর্জ্জুনে করিল।
অগ্নির অক্ষয় টোন বাণ ক্ষয় হৈল ॥ ১০৫১
এহি দেখি অর্জ্জুনের বিস্ময় হৈল মনে।
ফিরি ধনু ধরি প্রহারিল ততক্ষণে ॥ ১০৫২
ধনুক ধরিয়া বীর করিল প্রহার।
শঙ্করের গায়ে লাগি ক্ষয় হৈল তার ॥ ১০৫৩
খড়গ লয়া যায় পুন যমের দোসর।
দুই হাতে খড়গ হানে মাথার উপর ॥ ১০৫৪
উপাড়িয়া খড়গ পরে হানে মহেশ্বর।
শিলাবৃষ্টি করয়ে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ১০৫৫
মহা বৃক্ষ উপাড়িয়া পার্থ ধনুর্দ্ধরে।
সর্ব্বশক্তি মারে বীর পড়িল নির্ভরে ॥ ১০৫৬
চূর্ণ হৈল গাছ গোটা শঙ্করের শিরে।
মহা ক্রোধে কৈল পাছে মুষ্টির প্রহারে ॥ ১০৫৭
চড় চড়ি শব্দ শুনি কিছু নাহি আর।
মহাকোপে করে পার্থ মুষ্টির প্রহার ॥ ১০৫৮
মনে বলে ধনঞ্জয় নহেত কিরাত।
কিবা দেব নারায়ণ কিবা ভূতনাথ ॥ ১০৫৯
মোর অস্ত্র সহে আর কাহার পরাণে।
এহি বলি পার্থ বীর চিন্তে মনে মনে ॥ ১০৬০
হাসি পাছে উঠিল কিরাত মহেশ্বর।
আকুলি ধরিয়া কিছু দিল গুরুভার ॥ ১০৬১
পিণ্ডবৎ হৈল যেন তাহার শরীর।
অচেতন হৈল পাছে পার্থ মহাবীর ॥ ১০৬২
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল মহামতি।
ইষ্টদেব পূজি কিছু কর অবগতি ॥ ১০৬৩
এহি বলি মৃত্তিকায় গঠিয়া শঙ্কর।
এক পুষ্প মালা দিল তাহার উপর ॥ ১০৬৪
সেই পুষ্পমালা দেখে কিরাতের মাথে।
শঙ্করের চরণ ধরিল দুই হাতে ॥ ১০৬৫
বড় অপরাধ কৈলুঁ তোমার চরণে।
ক্ষেমা কর প্রভু মুই পশিলু শরণে ॥ ১০৬৬
এহি মতে শঙ্করক স্তুতি নুতি কৈল।
সেবক বৎসল দেব হাসিতে লাগিল ॥ ১০৬৭
তুষ্ট হয়া ললাটের অগ্নিক দেখাইল।
তাক দেখি অর্জ্জুনে বিস্তর স্তুতি কৈল ॥ ১০৬৮
বর দিল মহাদেব করিয়া বিজয়।
প্রণামিয়া অস্ত্র চাহে বীর ধনঞ্জয় ॥ ১০৬৯
পাশুপত অস্ত্র আনি অর্জ্জুনক দিল।
সেই অস্ত্রে জান সব ভুবন ব্যাপিল ॥ ১০৭০
সেই অস্ত্র প্রভাবে বিজয় ত্রিভুবন।
তার সনে যুদ্ধ করে আছে কোন জন ॥ ১০৭১
মন্ত্র সমে অস্ত্র দিল অর্জ্জুনের হাতে।
অন্তর্ধান হৈল পাছে প্রভু ভূতনাথে ॥ ১০৭২
সাক্ষাতে দেখিলো পরশিল মহেশ্বর।
ধন্য মোর জীবন তপস্যা কৈলুবড় ॥ ১০৭৩
হেন মতে অর্জ্জুন চিন্তয় অনুক্ষণ।
ইন্দ্রআদি দিকপাল করিল স্মরণ ॥ ১০৭৪

ইন্দ্র যম কুবের নৈর্ঋত হুতাশন।
পবন সহিতে দেব দিল দরশন ॥ ১০৭৫
দেবগণ দেখিয়া পার্থ করিল স্তবন।
সদয় হৈয়া তাক বোলে দেবগণ ॥ ১০৭৬
নর নারায়ণ তুমি মহা ধনুর্দ্ধর।
আপনাক না জানহ পাণ্ডুর কুমার। ১০৭৭
ক্ষেত্রির শাসনে নাশ হয় বসুমতী।
তে কারণে তুমি সে মনুষ্যে উৎপত্তি ॥ ১০৭৮
চিন্তা না করিবা তুমি কৌরব জিনিব।
যাহার যেহি নিজ অস্ত্র সবে তোক দিব ॥ ১০৭৯
এত বলি অস্ত্র দিল লোকপাল গণ।
যমে দিল কালদণ্ড কাঁপে ত্রিভুবন ॥ ১০৮০
পাশ অস্ত্র বরুণে দিলেন ততক্ষণ।
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্রহ্মা দিল কম্পে ত্রিভুবন ॥ ১০৮১
মরুতে দিলেন অস্ত্র নামে ধরাধর।
কুবেরে দিলেন গদা অতি ভয়ঙ্কর ॥ ১০৮২
নৈর্ঋতে দিলেন অস্ত্র ভুবন বিজয়।
অস্ত্র পায়া কৃত্যকৃত্য হৈলা ধনঞ্জয় ॥ ১০৮৩
পাছে ইন্দ্রে বলিল শুনিও ধনঞ্জয়।
মাতলি পাঠায়া স্বর্গে লৈব নিশ্চয় ॥ ১০৮৪
এহি বলি স্বর্গে গেল লোকপাল গণ।
হনুমন্ত স্মরণ যে, করিল অর্জ্জুন ॥ ১০৮৫
অর্জ্জুনের সাক্ষাৎ হৈল হনুমান।
হনুমান দেখি বীর করিল প্রণাম ॥ ১০৮৬
নিজরূপ হনুমান দেখাইল তখন।
সুমেরু পর্ব্বত হেন জুড়িছে গগণ ॥ ১০৮৭
কোটি এক সূর্য্য যেন একত্রে মিলল।
বাড়ব অনল যেন সাক্ষাৎ হৈল ॥ ১০৮৮
চক্ষু কাটি যায় মোর কর পরিত্রাণ।
হনুমান নিজরূপ কৈল সম্বরণ ॥ ১০৮৯
বর দিল হনুমান ধনঞ্জয় বীরে।
এহি মূর্ত্তি রণ কৈল লঙ্কার ভিতরে ॥ ১০৯০
তোর ধ্বজ উপরেত মোর হৈব ভর।
মোর সিংহনাদে হবে বিপক্ষ সংহার ॥ ১০৯১
এহি বোলি নিজ স্থানে গেল হনুমান।
আনন্দে আছয়ে বীর পাণ্ডুর নন্দন ॥ ১০৯২

অথ অর্জ্জুনের ইন্দ্রালয়ে গমন কথা।

দ্বিতীয় বৎসর পার্থ গেল তপোবনে।
রথ লয়া মাতলি আসিল সেই স্থানে ॥ ১০৯৩
রথ চড়ি স্বর্গে গেল বীর ধনঞ্জয়।
স্বর্গে গিয়া দেখিল বিবিধ দেবচয় ॥ ১০৯৪
ক্রীড়া করে ধনঞ্জয় জয়ন্তের সনে।
নানা অস্ত্র ইন্দ্রে তাক পড়ায় আপনে ॥ ১০৯৫
কলিঙ্গ কুনিষ আদি যত দৈত্যগণ।
তাহাকে বধিল পার্থ করি ঘোররণ ॥ ১০৯৬
স্বর্গ পুরে যত আছে ইন্দ্র রাজ বৈরী।
তাহাক বধিল পার্থ মহারণ করি ॥ ১০৯৭
ইন্দ্রবতী নাম কন্যা তাহার বনিতা।
অর্জ্জুনক বিভা দিল জানি তার পিতা ॥ ১০৯৮
তার গর্ভে জন্মিলেন ইরাবন্ত বীরে।
তাক করাইল সত্য পার্থ ধনুর্দ্ধরে ॥ ১০৯৯
স্মরিলে যাইবা পুত্র আমার গোচরে।
তাহা জানি সত্য কৈল অর্জ্জুন কুণ্ডরে ॥ ১১০০
স্থানে স্থানে নানা রঙ্গে স্বর্গে ধনঞ্জয়।
উর্ব্বশী দেখিয়া বীর মনেত ভাবয় ॥ ১১০১
কুরু বংশ জনমিল ইহার উদরে।
তথাপি যৌবন তার নহে নিবর্ত্তনে ॥ ১১০২
এহি বোলি ধনঞ্জয় ঈষৎ হাসিল।
উর্ব্বশী বোলে মোর পার্থে মন গেল ॥ ১১০৩

অনুচরী পঠাইল ধনঞ্জয় স্থান।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর স্মরে রাম নাম ॥ ১১০৪
কুরু যে পাণ্ডব তার গুরুপত্নী হয়ে।
প্রাণ গেলে পার্থ পরদার না করয়ে ॥ ১১০৫
এহি শুনি উর্ব্বশীর কোপ হৈল মনে।
নপুংসক হৈবা তুমি আমার বচনে ॥ ১১০৬
উর্ব্বশীর শাপ শুনি বীর ধনঞ্জয়।
ইন্দ্রের গোচরে গিয়া সব কথা কয় ॥ ১১০৭
উর্ব্বশীক বোলে ইন্দ্র করি পরিহার।
অর্জ্জুনের দোষ মোক ক্ষেম একবার ॥ ১১০৮
তুষ্ট হৈল উর্ব্বশী যে ইন্দ্রের বচনে।
বৎসরেক নপুংসক না যায় খণ্ডনে ॥ ১১০৯
এহি মতে অর্জ্জুন আছয়ে স্বর্গপুরে।
অনেক চিন্তিয়া এথা ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরে ॥ ১১১০
অথ শুচি চারি ভাই দ্রৌপদী সহিত।
সবাকে শান্তায়া বোলে ধৌম্য পুরোহিত ॥ ১১১১
নর নারায়ণ যে নারদ মুখে শুনি।
মহা যোগ মন্ত্র দিল ব্যাস মহামুনি ॥ ১১১২

অথ অর্জ্জুনের অনুপস্থিতিতে ভীমের খেদ।

সত্যবন্ত যুধিষ্ঠির দিলা অনুমতি।
দেব আরাধনে গেল পার্থ মহামতি ॥ ১১১৩
অকল্যাণ নাহি তার আছয়ে কল্যাণে
তুমি সব না চিন্তহ স্থির কর মনে ॥ ১১১৪
তবে ভীমসেন বোলে রাজাক তর্জ্জিয়া।
অভিমানে সিংহ যেন উঠিল গর্জ্জিয়া ॥ ১১১৫
নানা খান হৈল যে অরণ্যে পঞ্চভাই।
তোমার কারণে আমি এত দুঃখ পাই ॥ ১১১৬
অর্জ্জুনের বিয়োগে সবে ত্যজিব পরাণ।
আর আমি তোমাক না করি অবধান ॥ ১১১৭
পূর্ব্বে যদি আজ্ঞা দিত মারিতে কৌরব।
কথাতে কপট যে কথাতে দুঃখ সব ॥ ১১১৮
রাজা হয়া ক্ষেমা তোর রাজ্য লইল ছলে।
এমত অধর্ম্ম বাণী কোন শাস্ত্রে বলে ॥ ১১১৯
ধর্ম্ম কালে অনুমতি যথা কালে সেবি।
অনুক্রমে শাসিবন্ত সকল পৃথিবী ॥ ১১২০
কৃতাকার দুর্য্যোধন তুমি ছন্ন বুদ্ধি।
মিছা পাশা খেলি তুমি হারাইলা বুদ্ধি ॥ ১১২১
দ্বিতীয় বৎসর বনে হৈল অবসান।
একৈক দিবস যায় যুগের সমান ॥ ১১২২
তাতে যদি বর্ত্তিবার পারি কথঞ্চিৎ।
বৎসরেক অজ্ঞাতে থাকিব পৃথিবীত ॥ ১১২৩
চর দিয়া চাহিবেক পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন।
আকুতি খেলিব যে শকুনি দুঃশাসন ॥ ১১২৪
আরোপণে এহি দুঃখ হবে উপস্থিত।
অকারণে ঠেকিলাঙ তোমার বুদ্ধিত ॥ ১১২৫
আজ্ঞা কর ধর্ম্মরাজ দুঃখ যাউক দূর।
মোর বাহু বল বীর্য্য জানে সব বীর ॥ ১১২৬
কৃষ্ণ হেন সহায় অনেক পুণ্যে পাই।
পার্থ হেন সম বীর আছে কোন ঠাঁই ॥ ১১২৭
শত ভাই দুর্য্যোধন কুরুর তনয়।
তাহার সাপক্ষ যত আছয় দুর্জ্জয় ॥ ১১২৮
কর্ণ সমে মারিয়া পঠাও যমঘর।
সুখে বসি রাজ্য কর যেন পুরন্দর ॥ ১১২৯
নানা বাক্য বলি ক্রোধে গর্জ্জে মহাবীর।
চুম্ব দিয়া তাকে বোলে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ১১৩০
যে সব কহিলা তুমি সকলি উচিতে।
আমি ত না পারি বাপু ধর্ম্মক লজ্জিতে ॥ ১১৩১
জানি ধর্ম্মবাণী আমি লজ্জিব আপনে।
এমত কুযশ থুইব পৃথিবী ভুবনে ॥ ১১৩২

এয়োদশ বৎসর হৈব জান যবে।
মারিবেন যায়া সব বিপক্ষর তরে॥ ১১৩৩

অথ নলোপাখ্যান কথা।

হেন কালে বৃহস্কুশ নামে মুনিবর।
আসিল দেখিতে তেহ ধর্ম্ম নৃপবর॥ ১১৩৪
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তারে দ্রৌপদী সংহতি।
দুঃখ নিবেদয় যুধিষ্ঠির নরপতি॥ ১১৩৫
যেনমতে ক্রিয়া করি রাজ্য নিল পরে।
যেন মতে পরাভব পঞ্চ সহোদরে॥ ১১৩৬
যেন মতে সভা মধ্যে দ্রৌপদী সুন্দরী।
একবস্ত্রা রজঃস্বলা দুঃশাসন ধরি॥ ১১৩৭
যেন মতে বনবাস দুঃখ অনুভব।
অনুক্রমে যুধিষ্ঠির কহিলেক সব॥ ১১৩৮
পৃথিবীত রাজা নাহি মুঞি হেন দুঃখী।
কেন মতে যায় দুঃখ বিচারি না দেখি॥ ১১৩৯
এহি শুনি বৃহস্কুশ করিলেন হাস্য।
যুধিষ্ঠির রাজাক কহন্ত ইতিহাস॥ ১১৪০
শুন যুধিষ্ঠির রাজা পাণ্ডুর নন্দন।
দুঃখ পরিহর শুন আমার বচন॥ ১১৪১
পৃথিবীত রাজা ছিল নল নরপতি।
এহি মতে হারাইল সিতো বসুমতী॥ ১১৪২
অযোধ্যাতে রাজা ছিল নল মহাশয়।
পাশা খেলি সেও রাজা হৈল পরাজয়॥ ১১৪৩
স্ত্রীর সঙ্গে বনে গেল রাজা মহাবলী।
না থাকিল বস্ত্র একো রাজার সম্বলি॥ ১১৪৪
পত্নী সঙ্গে এক বস্ত্র কৈল পরিধান।
নিদ্রাতে পড়িল নারী বস্ত্র অর্দ্ধখান॥ ১১৪৫
অর্দ্ধখান বস্ত্র পরে নিল মহারাজ।
পত্নী এড়ি নরপতি গেল বনমাঝ॥ ১১৪৬
দময়ন্তী দেবী পাছে দুঃখ বড় পাইল।
কোন দৈব বিপাকে বাপের রাজ্য পাইল॥ ১১৪৭
যেন মতে দুঃখ পাইল নল মহাজন।
যেন মতে দময়ন্তী দুঃখ বিনাশন॥ ১১৪৮
সব কথা কহিলন্ত বৃহস্কুশ মুনি।
যুধিষ্ঠির হৃদয় ব্যথিত হৈল শুনি॥ ১১৪৯

অথ নারদ ও লোমশ মুনির মুখে তীর্থফল কথা শ্রবণে ধর্ম্মের তীর্থপর্য্যটন।

কতদিনে আইল নারদ মুনিবর।
নানা ইতিহাস কথা কহিল বিস্তর॥ ১১৫০
পৃথিবীত তীর্থ যত যার যেহি ফল।
সকলে কহিল যে নারদ মুনিবর॥ ১১৫১
হেনকালে আসিল লোমশ তপোধন।
মূর্ত্তিবন্ত অগ্নি যেন পুণ্য দরশন॥ ১১৫২
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা মুনি সম্ভাষিল।
লোমশে কহন্ত কথা নৃপতি শুনিল॥ ১১৫৩
স্বর্গ হৈতে আমাক পাঠাইল সুরপতি।
এ সকল কথা রাজা শুনিও সম্প্রতি॥ ১১৫৪
স্বর্গ দেখিবার গেলাম কৌতুকে।
অর্জ্জুন দেখিলো আমি আছে দেব লোকে॥ ১১৫৫
অস্ত্র সব শিক্ষা করি ইন্দ্র বিদ্যমানে।
সেই সে কারণে মোক পঠাইল প্রধানে॥ ১১৫৬
তুমি বড় চিন্তা পাও তাক না দেখিয়া।
তে কারণে আসিলো কুশল বার্ত্তা লয়া॥ ১১৫৭
না কর বিচ্ছেদ চিন্তা পরিহর শোক।
তুমি হেন ধর্ম্মশীল নাহি মর্ত্ত্য লোক॥ ১১৫৮
অর্জ্জুনের কুশল শুনিল নর পতি।
হাতে স্বর্গ পাইল যেন থাকি বসুমতী॥ ১১৫৯

তীর্থবার্ত্তা পুছিলেন লোমশের ঠাঁই।
দ্রৌপদী সহিতে সাবধানে চারি ভাই ॥ ১১৬০
তীর্থবার্ত্তা কহিল লোমশ মহামুনি।
মনে বড় উল্লাস হৈলন্ত রাজা শুনি ॥ ১১৬১
চারি ভাই দ্রৌপদী সহিতে মহামতি।
তীর্থ করিবার যায় মুনির সংহতি ॥ ১১৬২
ধৌম্য পুরোহিত আর সকল ব্রাহ্মণ।
রাজার সহিতে তবে চলিল তখন ॥ ১১৬৩
পৃথিবীর যত তীর্থ সকলি দেখিল।
পুস্তক বাহুল্য হয়ে তাক না লেখিলো ॥ ১১৬৪
অর্জ্জুনক দেখিবার উচ্চাটন মনে।
ঊর্দ্ধে সে চলি যায় গিরি গন্ধমাদনে ॥ ১১৬৫
বদরিকাশ্রমে গেল নারায়ণ স্থানে।
পৃথিবীত যত তীর্থ আছয়ে প্রধানে ॥ ১১৬৬
সিন্ধুপ্রক্ষ নামে তীর্থ মর্ত্ত্যতে আছেন।
গঙ্গা তীরে দেখিলন্ত বহু তপোধন ॥ ১১৬৭
মধুর লম্বিত ফল আছে তরুবর।
নানা বৃক্ষ লতা আছে দেখিতে সুন্দর ॥ ১১৬৮
দ্রৌপদী সহিতে রাজা কুতূহল পাইল।
ছয় রাত্রি যুধিষ্ঠির তথাতে গঙাইল ॥ ১১৬৯
মান সরোবরে রাজা ছিল পঞ্চজন।
উত্তরক লাগি পাছে চলিল তখন ॥ ১১৭০
এক পুষ্প উড়ি পৈল বিন্দু সরোবরে।
সহস্রেক দল তার পরম সুন্দরে ॥ ১১৭১
আমোদিত বাস যেন সেহি পুষ্পরাজ।
পুষ্প জ্যোতি দেখিয়া দ্রৌপদী বলে কাজ ॥
এহি পুষ্প সুগন্ধিত দিব্য মনোহর।
মনুষ্যের যোগ্য নহে শুন বৃকোদর ॥ ১১৭২
মোক যদি অনুগ্রহ আছয়ে তোমার।
এক শত পুষ্প দেহ কেলি করিবার ॥ ১১৭৩

অথ গন্ধমাদনে ভীমসেনের আরোহণ ও হনুমানের সহিত পরিচয় কথা।

মহাবল বৃকোদর নিঃশঙ্ক হৃদয়।
পৃথিবী সাহসী বড় সংগ্রামে দুর্জ্জয় ॥ ১১৭৪
ততক্ষণে চলি গেল হাতে ধনুধরি।
যে পথে পবন গেল গন্ধ অনুসরি ॥ ১১৭৫
উত্তর কোনক লাগি ভীম সেন যায়।
হস্তী মারিবার যেন মৃগরাজ ধায় ॥ ১১৭৬
গিরি গন্ধ-মাদনেত বহে রম্য বাত।
সুরঙ্গ কুসুম গন্ধ দেখিতে প্রখ্যাৎ ॥ ১১৭৭
বিবিধ মধুর শব্দ পক্ষীর শুনিলা।
পশু পক্ষীগণ তথা নানা করে লীলা ॥ ১১৭৮
মদমত্ত ময়ূরে কোকিল করে নাদ।
মধুমত্ত মধুকরে করয়ে সম্বাদ ॥ ১১৭৯
ছয় ঋতু কুসুম বৈসয় সব কালে।
অমৃত সমান স্থল দেখি মন ভোলে ॥ ১১৮০
বহু বন বহু স্থল দেখি বৃকোদর।
অনুভবে ভীমসেন ফিরে একেশ্বর ॥ ১১৮১
ক্রীড়া করে ভীমসেন বনের ভিতর।
মত্তরাজবীর যেন দেখি ভয়ঙ্কর ॥ ১১৮২
বৃক্ষ সব ভাঙ্গি পাড়ে করি সিংহনাদ।
শিলা সব চূর্ণ করে নাহি অবসাদ ॥ ১১৮৩
মৃগপক্ষী পলায় ছাড়িয়া গিরিবর।
গজ বাজী দেখি সব পলায়ন রড় ॥ ১১৮৪
মহিষ বরাহ ধায় গজ বাজী সঙ্গে।
তার পাছে মৃগ ধায় দেখি ভীম রঙ্গে ॥ ১১৮৫
তর্জ্জে গর্জ্জে ভীম সেন করয়ে আস্ফাল।
মারয়ে মহিষ মৃগ বরাহ দাঁতাল ॥ ১১৮৬

মৃগে মৃগেন্দ্রক মারে মাতঙ্গে মাতঙ্গ।
ভয়ে মৃগ পশু দিল ছাড়ি ভঙ্গ ॥ ১১৮৭
প্রবেশিল মহা বনে যেন কালদণ্ড।
কতদূরে যায়া দেখে কদলী প্রচণ্ড ॥ ১১৮৮
সেত কদলীর বন বহুল বিস্তার।
সপ্ত তাল পরিমাণ উচ্চ যে বিশাল ॥ ১১৮৯
কদলীর বনে ভীম করে কুতূহল।
দেখিয়া পলায় গণ্ড মহিষ তখন ॥ ১১৯০
উপাড়ে কদলী বন শুনি মড়মড়ি।
মৃগপতি পলায় গজেন্দ্র শীঘ্র করি ॥ ১১৯১
পশুপক্ষী পলায় গর্জ্জন নাহি অন্ত।
সেই বনে আছয়ে দুর্জ্জয় হনুমন্ত ॥ ১১৯২
আস্ফালিয়া লেঙ্গুর উঠিল হনুমান।
লেঙ্গুর আস্ফালে গিরি কৈল খান খান ॥ ১১৯৩
শব্দ শুনি লোমাঞ্চিত হইল বৃকোদর।
উচ্চস্বরে সিংহনাদ করে ভয়ঙ্কর ॥ ১১৯৪
সিংহনাদ শুনি ঈষৎ হাসিল।
ধীরে ধীরে দুই চক্ষু কিছু প্রসারিল ॥ ১১৯৫
ভীমক দেখিয়া কপি পাতিলেক মায়া।
বৃদ্ধ কপি হয়া বীর পথে রৈল যায়া ॥ ১১৯৬
অনন্তরে তথাতে আসিল ভীমসেন।
হাসিয়া বলন্ত মধু পিঙ্গল লোচন ॥ ১১৯৭
মহাবল পরাক্রম দেখি মহাজন।
কি কারণে বন মাঝে করিছ ভ্রমণ ॥ ১১৯৮
সর্ব্বভূতে দয়া করে সেহি মহাজন।
ধর্ম্মকথা শুন ইতিহাসের পুরাণ ॥ ১১৯৯
অতি বৃদ্ধ আমি আর আমাকো নাজানি।
দেখিয়ে ধার্ম্মিক তোক কিছু না বাখানি ॥ ১২০০
বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ আর মুনি তপস্বীক।
তুমি উপদ্রব কর কেমত ধার্ম্মিক ॥ ১২০১
বৃদ্ধ জন উপদ্রব না গণহ ধর্ম্ম।
িছা ত ভ্রমণ কর ছাওয়ালের কর্ম্ম ॥ ১২০২
কোন্ দেশে ঘর তুঞি কাহার তনয়।
দুর্গম গহন বনে বেড়াও নির্ভয় ॥ ১২০৩
ইতো মহা পর্ব্বতে দেবের মাত্র গম্য।
বন ত মধুর আছে দেখিতে সুরম্য ॥ ১২০৪
ইহার উপরে তোর নাহিকে গমনে।
নিবর্ত্তিয়া যাহ শিশু আমার বচনে ॥ ১২০৫
তবে ভীম বলিতে লাগিল অনুসরি।
কেনে মহাশয় যে কপির বেশ ধরি ॥ ১২০৬
চন্দ্রবংশে জন্ম মোর পাণ্ডুর তনয়।
ভীমসেন নাম মোর শুন মহাশয় ॥ ১২০৭
কুন্তীগর্ভে জন্ম মোর বায়ুর ঔরসে।
ভাই সঙ্গে কৌতুকে বেড়াও বনবাসে ॥ ১২০৮
হনুমানে বোলে আমি জানো অভিরথ।
জাতিয়ে বানর আমি নিরোধিল পথ ॥ ১২০৯
নিবর্ত্তিয়া যাহ শিশু কিসক বিমর্ষি।
বহুল বিষম বন কি কারণে আসি ॥ ১২১০
ভীম বোলে হয়ে সে বিষম যদি গিরি।
না পুছি তোমাক আমি পথ দেহ ছাড়ি॥ ১২১১
হনুমানে বলে ব্যথায় বিকল।
উঠিবার শক্তি নাহি শরীর দুর্ব্বল ॥ ১২১২
অবশ্য যাইবা যদি হেন প্রতি আশে।
আমাক লজ্ঘিয়া তুমি যাইও বিশেষে ॥ ১২১৩
ভীম বোলে সর্ব্বভূতে আছে নারায়ণ।
দেহা অনুভাবি থাকে দেব নিরঞ্জন ॥ ১২১৪
তোবাক ডেওাইতে মোর চিত্ত নাহি করে।
অপসর বানর, খানিক রহদূরে ॥ ১২১৫
হনুমান বলে আমি ব্যথায় কাতর।
চলিবার শক্তি নাহি বৃদ্ধ কলেবর ॥ ১২১৬

হাতে ধরি পথ হৈতে মোক দূর করি।
যথা যাহ মহাশয় পুরুষ কেশরী ॥ ১২১৭
তবে ভীমসেন তাক অবজ্ঞা করিল।
বাম হাত দিয়া তার লেঙ্গুর ধরিল ॥ ১২১৮
বাম হাতে লেঙ্গুর নাড়িতে না পারিল।
দুই হাত দিয়া তাক তুলিতে চাহিল ॥ ১২১৯
সর্ব্ব অঙ্গে টান দিল বীর বৃকোদর।
লেঙ্গুর না নড়ে তার এ ধর্ম্ম শরীর ॥ ১২২০
লাজ পাইল ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
জোড় হাত করি তাক মাগে পরিচয় ॥ ১২২১
কেনে তুমি ধরিয়াছ বানরের বেশ।
কে তুমি তোমাক আমি না জানি বিশেষ॥ ১২২২
সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
জানিল তোমার বল অতি যে প্রকর ॥ ১২২৩
তুষ্ট হয়া হনুমান দিল পরিচয়।
কেশরী উদরে জন্ম বায়ুর তনয় ॥ ১২২৪
হনুমান নাম মোর জগতে বিখ্যাত।
রাম কার্য্যে অবতার হৈছি পৃথিবীত ॥ ১২২৫
আপনার বাহু বলে লঙ্ঘিলোঁ সাগর।
লঙ্কা পুড়িয়া মারিলো নিশাচর ॥ ১২২৬
রামের সহায়ে মুঞি রাবণ বধিল।
লঙ্কাপুরী পুড়ি সীতাদেবী উদ্ধারিল ॥ ১২২৭
তবে ভীম কৈল তার বিস্তর স্তবন।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল কেশরী নন্দন ॥ ১২২৮
বর দিল হনুমান ভীমক বিস্তর।
সিংহ নাদে হৈবা তুমি মোর অবতার ॥ ১২২৯
এহি পথে যাহ গন্ধ মাদন পর্ব্বত।
দেব সনে বিসম্বাদ নহেত উচিত ॥ ১২৩০
ভক্তি করি সবাকে সাধিবা নিজ কর্ম্ম।
দেবের অপায়ে কর্ম্ম বহুল বিধর্ম্ম ॥ ১২৩১

এহি বুঝি হনুমান পথ ছাড়ি দিল।
প্রণাম করিয়া ভীম পর্ব্বতে চলিল ॥ ১২৩২
গিরি গন্ধ মাদনে চলিল বৃকোদর।
একেশ্বরে যায়া দেখে তাহার উপর ॥ ১২৩৩
কৈলাস শিখরে দেখি আছয়ে পুষ্করিণী।
তাহাতে অসংখ্য দেখে আছয়ে নলিনী ॥ ১২৩৪
সুবর্ণ সদৃশ পথ সুগন্ধি শীতল।
নানা পুষ্প রম্য যে করয়ে ঝলমল ॥ ১২৩৫
অমৃত সমান জল দেখিতে সুন্দর।
হংস চক্রবাক তাতে আছয়ে বিস্তর ॥ ১২৩৬
সুবর্ণ সদৃশ পক্ষী দেখি লাখে লাখে।
জানিনা সহস্র যক্ষে পুষ্করণীক রাখে ॥ ১২৩৭
সরোবর দেখিলন্ত অতি মনোহর।
পুষ্প আনিবার হেতু যায় বৃকোদর ॥ ১২৩৮
বেড়িলেন যক্ষ সব নানা অস্ত্র ধরি।
আগ হয়া ভীমসেন সিংহনাদ করি ॥ ১২৩৯
যক্ষ সব বলে এহি কুবেরের ধন।
ক্রীড়ার পুষ্করিণী তার শুনহ কথন ॥ ১২৪০
কুবেরের আজ্ঞা লয়া কর উপভোগ।
নহেত তোমার সঙ্গে আমার বিরোধ ॥ ১২৪১
ক্রোধ হৈল ভীমসেন হাতে লৈল শর।
যক্ষ সব মারিতে লাগিল করি শর ॥ ১২৪২
দূতে গিয়া জানাইল কুবেরের গোচর।
পুষ্পবন ভাঙ্গিলেক আসি এক নর ॥ ১২৪৩
সুগন্ধি কুসুম বন করিল বিনাশ।
হেন শুনি বীর তাক করিল আশ্বাস ॥ ১২৪৪
হাসিয়া কুবের বলে জানিলাম তত্ত্ব।
জানিল যুধিষ্ঠির মহামানী মত্ত ॥ ১২৪৫
তার ভাই বৃকোদর আইল সরোবরে।
দ্রৌপদীর লাগি পুষ্প জানিল দিবারে ॥ ১২৪৬

লাগে মানে লউক পুষ্প বিরোধ নাকর।
তনয় সদৃশ মোর বীর বৃকোদর ॥ ১২৪৭
এহিমতে বৃকোদর সুগন্ধি আনিল।
যুধিষ্ঠির চিন্তা করে এভো ভীম না আইল ॥ ১২৪৮
গগণ মণ্ডলে দেখে হয় উল্কাপাত।
বাম আঁখি স্পন্দে উরু স্পন্দে বাম হাত ॥ ১২৪৯
বিমঙ্গল দেখিয়া আকুল নৃপবর।
না জান বা কিবা হৈল ভাই বৃকোদর ॥ ১২৫০
ধৌম্য সঙ্গে বসি রাজা মন্ত্রণা করিল।
ভীমপুত্র ঘটোৎকচ স্মরণ করিল ॥ ১২৫১
ঘটোৎকচ আইল দেখি বলে যুধিষ্ঠির।
গিরি গন্ধমাদনত গেল ভীমবীর ॥ ১২৫২
নানা অমঙ্গল দেখোঁ আরে নাইল ঘর।
তুমি তথা লয়া যাহ তিন সহোদর ॥ ১২৫৩
দ্রৌপদীক নেহ আর ধৌম্য পুরোহিত।
মহামুনি লোমশ ব্রাহ্মণ সমোদিত ॥ ১২৫৪
সব লয়া যাহ গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
তোমা হেন সহায় নাহিক ত্রিজগতে ॥ ১২৫৫
বিস্তর করিয়াছিল পথের সন্ধান।
তাহা না লিখিলো আমি বাহুল্য কারণ ॥ ১২৫৬
যদি গন্ধমাদনে গেলেন যুধিষ্ঠির।
পৃষ্ঠে করি নিল সব ঘটোৎকচ বীর ॥ ১২৫৭
দেখিল সহস্র যে রাক্ষস সমোদিতে।
বেড়িয়াছে মধ্যেক ভীমক পর্ব্বতে ॥ ১২৫৮
দেখি যুধিষ্ঠির সঙ্কোচিত কলেবর।
প্রণাম করিয়া ভক্তি করিল বিস্তর ॥ ১২৫৯
মুখত চুম্বন দিয়া ভাইক যুধিষ্ঠির।
অনুচিত কর্ম্ম কেন কৈলা ভীমবীর ॥ ১২৬০
এহি মতে ভীম সেন সুগন্ধি পাইল।
সুবাসিত পুষ্প আনি দ্রৌপদীক দিল ॥ ১২৬১

অথ জটা নামক রাক্ষস বধ কথা।

প্রণামিয়া ভীম ঘটোৎকচ গেল নিজস্থান।
তথাতে আছয়ে ধর্ম্মরাজ পঞ্চজন ॥ ১২৬২
একদিন দৈবে হৈল শূন্য অবসর।
মৃগয়া করিতে পাছে গেলেন বৃকোদর ॥ ১২৬৩
স্নান করিবার গেল ধৌম্য পুরোহিত।
মহামুনি ব্রাহ্মণ অনেক সমোদিত ॥ ১২৬৪
জটানামে রাক্ষস দুরন্ত মহাবীর।
ছিদ্র পায়া হরিলেক রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ১২৬৫
সহদেব নকুল দ্রৌপদী সমোদিতে।
পৃষ্ঠে করি লয়া যায় জটা মহামত্তে ॥ ১২৬৬
মহাবীর সহদেব বিক্রমে বিশাল।
রাক্ষসের পৃষ্ঠ হৈতে দিল এক ফাল ॥ ১২৬৭
ডাক পারে ভীম তবে উচ্চস্বর করি।
যুধিষ্ঠির লয়া যায় রাক্ষস কেশরী ॥ ১২৬৮
যুধিষ্ঠির বলে রে রাক্ষস দুরাচার।
অধর্ম্ম করিয়া কৈলা নাশ আপনার ॥ ১২৬৯
পৃষ্ঠেকরি লয়া যাইতে ব্রহ্মায় সৃজিল।
গজবাজী পশুপক্ষী তাহা নিযোজিল ॥ ১২৭০
যক্ষ রক্ষ সৃজিল করিতে নিজ কর্ম্ম।
মনুষ্য সৃজিল যে করিতে নিজ ধর্ম্ম ॥ ১২৭১
আপনে অধর্ম্ম করি কর পুণ্য ক্ষয়।
পরিণাম না চিনিলা অধর্ম্ম হোবয় ॥ ১২৭২
বহুবিধ যুধিষ্ঠিরে কৈল ধর্ম্ম বাণী।
চোর কে সে পরিপাটি কহন্ত কাহিনী ॥ ১২৭৩
আর্ত্তনাদ শুনিয়া আসিল বৃকোদর।
দণ্ড হাতে করি আইল যমের দোসর ॥ ১২৭৪
দূরে থাকি দেখে ভীম রাক্ষস দুর্ম্মতি।
পৃষ্ঠে করি লয়া যায় ধর্ম্ম মহামতি ॥ ১২৭৫

ত্রাস পায়া দ্রৌপদী রাজাক চাপি ধরে।
তার পাছে চাপি ধরে নকুল যে বীরে॥ ১২৭৬
দূরে থাকি সহদেব যান্ত আগু সারি।
রহরে দুর্ম্মতি বলি হাতে খড়্গ ধরি॥ ১২৭৭
উচ্চস্বরে ভীমসেন করে সিংহনাদ।
তাক দেখি জটাসুরে হাসয় সম্বাদ॥ ১২৭৮
পৃষ্ঠের নকুল দ্রৌপদী এড়ি দিল।
ভীমক ধাইল কোপে যেন মেঘ নীল॥ ১২৭৯
বৃকোদরে বোলে পাপ রাক্ষস দুর্ম্মতি।
মরিবার পরশিলা ধর্ম্ম নরপতি॥ ১২৮০
আজি তোক মারিয়া পঠাও যম ঘর।
এহি বুলি গদা মারে মাথার উপর॥ ১২৮১
জটাসুর পড়িল পর্ব্বত যেন খৈসে।
মুনিগণ আশীর্ব্বাদ করিল অশেষে॥ ১২৮২
ভীম আসি যুধিষ্ঠির মুখে চুম্ব দিল।
দেবমুনি সর্ব্বজন আশীর্ব্বাদ দিল॥ ১২৮৩

অথ অর্জ্জুন অন্বেষণে যুধিষ্ঠির আদির স্বেত পর্ব্বতে গমন কথা।

পাছে যুধিষ্ঠির রাজা মন্ত্রণা কৈল সার।
বদরিকাশ্রম লাগি আইল আরবার॥ ১২৮৪
বদরিকাশ্রমে নারায়ণের আশ্রম।
পুণ্য তীর্থ ফল পুষ্প বৃক্ষ মনোরম॥ ১২৮৫
পুণ্য কথা কহি রাজা দিবস গোঙাইল।
চতুর্থ বৎসর আর পঞ্চ মাস হৈল॥ ১২৮৬
যুধিষ্ঠির বোলে শুন ধৌম্য পুরোহিত।
অর্জ্জুন কারণে মোর না সহয়ে চিত॥ ১২৮৭
অর্জ্জুন বুলিল যে যাইতে ইন্দ্র লোক।
পঞ্চম বরিষ হৈলে উদ্দেশিবা মোক॥ ১২৮৮
ধবল পর্ব্বতে পাইবা মোর দরশন।
এহি বলি গেল ধনঞ্জয় মোর প্রাণ॥ ১২৮৯
চল সবে যাই তথা ধবল পর্ব্বতে।
মহামুনি লোমশে লয়া সমহিতে॥ ১২৯০
হিম গিরি গন্ধ মাদনের পাশে বৈসে।
ধবল পর্ব্বতে শুদ্ধ স্ফটিক সংকাশে॥ ১২৯১
সে পর্ব্বতে গেল রাজা মুনিগণ লয়া।
তুষ্ট বড় হৈল রাজা পর্ব্বত দেখিয়া॥ ১২৯২
বহুল রাক্ষস যক্ষ কুবের কিঙ্কর।
রাক্ষস বৈসয়ে স্বেত পর্ব্বত উপর॥ ১২৯৩
তাহাতে থাকিয়া দেখে কুবেরের পুরী।
কত বর্ণ লতা তাক লক্ষিতে না পারি॥ ১২৯৪
কুবেরের সখা নামে আছে মতিমন্ত।
রণ করি ভীমসেন মারিল দুরন্ত॥ ১২৯৫
শুনিয়া কুপিত হৈয়া আসি লোকপাল।
ভীমসনে যুদ্ধ তায়ে করিল বিশাল॥ ১২৯৬
ধর্ম্ম মহারাজ তাতে মাগে পরিহার।
স্তুতি করি শান্তাইল কুবের তাহার॥ ১২৯৭
তুষ্ট হয়া যক্ষ রাজ দিল তাকে বর।
তথা যুধিষ্ঠির আর রৈলা বৃকোদর॥ ১২৯৮
স্বর্গপুরে অর্জ্জুন আছয়ে অভিলাষে।
পঞ্চ বরিষ পূর্ণ যে হৈল বিশেষে॥ ১২৯৯
স্বর্গে গিয়া ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন।
পড়িল ইন্দ্রের ঠাই নানা অস্ত্রগণ॥ ১৩০০
দানব সহিতে তথা করিল সমর।
কলিঙ্গ নিষাদ মারি তোষে পুরন্দর॥ ১৩০১
তুষ্ট হয়া ইন্দ্র দিল কবচ অক্ষয়।
মাথার কিরীট দিল দিব্য মণিময়॥ ১৩০২
আপনার রথ দিল মাতুলি সহিত।
আজ্ঞা পায়া ধনঞ্জয় আইল পৃথিবীত॥ ১৩০৩
ধবল পর্ব্বতে যুধিষ্ঠির ভেট পাইল।
পাণ্ডবে দিব্য রথ মাতুলি বহাইল॥ ১৩০৪

যেন মতে হৈলন্ত কীরাত সনে রণ।
যেন মতে শঙ্করক হৈল দরশন ॥ ১৩০৫
যেন মতে স্বর্গ ত চলিল মহামতি।
যেন মতে ইন্দ্র অস্ত্র শিখিল সম্প্রতি ॥ ১৩০৬
যেন মতে মারিলেন দানব দুর্ব্বার।
যেন মতে অর্জ্জুন আসিলা আরবার ॥ ১৩০৭
যুধিষ্ঠিরে পুছিলন্ত কহিল অর্জ্জুন।
অনুক্রমে কহিল অস্ত্রের যত গুণ ॥ ১৩০৮
আপনে আসিল ইন্দ্র মাতুলি সহিতে।
যুধিষ্ঠির সম্ভাষিল ধবল পর্ব্বতে ॥ ১৩০৯
বর দিয়া ইন্দ্র দেব অন্তর্ধান হৈল।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব অনেক প্রীত পাইল ॥ ১৩১০
পুনঃ ঘটোৎকচ স্মরি আনি সমোদিত।
কান্ধে করি সবাক আনিল পৃথিবীত ॥ ১৩১১
পঞ্চ ভাই কাম্য বনে আসিলন্ত পুনি।
সম্ভাষা করিতে মুনিগণে আইল শুনি ॥ ১৩১২
মুনিগণ সঙ্গে পাছে আলাপিয়া কথা।
কাম্য বনে রহিলেন পঞ্চজন তথা ॥ ১৩১৩
দ্বারকা হৈতে আইল দেব নারায়ণ।
যদুবংশ বৃষ্ণি বংশ যত মুনিগণ ॥ ১৩১৪
সম্ভাষিয়া গেল তারা আপন ভুবন।
হেনকালে আসিল মার্কণ্ড তপোধন ॥ ১৩১৫
মার্কণ্ড সহিতে কথা কৈল আলাপন।
লিখিলে অসংখ্য হয় পাঞ্চালি ব্যবস্থা
একারণে না লিখিলো সম্ভাষণ কথা ॥ ১৩১৬

দুর্য্যোধনের কপট মৃগয়া ও চিত্রসেনের হস্তে বন্ধন কথা।

হেন মতে কৌতুকে আছন্ত পঞ্চ ভাই।
নানা কর্ম্ম করে তথা কাম্য বনে যাই ॥ ১৩১৭
ষাটি সহস্রেক বিপ্র ভুঞ্জায় সম্প্রতি।
নানা কর্ম্ম করে তথা ধর্ম্ম মহা মতি ॥ ১৩১৮
বনবাস হৈল তার এ দশ বরিষ।
এড়াইল অধিক তারা আর পঞ্চ মাস ॥ ১৩১৯
চরে গিয়া কহিলন্ত রাজা দুর্য্যোধনে।
শুনিয়া চিন্তিত রাজা গুণে মনে মনে ॥ ১৩২০
কর্ণ দুঃশাসন আর শকুনি দুর্ম্মতি।
মন্ত্রণা করন্ত বসি সবে পাপমতি ॥ ১৩২১
বনবাসে মলিন বিপক্ষ কাল বল।
মাথাতে জটার ভার পিন্ধন বাকল ॥ ১৩২২
দেখিয়া করিব তাক নয়ানের সুখী।
বিপক্ষের দেখিয়ে মুদ্রিত দুই আঁখি ॥ ১৩২৩
দ্রৌপদী দেখুক সুখ সম্পত্তি আমার।
এহি ভাবি দুর্য্যোধন মনে কৈল সার ॥ ১৩২৪
এতেক মন্ত্রণা কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
কর্ণ যে শকুনি আর যত পাত্রগণ ॥ ১৩২৫
সবদল সাজিয়া চলিল কাম্যবনে।
গজ বাজী রথগণ করিল সাজনে ॥ ১৩২৬
কাম্য বনে চলিলন্ত মৃগয়ার ছলে।
গজ বাজী ধ্বজ রথ সব কুরু বলে ॥ ১৩২৭
কাম্য বনে আছে তথা কাম্য সরোবর।
তাতে ক্রীড়া করে দেব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ॥ ১৩২৮
পূর্ব্বগতি আছে হেন দৈবের নির্ম্মাণ।
দুর্য্যোধন দুরাচার পাইব অপমান ॥ ১৩২৯
চিত্ররথ নামে এক গন্ধর্ব্বের পতি।
জলক্রীড়া করে সিতো লইয়া যুবতী ॥ ১৩৩০
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন গেল সেই কালে।
পত্নী সঙ্গে গন্ধর্ব্ব খেলায় কুতূহলে ॥ ১৩৩১
সেই সরোবরে গেল যত কুরুবল।
দেখিয়া কুপিত হৈল গন্ধর্ব্ব সকল ॥ ১৩৩২

মার মার করি বলে গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র লয়া গন্ধর্ব্ব আসিল শীঘ্রগতি ॥ ১৩৩৩
অন্য অন্যে সংগ্রাম আছিল বহুতর।
গন্ধর্ব্ব মনুষ্যে যুদ্ধ নহে সমসর ॥ ১৩৩৪
ভঙ্গ দিল কুরুগণ না সহে শরীরে।
শরতের মেঘ যেন পবনে সংহারে ॥ ১৩৩৫
সেনা ভঙ্গ দেখিয়া রুষিল কর্ণবীর।
হাতে ধনু করি ধায় নির্ভয় শরীর ॥ ১৩৩৬
শরে আচ্ছাদিল তবে গন্ধর্ব্বের দল।
প্রতিকূল বায়ু যেন পড়ে ধারাজল ॥ ১৩৩৭
(১) স্থকিত গন্ধর্ব্বগণ কর্ণের প্রহারে।
নানাবিধ অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপরে ॥ ১৩৩৮
মহাবীর কর্ণ সিতো রণে নাদে ভঙ্গ।
মারয় গন্ধর্ব্ব অতি হৈয়া নিসঙ্গ ॥ ১৩৩৯
তবে চিত্ররথ রাজা অস্ত্র লৈল হাতে।
ক্রোধেত সন্ধিয়া মারে দুঃশাসন মাথে ॥ ১৩৪০
রথ হৈতে দুঃশাসন ভূমিত পড়িল।
মহাভয় পায়া দুর্য্যোধন ডরাইল ॥ ১৩৪১
কর্ণ সঙ্গে সংগ্রাম আছিল বহুতর।
দুই মহাবলবন্ত রণত চতুর ॥ ১৩৪২
মহাক্রোধ হৈল পাছে গন্ধর্ব্বের পতি।
ধ্বজ ছত্র কাটিল কর্ণের শীঘ্রগতি ॥ ১৩৪৩
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
হাতে ধনু করি ধায় কর্ণ মহামতি ॥ ১৩৪৪
শরে জর্জ্জরিত দেহা কর্ণে দিল ভঙ্গ।
উথলে গন্ধর্ব্ব যেন সাগরে-তরঙ্গ ॥ ১৩৪৫
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল দুর্য্যোধন এড়ি।
একেশ্বর হৈল যে গন্ধর্ব্ব মারে বেড়ি ॥ ১৩৪৬

অথ ধর্ম্মের আদেশে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের বন্ধন মোচন।

দুর্য্যোধন বান্ধিয়া গন্ধর্ব্বে লয়া যাস্ত।
যুধিষ্ঠিরে শুনি পাছে এসব বৃত্তান্ত ॥ ১৩৪৭
অর্জ্জুনেক আদেশিল ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধন ছোড়াইয়া আন শীঘ্রগতি ॥ ১৩৪৮
জ্ঞাতিভেদ কলহ করিব একে ঠাঁই।
আমি পঞ্চজন তারা একশত ভাই ॥ ১৩৪৯
ভিন্ন জন হৈতে যদি পরাভব পাই।
পঞ্চাধিক আমি জান একশত ভাই ॥ ১৩৫০
দুর্য্যোধন বান্ধিয়া গন্ধর্ব্বে লয়া যায়।
ঝাণ্টে যায়া অর্জ্জুন আনহ শীঘ্রে তায় ॥ ১৩৫১
যদি প্রীতে জানিবা নাহয় বিমোচন।
গন্ধর্ব্ব মারিয়া আন রাজা দুর্য্যোধন ॥ ১৩৫২
যুধিষ্ঠির আদেশ শুনিয়া ধনঞ্জয়।
ভুবনে বিদিত বীর সমরে বিজয় ॥ ১৩৫৩
অর্জ্জুনক দেখি তবে গন্ধর্ব্বের পতি।
রথে চড়ি গগণে চলিল শীঘ্রগতি ॥ ১৩৫৪
দেখিয়া সম্বাদে অর্জ্জুন মহাবীর।
গন্ধর্ব্বক ডাক পাড়ে নির্ভয় শরীর ॥ ১৩৫৫
না শুনে তাহার বোল গন্ধর্ব্বের পতি।
দুর্য্যোধন লয়া যায় গগণে সম্প্রতি ॥ ১৩৫৬
অর্জ্জুনে এড়িল বান বেড়িল গগন।
যেন বজ্র পিঞ্জরে রাখিল পক্ষিগণ ॥ ১৩৫৭
বান্ধিল গগণ পথ না চলে গন্ধর্ব্ব।
রাখি দুর্য্যোধন ভয়ে পলাইল সর্ব্ব ॥ ১৩৫৮
পলায় গন্ধর্ব্বগণ রাখিয়া জীবন।
কাঞে কোথা গেল তার নাহিক চেতন ॥ ১৩৫৯
বন্ধন সহিতে দুর্য্যোধনেক আনিয়া।
ধর্ম্মের অগ্রতে দিল সেহি মতে নিয়া ॥ ১৩৬০

---

(১) ক্লান্ত

দুর্য্যোধন দেখিয়া বিকল নরপতি।
তোমাকে বুঝায় হেন নাহি ধর্ম্মমতি ॥ ১৩৬১
আর তুমি এসকল না করিবা আশ।
অধর্ম্ম করিলে হয় অনেক বিনাশ ॥ ১৩৬২
বিস্তর বুঝাই তাক ধর্ম্ম নৃপবরে।
সবিনয় করিয়া বলেন যাহ ঘরে ॥ ১৩৬৩
বন হন্তে বাহির করিয়া দিল যবে।
অভিমানে দুর্য্যোধন হীন হৈল তবে ॥ ১৩৬৪
কর্ণে তাকে প্রবোধিয়া বিস্তর কহিল।
মৃত্যু কল্প হয়া রাজা পুনঃ রাজ্যে আইল ॥ ১৩৬৫

জয়দ্রথের লাঞ্ছনা কথা।

হেন মতে পঞ্চ ভাই বনত আছন্ত।
মৃগয়া করিয়া সব ব্রাহ্মণ পোষন্ত ॥ ১৩৬৬
দেব পিতৃ তোষে যে অতিথ উৎসকার।
মহাধর্ম্ম হৈল তথা পঞ্চ অবতার ॥ ১৩৬৭
কত কালে দুর্য্যোধন রাজার সম্মতি।
সেই বনে গেল জয়দ্রথ পাপমতি ॥ ১৩৬৮
দ্রৌপদী হরিয়া নিল মৃগয়ার ছলে।
স্নান করিবারে গেল ভীম মহাবলে ॥ ১৩৬৯
দ্বিজগণ সহিতে তথায়ে ধর্ম্মমতি।
নকুল সহদেব গেল দুই মহামতি ॥ ১৩৭০
তবে ধনঞ্জয় তাক আসিয়া ধরিল।
ভীমসেন আসি নানা দুর্গতি করিল ॥ ১৩৭১
আছাড়িয়া তাহাক ফেলিল দুই হাতে।
কেশ উপাড়িয়া পাও ঘসে তার মাথে ॥ ১৩৭২
মাংস পিণ্ড করি তাক অর্জ্জুনে বান্ধিল।
ভারীর ভারক যেন শিকিয়া জড়িল ॥ ১৩৭৩
ধনুর কোনত বান্ধি প্রাণ মাত্র জাগে।
হেন মতে দিল গিয়া যুধিষ্ঠির আগে ॥ ১৩৭৪
মহাধর্ম্ম যুধিষ্ঠির কৃপার সাগরে।
সকরুণে বলে তবে বীর বৃকোদরে ॥ ১৩৭৫
যত কর্ম্ম করে সেহি তত ফল পায়।
করিলে অধর্ম্ম না ভুঞ্জিয়া না যায় ॥ ১৩৭৬
যত অপকর্ম্ম কৈল জয়দ্রথ পাপ।
আর অনুচিত আর পাইল মহাতাপ ॥ ১৩৭৭
এহি মতে যুধিষ্ঠির ভীমক বুঝাইল।
তবেত অর্জ্জুন তার বন্ধন খসাইল ॥ ১৩৭৮
অনেক অচ্ছিয়া তাক বুঝাইল ধর্ম্ম।
ধর্ম্ম শিক্ষা তুমি এবে কর কিছু মর্ম্ম ॥ ১৩৭৯
পরলোক চাহিয়া করিয় ব্যবহার।
কদাচিৎ না করিবা অধর্ম্ম বিচার ॥ ১৩৮০
এ সকল ব্যবহার সবে পরিহর।
ধর্ম্মকথা শুনি মাত্র চিত্ত স্থির কর ॥ ১৩৮১
নানা মতে বুঝাইয়া বোলে ধর্ম্মরাজ।
এড়ি দেহ জয়দ্রথ যাউক নিজ রাজ ॥ ১৩৮২
প্রহারে জর্জ্জর হৈল সকল শরীর।
রুধির বাহিয়া তার হৃদয় ভিজিল ॥ ১৩৮৩
আজ্ঞাদিল যুধিষ্ঠির স্নান করাইবার।
রাজ অভরণ দিয়া পাঠাইল তার ॥ ১৩৮৪
অপমান পায়া গেল জয়দ্রথ রাজা।
পাণ্ডব জিনিতে কৈল শঙ্করের পুজা ॥ ১৩৮৫
মহাপূজা তপস্যা আরম্ভ করিল।
প্রত্যক্ষ হৈয়া দেব তাকে বরদিল ॥ ১৩৮৬
জিনিব পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্যতিরেক।
দিলু বরদান আমি জয়দ্রথ তোক ॥ ১৩৮৭

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাত বাসের জন্য মনঃখেদ।

ধৌম্য সঙ্গে পঞ্চ ভাই আছন্ত কাননে।
দ্বাদশ বৎসর গেল জানিলন্ত মনে ॥ ১৩৮৮

দ্বাদশ বৎসর আসি হৈল অবশেষ।
বিপক্ষের উপদ্রব কাম্যত বিশেষ ॥ ১৩৮৯
জানিল অজ্ঞাত বাস স্মরিলন্ত মনে।
কাম্য বন এড়ি পুনঃ যান দ্বৈত বনে ॥ ১৩৯০
যুক্তি করি পঞ্চ ভাই গেল দ্বৈত বনে।
দ্রৌপদী লইয়া গেল পুরোহিত সনে ॥ ১৩৯১
সেই বনে যায়া মুনিগণ সম্ভাষিল।
যার যেহি যোগ্য হয় আসনে বসিল ॥ ১৩৯২
মুনিগণ আগেত তবে কৈল নরপতি।
দ্বাদশ বৎসর কৈল বনেত বসতি ॥ ১৩৯৩
দুর্য্যোধন দুরাচার করিল এমন।
লোক শাস্ত্র বহির্ভূত শুনি মুনিগণ ॥ ১৩৯৪
বৎসরেক অজ্ঞাতে রহিব কেন করি।
এমন অশক্ত কর্ম্ম করিতে নাপারি ॥ ১৩৯৫
দুরন্ত কৌরব সব পাপ দুর্য্যোধন।
ঘরে ঘরে চর দিয়া চাইব অনুক্ষণ ॥ ১৩৯৬
তবে জান আমার দ্বাদশ বনবাস।
অজ্ঞাতে নিস্তার হেন না দেখিয়ে আশ ॥ ১৩৯৭
এহি বলি যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
মুর্চ্ছিত হৈল রাজা পাণ্ডুর নন্দন ॥ ১৩৯৮
বুঝাইয়া কহিলেন ধৌম্য পুরোহিত।
বুঝাইল মুনি যত আছে পৃথিবীত ॥ ১৩৯৯
তুমি মহাশয় বুদ্ধিবন্ত বিচক্ষণ।
কিছু ধৈর্য্য ধরি তুমি স্থির করমন। ১৪০০
কাহার আপদ নাহি ত্রিভুবন মাঝে।
কতোবার ভাল কতো হারে ইন্দ্ররাজে ॥ ১৪০১
পুনরপি অধিকার করে পুরন্দরে।
অসুর মারিয়া পাছে সুখে রাজ্য করে ॥ ১৪০২
বামন হৈয়া বিষ্ণু গুপ্ত রূপ ধরি।
দেব কার্য্যে বলি নৈল পাতাল যে পুরী ॥ ১৪০৩
মনুষ্যে জন্মিল রাম দেব অবতার।
রাবণ রাজাক কৈল সবংশে সংহার ॥ ১৪০৪
গুপ্তরূপে কার্য্য তুমি সাধিবা নিশ্চয়।
দুরাচার কুরুগণ হৈব জান ক্ষয় ॥ ১৪০৫
ভীম বলে রাজা তুমি না কর বিষাদ।
অজ্ঞাতে বঞ্চিব আমি নাহি অবসাদ ॥ ১৪০৬
যাকে যেহি আজ্ঞা কর সকলে রহিব।
যত হয় অভিমান তাহাক সহিব ॥ ১৪০৭
শুনিয়া হরিষ হৈল ধর্ম্ম নরপতি।
সম্ভাষিয়া সবাকে বলিল শীঘ্রগতি ॥ ১৪০৮
সাতজন যায় মহা শোকেত অন্তর।
মন্ত্রনা করিতে যায় বনের ভিতর ॥ ১৪০৯
বিজয় পাণ্ডব কথা শুনিও চতুর।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পাপ হয় দূর ॥ ১৪১০
লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
কবীন্দ্র রচিল ডাকি বোল রাম রাম ॥ ১৪১১

ইতি মহাভারত বনপর্ব্ব সমাপ্ত। (১)

স্বঅক্ষর—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ শর্ম্মণঃ সাকিন হাকামা পরগণে খুটাথাট। জিলা রঙ্গপুর (২)

---

(১) পাঠান্তর
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
বনপর্ব্ব কবীন্দ্র কহিল অবধান ॥

(২) তৎকালে গোয়ালপাড়া জেলা রংপুরের অন্তর্গত ছিল।

নমো গণেশায়

অথ বিরাট পর্ব্ব লিখ্যতে।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের মন্ত্রণা।

বনপর্ব্বে পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
মহাবুদ্ধি শান্তশীল ধৌম্য পুরোহিত ॥ ১৪১২
মন্ত্রণা করেন পাছে বসি সাতজনে।
বৎসরেক অজ্ঞাতে রহিব কোন স্থানে ॥ ১৪১৩
অর্জ্জুনে বলেন ধর্ম্ম চিন্তা পরিহর।
কহিযে দেশের নাম অবধান কর ॥ ১৪১৫
মৎস্য দেশ নামে আছে মৎস্য নৃপবর।
সুর সেনময় রাজ্য মর্ত্ত্য গঙ্গাধর ॥ ১৪১৬
নামে কুন্তী সৌরাষ্ট্র জাবন্তি মনোহর।
এ নব দেশত রাজা গুপ্ত বেশ ধর ॥ ১৪১৭
এসব দেশের মাঝে যায়া গুপ্ত বেশে।
আজ্ঞাকর অজ্ঞাতক যাই সেহি দেশে ॥ ১৪১৮
যুধিষ্ঠির চিন্তিয়া বুলিল ততক্ষণে।
মৎস্য দেশে নৃপতি বিরাট মহাজনে ॥ ১৪১৯
ধর্ম্মশীল দানশীল হয় মহাগুণী।
আমাকে দেখিয়া তাঞে রাখিবেন পুনি ॥ ১৪২০
তার ধর্ম্ম করিয়া থাকিব বৎসরেক।
শ্রেষ্ঠজন সেবিলে নাহিক দোষ এক ॥ ১৪২১
অর্জ্জুনে বোলন্ত তুমি কোমল শরীর।
সত্যবন্ত দয়াবন্ত ধর্ম্ম কলেবর ॥ ১৪২২
কোন কর্ম্ম করিয়া রহিবা তার স্থান।
রাজা হয়া না জান পরার সেবা মান ॥ ১৪২৩
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া ততক্ষণ।
কহিলেন যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন ॥ ১৪২৪

যুধিষ্ঠির রাজার আছিল সভাজন।
নাম মোর জানিবন্ত কঙ্কয ব্রাহ্মণ ॥ ১৪২৫
এহি বুলি বিরাটক দিব পরিচয়।
পাশা খেড়ি খেলাইয়া থাকিব সভায় ॥ ১৪২৬
বৃকোদরে বোলে পাছে সম্ভাষিয়া ধর্ম্ম।
অবধান কর আমি করিব যে কর্ম্ম ॥ ১৪২৭
পাকের ঘরে ত মুঞি আছিলো রাজার।
নাম মোর বল্লভ জানিবা নৃপবর ॥ ১৪২৮
রন্ধনকুশল জানি করিব রন্ধন।
বিরাটে তুষিয়া দিব বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১৪২৯
যত যত নাম আইসে রাজার গোচর।
ততোধিক নাম কৈব ব্যঞ্জন প্রকার ॥ ১৪৩০
নানা মত সূপকার করিব যতনে।
যাক যেন লাগে তাক করিব তখনে ॥ ১৪৩১
মনুষ্যর অসংখ্য দেখিয়া ব্যবহার।
দয়া করি বিরাট করিব প্রতিকার ॥ ১৪৩২
ভীমের বচনে তুষ্ট হৈল নরপতি।
বিস্তর চিন্তিত হৈল অর্জ্জুনক প্রতি ॥ ১৪৩৩
ত্রিভুবনে যাহার বাখানে বীর দাপ।
তাক লাগি মনে মোর সদা করে তাপ ॥ ১৪৪৪
দহিলা খাণ্ডব বন তুষিলা অনলে।
একেশ্বরে যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব মারিলে ॥ ১৪৩৫
যাহার সহিতে সে যুঝিলা শূলপাণি।
যার কীর্ত্তি সদা ঘোষে ইন্দ্র মহামানী ॥ ১৪৩৬

হেনয় অর্জ্জুন যে করিব কোন কর্ম্ম।
কোনমতে বঞ্চিব অজ্ঞাতক ঘোর ধর্ম্ম ॥ ১৪৩৭
শুনিঞা ধর্ম্মের বাণী অর্জ্জুনে বোলয়।
উর্ব্বশীর শাপ বাণী আমাত আছয় ॥ ১৪৩৮
আমি নপুংসক রূপে দিব পরিচয়।
কর্ণেত কুণ্ডল দিব কঙ্কন নিশ্চয় ॥ ১৪৩৯
পড়াইব সঙ্গীত শাস্ত্র বহুবিধ কথা।
ধর্ম্ম কথা শিখাইব বহু উপগতা॥ ১৪৪০ (উপকথা)
বাল বৃদ্ধ রঞ্জিব রঞ্জিব নারীগণ।
অন্তঃপুর রঞ্জিব রঞ্জিব সর্ব্বজন ॥ ১৪৪১
যুধিষ্ঠির পত্নী সে দ্রৌপদী বরবালা
তার পরিচর্য্যা কৈল নাম বৃহন্নলা ॥ ১৪৪২
এহি বুলি করিব রাজাকে পরিচয়।
সবাতে বল্লভ হয়া থাকিব নিশ্চয় ॥ ১৪৪৩
নকুলকে পুছিলেন রাজ নৃপবর।
আগ হয়া কহিল নকুল মহা বীর ॥ ১৪৪৪
অশ্ব বৈদ্য হব আমি বিরাট নগরে।
যত অশ্ব আছে পালিব একেশ্বরে ॥ ১৪৪৫
জানো বৈদ্য কর্ম্ম গ্রন্থিক মোর নাম।
অশ্বের চিকিৎসা মুঞি জানো অনুপাম ॥ ১৪৪৬
এহি বলি করিব রাজার পরিচয়।
পালিব সকল অশ্ব থাকিব নির্ভয় ॥ ১৪৪৭
তবে সহ দেবক পুছিল নরপতি।
আগ হয়া বলে সহদেব মহামতি ॥ ১৪৪৮
গোধন রক্ষক আমি চিকিৎসাই ভালে।
পরিচয় দিব সে বিরাট মহীপালে ॥ ১৪৪৯
তন্ত্রীপাল নাম মোর দিব পরিচয়।
পালিব সকল গরু থাকিব নির্ভয় ॥ ১৪৫০
দ্রৌপদীক পুছিল নৃপতি দুঃখ মনে।
হৃদয়েত শেল ছানে এ ভীম অর্জ্জুনে ॥ ১৪৫১
কোন কর্ম্ম করিবে না জানে পতিব্রতা।
প্রাণসম তপস্বিনী ভুবন মোহিতা ॥ ১৪৫২
রাজার নন্দিনী রাজরাজেন্দ্র ঘরণী।
কোন কর্ম্ম করিবেক দ্রৌপদী ভাবিনী ॥ ১৪৫৩
গন্ধ মাল্য অলঙ্কার বস্ত্র পরিধানে।
এহি সে জানয় সে করিতে ইতি মানে ॥ ১৪৫৪
কোন কর্ম্ম করিয়া রহিব কাল যাপ।
বুলিতে নাসয় বড় হৃদয় সন্তাপ ॥ ১৪৫৫
দ্রৌপদী বলেন দেব কর অবধান।
সুদৃষ্ণার সঙ্গে আমি করিব সন্ধান ॥ ১৪৫৬
বুলিব সৈরিন্ধ্রী নাম কেশকর্ম্ম করি।
দ্রৌপদীর দাসী আমি শুন বরনারী ॥ ১৪৫৭
সাবধানে সেবিব সুদেষ্ণ গুণবতী।
বিরাট রাজার মুখ্যা দেবী মহাসতী ॥ ১৪৫৮
আমাকে পালিব সে রাখিব নিজ পাশ।
কেশ কর্ম্ম তার আমি করিব বিশেষ ॥ ১৪৫৯
পুরোহিত সম্বোধিয়া বলে নর পতি।
দ্রুপদের রাজ্যে তুমি যাহ মহামতি ॥ ১৪৬০
অনুগ্রহ আমাক রাখেন অনুদিনে
পরিচার না করিহ রাখিবা যতনে ॥ ১৪৬১
রথ লয়া যাহ ইন্দ্রসেন দ্বারাবতী।
যত সেনাগণ যাউক তাহার সংহতি ॥ ১৪৬২
দ্রৌপদীর দাসী যাউক বন্ধু যেথা আছে।
দ্রুপদের পুরেত যাউক তার কাছে ॥ ১৪৬৩
সবে মোকে জিজ্ঞাসেন কহিল উত্তর।
না জানিবা কোথা গেল পঞ্চ সহোদর ॥ ১৪৬৪
পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিতে গেল বনে।
আমাক এড়িয়া গেল নির্জ্জন গহনে ॥ ১৪৬৫
তবে ধৌম্য পুরোহিত আশীর্ব্বাদ দিল।
সেবা বিধি উপদেশ সকলে কহিল ॥ ১৪৬৬

রাজার করিব সেবা যে হেন প্রকারে।
সকলে কহিল ধৌম্য জানাই সত্বরে ॥ ১৪৬৭
অগ্নি প্রদক্ষিণ করি কৈল শুভক্ষণে।
ধৌম্য প্রদক্ষিণ করি যায় ছয়জনে ॥ ১৪৬৮

অথ বিরাটের ঘরে পাণ্ডবের অবস্থান।

কতক্ষণে পাইল গিয়া বিরাট নগর।
ইন্দ্রের নগর যেন পরম সুন্দর ॥ ১৪৬৯
নগর সমীপে এক বনসন্নিধান
বহুল প্রহস্থ আছে এক স্থান ॥ ১৪৭০
আছে যে শমীধ বৃক্ষ উচ্চ তরুবর।
অস্ত্রআদি রাখিলেন তাহার উপর ॥ ১৪৭১
মৃতক মনুষ্য এক বাঁধিবার ছলে।
ঘৃণায় না ছোঁয় যেন মনুষ্য সকলে ॥ ১৪৭২
বিরাটের সভাত চলিল নরপতি।
দ্বারে থাকি দেখিলেন বিরাট মহামতি ॥ ১৪৭৩
নাম গোত্র পুছয়ে বিরাট মহাজনে।
সবিনয়ে কহিলেন ধর্ম্মের নন্দনে ॥ ১৪৭৪
দ্যুতে হারি সর্ব্বস্ব বেড়াই দেশে দেশে।
নানা ধর্ম্ম নানা দান করিল বিশেষে ॥ ১৪৭৫
যুধিষ্ঠির রাজার আছিল প্রাণমিত্র
পাশা খেলিবার আমি জানিয়ে বিচিত্র ॥ ১৪৭৬
নাম মোর কঙ্ক আমি জাতিত ব্রাহ্মণ।
বৈয়াগ্র পদ্যক গোত্র জান হে রাজন ॥ ১৪৭৭
শুনিয়া বিরাট তাক সভাসদ কৈল।
ততোক্ষণে তাহার অধিক দ্বার হৈল ॥ ১৪৭৮
তার পাছে গেল বৃকোদর মিষ্টপাক।
সুবর্ণের ঝারি হাতে সুবর্ণ শানক ॥ ১৪৭৯
দেখিয়া বিস্মিত হৈল বিরাট নৃপতি।
তেজময় মহামর্ত্ত সুবেশ সুমতি ॥ ১৪৮০

ঊর্দ্ধক বিশাল স্কন্ধ সিংহের সমান।
কিবা যক্ষ দানব আসিল বিদ্যমান ॥ ১৪৮১
সত্বরে জিজ্ঞাসে রাজা হৈয়া সাবধান।
কিনাম তোমার তুমি আইলা কি কারণ ॥
বৃকোদর বলেন বল্লভ মোর নাম।
রন্ধন করিতে আমি জানি অনুপাম ॥
যুধিষ্ঠির রাজার আছিনু সূপকার
মোর সম বল্লভ নাহিকে পৃথ্বে আর ॥
সিংহ ব্যাঘ্র গজ মুষ্টি্রে পারোহ মারিতে।
আমাক পুষিল রাজা কৌতুক দেখিতে ॥
আছিলন্ত রন্ধনত সূপকারগণ।
সবার উপরে আমি ফিরো সর্ব্বক্ষণ ॥
(১) পাছেত দ্রৌপদী সে সৈরিন্ধ্রী নাম ধরি।
অধিক মলিন বেশ গেল একেশ্বরী ॥

---

(১) পুস্তকান্তরে পাঠ
তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম ধরি।
অধিক মলিন বস্ত্রে গেল একেশ্বরী ॥
দূর হৈতে ধায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
স্ত্রীসবে পাছুতে ধায় পুছিতে কাহিনী ॥
স্ত্রীকে প্রবোধে মালাকর জাতি।
কর্ম্মকরি খাব ভাত গন্ধর্ব্বের সতী ॥
তাররূপ দেখি কেহ না দিল উত্তর।
দ্রৌপদী কুমারী গেল পুরীর ভিতর ॥
বিরাটের ভার্য্যাতেও পুছন্ত সাদরে ॥
সত্যকরি কহিও কপট পরিহরি
কি কার্য্যে আসিলা তুমি মোর অন্তঃপুরী ॥
দুই গোটা কুচ তোর মেরু সমসর
নাভী গম্ভীর তোর
(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন)
চট্টগ্রামে প্রাপ্ত কপির পাঠ :
তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী রূপধরি
অধিক মলিন বস্ত্রে গেলা একেশ্বরী ॥

দূর হৈতে ধায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
স্ত্রীগণ পাছত ধায় কহিতে কাহিনী ॥

দূর হৈতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
নগরের নারী সব পুছন্ত কাহিনী ॥
দ্রৌপদী বলেন্ত সৈরিন্ধ্রী মোর নাম।
দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা কৈলু অনুপাম ॥
অন্তপুর নারী যত উত্তর না পাইল।
সুদেষ্ণা দেবীয়ে তাকে সাদরে পুছিল।
সত্য কহ আহ্মাতে কপট পরিহরি
কি নাম তোহ্মার কহ কাহার বরনারী ॥
দুই উরু গুরু তোর অতি সুবলিত।
নাভী গভীর তোমার বাক্য সুললিত ॥
দশন দাড়িম্ব বিজুলি নয়ন।
রাজার মহিষী যেন সব সুলক্ষণ ॥
কিবা গন্ধর্ব্বে তুহ্মি হয়সি বনিতা।
নাগ কন্যা তুমি কিবা নগর দেবতা ॥
বিদ্যাধরী কিবা তুমি কিন্নরী রোহিনী
অনুসূয়া কিবা তুহ্মি উর্ব্বশী মানিনী ॥
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী কিবা বরুণের নারী
তোমারূপ দেখি আহ্মি লইতে না পারি
সুদেষ্ণার বচন যে শুনিয়া তৎপর
সেইখানে দ্রৌপদীয়ে দিলেন, উত্তর

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত "কপির" পাঠ :—

আহ্মি দেব কন্যা নহি গন্ধর্ব্বের নারী
সহজে সৈরিন্ধ্রী আমি কেশ কর্ম্ম করি
মালিনী মোহর নাম দ্রৌপদী ধরিল
তোহ্মাকে সেবিতে মোর হৃদয় বাঞ্ছিল
তে কারণে আইনু হেথা বিরাট নগর
সত্য কথা কৈল এহি তোহ্মার গোচর ॥

সুদেষ্ণায় বোলন্ত শুনহে বরনারী
মাথে করি তোহ্মারে রাখিতে আহ্মি পারি ॥
নারী সব তোহ্মা দেখি পাসরিতে নারে
কেমত পুরুষ আছে ধৈর্য্য রাখিবারে ॥
রাজায়ে দেখিলে তোহ্মা মজিবেক মন
বল করি ধরিতে রাখিবে কোন জন

(১) তামাক প্রবোধে আমি মালাকর জাতি।
কর্ম্মকরি ভাত খাই গন্ধর্ব্বের সতী ॥
তাররূপ দেখি কেহ না দিল উত্তর।
দ্রৌপদী কুমারী গেল পুরীর ভিতর ॥ ১৪৯০
দেখি অন্য নারী সব উত্তর না দিল।
বিরাটের ভার্য্যা তাক সাদরে পুছিল ॥
সত্য করি কহিও কপট পরিহরি।
কি কার্য্যে আসিলা তুমি মোর অন্তঃপুরী ॥
দুই গোট স্তন তোর অতি ঝলমলিতা।
নাভী যে গম্ভীর তোর তনু সুবলিতা ॥
দশন দাড়িম্ব তোর রাতুল লোচন।
রাজার মহিষী যেন সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥
কিবা দেব গন্ধর্ব্বের হওত বনিতা।
কিবা নাগ কন্যা তুমি না জানি দেবতা ॥
ইন্দ্রের ঘরণী কিবা বরুণের নারী।
তোর রূপ গুণ ভেদ কহিতে না পারি ॥
সুদেষ্ণার বচন শুনিয়া যাজ্ঞসেনী।
কহিতে লাগিল পাছে আপন কাহিনী ॥ ১৪৯৭ (২)
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব না হই বিদ্যাধরী।
জাতিত মনুষ্য আমি কেশকর্ম্ম করি ॥
নানা গন্ধ তৈল আমি পিসো সুযতন।
দাসী কর্ম্ম করি আমি শুনহ বচন ॥
সত্যভামা আরাধিলো কৃষ্ণের মহিষী।
পাণ্ডুপত্নী আরাধিলো দ্রৌপদী রূপসী ॥ ১৫০০

আপন কণ্টক আহ্মি আপনি রোপিব
মৃত্যুয়ে ধরিলে যেন বৃক্ষ আরোহিব
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ
তেন মত দেখি আহ্মি তোহ্মার ধারণ
(বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট পুথি ৫৭ পত্র)

(১) তাহাদিগকে।

সৈরিন্ধ্রী আমার নাম দ্রৌপদী সে দিল।
তোমাক সেবিব হেন হৃদয় ভাবিল॥
এহি সে কারণে আইনু বিরাট নগর।
সত্য কথা কহো মুঞি তোমার গোচর॥
সুদেষ্ণায় বোলে তুমি শুন বর নারী।
মাথে করি তোমাকে রাখিতে আমি পারি॥
স্ত্রীসব দেখিলে তোক নারে পাসরিতে।
পুরুষে কিমতে ধৈর্য্য পারয়ে ধরিতে॥
রাজায় দেখিলে তোক মজিবেক মন।
বল করি ধরিবেক রাখিবেক কোন॥
আপন কণ্টক মুঞি আপনি করিব।
মৃত্তিকাতে বৃথবৃক্ষ আপনে রুপিব॥
কর্কটীর গর্ভ যেন মৃত্যুর কারণ।
তথা বিধি মানি আমি তোমার ধারণ॥
তোমাক রাখিলে আমি হৈব উদাস।
এথাত উচিত নহে তোমার নিবাস॥
দ্রৌপদী বলেন এবে শুন মহাদেবী।
শিশু কাল হইতে আমি গন্ধর্ব্বক সেবি॥
গন্ধর্ব্ব রাজার পুত্র পঞ্চ মহাজন।
সেই মোর পঞ্চ পতি কহিলো বচন॥ ১৫১০
মোক বল করে হেন আছে কোন জন।
কি করিতে পারে সে বিরাট মহাজন॥
কিন্তু মুঞি পরিহার মাগুহোঁ তোমাত।
না খাওঁ উচ্ছিষ্ট আর পাত্রে না দেওঁ হাত॥
এহি সবিশেষ কহি দ্রৌপদী রহিল।
সুদেষ্ণার কাছে দেবী আনন্দে থাকিল॥
নপুংসক বেশে আইলা ধনঞ্জয় বীর।
রাজার আগত গেল উন্নত শরীর॥ ১৫১৪
সবিনয় করিয়া পুছেন নরপতি।
পরিচয় দিল যে অর্জ্জুন মহামতি॥
নৃত্য গীতে কুশল জানিয়ে সর্ব্বকলা।
দৈবে নপুংসক আমি নাম বৃহন্নলা॥
কুমারী কুমার যত অন্তঃপুরনারী।
সঙ্গীত সাধিতে দিল আজ্ঞা অনুসরি॥
যুধিষ্ঠির পত্নীয়ে দ্রৌপদী বর বালা।
তাকে গুণবন্ত কৈলোঁ জানে নানা কলা॥
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত মন।
তত্ত্বে নপুংসক হেন জানিনু লক্ষণ॥
পাছে অন্তঃপুর মধ্যে তাক নিয়োজল।
উত্তরা কুমারী সাধাইতে আজ্ঞাদিল॥ ১৫২০
অশ্ব বৈদ্য নামে আইল নকুল কুমার।
সাবধানে পরিচয় দিল আপনার॥
অশ্ব বৈদ্য জানি আমি শুন নৃপবর।
গুণ দোষ সব আমি জানি যে অশ্বের॥
যুধিষ্ঠির রাজার আছিলো অশ্বপাল।
গ্রন্থিক যে নাম মোর শুন মহীপাল॥
তাকে রাজা নিযোজিল অধিকারে।
হেনমতে রহিলন্ত বিরাট নগরে॥
সহদেব গেল পাছে গোয়ালের বেশে।
আদরিয়া বিরাট রাখিল তাক শেষে॥
পাশা খেলি যুধিষ্ঠির পায় যত ধন।
নিভৃতে বাটিয়া খায় সব ভ্রাতৃগণ॥
অর্জ্জুনে পড়ায়া যত বস্ত্র ধন পায়।
নিভৃতত পঞ্চ ভাই বিবর্ত্তিয়া খায়॥
সহদেব নকুল যত দ্রব্য পায়।
পঞ্চ ভাই বিবর্ত্তিয়া গোপ্ত বেশে খায়॥
দ্রৌপদী যতেক দ্রব্য পায় অন্তঃপুরে।
নিভৃতে বাটিয়া খায় পঞ্চ সহোদরে॥
বড় বড় মল্ল আইসে রাজার গোচর।
এক এক মল্ল যেন পর্ব্বত শিখর॥ ১৫৩০

এক ভীমসেন তাক পাঠায় যমঘর।
তুষ্ট হৈয়া বহুধন দেয় নৃপবর॥

অথ কীচক বধ কথা।

এই মতে দশ মাস হৈল সম্পূর্ণ।
নৃপতির শালা নামে কীচক দুর্জ্জন॥
রাজ্যের পালক বিরাটের সেনাপতি।
একদিন দ্রৌপদীক দেখি পাপমতি॥
দ্রৌপদীক দেখিয়া কীচক হৈল ভোল।
অনেক কাকুতি করি বুলিতে লাগিল॥
ওয়া রূপ যৌবনে ভুলিল মোর মন।
দাসী হয়া নষ্ট কৈলা এরূপ যৌবন॥
ত্রিভুবন জিনি তুমি পরম রূপসী।
মোর যত নারী আছে হৈবে তোর দাসী॥
ভজ মোকে গুণবতী সমর্পয় প্রাণ।
পৃথিবীত নারী নাহি তোমার সমান॥
এতেক বুলিল যদি সিতো পাপাশয়।
দ্রৌপদী বুলিল তাক হৈয়া সংশয়॥
কীচকের বচন শুনিয়া বজ্রাঘাত।
দ্রৌপদী উত্তর দিল যেন ঝঞ্ঝাবাত॥
শুনরে নির্লজ্জ আমি হই পরনারী।
আমার সৈরিন্ধ্রী নাম কেশকর্ম্ম করি॥ ১৫৪০
প্রাণ সম বনিতা আছয়ে তোর ঘরে।
ধর্ম্মপথ অনুসরি পাপ কর্ম্ম করে॥
পরনারী না হরিবা বুলি মিথ্যাবাণী।
পরপুরুষের গুণ পুরাণে বাখানি॥
অপযশ না করিহ যশ পরিহরি।
ধর্ম্মপথ না ছাড়িহ অন্য মন করি॥
বিশেষ আমার পতি এ পঞ্চ গন্ধর্ব্ব।
আপনাকে না বুঝিবা বীর হেন গর্ব্ব॥
অকারণে নাশ পাইবা গন্ধর্ব্বের হাতে।
ক্রোধ হৈলে গন্ধর্ব্ব এড়াইবা কোন মতে।
সবান্ধবে নাশ পাইবা কিসের কারণে।
অতএব বলি তোক থাক এহি মানে॥
দ্রৌপদীর শুনিয়া নিষ্ঠুর বাক্যজাল
কীচকের কর্ণে যেন প্রবেশিল শেল॥
সুদেষ্ণা ভগিনী তার বিরাটের নারী।
তাহাকে কহিলো গিয়া অনেক সাদরী॥ ১৫৪৮
যদি মুঞি না পাও সৈরিন্ধ্রী রূপবতী।
কি মোর জীবনে কার্য্য কি মোর বসতি॥
বিষ খায়া ভগিনী মরিব তোর আগে।
তোমার উপরে যেন ভ্রাতৃবধ লাগে॥ ১৫৫০
এত শুনি সুদেষ্ণা চিন্তিত বড় হৈল।
কীচকের আগেত সঙ্কেতে কথা কৈল॥
পাঠাইব তোর ঠাঞি মধু আনিবারে।
সযত্নে থাকিহ তুমি আপনার ঘরে॥
শুনিয়া কীচক গেল আপনার পুরে।
ক্ষণেকে সৈরিন্ধ্রী গেল সুদেষ্ণা গোচরে॥
সুদেষ্ণা বলেন যাহ হাতে পাত্র লয়া।
কীচকের ঘর হৈতে মধু আন যায়া॥
সৈরিন্ধ্রী বলেন আমি মাগি পরিহার।
সহজে নির্লজ্জ পাপী কীচক দুর্ব্বার॥
আর জনা যাওক তথা না পাঠাও মোক।
মোর অপমানে পাছে পাইবা মহাশোক॥
সুদেষ্ণা বোলয়ে তুমি না করিহ ভয়।
আমি পাঠাইলে তোর না হৈব সংশয়॥
সুদেষ্ণার বচনে সৈরিন্ধ্রী চমকিল।
হাতে সুবর্ণের পাত্র কাঁদিয়া চলিল॥
সূর্য্য উপস্থানেত সে দ্রৌপদী মাগে বর।
আমাত নিসক্ত হৌক কীচক বর্ব্বর॥

সেহিক্ষণে প্রসন্ন হৈলন্ত দিবাকর।
রাক্ষস রক্ষক তার দিলন্ত সত্বর ॥ ১৫৬০
অন্তরীক্ষে যায় তবে রাক্ষস দুর্ব্বার।
দ্রৌপদী পরম সুখে হৈল আগুসার ॥
হাতে পাত্র করি যান কীচকের আগে।
বনে মৃগ ধরিতে মৃগেন্দ্র যেন জাগে ॥
কীচকের আগে যদি সৈরিন্ধ্রী গেইল।
সাগর তরিতে যেন ঘাটে নৌকা পাইল ॥
আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কীচকে বলে বাণী।
সুপ্রভাত হৈল মোর আজির রজনী ॥
সুবর্ণের মালা পর সুবর্ণের হার।
গজ মুকুতাক পর নানা অলঙ্কার ॥ ১৫৬৫
নানা আভরণ পর বসন ভূষণ।
কেউর কঙ্কন পর হাতের কর্ত্তন ॥ (১)
সৈরিন্ধ্রী বোলেন বাণী তৃষ্ণায় আকুল।
ঝাণ্টেদেহ মধু আনি চলিয়ে সকাল ॥
না শুনিল কীচক দুরন্ত মহাপাপী।
সৈরিন্ধ্রীর ধরিল দক্ষিণ কর চাপি ॥
হাত এড়ি বসনেক ছোড়ায় তখনে।
বসন ছোড়ায়ে দেবী এড়াইল সন্ধানে ॥
মহা বেগে সাবটি ধরিল আর বার।
রাক্ষসের বলে দেবী মারিল আছাড় ॥ ১৫৭০
কীচক পড়িল ভূমে যেন বৃক্ষ গাছ।
পুনরপি ধাইল যেন সাচান, বলি মাছ ॥
আরবার ধরিলেন ধূলায় ধূসর।
ভর্চ্চিতে ভৰ্চ্চিতে দেবী ঠেলে বহুদূর ॥
আছাড় পড়িল বীর অবসাদ হৈয়া।
বিরাটের সভা দ্রৌপদী গেল ধায়া ॥

সভাত আছয়ে যুধিষ্ঠির বৃকোদর।
কীচক ধরিল গিয়া তাহার ভিতর ॥
রাজার সম্মুখে ধরি মারিলন্ত লাথি।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় ভীম মহারথী ॥
মহা কম্পমান হৈল অরুণ লোচন।
নিবারিল যুধিষ্ঠির অঙ্গুলি চালন ॥
কান্দয়ে দ্রৌপদী দেবী অরুণ নয়ানে।
গালি পাড়ে রাজাক শুনয়ে সর্ব্বজনে ॥
যাহার দৃষ্টিত হয় বৈরীর সংহার।
তাহার পত্নীক মারে চরণ প্রহার ॥
যাহার অস্ত্রের তেজে পৃথিবী সংহারে।
তার পত্নী সূতপুত্রে বিড়ম্বন করে ॥
হেন সে অধর্ম্ম সভা বিরাট নৃপতি।
অগ্রতে মারিল মোক কীচক দুর্ম্মতি ॥ ১৫৮০
রাজা হয়া রাজ ধর্ম্ম পালিতে না পারে।
ধর্ম্ম শাস্ত্র বহির্ব্বুদ (বহির্ভূত) অধর্ম্ম আচরে ॥
তুমি রাজা কেমত কীচক অধিকারী।
সভা সদে অধর্ম্মক করে সবে বেড়ি ॥
ডাঙ্গর ধর্ম্মক হেন দেখি এ সভাতে।
রাজা হৈয়া না বুঝন্ত কহিব কাহাতে ॥
তোমার অগ্রত মোক করে অপমান।
তোমার রাজ্যে ত দেখি কীচকে প্রধান ॥
হেন মতে সৈরিন্ধ্রী সভাতে পারে গালি।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় ভীম মহাবলী ॥
লজ্জায় বিরাট রাজা দিলেন উত্তর।
প্রথমে কলহ নহে আমার গোচর ॥
না বুঝিয়া কেন মতে করি নিবর্ত্তন।
অবসানে করিব কলহ নিবারণ ॥
এহি মতে সভায় সৈরিন্ধ্রী প্রশংসিল।
সাধু সাধু বলি সভাসদে আশ্বাসিল ॥

---

(১) অলংকার বিশেষ সাধারণ কথায়—'কাত্‌নি' বলে।

ক্রোধে যুধিষ্ঠির তাক বুলিলন্ত ঠাই।
সৈরিন্ধ্রীক প্রসঙ্গিয়া অনেক বুঝাই॥
চলহ সৈরিন্ধ্রী তুমি সুদেষ্ণার কাছে।
পঞ্চপতি গন্ধর্ব্ব যথাত তোর আছে॥ ১৫৯০
তারা সবে দেখি আছে তোর পরাভব।
কাল পাইলে যথা শক্তি উদ্ধরিব সব॥
আপনে সৈরিন্ধ্রী তুমি না বুঝ আশয়।
কেনে উপদ্রব কর রাজাক নিশ্চয়॥
তোর প্রীত করাইব গন্ধর্ব্ব পঞ্চপতি।
বেশ্যার সদৃশ কেন কাঁদ গুণবতী॥
প্রবোধিয়া সৈরিন্ধ্রী গেলেন অন্তঃপুরে।
যায়া সব কহিলেন সুদেষ্ণা দেবীরে॥
সুদেষ্ণার স্থানে দেবী কৈল সব কথা।
শুনিয়া সুদেষ্ণা দেবী হেঁট কৈলমাথা॥
যেন মতে আমাক ধরিল তাঞে কেশে।
মরিবে কীচক জান তেমত বিশেষে॥
পঞ্চ মোর গন্ধর্ব্ব আছয়ে নিজপতি।
শুনিলে কীচক মারিবেন শীঘ্রগতি॥
এই বলি দেবী পাছে নিঃশব্দ হৈল।
রজনীত নিদ্রা নাহি একেশ্বরে রৈল॥
নীচ জন পরাভব শরীরে না সয়।
মহামন কষ্ট করে নিদ্রানাহি হয়॥ ১৫৯৯
তবে সেই রাত্রিত সকলে নিদ্রাগেল।
একেশ্বরে দ্রৌপদী ভীমের ঘরে আইল॥ ১৬০০
জাগাইয়া ভীমসেন ভর্চ্ছিল বিস্তর।
মৃগ হেন নিদ্রা যাও ব্যথা নাহি তোর॥
সূতপুত্র সভা মাঝে ধরিলন্ত কেশে।
কোন সুখে তোমার শয্যাত নিদ্রা আইসে॥
মহা দুঃখ করি কৈল দ্রৌপদী সুন্দরী।
শয্যা হৈতে ভীমসেন উঠিল সত্বরি॥

মৃগরাজ যেন ধরি মৃগেন্দ্রিক তুলি লৈল।
দুই হাতে ধরি তাক তুলিয়া বসাইল॥
তোমার অপ্রীতি মোক করে অপমান।
স্বামী যার জীয়ে তার দুঃখ এ বন্ধন॥
মোর প্রাণে না ধরে কীচকে পারি মারে।
হেন অপমান মোর না সহে শরীরে॥
এহি মত ভীমসেনে আছিল সম্বাদ।
পূর্ব্বের রহস্য যেন আছিল বিবাদ॥
আশ্বাসিয়া তাহাক বোলয়ে ভীমসেন।
আমি তাক মারিব বিদিত নহে যেন॥
কালি তাক প্রীত করি কহিও কথন।
সত্যে করি মুঞি তাক করিব নিধন॥
নর্ত্তক শালাত যথা পড়ে শিশুগণ।
রাত্রি যোগে সেহি ঘরে থাকিব নির্জ্জন॥ ১৬১০
তাহাতে করিও শয্যা অতি মনোহর।
নানা পুষ্পে সুবাসিত দেখিতে সুন্দর॥
তাক বল করি পঠাব যম ঘর।
ক্রোধ পরিহরি যাহ সুদেষ্ণা গোচর॥
দ্রৌপদী চলিয়া গেল সুদেষ্ণার ঘরে।
ক্রোধ চিত্তে তথাতে রহিল বৃকোদরে॥
আরদিন দ্রৌপদী কীচকে দরশন।
সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া পাপী বুলিল বচন॥
রাজার সভাতে পরাভব কৈলোঁ তোক।
নিবেদন কৈলা রাজা কি করিবে মোক॥
মোর বাহুবলে রাজ্য ভজেন নরপতি।
বিপক্ষ মারিয়া দেওঁ মুঞি তার গতি॥ ১৬১৬
ভজমোক গুণশালী তুষ্টকর প্রাণ।
ত্রিভুবনে নারী নাহি তোমার সমান॥
কীচকের বাক্য শুনি হাসিয়া বলিল।
ভীম উপদেশ কথা কপটে কহিল॥

রাত্রি হৈলে শূন্যময় থাকে নৃত্যশালা।
রাত্রি যোগে আসিয়া ভুঞ্জিবা রতিকলা॥
এসব বৃত্তান্ত যদি জানে অন্য জনে।
গন্ধর্ব্বের ঠাঁই তবে মরিবা পরাণে॥ ১৬২০
সৈরিন্ধ্রীর বচন শুনিঞা ততক্ষণ।
কীচকের শুনিয়া হরিষ হৈল মন॥
উঠি বসি কথমপি দিবস গঙাইল।
দিনমণি অস্তগেল সন্ধ্যা আসি হৈল॥
নানা অলঙ্কার পরে অতি মনোহর।
নানা গন্ধ সুবাসিত পরম সুন্দর॥
মদনে মোহিত হৈল কীচক দুর্ম্মতি।
ভীমক জানাইল দেবী যায়া শীঘ্রগতি॥
রন্ধন ঘরেত যায়া ভীমক জানাইল।
শুনিয়া রুষিল ভীম গজেন্দ্র ধাইল॥
আগে গেল ভীম সেন সেহি শূন্য ঘরে।
পাছে যায় কীচক পরিয়া অলঙ্কারে॥
শয্যাত শয়নে আছে ভীম একেশ্বরে।
জাগন্ত গজেন্দ্র যেন মৃগ ধরিবারে॥
যায়া গায়ে হাত দিল কীচক বর্ব্বর।
তথাপি না চিনে সে পুরুষ কলেবর॥
মদনে মোহিত চিত্ত বুলিল হাসিয়া।
বহু ধন রাখিয়াছি তোমাক লাগিয়া॥
স্ত্রীলোকের আমাক দেখিলে হরে চিত্ত।
পত্নী সবে আমাক প্রশংসে নিত্য নিত্য॥ ১৬৩০
অন্ধকারে ভীমসেন কহিল উত্তর।
আপনা প্রশংসা করে শুনরে বর্ব্বর॥
মোর অঙ্গ পরশি আনন্দ হৈল ভোলে।
হেন সুখ নাহি পাও তুমি কোন কালে॥
বড় হবিগ্রহ (১) তুমি বুঝিবো লক্ষণে।
ওয়ে হেন পুরুষ নাহিকে ত্রিভুবনে॥ ১৬৩৩
এহি বুলি ভীমসেন উঠে লাফ দিয়া।
আগ হয়া কীচকের বোলয় গর্জ্জিয়া॥ ১৬৩৪
আজি তোক মারিয়া লোটাব পৃথিবীত।
তোর ভগ্নি আজি যেন দেখি হয় ভীত॥
আজি তোক মারিয়া পাঠাইব যম ঘরে।
নিচিন্তে রহয় যেন সৈরিন্ধ্রী নগরে॥
এহি বুলি চুলে তার ধরে বৃকোদর।
সিংহ যেন মৃগ ধরে বনের ভিতর॥
মহাবীর কীচক এড়াইল লাফ দিয়া।
হৃদয় বিদারী তার মুর্দ্ধাস্ফোট দিয়া॥
মহামানী বৃকোদর সেখায়ো সহিল।
মহা মুষ্টিঘাতে পুন তাহাক তাড়িল॥
ঘাও সহি কীচক সে উঠিল গর্জ্জিয়া।
পাণ্ডবের দুই হাত ধরিল চাপিয়া॥ ১৬৪০
মহা পরাক্রমী যুদ্ধ করে দুই বীরে।
দুই বীরে পরাক্রম করিল বিস্তরে॥
মহাবীর কীচক ভীমক ধরে বলে।
দুই হাত ধরি তাকে পাড়ে ভূমিতলে॥
মহাবেগে ভীমসেন উঠে লাফ দিয়া।
মহা মুষ্টি ঘাও মারে হৃদয় চাপিয়া॥
সিতো ঘাও সহিল কীচক মহাবলে।
ক্ষেণেক সম্বিত (২) পায়া উঠিল সেকালে॥
দুই বীরে মহাযুদ্ধ দেখি সমতুল।
মহাক্রোধে ভীমসেন গর্জ্জিয়া বিপুল॥
সেই বেগে কীচক ধরি বৃকোদর।
মুর্দ্ধাস্ফোট মারি তাক করিল কাতর॥

(১) দুষ্ট প্রকৃতি
(২) সম্বিদ—জ্ঞান

মহা কোপদৃষ্টে কেশ ধরি ভীমসেন।
অতি কোপে সিংহে গজেন্দ্রক ধরে যেন ॥
চুলে ধরি পাকায়ন্ত কুমারের চাক।
দুর্গতি করিয়া মারে কীচক বিপাক ॥
এই মুখে করিলা সৈরিন্ধ্রী উপহাস।
এই বুলি ভীমসেন তাড়ে আস পাশ ॥
বিপরীত লাথি মারে করি তিরস্কার।
বৃকোদরে করিলন্ত কীচক সংহার ॥ ১৬৫০
হস্তপদ মস্তক শরীরে প্রবেশাইল।
অস্থি মাংস চূর্ণ করি একত্রে মিশাইল ॥ ১৬৫১
মাংসপিণ্ড করি যেন ফেলিলন্ত ঘরে।
অগ্নি জ্বালি দেখাইল দেবী সৈরিন্ধ্রীরে ॥
শত্রু মারি গেল ভীম রন্ধনের ঘর।
সৈরিন্ধ্রীর মনে হৈল আনন্দ বিস্তর ॥
পরনারী হরিবার চান্ত দুষ্টমতি।
অধর্ম্মের ফলে হৈল এতেক দুর্গতি ॥
রাজগৃহে মনুষ্য নিদ্রায় অচেতন।
একেশ্বর সৈরিন্ধ্রী বোলেন ঘনে ঘন ॥
মারিল গন্ধর্ব্বে যে কীচক সেনাপতি।
নৃত্যকশালাত পড়ি আছে দুষ্টমতি ॥
পরনারী হরিতে আসিল দুরাচার।
পাইয়া গন্ধর্ব্বে প্রাণ হরিল তাহার ॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য শুনি রক্ষক ধাইল।
নৃত্যকশালাত গিয়া মাংস পিণ্ড পাইল ॥
সকলে জানাইল গিয়া পুরীর ভিতরে।
এক শত ভাই তার কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥
জ্ঞাতি সব কান্দে মরা কীচক ধরিয়া।
রহি চাহে দ্রৌপদী স্তম্ভে আড় হয়া ॥ ১৬৬০
সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া পাছে ধায় সর্ব্বজন।
মারিল কীচক বীর ইহার কারণ ॥
কোথা হৈতে কালরাত্রি হৈল প্রবেশ।
পড়িল কীচক বীর শূন্য হৈল দেশ ॥
ঝাণ্টে যাহ নৃপতির লয়া অনুমতি।
সৈরিন্ধ্রী পুড়িয়ে নিয়ে কীচক সংহতি ॥
ইহার কারণে ভাই হৈল পরলোক।
সৈরিন্ধ্রী পুড়িলে গুছে হৃদয়ের শোক ॥
বলবন্ত মহামানী কীচক সম্প্রতি।
সৈরিন্ধ্রী পুড়িতে আজ্ঞা দিল নরপতি ॥
কান্ধে করি নিলেন কীচক জ্ঞাতিগণে।
সৈরিন্ধ্রীক বান্ধি যে চলয়ে তার সনে ॥
মহা আর্ত্তনাদে দেবী করয়ে বিলাপ।
তাপের উপরে মোর হৈল উগ্রতাপ ॥ ১৬৬৭
বিজয় জয়ন্ত জয়সেন শঙ্কর্ষণ।
জয় নামে পঞ্চপতি শুন মহাজন ॥ ১৬৬৮
ধনুর শব্দ যার বজ্রের টঙ্কার।
পৃথিবী কম্পায় আর সাগর অপার ॥
হেন মোর পতি পঞ্চ পরম দুর্জ্জয়।
হেন স্বামী থাকিতে আমার কাক ভয় ॥ ১৬৭০
এই বুলি সৈরিন্ধ্রী ডাকয় উচ্চৈঃস্বরে।
রন্ধন ঘরেত থাকি শুনে বৃকোদরে ॥
মহাক্রোধ হয়া বীর হৈল বাহির।
মহা ভয়ঙ্কর করি বাড়াইল শরীর ॥
মহা ক্রোধে উখাড়িল ধরি শালগাছ।
দশ তাল দীর্ঘ গেল শ্মশানের কাছ ॥
জ্ঞাতি সব তাহার শতেক সহোদর।
কীচক বেড়িয়া যায় শ্মশান ভিতর ॥
আসিল গন্ধর্ব্ব বীর শ্মশান নিয়ড়ে।
দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী এড়ি পলায়ন রড়ে ॥
সৈরিন্ধ্রীর দুঃখ দেখি করয়ে গর্জ্জন।
গাছ ফেলি মারিলেক একশত জন ॥

সৈরিন্ধ্রীক সম্বোধিয়া গেল বৃকোদর।
তথাতে গেইল সঙ্কোচিত কলেবর॥
সৈরিন্ধ্রী হরিষে গেল পাছে অন্তঃপুরে।
সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া সবে পলাইল ডরে॥
মহাদেবী গণে তাক করন্ত সাদর।
সুদৃষ্ণায় মান্য তাক কৈল বহুতর॥
সবান্ধবে পড়িল কীচক সেনাপতি।
শুনিঞা চিন্তিত হৈল বিরাট নৃপতি॥ ১৬৮০

সুশর্ম্মা রাজাকর্ত্তৃক গোধন হরণ।

এহি মতে পাণ্ডু পুত্র পঞ্চ সহোদরে।
অজ্ঞাতে আছন্ত তারা বিরাটের ঘরে॥
হস্তিনা পুরীত রাজ্য করে দুর্য্যোধন।
স্থির চিত্ত নাহি তার ব্যাকুলিত মন॥
পৃথিবী বিচার করে দিয়া চরগণ।
পাণ্ডবের না পায়া কোন স্থান॥
চরে গিয়া কহিলেন সব বিবরণ।
নানা রাজ্য বিচারিনু বন উপবন॥
কোথাও না পাইল একো পাণ্ডব উদ্দেশ
বিরাট নগরে মাত্র শুনিলো বিশেষ॥ ১৬৮৫
মহাশোকে আছয় বিরাট নরপতি।
মারিল গন্ধর্ব্বে যে কীচক সেনাপতি॥
অনুদ্দিশ পাণ্ডব শুনিঞা দুর্য্যোধন।
বিকৃতি বিজ্ঞানে তার হরিল চেতন॥
দ্রোণ কৃপ কর্ণ আর বিদুর সুমতি।
যথোচিত মনে শান্তাইল নরপতি॥
হেন কালে সুশর্ম্মা দূত গেল তথা
জোড়হাতে কহে গিয়া বিরাটের কথা॥
কীচকে করিল যে বিস্তর অপকার।
এহি যে সময় তাক করিয়ে সংহার॥ ১৬৯০

সিতো মহারাজা মোর বড় অপকারী।
ভাঙ্গিলেক দেশ মোর উচ্চাটন করি॥
সময় পাইলে শত্রু করিয়ে সংহার।
হেন উপদেশ শাস্ত্রবিধি ব্যবহার॥
বহু ধন ধান্য পাব বহু রত্ন মান।
বহু রাজ্য পাব আর বহুত গোধন॥
সুশর্ম্মার বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন।
কর্ণবীর সম্বোধিয়া বুলিল বচন॥
সময়ে পাইলে শত্রু করিয়ে নিধন
নীতি শাস্ত্রে কহে হেন মুনির বচন॥
দুর্য্যোধন আজ্ঞায় সাজিয়া সামরাজ
রথ গজে আসিল নৃপতি হিতকাজ॥
কুরুগণ সহিতে ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
সমাবেশ করিয়া আসিল শীঘ্রগতি॥
গজ বাজী ধ্বজ্জ ছত্র রথ রথী লয়া।
বেড়িল দক্ষিণ দিশ মৎস্য দেশ যায়া॥
আসিল ত্রিগর্ত্ত সেনা লিখিতে না পারি।
গোপগণ মারিয়া গোধন নিল হরি॥
ধায়া গিয়া সব গোপে নৃপ আগে কয়ে।
গজেন্দ্র খেদিলে যেন মৃগেন্দ্র পলায়ে॥ ১৭০০
সেনাপতি ত্রিগর্ত্ত সুশর্ম্মা মহাশয়।
লয়া যায় গোপ ধেনু কহিনু নিশ্চয়॥
এহি শুনি মৎস্য রাজা সাজিল আপনে।
সেনাপতি সাজিল অদ্ভুত বীরগণে॥ ১৭০২
রাজপুত্র সাজিল সাজিল সহোদর।
শতানিক মদানিক দুই ধনুর্দ্ধর॥
পাছে রাজা চিন্তিয়া মনেত কৈলসার
পাণ্ডব দেখিয়া দিব্য পুরুষ আকার॥
কঙ্ক যে বল্লভ আর অশ্বের গোপাল।
মোর মনে লয় এহি যুঝিবেক ভাল॥

মহাবাহু গজস্কন্ধ এহি চারিজন।
সামান্য মনুষ্য নহে বীরের লক্ষণ ॥
দিব্য রথ কবচ বিচিত্র পরিধান।
এ চারি জনাকে দেহ অস্ত্রসন্নিধান ॥
রাজার কনিষ্ঠ ভাই শতানিক নাম।
নৃপের আদেশে দ্রব্য দিল অনুপাম ॥
দৈবে এক বৎসর অজ্ঞাত বাস গেল।
সেহি দিনে বর্ষ তার সম্পূর্ণ হৈল ॥
হরষিত চারি ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
হাতে স্বর্গ পাইল যেন প্রসন্ন বদন ॥ ১৭১০
যুধিষ্ঠির ভীম যে নকুল সহদেব।
রথত চড়িল যেন চারি গোটা দেব ॥
সবে যোদ্ধা মহাবল সবে মহাবীর।
রাজাক বেড়িয়া যায় নির্ভয় শরীর ॥
বিরাট নৃপতি যবে সর্ব্বাঙ্গে সাজিল।
অন্ধকার গগণ পৃথিবী টলবল ॥
অব্যয়ে সহস্র রথ সহস্রেক রথী।
সতেক সহস্র অশ্ব সহস্রেক হাতী ॥
এক বৃন্দ সেনালয়া গেল নৃপবর।
প্রভাতে পাইল গিয়া দিবস অন্তর ॥
তথা আছে ত্রিগর্ত্ত স্থশর্ম্মা নৃপবর।
তথাতে সাজিয়া গেল রাজা মহীধর ॥
দুই দলে মহাযুদ্ধ হৈল বিশাল।
যেন দেবাসুরে যুদ্ধ হৈল পূর্ব্বকাল ॥
গজ বাজী ধ্বজ যে পদাতি সারিসারি।
দুই দলে হৈল যুদ্ধ লক্ষিতে না পারি ॥ ১৭১৮
রক্তে নদী বহিল যে মাংসে যে কর্দ্দম।
দুই দলে বিরোধ সাক্ষাতে যেন যম ॥
বিরাটের দুই ভাই সমরে প্রচণ্ড।
শতানিক মদানিক যেন কাল দণ্ড ॥ ১৭২০
দুই ভাই প্রবর্ত্তিল ত্রিগর্ত্তের দলে।
অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করি কাটিল সকলে ॥
চারি শত বীর মারে মদানিক বীরে।
আর যত সৈন্য পৈল লিখিবন্তু কারে ॥
বিরাটের পুত্র মারে অশ্ব একশত।
প্রধান প্রধান মারে গজেন্দ্র মহত ॥
ক্রোধ হৈল স্থশর্ম্মা হাতেত লৈল চাপ।
সৈন্য সব ভাঙ্গিল দেখিয়া লাগে তাপ ॥
রণমাঝে বিরাটক ডাক দিয়া কয়।
তুমি আমি যুঝিব দেখুক সর্ব্বথায় ॥
অহঙ্কারে বিরাট হাতেত লৈল বাণ
দুইবীরে মিসামিসি অগ্নির সমান ॥
নানা অস্ত্র করে দুই শুনিয়ে নির্ঘাত।
অস্ত্র সব তেজে যেন হৈল ঝঞ্ঝাবাত ॥
দুইবীর গদা লৈল দেখি চমৎকার।
নাভি অধঃ নাহি নামে গদার প্রহার ॥
দুই হাতে গদা মারে বিরাটের মাথে।
গদার প্রহারে রাজা পৈল নিজ রথে ॥
অচেতন হৈল রাজা রথের উপর।
সৈন্য সব ভঙ্গ দিল এড়ি নৃপবর ॥ ১৭৩০
গলাত কাপড় বান্ধি তুলি নিজ রথে।
বান্ধি লয়া যায় তাক পাঞ্চালের পথে ॥
মহা সিংহ নাদ করে পদাতি সকল।
দেখিয়াত যুধিষ্ঠির হৈল বিকল ॥
এতদিন আছিলাম রাজার সমীপ।
জিউ দিয়া পুষিলন্ত না জানিলো তাপ ॥
উপকার শুধিবার এহি সে সময়।
চল ভীম আন গিয়া বিরাট নিশ্চয় ॥
এতেক শুনিল যবে ভীম মহাবল।
হাতে গদা লয়া যায় রণে অবিকল ॥ ১৭৩৫

তার পাছে নকুল চলিল ধনুধরি।
সহদেব যায় যেন বিক্রমে কেশরী॥ ১৭৩৬
ডাক দিয়া সুশর্ম্মারে বলে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজা হয়া পালাইস কেনরে বর্ব্বরে॥
শুনিয়া রহিলা সে সুশর্ম্মা নরপতি।
নানা অস্ত্র করিলেন ভীমের সংহতি॥
দেখিয়াত ভীমসেন হাতে লৈল চাপ।
আর নানা অস্ত্রেবীর করে বীর দাপ॥
চারি বাণে চারি ঘোড়া কাটে ভীমসেন
দুই বাণে কাটিল হাতের ধনু খান॥ ১৭৪০
সারথির মাথা কাটি পাড়িল ভূমিত।
বিরথী, হৈল রাজা চাহে চারিভীত॥
রথ হৈতে লাফ দিল বিরাটনরপতি।
পলায় সুশর্ম্মা রাজা যুদ্ধেত সম্প্রতি॥
পলাইয়া যায় যে সুশর্ম্মা নরবরে।
দেখিয়াত ভীমসেন বলে উচ্চৈঃস্বরে॥
ক্ষেত্রিকুলে জন্ম হয়া প্রাণের কাতর।
কোন মুখে পলাইস শুনরে বর্ব্বর॥
কোথা গেল সিংহনাদ বাদ্য দড়মড়ি।
কোথা গেল অখন পাইকের হুড়াহুড়ি॥
এই মুখে আইলা নিতে গোধন হরিয়া।
মরিতে আইলা এথা বিরাট ধরিয়া॥
এহি শুনি ফিরিল সুশর্ম্মা নৃপবর।
হাতে গদা ধরি যায় ভীম মারিবার॥
দোহাতীয়া বাড়ি মারে ভীমের উপর।
গদা সহি ভীমে উখাড়িল তরুবর॥
গাছ ফেলি মারিলেন সুশর্ম্মার মাথে।
লাফ দিয়া সুশর্ম্মা ধরিল বাম হাতে॥
সেহ ঘাও সহিল সুশর্ম্মা নরপতি।
মহাক্রোধে শিলা তুলি সুশর্ম্মা সম্প্রতি॥ ১৭৫০
শিলা ফেলি মারিলেক ভীমের উপরে।
চূর্ণ হৈল শিলা গোট বাজি কলেবরে॥
গদার প্রহার মারে সুশর্ম্মার মাথে।
মোহ গেল সুশর্ম্মা পড়িল পৃথিবীতে॥ ১৭৫২
ধায়া গিয়া ধরিলেন ভীম মহাবল।
চুলে ধরি লাথি মাথে বিস্তর মারিল॥ ১৭৫৩
হাতে গলে বান্ধি তাকে রথে করি নিল।
এহি মতে যুধিষ্ঠির রাজাআগে দিল॥
এড়ি দিতে আজ্ঞা তাক দিল নরপতি।
অধর্ম্ম করিলে হয় এতেক দুর্গতি॥
এহি বুলি বস্ত্র দিল রাজ অভরণ।
অনুব্রজি এড়ি দিল পবননন্দন॥
দেখিয়া বিরাট রাজা ত্রাস উপজিল।
গোপ্তবেশে কোন দেব আসিয়া মিলিল॥
না হয় মনুষ্য চারি বুঝিলো লক্ষণ।
মহা নম্রে তারে রাজা করেন স্তবন॥
তোমার প্রসাদে রাজ্য তুমি মোর গতি।
আজি অভিষেক কৈলো রাজ্যক সম্প্রতি॥
তোমার প্রসাদে মোর রহিল জীবন।
তুমি মোর প্রাণদাতা বন্ধু ইষ্ট জন॥ ১৭৬০
এহি শুনি বলিলেন রাজা যুধিষ্ঠির।
বৃদ্ধরাজ ধার্ম্মিক বিরাট মহাবীর॥
এত কাল আছি লাঙ্ তোমার নিবাস।
জিউ দিয়া পুষিলা না জানি উপবাস॥
তে কারণে যুঝিলো তোমার উপকারে।
দূত পাঠাইয়া দেহ পুরীর ভিতরে॥
জান দেহ যুদ্ধক জিনিল নৃপবরে।
রজনী বঞ্চিল তথা সব বীর বরে॥
নানা রঙ্গ কৌতূকেত রজনী বঞ্চিল।
দক্ষিণ গোগৃহ কথা কবীন্দ্রে কহিল॥

শুনিয়োক সর্ব্বজন এড় আন কাম।
পাতক ছাড়োক ডাকি বোল রাম রাম ॥ ১৭৬৬

অথ কৌরবগণকর্ত্তৃক বিরাটের উত্তর গোধন হরণ।

রাজ্যের দক্ষিণ ভাগে সুশর্ম্মা আইল তবে
তাহাতে বিরাট গেল চলি।
তখন কৌরবপতি দুর্য্যোধন মহামতি
আছিল উত্তর দিগ লুটি ॥ ১৭৬৭
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দুর্ম্মুখ যে দুঃশাসন
অশ্বত্থামা সৌবল নন্দন ॥
চিত্র সেন সোমদত্ত দুই বীর মহামত্ত
লৈবার আসিল গোধন ॥ ১৭৬৮
দেখিয়া গোয়ালগণ কাড়ি নৈল গোধন
এ ষাটি সহস্র নিল গাই।
ভাঙ্গিল সকল গ্রাম না থুইল গোপনাম
ধন ধান্য অগ্নি দিল ধাই ॥ ১৭৬৯
গোয়াল মণ্ডলে ধায় ভিতর মহলে যায়
কেহ নাহি পুরীর ভিতরে।
রাজপুত্র অনুপাম উত্তর যাহার নাম
তাহাক দেখিল অন্তঃপুরে ॥ ১৭৬০
গোপে কহে জোড় হাত শুন তুমি মৎস্য নাথ
কুরুবলে ভাঙ্গিলেক দেশ
আছিল গোধন যত হরিয়া নৈলেক সব
গোপগণে মারিল বিশেষ ॥ ১৭৭১
যদি চাহ নিজ দেশ কর তবে অনুযোগ
যদি রাজ্য রাখিবারে মন।
ঝাণ্টে চল নৃপবর কৌরব সংহার কর
তুমি মোক্ষ নৃপতি নন্দন ॥ ১৭৭২
সবাত গৌরব করি রাজায়ে প্রশংসা করি
তোমাকে করিব রাজ্যপাল।
ঝাণ্টে চল নৃপবর বিপক্ষ মর্দ্দন কর
তুমি বীর চলহ সকাল ॥ ১৭৭৩
গোপের বচন শুনি রাজপুত্র মনেগুণি
রথ আছে নাহিক সারথি।
নষ্ট হৈল সর্ব্বকাজ কেমতে রাখিব রাজ
চিন্তয়ে উত্তর মহামতি ॥ ১৭৭৪
উত্তর কুমারে বোলে কি করিবে কুরুবলে
মুহূর্ত্তেকে পারোঁ সে মারিতে।
একবার হৈল রণ বেড়িল বিপক্ষগণ
না পারিল সারথি রাখিতে ॥ ১৭৭৫
যোগ্য পাই একজনা যে জানে সারথিপানা
তবে ত রাখিতে পারি গরু
আসি আছে শত্রুগণ যাইয়া করিব রণ
নিমিষে জানিতে পারে কুরু ॥ ১৭৭৬

অথ কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে উত্তরের গমন।

উত্তরের বাক্য শুনি দ্রৌপদী বোলন্ত পুনি
শুন হে বিরাট পুত্ররাজ।
পাঠাইব রণস্থল দেখাইয়ো কুরুবল
মর্দ্দিবেক সব কুরুরাজ ॥ ১৭৭৭
শুন হে উত্তর শ্যাম বৃহন্নলা যার নাম
তাকে আনি করহ সারথি।
দহিল খাণ্ডব বন সারথি হইয়া পুন
ইন্দ্রক জিনিল মহারথী ॥ ১৭৭৮
আমি জানি সব তত্ত্ব বৃহন্নলা মহা সত্ত্ব
আনিয়া সারথি কর তবে।
তোমার ভগিনী বালা আন ডাকি বৃহন্নলা
এক রথে জিনিবন্ত সবে ॥ ১৭৭৯
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য শুনি আনিল ভগিনী পুনি
উত্তরা কুমারী যশস্বিনী।

নানা অলঙ্কার পরি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
হেন শুনি চলিলা আপনি ॥ ১৭৮০
চিন্তে পাছে ধনঞ্জয় বৎসর অজ্ঞাত যায়
শুভদিন হৈল উদয়।
উত্তরা কুমারী দেখি কে সে আইলা শশীমুখী
সারথি হৈতে মোক কয় ॥ ১৭৮১
নৃত্য গীত বাদ্য কলা তাহাতে আমার মেলা
কোন কালে যুদ্ধ নাহি জানি।
এতেকে উত্তরা পুনি বৃহন্নলা বোলে বাণী
কেনে গুরু ভাণ্ডিলে আপনি ॥ ১৭৮২
দহিল খাণ্ডব বন ধনঞ্জয় মহাজন
সারথি যে করিল তোমারে।
দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী কয় উত্তরের মনে লয়
তে কারণে পাঠাইল আমারে ॥ ১৭৮৩
আমার সারথি হৈবা ক্ষেত্রিকুলে যশ পাইবা
মান্য বহু করিব রাজনে।
এতেক বিনয় বুলি নৃত্য শালা হৈতে তুলি
লয়া গেল উত্তরের স্থানে ॥ ১৭৮৪
বৃহন্নলা গেল যবে কুমার হাসয়ে তবে
বিপরীত বেশ দেখি তার।
কবচ পরিতে দিল বৃহন্নলা হাতে নিল
যে কবচে সহস্রেক ভার ॥ ১৭৮৫
প্রসার মেলিয়া চায় কবচ পরিল গায়
দেখিয়াত বিস্মিত কুমার।
লৈলেন বহুত শর চলিল কুমার বর
বৃহন্নলা রথের উপর ॥ ১৭৮৩
বৃহন্নলা গেল যবে উত্তরা বুলিল তবে
কুতূহলে মাগিল সন্দেশ। (১)
রাজাগণ রণে মারি বসন আনিবা কাড়ি
পুতুলা যে খেলাইব বিশেষ ॥ ১৭৮৭
শুনিয়া কন্যার বাণী বৃহন্নলা বোলে পুনি
যেন মেঘে পড়িছে বিজুলী।
তোর ভাই জিনে যবে বসন আনিব তবে
এহি বুলি হাসে খল খলি ॥ ১৭৮৮
এহি বলি চলাইল রথ চলিল উত্তর পথ
কুমার বলন্ত ঝাণ্টে যাহ।
যাবত না যায় দূর বিপক্ষ যে নিজপুর
কুরুবল আমাকে দেখাহ ॥ ১৭৮৯
অশ্বহ সুঠাম গতি সারথি পাণ্ডবপতি
কি কহিব রথের বাখান।
নিমিষেতে গেল রথ কুমার উত্তর পথ
কুরুবল আছে যেহি স্থান ॥ ১৭৯০
দূরে দেখি কুরুবল সাজি আইসে জলধর
ধ্বজ ছত্র পতাকা বিস্তর।
যেহেন গগণে ঘন বিশ্রুতি সবারে মন
দূরে দেখি পরম সুন্দর ॥ ১৭৯১

অথ কুরু সৈন্য দেখিয়া উত্তরের ত্রাস ও অর্জ্জুনকর্তৃক আশ্বাস দান।

সসৈন্য সহিতে সবে দেখন্ত নেহালি।
জলদরুচির যেন দেখি মহাবলী ॥ ১৭৯২
নানা অস্ত্র ধরে বীর যেহেন তপন।
যোদ্ধা সঙ্গে রঙ্গে আইল রাজা দুর্য্যোধন ॥
নানা অস্ত্র দেখি যেন গগনে নির্ঘাত।
অস্ত্রের মুখত যেন বহে ঝঞ্ঝাবাত ॥
কুরুবল দেখি কুমার ডরাইল।
দেখিতে দেখিতে যেন যম ঘর গেল ॥ ১৭৯৫

(১) সন্দেশ—উপহার

লোমাঞ্চিত কলেবর মুখে নাহি পাণী।
বৃহন্নলা সম্ভাষিয়া বোলে প্রিয় বাণী॥ ১৭৯৬
দেখিয়ে বিক্রম কুরু সমরে দুর্জ্জয়।
আছুক যুঝিব আমি দেখি লাগে ভয়॥
আদি অন্ত নাহি তার অপার সাগর।
মোর শক্ত্যে জিনিতে-নাপার কুরুবর॥
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ কর্ণ বীর বিবিংশতি।
অশ্বত্থামা বাহ্লিক বিকর্ণ নরপতি॥
সোমদত্ত মহাশয় ভুবনে দুর্জ্জয়।
মহাবল দুর্য্যোধন রাজা মহাশয়॥ ১৮০০
সবে যোদ্ধা বিশারদ সবে মহামত্ত।
পৃথিবী জিনিয়া সবে পাইল মহাতত্ত্ব॥
সবে জ্যোতির্ম্ময় দেখো মহামত্ত তনু।
শক্তি নাহি যুঝিবার কহিলাম পুনু॥
দেখিতে মোহিত হৈলো বড় লাগে ত্রাস।
যদি যুদ্ধ করোঁ তবে নাহি মোর আশ॥
ত্রিগর্ত্তক লাগি মোর বাপ গেল রণে।
একটি পদাতি জান নাহি মোর সনে॥
মহত্তর একজন সঙ্গে নাহি মোর।
মহাযোদ্ধাগণ তারা মুঞি একেশ্বর॥
শুন বৃহন্নলা মুঞি বোলহো নিশ্চিতে।
বাহুরাহ রথ মোর না পারি যুঝিতে॥
উত্তরের শুনি যবে কাতর বচন।
অর্জ্জুনে বুঝায়ে তাক বুলিল বচন॥
শত্রুসৈন্য দেখি হৈলা এমত তরাস।
রণত কাতর হৈলে শত্রু পায় আশ॥
বিনে রণ না জিনিয়া বিমুখ হইবা।
রাজার কুমার হয়া অপযশ থুইবা॥
নরনারী নগরের হাসিবেক শুনি।
কোন মুখে যাবা তুমি যুদ্ধক না জিনি॥ ১৮১০
বিনা যুদ্ধ না জিনিঞা না যাইব আর।
হাসিবে সৈরিন্ধ্রী শুনি কি বলিব তার॥
কেনে আমি না যুঝি পলাইব কোন লাজে।
ভয় ছাড়ি স্থির হও না ছাড়িব কাজে॥
উত্তরে বোলেন মোর যাউক গোধন।
নরনারী হাসুক যাউক সর্ব্বধন॥ ১৮১৩
এহি বুলি লাফ দিল পৃথিবী উপর।
রথ এড়ি ধায়া যায় বিরাট কুমার॥
বৃহন্নলা বোলে শুন বিরাট নন্দন।
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে পলায়ে যে জন॥
যুদ্ধত মরণ হৈলে হয় স্বর্গগতি।
পলাইলে অপযশ নরকে বসতি॥
এহি বুলি বৃহন্নলা ধরিবার যায়।
একদৃষ্ট হয়া সবে কুরুবলে চায়॥
নড়য়ে মাথার বেণী নপুংসক বেশ।
দশপদ অন্তরে ধরিল তার কেশ॥
কাকুতি করিয়া বোলে উত্তরকুমার।
না করিও বৃহন্নলা প্রাণের সংহার॥
শুন বৃহন্নলা মুঞি করো নিবেদন।
রথ বাহুরাও মোর রাখহ জীবন॥ ১৮২০
শতেক সুবর্ণ দিব শুদ্ধ যে গঠিত।
অষ্টশত মণি দিব কাঞ্চন বেষ্টিত॥
বিচিত্র বৈদুর্য্য রথ অতি মনোহর।
দশ গোটা হস্তী দিব পরম সুন্দর॥
এড়ি দেহ বৃহন্নলা মুঞি যাঁও ঘর। (যাম)
যাউক গোধন-মোর কি করিব আর॥
বৃহন্নলা হাসিয়া বোলয়ে হাতে ধরি।
কথা কহি বুঝাইল মিষ্ট মুখ করি॥
যদি তোর যুঝিতে উৎসাহ নাহি মনে।
রথমাত্র চলাইহ যুঝিব আপনে॥

বড় বড় পশু যেন বিপুল শরীর।
হেন জান সকল শৃগাল কুরুবীর ॥
তুমিতো সারথি হৈও আমি করি রণ।
আশ্বাসিয়া করাইল রথে আরোহণ ॥

অথ অর্জ্জুন বলিয়া কুরুগণের অনুমান।

হাসে সব কুরুগণ করে অনুমান।
দৈবে সে অর্জ্জুন নহে সাহসিপ্রধান ॥
এক রথে আসি আছে সেনার ভিতর।
কৃষ্ণধনঞ্জয় বিক্রম সাগর ॥
হের দেখ কর্ণ ভীষ্ম অপূর্ব্ব কাহিনী।
রথী হয়া পলায় সারথি আনে টানি ॥ ১৮৩০
এ সৈন্যসাগর মধ্যে একে রথে আইসে।
ধনঞ্জয় বিনা কাহার সাহসে ॥
দুর্য্যোধন শুনি দ্রোণাচার্য্যের বচন।
হাতে স্বর্গ পাইল যেন প্রসন্ন বদন ॥
ভাল হৈল বিপক্ষক দেখিলো এখন।
অজ্ঞাত বাসক তারা করে পঞ্চজন ॥
দ্বাদশ বৎসর নাহি হয় দশমাস।
পুনরপি বিপক্ষ যাউক বনবাস ॥
ধর্ম্মবুদ্ধি কৃপাচার্য্য বোলে মনে গুণি।
ত্রয়োদশ বৎসর হৈল হেন জানি ॥
পঞ্চম দিবসাধিক আর দুইমাস।
জানিঞা পাণ্ডব রণে করিলেন আশ ॥
দুইমাস অধিক হৈল দ্বাদশ বৎসর।
এড়াইল অজ্ঞাত বাস পাণ্ডব সত্বর ॥
রথের নির্ঘাত যেন মেঘের গর্জ্জন।
জানিল অর্জ্জুন বীর আসিল এখন ॥
সেনাসব বিকল নাহিকে কার তুষ্টি।
অগ্নি-দীপ্ত না করয় দেখিয়ে বিদৃষ্টি ॥
এহি বুলি কুরুবীর জানিঞা সকল।
অস্ত্র রথ লয়া সাজ হৈল কুরুদল ॥ ১৮৪০

উত্তরের সহিত শমীবৃক্ষ হইতে অস্ত্র আনয়ন হেতু অর্জ্জুনের গমন।

হেনকালে অর্জ্জুনে করিল শঙ্খধ্বনি।
বজ্রের নির্ঘাত যেন স্বর্গে গেল শুনি ॥
হাতে ধনু শর লৈল বীর ধনঞ্জয়।
ধনুত টঙ্কার দিয়া বোলে মহাশয় ॥
উত্তরেক বোলয় অর্জ্জুন মহামতি।
দেখিনু তোমার ধনু অলপ শকতি ॥
মহাগজ গজেন্দ্রক না পারি মারিতে।
আমার হাতের বেগ না পারে সহিতে ॥
হের শমীধ বৃক্ষে পাণ্ডবে অস্ত্র থুইল।
দেবাসুরে নরে আর যাক পরীক্ষিল ॥
বৃক্ষ হৈতে খসায়া বাছিয়া লয়া বাণ।
তবে সে করিতে পারি সমর সন্ধান ॥ ১৮৪৬
এহি শুনি কুমার যে রথ চালাইল।
নিমেষেতে গিয়া শমীধ বৃক্ষ পাইল ॥ ১৮৪৭
কুমারে বোলন্ত তুমি শুন মহাশয়।
মৃত্যুক মনুষ্য ছুইলে মহাপাপ হয় ॥
বৃহন্নলা বলে নহে মৃত্যুক মনুষ্য।
পাণ্ডবের অস্ত্র এথা থুইছে বিশেষ ॥
উঠিল উত্তর তবে বৃক্ষের উপর।
আরোহিয়া শমীধে পাড়িল অস্ত্রবর ॥ ১৮৫০
আচ্ছাদন গুচাইল অস্ত্রসব জ্বলে।
অর্জ্জুনক কুমারে পুছয় কুতূহলে ॥
কার কার অস্ত্র দেখি পঞ্চ শরাসন।
ভিন্ন ভিন্ন দেখি সব কিসের কারণ ॥

টৌন, সব ভিন্ন ভিন্ন বিচিত্র বিশেষ।
পঞ্চখান শরাসন দেখিয়ে সুবেশ॥
অর্জ্জুনে বোলন্ত শুন উত্তর কুমার।
মহা অস্ত্র দেখ ত্রিভুবনে ইতো সার॥
পঞ্চ পাণ্ডবের এহি পঞ্চ শরাসন।
ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দেখ ইহার কারণ॥
এহি বুলি নামে নামে দেখাইল শর।
শুনিয়া বোলেন তবে উত্তরকুমার॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব আছয়ে কোন দেশে।
কেবা তুমি বৃহন্নলা নপুংসক বেশে॥
তবে পরিচয় দিলা পার্থ মহাবীর।
কঙ্ক যে ব্রাহ্মণ দেখ রাজা যুধিষ্ঠির॥
সূপকার জানিবা বল্লভ ভীম বীর।
মুঞি যে অর্জ্জুন দেখ নির্ভয় শরীর॥
সহদেব নকুলক অশ্বর গোপাল।
সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী দেখ কীচকের কাল॥
শুনিয়া উত্তর যে বিস্ময় মানে মনে।
অর্জ্জুনের পায়ে ধরি পড়িল তখনে॥
আপনার দশ নাম কহ মহাশয়।
(১) অর্জ্জুন ফাল্গুনী যে কিরীটি ধনঞ্জয়॥

অথ কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধে গমন।

এত শুনি কুমারে ধরিল দুই পায়ে।
অজ্ঞানে করিলো দোষ ক্ষেমিতে আমায়॥১৮৬৪
হাতে ধরি উত্তরক তুলিল তখন।
অস্ত্র লয়া রথে চড়ি করিল গমন॥
শঙ্খনাদ করিয়া আসিল সেহিক্ষণ।
উত্তরেক রথে করি আসিল তখন॥
বানর সে কপিধ্বজ চিন্তিলেক মনে।
অন্তরীক্ষে হনুমান মিলিল তখনে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল নমস্কার।
চলিল অর্জ্জুন পাছে ত্রিভুবন সার॥
শঙ্খধ্বনি করি কৈল ধনুর টঙ্কার।
পৃথিবী কম্পয়ে রিপু চিন্তে মহামার॥
এক রথে যায় বীর সমরে দুর্জ্জয়।
দেখিয়া বোলন্ত তাকে দ্রোণ মহাশয়॥ ১৮৭০
অনুমানে অর্জ্জুন না হয় অন্যজন।
রথের নির্ঘাত দেখি মেঘের গর্জ্জন॥
অকস্মাৎ ধ্বজ মধ্যে পড়ি যায় কাক।
সৈন্য মধ্যে উল্কা পড়য় ঝাকে ঝাক॥
যুদ্ধত উৎসব নাহি কান্দে অশ্বগণ।
অর্জ্জুনের বাণে হৈব কৌরব নিধন॥
অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি কৌরবে জানিল।
অনর্থ হইল হেন হৃদয়ে ভাবিল॥
কেশরীর শব্দ যেন দেখি উন্মত্ত
ক্রোধ হয়া আগ হৈল কৃপ মহামত্ত॥
শঙ্খধ্বনি করিয়া ধনুত দিল গুণ।
মহাবীর ধনঞ্জয় সংগ্রামে নিপুণ॥
কৃপ ধনঞ্জয় দুই হৈল মহারণ।
দুই মহাযোদ্ধা যেন উদিত তপন॥
ধনঞ্জয় মারিল নারাচ শতে শতে।
কৃপে তাক কাটিয়া ফেলায় বায়ুপথে॥
অর্জ্জুনক(১) বিন্ধিয়া করিল সিংহনাদ।
কুরুগণে কোলাহল জয় জয় বাদ॥
অতি কোপে অর্জ্জুন মারিল চারিশর।
চারি অশ্ব রথের কাটিল চমৎকার॥ ১৮৮০

(১) বিজয় বীভৎস্ন সব্যসাচী মোর নাম।
কৃষ্ণজিষ্ণু শ্বেতবাহন জান অনুপাম॥ ১৮৬২
পুস্তকান্তরে প্রাপ্ত

(১) পাঠান্তর বিন্ধিয়া

চারিবাণে কাটিয়া পাড়িল অস্ত্রধনু।
কাটিল কবচ সে গৌরবে রাখেতনু ॥ ১৮৮১
সারথির মাথা কাটি কাটে চারি হয়।
ধ্বজ দণ্ড কাটে কৃপ হইল সংশয় ॥

অথ গুরুশিষ্য সংবাদ ও একে একে কৌরব গণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ এবং কৌরবগণের পরাভব।

কৃপক করিল হেন দুর্গতি লক্ষণ।
রাখিবার আসিল সকল নৃপগণ ॥
হাতে ধনু ধরিয়া ধাইল দ্রোণ মহাবল।
কৌরবপাণ্ডবগুরু রণে অবিকল ॥
গুরু শিষ্যে রণ করে হইয়া বিকল।
এহি বুলি বাণ লৈল পার্থ মহাবল।
এড়িলেন বাণ গোটা গেল দ্রোণস্থানে।
চরণে প্রণাম করি কহিলেন কাণে ॥
মুঞি ধনঞ্জয় পাপী রণেত (১) বাঞ্ছিলো।
তোমার চরণে গুরু প্রণাম করিলো ॥
অর্জ্জুন উদ্দেশে দ্রোণ কৈল দুই শর।
পুষ্পমালা হয়া পড়ে গলার উপর ॥
শিষ্য গুরু রণ করে সমর প্রচণ্ড।
দুই জন যুঝে যেন লয়া কালদণ্ড ॥
দুইর বাণ বর্ষণতে গগন ভরিল।
দিগ্‌যে বিদিগ্ নাহি সূর্য্য আচ্ছাদিল ॥ ১৮৯০
যেন বৃত্র বাসবের আছিল সংগ্রাম।
ধনঞ্জয় দ্রোণে যুদ্ধ হৈল অনুপাম ॥
তবে ধনঞ্জয় পুন বরিষয় বাণ।
মূর্চ্ছা গত হৈল তথা দ্রোণ মতিমান ॥

হাহাকার শব্দ সবে করে কুরুবল।
আকাশে প্রশংসা করে দেবতা সকল ॥
নিরুৎসাহ দ্রোণ অতি সংগ্রামে সংশয়।
তার পুত্র অশ্বত্থামা ভুবনে বিজয় ॥
অশ্বত্থামা সনে রণ হৈল বিস্তর।
যেন দুই সিংহ যুঝে বনের ভিতর ॥
যেন দুই গরুড়ে পাখার খড়খড়ি।
যেন দুই হস্তীয়ে পর্ব্বতে গড়াগড়ি ॥
তবে অশ্বত্থামা বীর সংগ্রামে নিপুন
ধনঞ্জয় বীরের কাটিল ধনুগু´ণ ॥ ১৮৯৭
প্রশংসয় দেবগণ সিদ্ধ বিদ্যাধর
অশ্বত্থামা বীরে কর্ম্ম করিল দুষ্কর ॥
হাসে ধনঞ্জয় সে প্রতাপে নহে উণ
অলক্ষিতে ধনুতে চড়ায়ে দিল গুণ ॥
অক্ষয় টোন আছে পার্থ পাইছে বর।
অশ্বত্থামা বীরের ফুরাইল সব শর ॥ ১৯০০
তে কারণে অর্জ্জুন অধিক হৈল বাণে।
এহি সব প্রশংসা করয় দেবগণে ॥
পাছে কর্ণ বীর আইল করি বীর দাপ।
সিংহনাদ করি বীর হাতে নিল চাপ ॥
কর্ণ বীর রুষিল দেখিয়া ধনঞ্জয়।
মৃত্যু গজ দেখি যেন গজেন্দ্র গর্জ্জয় ॥
অর্জ্জুনে বোলয় কর্ণ যতো কৈলা গর্ব্ব।
আজিকার সংগ্রামত চূর্ণ করো সর্ব্ব ॥
সাক্ষাতে আমাক তুঞি কর অহঙ্কার।
সভা মধ্যে বাখানিস বীর্য্য আপনার ॥
সভাতে করিলা যে দ্রৌপদী উপিহাস।
তখনে সহিলো মুঞি ধর্ম্ম ছিল পাশ ॥
বনবাসে উপবাস পাইলো যত তাপ।
তার ফল আজি দিব শুন ওরে পাপ ॥

(১) বাঞ্ছিলো—অভিপ্রেত কর্ম্মের ফল প্রাপ্তির জন্য কামনা করা।

তোর মোর বল আজি সংগ্রাম ভিতর।
কুতূহল দেখুক বসিয়া সব বীর॥
এহি বুলি অর্জ্জুন বর্ষিল মহা শর।
সব ঘাও নিবারিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
দুই বাহু বিন্ধিলেক তুরঙ্গম চারি।
যত বাণ বরিষয় লিখিতে না পারি॥ ১৯১০
অর্জ্জুনের বাহু বিন্ধে কর্ণ মহাবল।
বাণেত কাটিল চাপ পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
শক্তি মেলি হানিলেক কাটিল অর্জ্জুনে।
আর দুই বাণে কর্ণ হৈল অচেতনে॥
অচেতন কর্ণ বীর দেখিয়া সারথি।
পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিয়া যায় কর্ণ সেনাপতি॥
কর্ণ বীর ভঙ্গ দেখি আইল ভীষ্ম বীর।
গাণ্ডীব লইয়া হাতে নির্ভয় শরীর॥ ১৯১০
নানাঅস্ত্র কৈল বীর নাহি সমাধান
একেশ্বরে অর্জ্জুনে নিবারে সব বাণ॥ ১৯১৫
গগণ ছাইয়া সব পড়ে নিরন্তর
নিহার পড়য় যেন পর্ব্বত উপর॥
শরের প্রতাপ যেন গজের গর্জ্জন
শঙ্খ ভেরি ডম্বুরু বাজায় ক্ষণেক্ষণ॥
তাক দেখি অর্জ্জুন বহুত অস্ত্র করে।
ব্রহ্ম অস্ত্রে কাটিলেক হাতের ধনু শরে॥
আর ধনু লৈল ভীষ্ম ভুবন দুর্জ্জয়
সেই ধনু কাটিলন্ত পার্থ মহাশয়॥
লাজ পায়া হৈল ভীষ্ম ক্রোধ সুদুর্ব্বার।
ধন্য পার্থ বুলিয়া প্রশংসে বারে বার॥ ১৯২০
তাক দেখি কর্ণ বীর আইল আর বার।
অর্জ্জুন ওপরে কৈল বাণ বহুতর॥
দেখি তাক ধনঞ্জয় বলে দর্পবাণী।
দেবদত্ত শঙ্খপুনি করিলন্ত ধ্বনি॥
কোন যে বর্ব্বর তোক বোলে বীরবর।
শৃগাল সদৃশ গেলা সংগ্রাম ভিতর॥
না পালায়া যদি তুমি রণ দেহ মোরে।
তবে জানি বীর তুমি মহাধনুর্দ্ধরে॥
এহি বুলি দশবাণ লইলে অর্জ্জুনে।
কর্ণর হৃদয় ভেদি হৃদয়ত হানে॥
ব্যথা পায়া কর্ণ পৈল রথের উপরে।
মোহ গেল কর্ণ বীর হৃদয় বিদরে॥
দেখিয়া সারথি রথ ফিরায়ে সত্বরে।
ভঙ্গ দিল কর্ণ বীর চাহে কুরুবীরে।
তবে মহারথিগণ হৈয়া একমতি।
দ্রোণ কৃপ আদি দুর্য্যোধন নরপতি॥
অর্জ্জুনে বেড়িয়া সবে করে শরজাল।
নিবারয় ধনঞ্জয় বিক্রমে বিশাল॥
কুরুবল বেড়িল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
মেঘে যেন আবরিল পূর্ণ শশধর॥ ১৯৩০
কবচ কাটিল কার কাটে বাহু দণ্ড।
কাহার কাটিল উরু কার কাটে স্কন্ধ॥
গজ মারে অশ্ব মারে মারে যোদ্ধাগণ।
সমরত নাচে যেন পাণ্ডব নন্দন॥ ১৯৩২
পৃথিবী ছাইল বাণে পক্ষী না সঞ্চরে।
কুরুবল দহিল অর্জ্জুন একেশ্বরে॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন বীর বিবিংশতি।
দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ ভীষ্ম মহামতি॥
পুন আইল সাত জন টঙ্কারিয়া ধনু।
বেড়িয়া বিন্ধিল পাছে অর্জ্জুনের তনু॥
হাসে ধনঞ্জয় বীর অক্ষয় শরীর।
নরনারায়ণ রূপ রণে মহাস্থির॥
দিব্য অস্ত্র ইন্দ্র দিল সান্ধে ধনুর্গুণে।
দশ দিশ না দেখিয়ে পুরিল গগণে॥

ব্যস্ত হয়া বীর গণ ভঙ্গ দিল রণে।
প্রাণ লয়া সেনা সব গেল স্থানে স্থানে ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর প্রতাপে অপার।
রণত দুর্জ্জয় তেঁহ বীর অবতার ॥
রণভঙ্গ দেখি পাছে হাতে লৈল চাপ।
সংগ্রামেতে মহাসুর বাসুকি প্রতাপ ॥ ১৯৪০
চোখা চোখা বাণ লয়া অর্জ্জুনকে হানে।
পর্ব্বতেত বৃষ্টি যেন আষাঢ় শ্রাবণে ॥
অষ্ট গোট সর্প যেন অষ্ট গোট শর।
ভীষ্ম হানে অর্জ্জুনের রথের উপর ॥
সিতো অস্ত্র নিবারিল অর্জ্জুন তখনে।
কাটে ধ্বজ দণ্ড পাছে অর্জ্জুনের বাণে ॥
দুই বীরে অস্ত্র যুদ্ধ হইল বিস্তর।
তাক দেখি কর্ণ বীর আইল সত্বর ॥
কর্ণ দেখি অর্জ্জুনে মারিল পঞ্চশর।
মর্ম্মে বাজি পড়ে কর্ণ রথের উপর ॥
রথত বিভোল হৈল দেখিয়া সারথি।
রণ সম্বরিয়া যায় কর্ণ মহা রথী ॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখিয়া পলায় দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি ডাকি বোলে অর্জ্জুন তখন ॥
অপকীর্ত্তি হয়া কেনে পালাইস রণে।
রাজা হয়া ভঙ্গ দিলা বিকল জীবনে ॥ ১৯৪৮
ক্ষেত্রিয়ের পুত্র হয়া রণত কাতর।
পৃথিবীত নাহি দেখি হেনয় বর্ব্বর ॥ ১৯৪৯
কোথা গেল বাদ্যভাণ্ড সাজন বিচিত্র।
কোথা গেল অহঙ্কার কর্ণ হেন মিত্র ॥ ১৯৫০
ছল করি যুধিষ্ঠিরে রাজ্য পাট হরি।
রাজ রাজেশ্বর নাম তুঞ্চি আছ ধরি ॥
দুর্য্যোধন হেন নাম ব্যর্থ হৈল তোর।
প্রাণ ভয়ে পলাইস দেখি যেন চোর ॥

আগে পাছে সহায় না দেখি তোর সনে।
আমি যদি মারি তোক রাখে কোন জনে ॥
হস্তী যেন না সহেন অঙ্কুশ তাড়ন।
অর্জ্জুনের বচনে নেউটে দুর্য্যোধন ॥
দুর্য্যোধন সঙ্কট দেখিয়া সব বীর।
হাতে অস্ত্র করি ধায় হইয়া অস্থির ॥
দুর্য্যোধন অশ্বত্থামা বীর দুঃশাসন।
রাজার সঙ্কট দেখি আসিল তখন ॥
তবে যায় অর্জ্জুন দেখিতে ভয়ঙ্কর।
সর্ব্ব দলে যুদ্ধ দেন পার্থ একেশ্বর ॥
মহা জ্যোতির্ম্ময় অস্ত্র ইন্দ্র তাকে দিল।
হাসিয়া তাহাকে বীর গাণ্ডীবে জুড়িল ॥
মোহ গেল কুরুবর রথের উপর।
রণমধ্যে শুতিলেন হাতে ধনুঃশর ॥
জ্ঞানহীন হৈল সবে নিদ্রাত পড়িল।
মহা অচেতনে সবে নিদ্রাত রহিল ॥ ১৯৬০
যাত্রাকালে উত্তরায়ে মাগিল বিশেষ।
অর্জ্জুনের স্থানে কন্যা খুজিল সন্দেশ ॥
মাথার বসন আন ভীষ্মে পরিহরি।
সম্মোহন অস্ত্রে কিছু করিতে না পারি ॥
গঙ্গার তনয় বীর বিখ্যাত ভুবনে।
আপনে যে পরশুরাম যুঝে যার সনে ॥
রথ হৈতে উত্তর নামিল ততক্ষণে।
মণির সহিতে আনে মাথার বসনে ॥
দ্রোণ আদি বীর সব হরিল চেতন।
সিংহনাদ করিয়া চলিল দুই জন ॥ ১৯৬৫

অথ উত্তরের যুদ্ধে কৌরবগণের পরাজয় শুনিয়া পুত্রের প্রশংসা।

গো গৃহ জিনিল যবে অর্জ্জুন চলিল তবে
শঙ্খনাদ করি রথ ভরে।

হরিষ করিয়া মানে বোলে বাক্য পুনঃ পুনে
শুন বাক্য উত্তর কুমারে॥ ১৯৬৬
কৌরব সহিতে রণ সামান্য না হয় পুন
না কহিয়ো বাপের গোচর।
আসি এক দেবগণ জিনি দিল মোকে রণ
প্রত্যক্ষে আসিব মোর পুরে॥ ১৯৬৭
দক্ষিণ গো গৃহ জিনি বিরাট যে নৃপমণি
কঙ্ক সনে খেলে পাশা সারি।
হেন কালে দূত আইল কুমারে পাঠায়ে দিল
দূত কহে জোড় হাত করি॥ ১৯৬৮
শুন হে বিরাটনাথ বৃহন্নলা যার সাথ
রণ জিনি উত্তর কুমারে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি রথী দুর্য্যোধন নরপতি
সবাকে জিনিল একেশ্বরে॥ ১৯৬৬
পুত্রের বিজয় শুনি বিরাট যে নৃপমণি
হরিষে পুলকে হৈল গায়।
কহ দূত আর বার কুমারপ্রতাপ যার
জিনিল কৌরব সমুদায়॥ ১৯৭৪
শুন হে সমাজ লোক যোগ্য পুত্র হৈল মোক
হেন মুঞি হৈলো পুত্রবান্।
ভীষ্ম দ্রোণ মহারথী কর্ণ হেন সেনাপতি
সবে পরাজয় পুত্র স্থান॥ ১৯৭১
পুত্রের প্রশংসা করে বিরাট যে নৃপবরে
শুনি বলে কঙ্ক দ্বিজবর॥
যাহার সারথি রণ বৃহন্নলা হৈল পুন
জিনিতে পারয় পুরন্দর॥ ১৯৭২
মৎস্য রাজা অধিপতি বিরাট নৃপতি অতি
পুত্রক প্রশংসে বার বার।
কঙ্ক দ্বিজ বোলে শুনি জিনে সেই নৃপমণি
বৃহন্নলা সারথি যাহার॥ ১৯৭৩

কুপিলন্ত নরনাথে পাশটি (১) আছিল হাতে
ফেলি মারে ধর্ম্মের কপালে।
বাজিল পাশটি ঘায় রক্ত দেখি ধর্ম্মরায়
হাতে ধরি চাপিল কপালে॥ ১৯৭৪
পড়য় শোণিত ধার হাতে ধরে নৃপবর
মনোরথ সৈরিন্ধ্রী বুঝিল।
সুবর্ণ পাত্রক লয়া সৈরিন্ধ্রী যোগাইল গিয়া
তাতে রক্ত ধর্ম্ম এড়ি দিল॥
সৈরিন্ধ্রী বুঝিল কাজ রক্ত পড়ে পাত্র মাঝ
গেল দেবী তবে অন্তঃপুরে।
বিরস বদন করি আছে ধর্ম্ম অধিকারী
আইল পাছে উত্তর কুমারে॥
বৃহন্নলা সঙ্গে আইল দেখি সবে দাঁড়াইল
আনন্দে বিরাট রাজা পুছে।
রণের যতেক কথা কুমারে কহিল তথা
বিষাদেতে কেনে কঙ্ক আছে॥
বোলে মৎস্য অধিকারী তোমাক প্রশংসা করি
বৃহন্নলা বাখানে সততে।
মহাক্রোধ হৈল গায় মারিলো পাশটি ঘায়
এহি কথা কহিলো তোমাতে॥
শুনিয়া রাজার বাণী ক্রোধে বলে মহামানী
বৃদ্ধ হৈলে জ্ঞান নাহি রয়ে।
ভাল মন্দ না বিচারি থাক মাত্র সভাকরি
কঙ্ক যে সামান্য জন নয়ে॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি কঙ্কের চরণ ধরি
উত্তরে মাগয়ে পরিহার।
অজ্ঞাতে হইল পাপ মনে ছাড় উপতাপ
মোকে দোষ ক্ষেম একবার॥ ১৯৮০

---

(১) পাশটি—পাশা খেলার কাটি

পাছে ধর্ম্ম অধিকারী উত্তরের হাতে ধরি
তুলিয়া বলিল প্রিয়বাণী।
তবে কুতূহল মন কুমার যে সুবদন
দিবা অন্তে হইল রজনী॥
তথা পঞ্চ মহামতি হরিষে বঞ্চিল রাতি
দ্রৌপদী সহিতে একস্থানে।
নানা মত কথা কই আছিলন্ত পঞ্চ ভাই
হৈল পাছে প্রত্যূষ বিহানে॥ ১৯৮২
শুন সভাসদ লোক পাণ্ডবের দুঃখশোক
অজ্ঞাত ঘুচিল যেহি দিনে।
অন্য কাম পরিহরি মনে ধর দড় করি
মুখে রাম বোল ক্ষেণে ক্ষেণে॥ ১৯৮৩

অথ বিরাট রাজসভায় পাণ্ডবের পরিচয়।

প্রভাতে সে পঞ্চ ভাই একত্রে মিলিয়া।
স্নান দান কৈল সবে দ্রৌপদীক নিয়া॥
অলঙ্কার পরিলেন উত্তম বসন।
মহাসুবাসিত গন্ধ পিন্ধি ছয় জনে॥
দ্রৌপদী সহিতে পাছে গেল ছয় জনে।
বসিলন্ত যুধিষ্ঠির রাজার আসনে॥
দক্ষিণেত ভীমসেন বামে সহদেব।
একে একে দ্রৌপদী সবাকে করে সেব॥
তবে রাজা বিরাট লয়া পাত্র গণ।
আপন দেওয়ানে রাজা করিল গমন॥
পালঙ্ক উপরে দেখে কঙ্কদ্বিজ বর।
সৈরিন্ধ্রী সহিতে তথা পঞ্চ সহোদর॥
দেখিয়া সঙ্কোচে সে বিরাট নরপতি।
আসনে বৈসন তব নহেত যুকুতি॥
তুমি বিচক্ষণ দেখো পঞ্চ মহাশয়।
আজি কেন পঞ্চ ভাই দেখি বিপর্য্যয়॥
এতেক শুনিয়া ভীম বুলিল উত্তর।
হেন বোল কদাপি না বোল নৃপবর॥
যদি মন করে বীর এক চিত্ত হয়া।
ইন্দ্রের আসন লইতে পারয় মর্দ্দিয়া॥
পৃথিবীর যত রাজা সকলে জিনিল
রাজসূয় প্রভৃতিক সকল করিল॥
তুমি কেন হেন বল বিরাটনৃপতি।
পরাজয় মানিল সকল বসুমতী॥
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
কেনে যোগ্য নহে তোর বসিতে আসন॥
শুনি চমকিত হৈল বিরাটের মন।
গদগদ বাক্যে রাজা পুছে ভীমসেন॥
ঋষি মুখে শুনিয়াছি ধর্ম্ম মহারাজ।
করিলেন বহু কর্ম্ম বিপ্রের সমাজ॥ ১৯৯৮
সেই মহারাজা আমি তাকে করে সেব।
কোথা ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব॥ ১৯৯৯
শুনিয়া রাজার বাক্য কহিতে লাগিল।
একে একে রাজাক সকল চিনাইল॥ ২০০০
প্রণতি করিয়া রাজা ধরিল চরণ।
মোর ঘরে গোপ্তে কেন আছ ছয় জন॥ ২০০১
তবে ভীমসেন বলে শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর আগে গেল বনবাস॥
ক্রীড়া করি দুর্য্যোধন নিল মোর রাজ।
দ্বাদশ বৎসর গোঙাইলো বনমাঝ॥
তবে আসিলাওঁ সবে তোমার সাক্ষাৎ।
অজ্ঞাতে বঞ্চিলো আমি তোমার বাসাত॥
শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দিত হৈল।
বিনয় পূর্ব্বক করি বিস্তর কহিল॥
তবে ত বিরাট রাজা বিনয় বচনে।
হাতে ধরি তুষিলেন ধর্ম্মের নন্দনে॥

মধুর পূর্ব্বকে তাক বোলে মিষ্টবাণী।
ক্ষেমিলো তোমার দোষ শুন নৃপমণি॥
আমার শোনিতপাত হয় যে ভূমিত।
সে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয় জানিবা নিশ্চিত॥
বিশেষ অর্জ্জুনবীর প্রতিজ্ঞা করিল।
তে কারণে রক্ত মুঞি আপনে ধরিলো॥
এহি শুনি বিরাট করিল যোড়হাত।
যদি মোক প্রসন্ন হইলা পাণ্ডুনাথ॥ ২০১০
আছয় উত্তরা কন্যা পরম সুন্দরী।
পরিণয় করো তাকে ধর্ম্ম অধিকারী॥
শুনি যুধিষ্ঠির বলে প্রতিজ্ঞা আমার।
দ্রৌপদী বিহীনে যে না করি অন্যদার॥
শুনিঞা বিরাট পাছে বলে ধনঞ্জয়।
উত্তরার যোগ্য পাত্র তুমি মহাশয়॥
হেন শুনি ধনঞ্জয় বুলিল বচন।
শুনি মোক ভাল না বলিব একজন॥
দুহিতার স্নেহত পড়াইলো নিতি নিতি।
এবে বিভা করে তাক পার্থ মহামতি॥
শুন হে বিরাট রাজা মোর আছে মনে।
আমার পুত্রক তুমি কন্যা কর দানে॥
শ্যাম কলেবর তনু প্রথম বয়েস।
উত্তরার যোগ্য সেহি কৈলো উপদেশ॥
এতেক বুলিল যদি পার্থ ধনুর্দ্ধরে।
শুনি সে হরিষ হৈল বিরাট অন্তরে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা শুন সর্ব্ব জনে।
(১) পাতক ছাড়ুক কৃষ্ণ বল সর্ব্বক্ষণে॥ ২০৯১

ইতি বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত।

---

(১) পাঠান্তর :—
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী
ইহলোকে সুখহয় পরলোকে তরি
বিরাটপর্ব্বের কথা এহি হৈতে সমাধানে
কবীন্দ্রে কহিল কথা পয়াগল স্থানে॥

নমো গণেশায়

উদ্যোগ পর্ব্ব লিখ্যতে।

উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ।

যুধিষ্ঠির রাজার সে অনুমতি লয়া।
রাজ্যে রাজ্যে দূতগণ দিলেন পঠায়া॥ ২০২০
দ্বারিকায় দূত গেল যথা নারায়ণ
শুনি আনন্দিত হৈল যত বন্ধুগণ॥
কৃষ্ণের সহিতে সবে করিল গমন।
অভিমন্যু আইল পঞ্চ দ্রৌপদী নন্দন॥
কৈকেয় দ্রুপদ বলভদ্র ভোজরাজ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিল সাত্যকিযুবরাজ॥
অঙ্গী সঙ্গী চিত্রাঙ্গদ নামে মহীপাল।
আসিল সুরথ রাজা বিক্রমে বিশাল॥
পুত্রপৌত্র সমে যত আইল বন্ধুগণ।
ধর্ম্মক দেখিতে আইল বিরাট সদন॥
পূজিল সকল সে বিরাট অধিকারী।
বসিল সকল রাজা মণ্ডলিকা করি॥
তবে সে বিরাট লৈল সবার সম্মতি।
অভিমন্তে দিল কন্যা উত্তরা সম্প্রতি॥
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভার ভিতরে।
ধর্ম্মরাজে রাজ্য লয়া দিবার সত্বরে॥
হেন মতে কৌতুকে সকল নৃপবর।
ধর্ম্মরাজে দেখিয়া বোলেন গদাধর॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
বঞ্চিলেন বনবাস পাণ্ডব কুমার॥ ২০৩০
মহাপাপী দুর্য্যোধন পাষাণ হৃদয়।
কপট করিয়া পাশা কৈল পরাজয়॥
মহাবংশে জন্মিয়া না চাহে কুলধর্ম্ম
তার যত ব্যবহার চণ্ডালের কর্ম্ম॥
মহারাজ যুধিষ্ঠির দুঃখ নিবারিল।
দ্বাদশ বৎসর বনে অজ্ঞাত বঞ্চিল॥
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দেখ দুই সহোদর।
পৈত্রিক যে রাজ্য হয়ে দুই সমসর॥
পৈত্রিক রাজ্য এবে যুধিষ্ঠিরে পায়ে।
এখন ধর্ম্মক রাজ্য দিবার যুয়ায়ে॥
এহি শুনি হাসিয়া বোলন্ত হলধর।
দুর্য্যোধন দোষ নাহি শুন দামোদর॥ ২০৩৬
আপন ইচ্ছায়ে সে করিল সমাধান।
হারিল সকল রাজ্য সভা বিদ্যমান॥ ২০৩৭
অভিপ্রায় বুঝিয়ে কৃষ্ণের হেনমতি।
অর্দ্ধরাজ্য দেওয়াইব ধর্ম্মনরপতি॥
মহাপাপী দুর্য্যোধন পাষাণ হৃদয়।
কদাপি না দিব রাজ্য ধর্ম্মক নিশ্চয়॥ ২০০৯
এতো বুলি কুপিল সাত্যকি মহামতি।
কোনদোষ দেখিলা যে তাহার সম্প্রতি॥ ২০৪০
স্বচ্ছন্দ হৃদয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।
আহুতিয়া সারি খেলে সব মহাবীর॥ ২০৪১
দুষ্টমতি শকুনি কপটে কৈলকাজ।
অখন কেমন দোষ কৈল ধর্ম্মরাজ॥ ২০৪২
মুঞি তাকে সবংশে মারিব ঘোররণে।
রাজ্য লয়া দিব আমি ধর্ম্মের নন্দনে॥ ২০৪৩

অর্জ্জুনের বাণ যেন যমের দোসর।
ভীমের গদার বাড়ি সহিতে দুষ্কর॥ ২০৪৪
এতেক শুনিয়া হরি বুলিল তখনে
বিবাহ দেখিতে আইলো বিরাট সদনে॥
একেক সমান মোর পাণ্ডব কৌরব।
শুনিলে আমাক কেহ ভাল না বলিব॥
এহি বুঝি সভা হৈতে উঠি গদাধর।
রথে চড়ি গেল পাছে দ্বারকানগর॥
দেব হলধর গেল তীর্থ করিবার।
যার যেহি রাজ্যে গেল সব নৃপবর॥ ২০৪৮

কুরুক্ষেত্ররণে সাহায্যের জন্য অর্জ্জুন ও দুর্য্যোধনের দ্বারিকায় গমন।

দ্বারিকা আসিল কৃষ্ণ শুনি দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণ বরিবারে গেল লয়া বন্ধুগণ॥ ২০৪৯
যেহি দিনে গেল দুর্য্যোধন নরপতি।
সেহি দিনে চলিগেল পার্থ মহামতি॥ ২০৫০
শুনিয়া শ্রীহরি তবে পাতিলেন মায়া।
সিংহাসন উপরেত থাকিল শুতিয়া॥ ২০৫১
সিংহাসনে নিদ্রা যায় দেবগদাধর।
শিয়রে বসিল তার কুরুনৃপবর॥ ২০৫২
পদতলে গেল তবে বীর ধনঞ্জয়।
জোড়হাতে করি তবে মাগিছে অভয়॥
হেনমতে আছয় অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
চৈতন্য হইয়া ওঠে দেব গদাধর॥
পদতলে দেখি বীর পুছে দামোদরে।
শিয়রে বসিয়া আছে দুর্য্যোধন বীরে॥
পুছিলেন নারায়ণ গমনকুশল।
উঠি পাছে কহিল অর্জ্জুন বহাবল॥

কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে শুন নারায়ণ।
বিপক্ষ জিনিয়া মোকে দেহ ঘোররণ॥
পাছে দুর্য্যোধন বলে শুনহ শ্রীহরি।
আমি আগে আসিয়াছি তোমার গোচরি॥
আমার সাপক্ষ হয়ো শুন নারায়ণ।
ঈষৎ হাসিয়া বলে শুনে জনার্দ্দন॥
শুনি পাছে নারায়ণ বলে আরবার।
প্রথমে অর্জ্জুন মুঞি পাইমু দেখিবার॥ ২০৬০
কিন্তু সমুচিত আমি করিব দুঁহারে।
আগে আসি ধনঞ্জয় বলিল আমারে॥
নারায়ণী সেনা মোর ভুবনে বিদিত।
তিন কোটি সেনা মোর ভুবনে পূজিত॥
আমি নাহি জানি আর না করিব রণ।
বসিয়া মন্ত্রণা দিব কহিলো বচন॥
কালি আমি যাব আর অর্জ্জুন ভবনে।
আগে আমি ভাবিয়াছি তোমার কারণে॥
শুনি পাছে ধনঞ্জয় জোড় করি হাত।
আমার সহায় হৈবা প্রভু জগন্নাথ॥
শুনি তবে দুর্য্যোধন আনন্দিত মন।
নারায়ণী সেনা লয়া করিল গমন॥
অর্জ্জুন বলয়ে পাইলোঁ ত্রৈলোক্যের নাথ।
যুদ্ধ জয় হৈব মোর কহিমু তোমাত॥
শ্রীহরি বোলয় তুমি কি কার্য্য করিলা।
কোন অভিপ্রায় তুমি আমাক বরিলা॥ ২০৬৮
যুদ্ধ নাহি জানি আমি কহিমু তোমাকে।
তবে কেন ধনঞ্জয় বরিলা আমাকে॥ ২০৬৯
শুনি ধনঞ্জয় বোলে জোড় হাত করি।
বচনেক বোলো মুঞি শুনিয়ো শ্রীহরি॥ ২০৭০
চৌদ্দহ ভুবন যদি হয় এক ঠাঁই।
তথাপি তাহাক ধনঞ্জয় না ডরাই॥

ত্রিজগতপতি প্রভু তুমি নিরঞ্জন।
যাহার কটাক্ষে ভস্ম হয় ত্রিভুবন॥
সারথি হৈবা মোর তুমি চক্রপাণি।
তোমার প্রসাদে তবে কুরুক্ষেত্র জিনি॥
মৃগহেন দেখো মুঞি সব বীরগণ।
একে রথে জিনিবহো কৌরব নন্দন॥
হাসিয়া বোলয় তবে দেব জগন্নাথ।
তুমি আমি ভিন্ন নহি জান পরমার্থ॥
আলিঙ্গন করি দুই রজনী বঞ্চিল।
প্রভাতে একত্র হয়া গমন করিল॥
বিরাটের রাজ্যে গেল দেব চক্রপাণি।
দেখি আনন্দিত হৈল ধর্ম্ম নৃপমণি॥
ভাগিনা দেখিতে আইলা মদ্রনরপতি।
পথে যাইতে তাহাক বরিল দুষ্টমতি॥
নিরুৎসাহে শৈল গেল যথা ধর্ম্মরাজ।
শৈল দেখি প্রশংসা করিল পাছে রাজ॥
শৈল রাজা মাতুলক বুলিল বচন।
আমার সহায় হয়া করিবেন রণ॥ ২০৮০
শুনি পাছে মদ্ররাজ দুঃখমনে বলে।
পথে মোক বরিল পাপীষ্ঠ দুর্য্যোধনে॥
শুনি পাছে নারায়ণ তাহাক বুঝায়।
অবশ্য সাহায্য কিছু করিতে যুয়ায়॥
মদ্র বলে সাহায্য করিতে যত পারি।
করিব সাহায্য যত্নে ধর্ম্ম অনুসারি॥
কৃষ্ণ বোলে কর্ণের সারথি হৈবা রণে।
মাত্র দর্পহানি কর্ণে করিবা তখনে॥
হেন শুনি প্রতিজ্ঞা করিল সেনাপতি।
সম্ভাষিয়া সবাকে চলিলা শীঘ্রগতি॥
তবেত কৌরব রাজা চিন্তে মনে মনে।
ভগদত্ত মহারাজ বিখ্যাত ভুবনে॥
ইন্দ্র সঙ্গে মহারাজ কৈল মহা রণ।
নারিল সহিতে তাক সহস্রলোচন॥
ইন্দ্র ঐরাবত হস্তী অশ্বথামা নাম।
দুই গজে যুদ্ধ হৈল অতি অনুপাম॥
তার সঙ্গে মিত্রতা করিল ইন্দ্ররাজ।
দ্বারকা জিনিতে পূর্ব্বে হয়াছিল সাজ॥
হেন রাজা বরি আনে রাজা দুর্য্যোধন।
কলিঙ্গ রাজাক আর নিষাধ যবন॥ ২০৯০
ভূরিশ্রবা মহারাজা জগত বিদিত।
যাটি যে চৌদন্ত হস্তী বহে তার রথ॥
হেন রাজা বরি আনে কুরুর ঈশ্বর।
আনিল বরিয়া যত রাজরাজেশ্বর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ শৈল্য নরপতি।
সৌবল শকুনি রাজা বীর বিবিংশতি॥
ভগদত্ত ভূরিশ্রবা সত্যধৃত নাম।
ভগীরথ চেকিতান কি দিব উপাম॥
সুশর্ম্মা যে বৃষসেন রাজা দুঃশাসন।
মণিমন্ত দণ্ডধর রাজা সুরসেন॥
বৃহৎক্ষেত্র চিত্রসেন সৌবল কুমার।
অংশুমন্ত সমচিত্র পৃথিবীতে সার॥
বৃষকেতু সত্যধৃতি চিত্রঙ্গ নৃপতি।
স্তুতাশ্ব মণিকর্ণ এসব নৃপতি॥
ভরদ্বাজ উল্লুকরি মহীপাল।
একাদশ অক্ষৌহিনী বিক্রমে বিশাল॥
বড় বড় রাজা সব নাম যথা শুনে।
আগে দুর্য্যোধন তাক করয়ে বরণে॥ ২০৯৯
অবশিষ্ট রাজা যত আছে মহীতলে।
তাহা গিয়া বরিলেক পার্থ মহাবলে॥ ২১০০
অংশুমন্ত দ্রুপদ সাত্যকি ধনুর্দ্ধর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, দন্ত নৃপবর॥

কেকয়, কুদ্রষ্ট, আর কাশীনরপতি।
অভিমন্যু, ভূমদ, বৃহন্ত নৃপতি ॥
উত্তরা, শিখণ্ডী, ইড়াবন্ত, মহাবীর।
জয়সেন, দ্রৌপদীর এপঞ্চ কুমার ॥
মহীমন্ত, দণ্ডধর, বজ্রসেন নাম।
শ্রুতাকর্ণ, বারিক পুরুষ অনুপাম ॥
ভীমসেন, সহদেব, নকুল দুর্জ্জয়।
সাত অক্ষৌহিনী সেনা, কৃষ্ণ ধনঞ্জয় ॥

অথ পাণ্ডবের রাজ্য পাইবার জন্য দুত প্রেরণ।

মন্ত্রণা করয় ধর্ম্ম লয়া নর হরি ॥
দুত পাঠাইয়া দিল হস্তিনা নগরী ॥
দ্রুপদের পুরোহিত শুক্রের সমান।
তাক পঠাইয়া দিল ধৃতরাষ্ট্র স্থান ॥
তুমি বৃদ্ধ মহারাজা পৃথিবী পূজিত।
জ্ঞাতিভেদ কলহ যে না হয় উচিত ॥
পিতৃতুল্য মানি আমি তোমার চরণে।
পুত্র স্নেহ করি মোতে রাখিবা আপনে ॥
গান্ধারী দেবীয়ে মোর মাতৃর সমান।
পুত্র ভাবে তেঁহ মোকে করুক পালন ॥ ২১১০
আমার পৈতৃক রাজ্য দিবার যুয়ায়।
তান আগে দুঃখ পাই শরীরে না সয় ॥
যত দুঃখ দিল মোক পাপী দুর্য্যোধনে।
সেই সব দুঃখ আমি না ধরিলো মনে ॥
বনবাস যত দুঃখ না ধরিলো মনে।
দেউক পৈতৃক রাজ্য মোর নিবেদনে ॥
লোক ধর্ম্ম চাউক কুলের পরিত্রাণে।
লোকে যশ ঘোষিবেক অর্দ্ধ রাজ্য দানে ॥
শুনি তবে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তে মনে মনে।
ভীষ্ম দ্রোণ আনি সব কহিল কথনে ॥
শুনিয়া বলিল তবে দ্রোণ ধনুর্ধর।
কৃপাচার্য্য মহাবীর বুলিল বিস্তর ॥ ২১১৬
সম্বোধিয়া ভীষ্ম বীর কহে কুরুরাজে।
শ্রীহরি শান্ত বাক্য কহিল সব মাঝে ॥ ২১১৭
সঞ্জয়ক পাঠাইল কুরু অধিকারী।
কহিও সঞ্জয় ধর্ম্ম বিনয় বিস্তারি ॥
শান্ত বাক্যে কয়ো তুমি ধর্ম্মরাজা স্থানে।
রণ করিবার যেন নহে তার মনে ॥
তুমি ধর্ম্ম মহারাজা ঘুষয়ে সংসারে।
এবে কেন বিপর্য্যয় দেখিযে তোমারে ॥ ২১২০
কোথা যোগ্য দান ধর্ম্ম কোথা জ্ঞাতিবধ।
হেন বুদ্ধি দিল তোকে কেমন মুগধ ॥
তুমি পঞ্চ সহোদর ধর্ম্মের শরীর।
বৃদ্ধকালে দুঃখ দিলে না সহে শরীর ॥
এতেক কহিল যদি সঞ্জয় বচন।
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কহিল তখন ॥
যদ্যপি না দিবা যে পৈতৃক রাজ্য ধনে।
পঞ্চখানি গ্রাম দেহ আমা পঞ্চ জনে ॥
মাকন্দি, বারণাবতী, হস্তিনা নগরী।
কাশস্থল, কুশস্থল এই পঞ্চপুরী ॥
এহি পঞ্চ গ্রাম দিবা মোকে শান্ত করে।
রণে কিছু কার্য্য নাই শুন নৃপবরে ॥
হেন শুনি সঞ্জয় কহিয়ো ভাল মতে।
না করিব যুদ্ধ আমি তাহাক চাহিতে ॥
এত শুনি সঞ্জয় হরিষ মনে মনে।
চলিল হস্তিনাপুরী ধৃতরাষ্ট্র স্থানে ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ যত কুরুগণ।
সভার অগ্রতে যায়া কহিল কথন ॥
শুনি সানন্দিত হৈল ভীষ্ম মহাশয়ে।
দুর্য্যোধন আসি তবে বুলিল সভায়ে ॥ ২১৩০

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে বুলিল বিস্তর।
না শুনিল কার বাক্য কুরুর ঈশ্বর ॥
শুনিয়া বলয়ে পাপী কুরু অধিকারী।
কি কারণ বীরগণ রণ পরিহরি ॥
রণেত জিনিয়া মোক লউক রাজ্যধন।
পঞ্চখানি গ্রাম মতে চাহে কি কারণ ॥
ধনঞ্জয় বীর আছে সংসার ভিতরে।
লউক সকল রাজ্য জিনিয়া আমারে ॥
সর্ব্বরাজ্য পাবে পঞ্চগ্রাম কেনে চাই।
এতেক বুলিনু অমি তাহাক বরাই ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ দর্প জানে যুধিষ্ঠির।
নালয় রাজ্যের নাম কম্পিত শরীর ॥
এত বুলি সভা হৈতে উঠিল সত্বরে।
যার যে শিবিরে গেল সব নৃপবরে ॥
বিলম্ব চাহিয়া পাছে পাণ্ডব নৃপতি।
কৃষ্ণক কহিল তবে করিয়া ভকতি ॥
আপদ কালে ত প্রভু কর পরিত্রাণ।
তুমি বিনে পাণ্ডবের গতি নাহি আন ॥
অতি ক্রুর বুদ্ধি তারা না বুঝে এমতি।
না দিবেন সুখে রাজ্য জানিনু সম্প্রতি ॥ ২১৪০
মাগিয়া পঠাইনু আমি পঞ্চখানিগ্রাম।
না কৈল সম্মতি যে রাজ্যর না নে নাম ॥
জ্ঞাতিবধ করিয়া রাজ্যের অভিলাষ।
হেন পাপ কর্ম্মত মোহর হৈল আশ ॥
দুর্জ্জন অসাধু যবে সত্যাচারী হয়ে।
পুণ্যবন্ত জনে তাক বধ নাহি করে ॥
জ্ঞাতি সনে রণে যদি মরে কুরুগণ
হেনয় দারুণ কর্ম্ম হউক যে শোভন ॥
জয় পরাজয় সবে জ্ঞাতি সনে রণ।
হেন অপযশ প্রশংসিব কোনজন ॥

বৃদ্ধ পিতামহ মোর পরম পূজিত।
পুত্র স্নেহ ছাড়িতে না পারে কদাচিত ॥
পুত্রের অধীন রাজা নহে স্বতন্তর।
দুর্য্যোধন কুলাঙ্গার কপটের ঘর ॥
প্রাণ গেলে না ছাড়িব যুদ্ধ অনুমান
কি করিব উপায় কহিও নারায়ণ ॥
অতি ধর্ম্ম নহে যেন না হয়ে বিচ্ছেদ
উপায় বোলহে মধুসূদন অচ্যুত ॥

অথ পাণ্ডবের রাজ্যপ্রাপ্তিহেতু দুর্য্যোধনের নিকট শ্রীকৃষ্ণের গমন।

যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া জনার্দ্দন।
হৃদয়ে ভাবিয়া পাছে বুলিল বচন ॥ ২১৫০
আপনে যাইব আমি কৌরব সমাজ।
সমুচিত বুলি বুঝাইব কুরুরাজ ॥
যেন মতে শান্ত হয় কৈবো সমাধান।
না হয় কোন্দল যেন প্রিয় যে বচন ॥
যুধিষ্ঠিরে বলে প্রভু শুন যদুপতি।
আপনে যাইবা প্রভু নহে ত যুগতি ॥
সকল ক্ষেত্রির মধ্যে দুর্য্যোধন বৈসে।
একেশ্বর যাবা তুমি কেমন সাহসে ॥
কৃষ্ণ তবে হাসিয়া বলয়ে আরবার
আমি জানি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ব্যবহার ॥
সর্ব্বরাজ্যে পূজিত না হই কারো বধ্য।
ত্রিভুবন জুড়ি জানে আমি সে অবধ্য ॥
পৃথিবীর রাজা যদি হয় এক ঠাঁই।
আমাকে সমর্থ নহে তোমাকে বুঝাই ॥
যদি বা প্রমত্ত হয়া অজ্ঞানে মোহিত।
তৃণতুল্য না হয় কৌরব শতাধিক ॥

তবে যুধিষ্ঠির রাজা বুলিলন্ত পুনি।
সমাধান করিবা আপন মনে গুণি॥
ভীমসেন নকুল অর্জ্জুন সহদেব।
একে একে উঠিয়া বলিলা বাসুদেব॥ ২১৬০
সামপূর্ব্বে ভয়জানা বুলিব বচন।
দুষ্য বুলি না বুলিব মানী দুর্য্যোধন॥
হেনকালে দ্রৌপদী পাইল অবকাশ।
বাম হাতে ধরিল সুগন্ধি কেশ পাশ॥
এহি মতে আইল কন্যা কৃষ্ণের সমপাশ
কান্দিতে কান্দিতে কহে গদগদ ভাষ॥
যুদ্ধ করিবার প্রভু যাহত আপনে।
এহি কেশে ধরি মোর পাপ দুঃশাসনে॥
ইহাক স্মরিতে প্রভু কি বলিব আর।
ভয়ে সমাধান করে অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
মোর বাপ যুঝিবেক বৃদ্ধ নরপতি।
যুঝিবেক ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥
মোর পঞ্চ পুত্রে করিবন্ত গিয়া রণ।
অভিমন্যু করিবেক কৌরব নিধন॥ ২১৬৭
দুঃশাসন হাত যদি দেখি গো কাটিতে।
ধুলায় ধূসর যদি লোটায় ভূমিতে॥
কহিলো তোমাকে বাসুদেব মহাশয়।
অবশ্য ঘুচাবা মোর দুঃখ সমুদয়॥
এহি বুলি কান্দিল বিস্তর যাজ্ঞসেনী।
সকরুণে সান্তাইল দেব চক্রপাণি॥ ২১৭০
অচিরে দেখিবা তুমি দ্রৌপদী কুমারী।
এহি মতে কান্দিবেক কৌরবের নারী॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের হৈল পরিপাক।
শকুন শৃগালে বেড়ি খাইব যে তাক॥
যদি সপ্ত খণ্ড হয় মেদিনী মণ্ডল।
বিচলিত হয় যদি হিমধরাচল॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে নক্ষত্র সহিতে।
আমার বচন মিথ্যা নহে কদাচিতে॥
কৃষ্ণের বচনে শান্ত হৈল যাজ্ঞসেনী।
আগ হয়া ধনঞ্জয় বুলিলন্ত পুনি॥
তুমি শান্তশীল কেন বুলিবা বিস্তর।
তোমার বচন যদি করে অনাদর॥
তবে ফল ভুঞ্জিবেক কৌরব দুর্ম্মতি।
তুমি বিনা পাণ্ডবের আন নাহি গতি॥
সাত্যকিক বাসুদেব বুলিল নিভৃতে।
উদ্যোগ করহ রথ অস্ত্র সমোদিতে॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অস্ত্র বহুতর।
ধনু টোন তোল মোর রথের ওপর॥
দুর্য্যোধন শকুনি যে কর্ণ দুঃশাসন।
সঙ্কোচ করিয়া চাবা যত শত্রুগণ॥ ২১৮০
আপনে বলিষ্ট যবে হয় বহুতর।
অল্প জ্ঞান না করিব দেখি পরদল॥
কৃষ্ণের আজ্ঞায়ে রথ উদ্যোগ করিল।
সর্ব্ব লোক দেখিয়া বিস্ময় বড় হৈল॥
বায়ু বেগ তুরঙ্গ যে বিচিত্র বাহিনী।
আরোহিলা রথ মধ্যে দেব চক্রপাণি॥
সেহি রথে সাত্যকিক চড়ায়া আপনে।
শুভক্ষণে যাত্রা কৈল বিচিত্র বিমানে॥
পাণ্ডব সহিত যত রাজরাজেশ্বর।
বাড়াই থুইল নিয়া বাহির নগর॥
যুধিষ্ঠিরে বুলিলন্ত করিয়া বিনয়।
কহিতে চক্ষুর জল ভূমিত পড়য়॥
পুত্র যে বৎসলা মাতা শোকে তনুশেষ।
বড় দুঃখ পায়ে মাও উপবাস ক্লেশ।

আমি সব বনে যাই পঞ্চ সহোদর।
পাছে পাছে যায়া মায় কান্দিল বিস্তর॥
ক্রন্দন দেখিয়া মাতৃ গেলাম অরণ্যে।
এত দুঃখে কথঞ্চিত জীয়ে যে পরাণে॥
অবশ্য গোবিন্দ মোর মায় জিজ্ঞাসিবা।
বহুবিধ সান্তাইয়া কুশল কহিবা॥ ২১৯০
সম্ভাষিয়া সবাকে পঠাইল জনার্দ্দন।
বায়ু বেগে প্রত্যক্ষেতে গেল নারায়ণ॥
দশ মহারথী যান্ত কৃষ্ণের সংহতি।
সিংহের বিক্রম দশ সহস্র পদাতি॥
দশ শত অশ্ব নড়ে সংগ্রামে দুর্ব্বার।
পঞ্চ শত গজ নড়ে বহু পরিবার॥
দিবা অবশেষ হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃক্ষস্থল পাইল গিয়া কৃষ্ণ মহাশয়।
যুধিষ্ঠির কার্য্যে আইল গোবিন্দ আপনে।
শুনি সম্ভাষিতে আইলা বৃক্ষস্থলজনে॥
নানা উপহার দিয়া পূজিল বিশেষ।
রজনী গোবিন্দ গোঙাইল সেহি দেশ॥
দূত মুখে ধৃতরাষ্ট্র শুনিল শ্রবণে।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর শুনিল সেহি ক্ষণে॥
সঞ্জয়ক পঠাই আনিল দুর্য্যোধন।
আনাইল অমাত্য সকল বন্ধু জন॥
প্রসন্ন বদন রাজা হরিষে পুরিল।
রোমাঞ্চিত কলেবর পুত্রকে কহিল॥
বড়য়ে অদ্ভুত শুনি প্রত্যক্ষ পাইল।
মোর রাজ্যে গোবিন্দ আপনে দেখ আইল॥২২০০
বেশ্যাগণ যত আছে নগরে নগর।
আগ বাড়াই আনুক দেব গদাধর॥
সর্ব্বভূতে সাক্ষাতে আপনে নারায়ণ।
যাক সদা পূজয় গন্ধর্ব্ব মুণিগণ॥ ২২০২

(১) পদ্মিনী করুক সজ্জা মহা রম্য ঘর।
নানা দ্রব্য মনোহর আন উপহার॥
বৃদ্ধরাজবচন শুনিঞা দুর্য্যোধন।
বোলে মিষ্টবাক্যে পূজ দেবনারায়ণ॥
তবে পাছে বৃদ্ধ রাজা বুলিল হরিষে।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে॥
মহাবল মহাতেজ মহাগুণনিধি।
ত্রৈলোক্যের নাথ হরি বিধাতার বিধি॥
যত বস্তু দিবা তুমি শুন দুর্য্যোধন।
ষোড়ষ সুবর্ণ আর দিব্য সিংহাসন॥
রথ হস্তী বাজী দিবা রাজধানী সার।
এক শত দাসী তুমি দিবা মনোহর॥
মেষ যে সহস্র দেহ পূর্ব্বদেশ জাত।
বঙ্গদেশোদ্ভব দেহ বস্ত্র অসংখ্যাত॥
মহোজ্জ্বল করে কান্তি দিবস রজনী।
ভক্তি করি গোবিন্দক দিবা রত্নমণি॥ ২২১০
চতুর্দ্দশ ভুবনে না জোড়ে অশ্বগণে।
সেই সব তুরঙ্গ সমর্প নারায়ণে॥
পুত্র পৌত্র যত মানে আছে প্রজাগণ।
আগ বাড়ি আন কৃষ্ণ শুন দুর্য্যোধন॥
যত বেশ্যা(২) নারীগণ আছয়ে আমারে।
আগ বাড়ি আন কৃষ্ণ যাইয়া সত্বরে॥
পথে পথে পতাকা রুপিয়া সারি সারি।
আনন্দে করুক ধাম নগরের নারী॥
পথে জল ছিটাইয়া বাদ্যভাণ্ড আর।
দুঃশাসন মন্দির করুক পুরস্কার॥ (পরিস্কার)
রাজার বচন শুনি বিদুরে বুলিত।
তুমি সত্য মহারাজা পৃথিবী পূজিত॥

---

(১) সুন্দরী স্ত্রীগণ
(২) নর্ত্তকী বা নটী

শুদ্ধভাবে পূজিও কপটে নাহি কাজ।
আর সব শিশুমতি তুমি বৃদ্ধরাজ॥
ধনে তুষ্ট করিতে না পারি জনার্দ্দন।
প্রভুত্বের অন্ত নাই বিভূতি প্রধান॥
কৌরবের কুশল চিন্তয় যে কারণে।
নিষেধ করিতে কৃষ্ণ আইসে আপনে॥
তোমাক পাণ্ডবপঞ্চ পিতৃতুল্য জানে।
পুত্র বোধ করি তুমি স্নেহ কর মনে॥ ২২২০
কথা উচ্ছেদিয়া বলে কৌরবের পতি।
কাল সর্প দুর্য্যোধন সহজে দুর্ম্মতি॥
তাকে যদি পূজিবেন দিয়া উপহার।
কাল দেশ উপযোগ্য নহে ব্যবহার॥
কৃষ্ণ হেন জানিবেক ভয়ে সব দিল।
(১) ক্ষেত্রির মাঝত নারায়ণ যে দেখিল॥
অভ্যাগত নহে কৃষ্ণ পূজিব বহুল।
কার্য্যগতি বাসুদেব পূজিয়া কি ফল॥
অধিক অর্চ্চিব কৃষ্ণ কিসের কারণে।
মনখেদ শান্তি নহে জান বিনা রণে॥
তবে ভীষ্ম মহাবল প্রসন্ন বদন।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া বুলিল বচন॥
পূজাকরি শান্ত কর কৃষ্ণক সাক্ষাৎ।
ত্রিভুবন নাথ সনে না কর বিবাদ॥
ওয় হতি চিন্তিয়া আসিল চক্রপাণি।
ধর্ম্মার্থে জানিবা কথা অভিপ্রায় জানি॥
তাহাকে সম্প্রীত বাক্য বুলিবা সম্মতি।
তবে সে আনন্দ হৈব ত্রিজগতপতি॥
এতেক বুলিল যদি ভীষ্ম মহাশয়।
ক্রোধ হয়া বুলিতে লাগিল দুরাশয়॥ ২২৩০

পাণ্ডবের প্রাণ কৃষ্ণ জানি বিদ্যমান।
কূটনাট করে কৃষ্ণ পাণ্ডব কারণ॥
এথাতে থুইলে বান্ধি পৃথিবী আমার।
গোষ্ঠী সমে অনাথ পাণ্ডব পরিবার॥
প্রভাতে আসিব কৃষ্ণ সভার ভিতরে।
উপায়ে না বুঝি হেন কহ নৃপবরে॥
শুনিয়া বিমন হৈল বৃদ্ধ নরপতি।
জিহ্বাতে কামড় দিয়া বোলে শীঘ্রগতি॥
শুন দুষ্ট পাপীষ্ট অধম দুর্য্যোধন।
লোকশাস্ত্র বহির্ভূত তোর হেন মন॥
একে দূত হৃষিকেশ আর ইষ্টজন।
তাহাক বান্ধিতে চাহ কিসের কারণ॥
হেন বজ্রাঘাত কৃষ্ণ অপমান শুনি।
ভীষ্ম বোলে ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া পুনি॥
দুর্য্যোধন পুত্র তোর অনর্থের ঘর
না শুনে সুহৃদ বোল হৈল অথান্তর॥
বিপথে সে পথ করে পাপ দুরাচার।
তুমিও বিপথে যাহ তার অনুসার।
কৃষ্ণ অপমান করে পাপ দুর্য্যোধন।
অমাত্য সহিতে হৈব কুবুদ্ধি নিধন॥ ২২৪০
এ পাপ বচন মোর না সহে শ্রবণে।
এহি বুলি ভীষ্ম পাছে উঠিল তখনে॥
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণ করিল গমন।
আগ বাড়ি আনিলেন সর্ব্ব কুরুগণ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি বাড়াই আনিল।
সম্ভাষা করিয়া দিব্য সিংহাসন দিল॥
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষিয়া বসিল আসনে।
রাজা সব বসিল যাহার যেহি স্থানে॥
বিদুরক সম্বোধিয়া কহিল কুশল।
কুন্তী সম্ভাষিতে গেল কৃষ্ণ মহাবল॥

---

(১) পাঠান্তর :—
আপনে ক্ষেত্রির মান নত সে হৈল॥

কুন্ত ভোজ কুমারী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা
পাণ্ডবের জননী ভুঞ্জয়ে দুঃখ দশা ॥
দূরে থাকি কুন্তী যে দেখিল গদাধর।
কৃষ্ণের গলাত ধরি কান্দিল বিস্তর ॥
কৃষ্ণক আসিয়া পাছে করিল সৎকার।
হাহা পুত্র বুলি দেবী কান্দিল বিস্তর ॥
শুনিয়োক সর্ব্বলোক ত্যজ আন কাম।
সামাজিক লোক ডাকি বোল রাম রাম ॥ ২২৪৯

অথ শ্রীকৃষ্ণের নিকট কুন্তীদেবীর পুত্রের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া ক্রন্দন।

শুনিয়ো কেশব দেব তোমাকে কহিব সব
নাহি পুত্র পরস্পর ভেদ
সতত বিপ্রক সেবি ধর্ম্ম পথ অনুসরি
নাছাড়য় ধর্ম্ম কদাচিত ॥ ২২৫০
কহিয়ো পুত্রেক কথা দ্রৌপদী সহিতে তথা
কেন মতে বঞ্চে পঞ্চ জন।
ত্রয়োদশ বৎসরেক সত্য পালি অতিরেক
না জানন্ত কিছু ভালমন্দ ॥ ২২৫১
ক্রীড়া করি যবে তার শকুনি জিনিল আর
সত্যপালি গোঙাইল নিভৃতে।
রাজ্য হৈতে পুত্রসব বনেত নির্ভয় গেল
মুঞি গেলো কান্দিতে কান্দিতে ॥ ২২৫২
সেহি দুঃখ হৈল পুন হৃদয় ভেদিয়া গেল
চিত্ত মুঞি না পারো ধরিতে।
না দেখি মায়ের মুখ কতবা ভাবয় দুঃখ
বঞ্চিলেক পঞ্চ যে বহুতে ॥ ২২৫৩
শঙ্খধ্বনি যে মৃদঙ্গ বীণা বাঁশী বহুরঙ্গ
দামা ভেরী বাজয়ে প্রভাতে।
শৃগালের বোল শুনি বাণধ্বজ নৃপমণি
তাতে নিদ্রা গেল কোনমতে ॥ ২২৫৪
স্ত্রীয় সব গীত গায় নৃত্য করে বাঁশী বায়
কোলাহলে নানা বাদ্য বাজে।
পড়য় ভট্টিমা ভাটে ব্রাহ্মণে উচ্চারে বেদে
চৈতন্য করায় ধর্ম্মরাজে ॥ ২২৫৫
হেন মোর পুত্র বরে অরণ্য ভিতর পরে
জন্তু সব কোলাহল শুনি।
কেন মতে নিদ্রা যায় রজনীত বঞ্চে তায়
মাধবক কহে কথা পুনি ॥ ২২৫৬
দেবের নির্ম্মাণ সব অতি বড় মনোহর
মণিময় কাঞ্চনে রচিত।
তাহাতে কোমল শয্যা দাসীগণ করে পূজা
কেনমতে অরণ্যে আশ্রিত ॥ ২২৫৭
মহাভারতের কথা অমৃতের পদ গাথা
শ্রবণরমন মন হয়।
শুনিয়োক সভাসদ কৃষ্ণের বচন পদ
রামকৃষ্ণ বুলিয়ো সদায় ॥ ২২৫৮
পুন বোলে কুন্তী দেবী শুন জনার্দ্দন।
ধর্ম্মরাজে কহিয়োক আমার বচন ॥
ধর্ম্ম লঙ্ঘি কদাচিত কর্ম্ম না করিব।
অতি ক্লেশ পাইলেহ ধর্ম্ম না ছাড়িব ॥ ২২৬০
অর্জ্জুনক কহিবা আমার উপদেশ।
উত্তম অধম আছে পুরুষ বিশেষ ॥ ২২৬১
যেমতে রহয় ভালে ক্ষেত্রির কুমারী।
ধর্ম্মনা ছাড়িয়া সব করিবা সম্বরি ॥
তথাপি উত্তম জনে না ছাড়য় ধর্ম্ম।
কদাচিৎ না করিবা কাপুরুষ কর্ম্ম ॥
ভীমসেনে কহিয়ো দ্রৌপদীসতীসনে।
বিপত্তি কালেত রক্ষা হৈবা সাবধানে ॥

না চিন্তিয়ে দুঃখ আমি রাজ্যর কারণে।
জয় পরাজয় দুঃখ নাহি ভাবি মনে॥
রাজ্য হারি পঞ্চ ভাই গেল বনবাস।
সেই দুঃখ পাসরিলো মনেত বিশেষ॥
এহি দুঃখ চিরৎকাল রৈল মনে পুনু।
তুষের অগণি যেন দহে সর্ব্বতনু॥
এক বস্ত্র বধূ মোর সভাত আনিল।
রজঃস্বলা জানি তার বস্ত্র কাড়ি লৈল॥
মুঞি মহাপাতকীয়ে কি বলিব আর।
দুঃখ সমাধান করে অর্জ্জুন কুমার॥
ভীমসেন জীয়ন্তে জীয়ন্তে ধনঞ্জয়।
তথাপিত দুঃখ মোর কৃষ্ণ কৃপাময়॥ ২২৭০
কুন্তীর করুণা যেন কোকিলেরস্বর।
আস্বাসিয়া গোবিন্দ কহিল সর্ব্বসার॥
ত্রিভূবনে কেবা আছে ওয়ে হেন সতী।
সংসারের সার তুমি মহাপুত্রবতী॥
বীর পুত্র বীর বধূ বীরের মহিষী।
সর্ব্বগুণবতী তুমি ধর্ম্মত বিদুষী॥
সংসারের সুখ দুঃখ ভুঞ্জে মহাজনে।
অচিরাতে বৈরীসব হৈব নিধনে॥
অচিরাতে দেখিবা পাণ্ডব মহামতি।
অকণ্টকা অবশ্যে পাইবা বসুমতী॥
আস্বাসিয়া কুন্তীক যে করিল বিনয়।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিল মহাশয়॥
দুর্য্যোধন গৃহে গেল সভার ভিতর।
বসি আছে দুর্য্যোধন যেন পুরন্দর॥ ২২৭৭
তার কাছে আছে কর্ণ শকুনি দুর্ম্মতি।
যাহার অনুজ দুঃশাসন দুষ্টমতি॥
বাসুদেব দেখিয়া উঠিল দুর্য্যোধন।
অমাত্য সহিতে আনি দিল সিংহাসন॥
ইষ্ট কথা আছিল সম্ভাষা বহুতর।
দুর্য্যোধনে উপহার দিলেন বিস্তর॥ ২২৮০
এক দ্রব্য গ্রহণ না কৈল জনার্দ্দন।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসিল রাজা দুর্য্যোধন॥
কি কারণে না লৈলা আমার উপহার।
দুয়ো পক্ষে ইষ্ট তুমি সম্বন্ধ আমার॥
হাসিয়া গোবিন্দ তবে বুলিল উত্তর।
দূতধর্ম্ম মোর নহে শুন নৃপবর॥
অর্থগ্রাহী নহি আমি জানিবা কারণ।
ধনে মোর কার্য্য নাহি শুনহে রাজন॥
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের ঘরে।
কৃতার্থ করিয়া পুন কহিল আমারে॥

অথ বিদুরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

উঠি পাছে গোবিন্দ বিদুরঘরে গেল।
ইন্দ্রের অমরা যেন প্রবর্ত্ত হইল॥
শুদ্ধচিত্তে পূজিয়া করিল নমস্কার।
ভোজন সামগ্রি দিল নানা উপহার॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করিল ভোজন।
রত্ন-ময় শয্যা দিল করিতে শয়ন॥
ভক্তি করি বিদুরে পুছিল শুদ্ধমতি।
কিসক আপনে আইলা জগতের পতি॥
দুষ্টমতি দুর্য্যোধন কপট গোঙার।
কদাচিৎ না শুনিব বচন তোমার॥ ২২৯০
অমাত্য শকুনি, আর কর্ণ, দুঃশাসন।
মূর্ত্তিবন্ত অহঙ্কারী এহি তিনজন॥
কার বোল না শুনে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন।
না জুয়ায়ে তোমার এথাতে আগমন॥
বিশেষ শত্রুর মাঝে তুমি একেশ্বর।
নিষ্ট ইষ্ট বাক্য তুমি না বোল বিস্তর॥

অশিষ্টের মধ্যে কেন ওয় আগমন।
মোর মনে না রুচায় দৈবকী নন্দন ॥
বিদুরের বচন শুনিয়া দামোদর।
ঈষৎ হাসিয়া পাছে দিলেন উত্তর ॥
ধৃতরাষ্ট্র দুরাশয়ে(১) ক্ষেত্রিসব বৈরী।
দুর্য্যোধনদৌরাত্ম্য সকল আমি স্মরি ॥
লোকে মোক বুলিবেক কলঙ্ক বচন।
পায়িতেহ গোবিন্দ না কৈল নিবারণ ॥
কৌরব পাণ্ডব মোর দুই জনে ইষ্ট।
নিষেধ না কৈল লোকে বলিবেক দুষ্ট ॥
যে বুলিলা শত্রুমধ্যে আমি একেশ্বর।
পৃথিবী সমর্থ নহে আমার গোচর ॥
দুয়ে ইষ্ট কথা কৈতে গেল সিতো রাতি।
ধার্ম্মিক বিদুর আর দেব যে শ্রীপতি ॥ ২৩০০
প্রভাতে করিল স্নান দৈবকী নন্দন।
নিত্য কৃত্য নির্ব্বাহিল ক্ষেত্রির বিধান ॥
শকুনি সহিতে আসিলেন দুর্য্যোধন।
সাক্ষাতে আসিয়া তবে বুলিল বচন ॥
সব সভাসদ আর বৃদ্ধ নরপতি।
(২)পরিখ্যাতি তোমাকে আছন্ত (৩)প্রতিপ্রাতি ॥
দেবতাক পরীক্ষিয়ে যেন দেবগণে।
এক দৃষ্টে আছে সবে তোমার কারণে ॥
কৃষ্ণ পাছে হাসিয়া দুহাকে আদরিল।
বস্ত্র অলঙ্কার পরি রথেত চড়িল ॥
বিদুর সহিতে কৃষ্ণ রথে আরোহন্ত।
পাছে যায় দুঃশাসন শকুনি দুরন্ত ॥

কৃত ব্রহ্মা, সাত্যকি সকল সৈন্য সমে।
পাছে পাছে কৃষ্ণের চলিল অনুক্রমে ॥
বীণা বাঁশী মাগরীর বাদ্য যে সুস্বর।
সভা মধ্যে প্রবেশিল দেব গদাধর ॥
সবাকে সম্ভাষি পাছে যার যেহি বিধি।
সুবর্ণের আসনে বসিল পুন নিধি ॥
হেন কালে অন্তরীক্ষে আইলা মুনিগণ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ভীষ্ম দিলন্ত আসন ॥ ২৩১০
আসিল পরশুরাম নামে মুনিবর।
নারদ প্রমুখে আইল সভার ভিতর ॥
রাজা সব বসিল বসিল মুনিগণ।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া বুলিল বচন ॥ ২৩১২
কৌরব পাণ্ডব কুল করিতে নিস্তার।
তে কারণে আইলা কৃষ্ণ শান্ত করিবার ॥
সবগুণ যুক্ত তুমি গুণের নিধান।
কুরুবংশে মহাবীর জগতে প্রধান ॥
ক্ষেমাবন্ত দয়াবন্ত কুরুবংশ ধর।
তুমি শ্রেষ্ঠ মহাবলবন্ত নৃপবর ॥
দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমার পুত্র শত।
মর্য্যাদা ছাড়িয়া হৈল লোভে উপগত ॥
বংশের আপদ তুমি জানহে নিশ্চয়।
পৃথিবী হৈব নাশ যাইব সব ক্ষয় ॥
উপশম কর এবে শুন নৃপবর।
আর যত নিবারিলা নহেত দুষ্কর ॥
পুত্র সব নিষেধ করিবা তুমি বোধ।
পাণ্ডব নিষেধ আমি করিব প্রবোধ ॥
কৌরব পাণ্ডব সমোদিত কর রাজ
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুন করপ্রীত কাজ ॥ ২৩২০
দেবাসুরে দুর্জ্জয় পাণ্ডব মহাবীর।
পুত্রসব তোমার সংগ্রামে বড় স্থির ॥

(১) দুরাশয়ের প্রতি
(২) অপেক্ষা করিয়া
(৩) সর্ব্বক্ষণ

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ বীর বিবিংশতি।
অশ্বত্থামা, বাহ্লীক, শকুনি যে প্রভৃতি ॥
আর সব মহাবীর সমরে দুর্জ্জয়।
তোমার সমান রাজা নাহি মহাশয় ॥
এক যুক্তি নিসন্ধে ভুঞ্জিবা রাজ্য সুখ।
হিত উপদেশ কহি না হৈবা বিমুখ ॥
শিশুকালে হৈল তারা বাপের বিয়োগ।
আপনে পালন কৈলা দিয়া নানা ভোগ ॥
যুধিষ্ঠিরে করিয়াছে তোমাক প্রণতি।
সেই সব কহি শুন বৃদ্ধ নরপতি ॥
তোমার আদেশ আমি মাথে করি বহি।
তোমার কারণে আমি এত দুঃখ সহি ॥
বৎসরেক আছি আমি বিরাট নগরে।
যেন গর্ভ বাসত বঞ্চিল তার ঘরে ॥ ২৩২৮
তুমি যেহি কহিয়াছ সেহি ধরি মনে।
আমাক লজ্জিতে চাহ কিসের কারণে ॥ ২৩২৯
ধর্ম্ম কর মহারাজ বড় পাই ক্লেশ।
এড়ি দেহ আমাক পৈত্রিক রাজ্য দেশ ॥ ২৩৩০
এত দুঃখ সহি আমি গুরুজন চাই।
পিতৃমাতৃ সমতুল্য তোমাক দেখই ॥
এহিবাক্য যুধিষ্ঠিরে কহিল আপনে।
ধর্ম্মত বিমুখ হয় কিসের কারণে ॥
আপন উচিত রাজ্য মাগয়ে পাণ্ডবে।
সুখে রাজ্য ভুঞ্জিব তোমার পুত্র সবে ॥
অগ্নিতে দহিলা পূর্ব্বে নিস্তারিলা দৈবে।
তথাপি তোমার দাস হৈল পাণ্ডবে ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে বাসা দিল পুত্রের যুগতি।
সব রাজা বশ্য কৈল আপন শকতি ॥
শকুনিক সাজাইয়া লৈলা রাজ্য ধন।
দ্রৌপদী আনাইয়া দেখাইলা সভাজন ॥

এতেক অবস্থা তুমি করিলা আমারে।
তথাপিত অনুকল্প করয়ে তোমারে ॥
আমি কহি শুন রাজা তোর হিত কাজ।
রাজ্য এড়ি দেহ তুমি কৈলো মহারাজ ॥
পূণ্য, ধর্ম্ম বহির্ভূত তোমার তনয়।
নিগ্রহ করিয়া তুমি বোলহ নিশ্চয় ॥
সবাতে সমর্থ হয় পাণ্ডব নন্দন।
যুদ্ধতে সমর্থ তারা অতি বিচক্ষণ ॥ ২৩৪০
যেহি পথে দেখি তান সেহি পথে ধায়।
অকারণে মহারাজ না কর অন্যায় ॥
এহি যদি কহিলেন দৈবকীনন্দন
সকল নৃপতি প্রশংসিল জনে জন ॥
নিশবদে রহিল সকল সভাজন।
চিত্রপটে চিত্র যেন করিছে লিখন ॥
পরশুরামে বুলিলন্ত হিত উপদেশ
পাছে পুনু ব্যাস মুনি কহিল বিশেষ ॥
বলিল নারদ মুনি দেখি দুর্য্যোধন।
একো যোগ্য নহে তোর বুদ্ধি দেখি ছন্ন ॥ ২৩৪৫
কারো বোল দুর্য্যোধন না শুনিল যবে।
ধৃতরাষ্ট্র গোবিন্দেক কহিলেন তবে ॥ ২৩৪৬
যত কিছু গোবিন্দেহ কহিল বচন।
মহাহিত কৈলা সব মোর লয় মন ॥
না শুনে মোর বাক্য দুষ্ট দুর্য্যোধন।
তুমি তাক আপনে বুঝাহ নারায়ণ ॥
পাছে দুর্য্যোধনেক কথা গোবিন্দেকহন্ত।
মহাকুল শীল তুমি মহাগুণবন্ত।
মহাবংশে জন্ম তোর জান ধর্ম্মাধর্ম্ম।
কুলিন জনার নহে হেন অপকর্ম্ম ॥ ২৩৫০
উত্তম জনের কর্ম্ম অধর্ম্ম না করি।
অধর্ম্ম জনের সদা দুষ্ট ব্যভিচারী ॥

ভ্রাতৃগণের কর সমরপরিত্রাণ।
আমি যে বচন বুলি কর অবধান॥
বাপের কুশল চিন্ত আপন কল্যাণ।
রাজ্যের হিতক চিন্ত কর সমাধান॥
বাপ মায়ের বচন না কর অন্যথা।
পড়ি শুনি পাসর না ইতিহাস কথা॥
পাণ্ডব সহিতে রাজ্য কর উপভোগ।
সকলে কুশলে রৌক করি নানা যোগ॥
দুঃশাসন, কর্ণ যে শকুনি দুষ্টমতি।
পাশা খেলি জিনিয়া দিলন্ত বসুমতী॥
ওয় সনে সংগ্রামে একত্র চারিজন।
একেশ্বরে বৃকোদর করিবে নিধন॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ আর জয়দ্রথ।
অশ্বত্থামা, সোমদত্ত সবে মহাসত্ত॥
অর্জ্জুনের সমর্থ না হৈব একোজন।
সবে মিলি কর যদি একত্রেয় রণ॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষগণ।
অজয় অর্জ্জুন হেন জানে ত্রিভুবন॥ ২৩৬০
কুলক্ষয় করিয়া তোমার কি ফল।
শান্ত হও দুর্য্যোধন না হৈয়ো বিকল॥
তাহার পৈত্রিক রাজ্য তুমি দেহ ছাড়ি।
জানিবা অর্জ্জুন সে যে নহে পাশাখেড়ি॥
পাছে ভীষ্ম পিতামহ বুলিলন্ত গুণি।
সাম্য হয়ো নৃপতি কৃষ্ণর বাক্য শুনি॥ ২৩৬৩
সুহৃদসম্ভাষ যে বুলিল নারায়ণ।
তার বাক্য না লঙ্ঘিবা শুন দুর্য্যোধন॥
তবে পুনি বিদুরে বুলিল আর বার।
বারেক বচন রাখ কর প্রতিকার॥
বৃদ্ধকালে বাপ মায়ে চাহ দুর্য্যোধন।
তাপ সাগরেত যেন না নাম এখন॥

দ্রোণাচার্য্য বুলিলন্ত বিস্তর বচনে।
শান্ত হয়ো দুর্য্যোধন ফল নাহি রণে॥
প্রজা নাশ না কর না বধ জ্ঞাতিগণ।
কহিলো যে সব কথা তাতে দেহ মন॥
কৃষ্ণের বচন শুন মনে এড় তাপ।
না রাখিবা কথা যদি পাবা মনস্তাপ॥
বিদুরে বোলয় পরিণাম দেখিতেছি।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধার দেখিয়া অনুশোচি॥ ২৩৭০
বৃদ্ধ বাপ মায় তোর অনাথ হৈব।
ভিক্ষুক অনাথ হৈয়া মাগিয়া খাইব॥
হেন পুত্র হৈলা তোর দুষ্ট দুরাচার।
কুপুত্র জন্মাইয়া তোমা হারাইল সংসার॥
প্রীতে তোকে ধৃতরাষ্ট্র বুলিল আপনে।
হিত বাক্য প্রত্যক্ষত কৈল নারায়ণে॥
এবে হিত উপদেশ শুন স্থির মনে।
সুহৃদের বাক্য সব শুন দুর্য্যোধনে॥
কেশব আপনে আর কহিল যতেক।
ভীষ্ম দ্রোণ মিলি আর কহিল প্রত্যেক॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবের যবে নহে ক্রোধ।
যাবৎ না করে ভীম সংগ্রামে বিরোধ॥
ভারতে করহ প্রীত শুন দুর্য্যোধন।
ভাগকরি রাজ্য ভুঞ্জ কর নিবর্ত্তন॥
ভক্তি করি পাণ্ডবেক কর তুমি প্রীত।
আমি সব তোমাকে কহিলো জানহিত॥
রাজা বোলে সদা মোক বিদুরে বোলন্ত।
পিতামহ ভীষ্মে আর আচার্য্যে ভৎসন্ত॥ ২৩৭৯
শকুনি জিনিল রাজ্য হারিল পাণ্ডবে।
মোকে মাত্র অপরাধী বেড়ি বোলে সবে॥ ২৩৮০
যে কিছু হারিল ধন তাকে দিলো ছাড়ি।
কোথা মুঞি অপরাধী কোথা পাশা খেড়ি॥

অজয় পাণ্ডব সব গেল বনবাসে।
কোন দোষে আমাক করহে উপহাসে॥
হেনজন আমি যে ইন্দ্রক না ডরাঙ্।
তোমার বচনে কিছু ভয় নাহি পাঙ্॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র সব কৈল কোন দোষ।
সকলে বেড়িয়া মাত্র মোকে কর রোষ॥
শুন কৃষ্ণ হেন জন নাহি পৃথিবীতে।
যেন জন পারিব মোক রণে পরাজিতে॥
ভীষ্ম, দোণ, কর্ণ, কৃপ সমরে দুর্জ্জয়।
কোন যে পতঙ্গ পাণ্ডবের বল হয়।
সংগ্রাম করিব হেন ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম।
শুন জনার্দ্দন যুদ্ধ নহে অপকর্ম্ম॥
অস্ত্রের নিধনে জান পাই বিষ্ণুলোক।
ইতো যে অধর্ম্ম কথা কেনে পাব শোক॥
সংগ্রামত যদি হয় বীরের মরণ।
মহাসত্ত ক্ষেত্রি হয় ধর্ম্মে সনাতন॥
হেন কোন জন আছে কাপুরুষ নাম।
শত্রুক ভজিয়া ভয়ে করিব প্রণাম॥ ২৩৯০
বুলিল মাতঙ্গ মুনি নীতি আদরিব।
শত্রুক করিব দর্প চাটু না করিব॥
শিশু মুঞি আছিমু না কৈমু রাজ্য ভোগ।
বাপে মোক তেকারণে করিল নিরোধ॥
পৃথিবী শাসিলু মুঞি নিজ বাহুবলে।
এহি সব না সহন্ত পাণ্ডব সকলে॥
শুন কৃষ্ণ তোমাকে বোলহোঁ নিষ্ট বাণী।
সূচাগ্রে তাক আমি না দিব মেদিনী॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া জনার্দ্দন।
হাসিয়া বোলেন শুন মূঢ় দুর্য্যোধন॥
অপরাধ নাহি কহি শুনরে দুর্ম্মতি।
রাজ সভাজনে জান ইতো বসুমতী॥ ২৩৯৬

শিশুকাল হৈতে তুমি চিন্তিলা বিরোধ।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরে তোমাকে দিল বোধ॥
হাসিতে না দিলা রাজ্য কান্দিতে না পাবা।
যদি চূর্ণ হৈবা পাছে সব রাজ্য দিবা॥
বাপ মায়ে বুলিলেন না শুনিলা বোল।
নিশ্চয় জানিলো তোক মৃত্যু দিল কোল॥
কৃষ্ণ হেন বুলিতে বুলিল দুঃশাসন
দুর্য্যোধন সম্বোধিয়া কপট বচন॥ ২৪০০
না বুঝহ দুর্য্যোধন কার্য্যের সংহতি।
প্রীত হিত বোলন্ত গোবিন্দ মহামতি॥
আপন ইচ্ছায় তাক কহ সুসন্ধান
বান্ধিয়া দিবেন তোকে পাণ্ডবের স্থান॥
তুমি আমি কর্ণ আর সৌবল নন্দন
ভীষ্ম দ্রোণ বান্ধিয়া দিবেন নারায়ণ॥
দুঃশাসন বচনে উঠিল দুর্য্যোধন।
অমাত্য সহিতে গেল আপন ভুবন॥
বিস্তর বুলিল পাছে গান্ধারী জননী
উপদেশ কহিলো শাস্ত্রক প্রমাণি॥
না শুনিল দুর্য্যোধন কাহার বচন।
গুরুবাক্য না শুনিল অতি সুলক্ষণ॥
কর্ণ দুঃশাসন আর শকুনি সংহতি।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন আন মহামতি॥
কৃষ্ণের বান্ধিয়া দিব এহি চারি জন।
পাণ্ডবের ঠাঁই নিঞা দিব নারায়ণ॥
হেন কর্ম্ম যাবৎ মন্ত্রণা নাহি ফলে।
আমি হৃষিকেশ বান্ধি থুইব পরদলে॥
বলীকে বান্ধিয়া যেন ইন্দ্র করে রাজ
হেন নীত শাস্ত্রে আছে মন্ত্রণা সুকাজ॥ ২৪১০
কৃষ্ণক বান্ধিলে হৈব পাণ্ডব নৈরাশ।
দন্ত উখাড়িলে যেন গজের হুতাশ॥

পাণ্ডব সহায় সর্ব্বক্ষণ জনার্দ্দন।
তাকে বান্ধি পাণ্ডবেক করিব নিধন ॥
হেন কার্য্য যুক্তি পাছে সাত্যকি শুনিল।
কৃত ব্রহ্মা আদি করি সবাকে কহিল ॥
কৃষ্ণক জানাইল গিয়া সভার ভিতর।
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষিয়া বোলে গদাধর ॥
সাজিয়া সকল বল আইসে দুর্য্যোধন।
আমাক বান্ধিতে চাহে তোমার নন্দন ॥
যাক যাঞে বান্ধিতে পারয়ে দেখ বল।
তোমাক জানাইল আমি শুন মহাবল ॥
আজি সব কুরুগণ করিব সংহার।
আজি জান যুধিষ্ঠিরে দিব রাজ্যভার ॥
কিন্তু যে অধর্ম্ম হয় নহে সমুচিত।
বাসুদেব হেন করে বুলিব কুৎসিত ॥
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া অস্থির হৈল মন।
বিদুরকে পঠায়া দিলেন তত্‌ক্ষণ ॥
ভর্ৎসি পাছে ধৃতরাষ্ট্র বহুল বচনে।
হেন পাপ করিতে চাহন্ত কি কারণে ॥ ২৪২০
মহামূঢ় দুর্যোধন কুলের অঙ্গার।
তুঞি যদি মর কুরু কুলের উদ্ধার ॥
অনাদি নিধন দেব পুরুষ পুরাণ।
না চিনিস বাসুদেব পুরুষ প্রধান ॥
কোন ছারে তোমাক দিলেক হেন জ্ঞান।
সিতো ক্রুর মতি জানো হবেক নিধন ॥
মহাপাপী তোরা নাশ পাইবা দিনেদিনে।
এত বড় পাপ কর্ম্ম কর কি কারণে ॥
ত্রিভুবন যার হরি দেব নিরঞ্জন।
বড়ই সাহস তুঞি তার সনে রণ ॥
দেবাসুরে যার তেজ সহিতে না পারে।
তোর শক্তি সে জনাক কি করিতে পারে ॥

এহি মতে ভর্ৎসিল বিদুর মহামতি।
নানা মতে ভর্ৎসিলেক আর নরপতি ॥
দুর্যোধন চাহি কৃষ্ণ বুলিল আপনে।
আমি একেশ্বর হেন তোর লয় মনে ॥
ওরে মূঢ় দুর্য্যোধন না কর সাহস।
আমি একেশ্বর তুমি কর হেন আশ ॥
আমি এক জন যে বান্ধিতে কর আশ।
ত্রিভুবন জানহ সকলে মোর পাশ ॥ ২৪৩০
পাণ্ডবের বশ্য জান বিষ্ণু মহাবল।
রুদ্র যে আদিত্য সব ভুবন সকল ॥
মোর সঙ্গে আছে জান সর্ব্ব দেবগণ।
এহি বুলি উচ্চৈস্বরে হাসে নারায়ণ ॥
হাসিতে বিজুলি যেন সূর্য্যের সমান।
সর্ব্বজনে দেখেন প্রত্যক্ষে জনার্দ্দন ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট কুণ্ডল।
জ্যোতির্ম্ময় পারিষদ পরম মঙ্গল ॥ (পরিচ্ছেদ)
কৃষ্ণের পৃষ্ঠত দেখে এ পঞ্চ পাণ্ডব।
সর্ব্ব তেজ কুরুগণ বিভূতি সম্ভব ॥
কৃষ্ণের পাছত আছে গন্ধর্ব্ব যতেক।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আছয়ে যত দেব ॥
দেখিয়া নৃপতি সব মুদিলেন আঁখি।
দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপয়ে আছিল জ্যোতি দেখি ॥
বৈলি সব চাহেন সঞ্জয় দ্বিজবর।
তা সম্বাক মুক্তি পদ দিল দামোদর ॥
বিশ্বরূপ ভূষিত বিভূতি জনার্দ্দন।
গগণে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ ॥
সকল পৃথিবী কাঁপে কম্পিত সাগর।
পরম বিস্মিত সভাসদ নৃপবর ॥
সম্বরিলা বিশ্বরূপ দেব দামোদর।
সাত্যকির হাতে ধরি উঠিল সত্বর ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণের জন্ম রহস্য কথন ও পাণ্ডবের পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ।

সভা সম্ভাষিয়া কৃষ্ণ কুন্তীক বন্দিল।
কুন্তী সনে বহুক্ষণ কথাতে আছিল ॥
সেই সব কথা কৃষ্ণ কৈল পুনি পুনি।
সম্ভাষিয়া কুন্তীক চলিল চক্রপাণি ॥
রথে ধরি কর্ণকে চলিল জনার্দ্দন।
কর্ণ সনে কৃষ্ণ কহে রহস্য কথন ॥
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে ওয় উতপতি।
আপনে জানহে তুমি পাণ্ডুর সন্ততি ॥ ২৪৪৫
যুধিষ্ঠির নৃপতির জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আপনা নাজান কর্ণ তুমি যে বর্ব্বর ॥
ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলা করিলা বহু দান।
ব্রাহ্মণ সভাত করি তোমার বাখান ॥
যতেক পাণ্ডব আছে গজেন্দ্র সমান।
তোর পদ সেবিবেক তারা অনুক্ষণ ॥
সুবর্ণের কুণ্ড হৈতে কৈল অভিষেক।
রাজকন্যা দ্রৌপদীক দেখিবা প্রত্যেক ॥
অজি তোক সিঞ্চিব ব্রাহ্মণে চারিবেদে।
পাণ্ডবের চারি ভাই কুশল সম্পদে ॥ ২৪৫০
তোর সেবা করিবেক রাজা যুধিষ্ঠির।
এ শ্বেত চামরে তোক বিচিব (১) সত্বর ॥
বিষ্ণু অংশ লয়া তোর সঙ্গে যাব আমি।
ভ্রাতৃ সঙ্গে অকণ্টক রাজ্য ভুঞ্জ তুমি ॥
এহি কথা কৈল যবে দেব দামোদর।
মহাভক্তি করি বীর দিলেন উত্তর ॥
সূর্য্য বীর্য্যে জন্ম মোর কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতৃ বর্জ্জিলেন মোরে ॥

(১) বাতাস করিব

সুতে মোকে পুষিল আনিয়া নিজঘরে।
রাজায় পুষিল মোক যত্ন উপকারে ॥
স্তন দিয়া পুষিলেন সেহি দাস সুত।
সর্ব্বলোক জানে আমি দাস রাজপুত ॥
ধর্ম্মত পাণ্ডুর পুত্র কুন্তী গর্ভে জন্ম।
যুধিষ্ঠিরে না কহিবা এসব বৃত্তান্ত ॥
শুনিয়া আসিব এথা ধর্ম্ম নৃপবর।
আমি পুন সর্ব্বথা না যাব তার ঘর ॥
আমি পুন রাজ্য লয়া দিব দুর্য্যোধনে।
কদাচিৎ সত্য ভঙ্গ না করিব মনে ॥
দুর্য্যোধনে কৈল মোর বিস্তর ভরণ।
নানা রত্ন ধন দিল দিব্য নারীগণ ॥ ২৪৬০
জান তার প্রসাদে ভুঞ্জিলো নানা সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদে নাহিক এক দুঃখ ॥
করিব বিরোধ ধর্ম্ম অর্জ্জুন সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করাইল মোক কৌরবের পতি ॥
জানিলো রহস্য মুঞি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে কৌরব অবশ্য হৈব ক্ষয় ॥
অর্জ্জুনের হাতে মোর হবেক নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণ মারিবেক দ্রুপদ নন্দন ॥
ধৃতরাষ্ট্র পুত্র জান শত সহোদর।
ভীমসেন সংগ্রামে পঠাইব যম ঘর ॥
তথাপি না ছাড়ি আমি রাজা দুর্য্যোধন।
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালন ॥
আপনে জানহে কৃষ্ণ পরম রহস্য।
সকল পৃথিবী নাশ হৈবেক অবশ্য ॥
এহি সে নিমিত্তে হৈল এহি তিনজন।
দুঃশাসন, শকুনি নৃপতি দুর্য্যোধন ॥
কৌরব পাণ্ডব যুদ্ধে রুধিরে কর্দ্দম।
পাণ্ডবে মারিব জান কৌরব অধম ॥

যুধিষ্ঠির বিজয় কৌরব পরাজয়।
অবসানে জনার্দ্দন জানিবা নিশ্চয়॥
স্বপ্ন মুঞিঁ দেখিলো সম্পূর্ণ পাত্র হাতে।
সঘৃত পায়স খায় পাণ্ডবের নাথে॥
পৃথিবী গ্রাসিল পার্থ দেখিল স্বপন।
পর্ব্বতে চড়িয়া ভীম করে মহারণ॥
ভ্রাতৃ পুত্র সঙ্গে ওঠে পর্ব্বত ওপর।
স্বপ্ন মুঞিঁ এমত দেখিলো দামোদর॥
অকুশল দেখি তবে কৌরবের মাঝ।
অকস্মাৎ ভাঙ্গি পড়ে মহা রথ ধ্বজ॥
গগণেত উল্কাপাত পড়য় বহুত।
কৌরবে দেখয় আমি দেখি বিপরীত॥
ঘাস পান ছাড়িয়া কান্দয় অশ্ব গজ।
ধূম্রকেতু উল্কাপাত পড়ে গগণের মাঝ॥
কাক চিল শৃগাল বিড়াল সাচান।
কৌরবের পাছে ধায় দেখি পালে পাল॥
মাংস যে রুধিরে বৃষ্টি উল্কা বহে বাত।
কৌরবের নিধন দেখিয়ে উতপাত॥
অচিরে পাইব রাজ্য পাণ্ডবে নিশ্চয়।
পাণ্ডুর হৈব জয় কৌরবের ক্ষয়॥
এহি বুলি কর্ণ বীর প্রবোধিল যবে।
মাধবে আলিঙ্গি রথ বাহুড়াইল তবে॥ ২৪৮০
জানিয়া আকুল কুন্তী চিন্তিয়া ব্যাকুল।
কর্ণের সাহস দেখি চিন্তয় বিপুল॥
মোর পুত্র কর্ণ বীর ধরিলো উদরে।
মোর বোল না লজ্ঘিব বুঝাইব তারে॥
রজনীত কুন্তী দেবী চিন্তে মনে মন।
প্রভাতে গঙ্গার তীরে করিল গমন॥
স্নান করি আছে বসি সন্ধ্যা করি ধ্যান।
পূর্ব্ব মুখে আছে কর্ণ সূর্য্য উপস্থান॥
যাবত করয় কর্ণ সূর্য্য মন্ত্র জাপ।
পৃষ্ঠে থাকি কুন্তী দেবী পায় সূর্য্যতাপ॥
কর্ম্ম অবসান করি কর্ণ মহাবীর।
পুটাঞ্জলি নমস্কার বিনয় শরীর॥
সুতপুত্র হয় আমি রাধার নন্দন।
অবধান কর মাও বন্দিয়ে চরণ॥
কুন্তীয়ে বোলয় পুত্র তুমি জান মনে।
সুতপুত্র নহ তুমি রাধার নন্দনে॥
সূর্য্যে জন্মাইল আমি ধরিলোঁ উদরে।
নহ সুত পুত্র তুমি রাধার কুমারে॥
কবচ কুণ্ডল ধরি দিব্য কলেবর।
মোর পঞ্চ পুত্র তোর ভাই সহোদর॥ ২৪৯০
যুধিষ্ঠির হয় জান তোমার অনুজ।
পঞ্চ ভাই লয়া পুত্র সুখে কর রাজ্য॥
অর্জ্জুনে আর্জ্জিল রাজ্য লোভে নিল আনে।
আপনে কাড়িয়া রাজ্য নেহ বিদ্যমানে॥
সম্প্রীত হইও পুত্র এড় দুষ্ট চিত্ত।
কৌরবে দেখুক পুত্র অর্জ্জুন সহিত॥
তুমি ছয় ভাই যদি হয়ো একে ঠাঞিঁ
ত্রিভুবণ দুর্লভ তোমার কিছু নাঞিঁ॥
সুত পুত্র হেন নাম খণ্ডুক তোমার।
হিত উপদেশ পুত্র শুনিয়ো আমার॥
কুন্তীর বচনে বীর দিলেক উত্তর।
কহিলা বচন মাও বড় অথান্তর॥
প্রথমে আমাক মাও কৈলা পরিত্যাগ।
তেকারণে না পাইনু ক্ষেত্রিয়ের ভাগ॥
ক্ষেত্রি কুলে জন্ম যদি জানে সর্ব্ব লোকে।
ক্ষেত্রিয়ের সভাত পূজিল হয় মোকে॥ ২৪৯৮
সুত পুত্র হঙ্ মুঞিঁ সংসারে বিদিত।
কেমতে হইব আমি ক্ষেত্রিয়পূজিত॥

কার্য্য কালে না রাখিলা গেল ত সময়।
না করিলে মাতৃকার্য্য অপরাধ হয় ॥ ২৫০০
কেবল আপন হিত করিতে কারণ।
আমার নিবার চাহ বুঝিলো ধরণ ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন কারণে ত্রাসিত সর্ব্বলোক।
হেনকালে জননী নিবার আইলা মোক ॥
বুলিবেক কর্ণ বীর মহা ভয় পায়া।
ভাই বুলি পাণ্ডব স্মরণ লৈল গিয়া ॥
বন্ধুগণ স্বর্গে যেন ইন্দ্রক পূজন্ত।
সভাতে কৌরবগণ আমাক দেখন্ত ॥
দুর্য্যোধন অর্থে মুঞি ত্যজিব জীবন।
এহি সত্য প্রতিজ্ঞা জানিবা মাতৃ পুন ॥
অর্জ্জুনক মারি কিবা মুঞি রাজ্য পাঙ্।
অথবা অর্জ্জুন হাতে স্বর্গে চলি যাঙ্ ॥
পঞ্চ পুত্র তোমার রহিব পৃথিবীত।
মোর আশা ছাড় মাতৃ কৈলো সমোদিত ॥
কুন্তী বলে সত্য যদি কর মোর সনে।
আর চারি পুত্র মোর না মারিবা রণে ॥
প্রতিজ্ঞা করিল কর্ণ কুন্তী গেল ঘর।
আপন মন্দিরে গেল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥

অথ কৌরব পাণ্ডবের যুদ্ধে আয়োজন।

হস্তিনা পুরীত হৈতে কৃষ্ণ গেল যবে।
পাণ্ডবেক সব কথা কহিলেন তবে ॥ ২৫১০
পুন পুন পুছিলেন ধর্ম্ম নর পতি।
অনুক্রমে কহিল গোবিন্দ মহামতি ॥
বিরলে কহিল কুন্তীবিদুর সম্বাদ।
দুর্য্যোধন যেন মতে করিল বিবাদ ॥
সব কথা কহিল নিশ্চয় হৈল রণ।
যুধিষ্ঠিরে বোলে পাছে শুন ভ্রাতৃগণ ॥
যত কথা কহিলেন দৈবকী নন্দন।
অহঙ্কারে না শুনিল মূঢ় দুর্য্যোধন ॥
নিশ্চয় হৈল রণ না হইল সুজ্ঞান।
রথ গজ সাজ কর আর ধনুর্ব্বাণ ॥ ২৫১৫
সেনা সব ভাগ কর কর সেনাপতি।
সৈন্য সব সাজকর কৃষ্ণ অনুমতি ॥
কৃষ্ণ পাছে কহিলন্ত শুন নৃপবর।
আছে তোর সেনাপতি ইন্দ্র সমসর ॥
ভীম সেন মহাবীর ভাই ধনঞ্জয়।
সংহারিয়া কুরুদল করিবেন ক্ষয় ॥
হেন বাক্য বুলিতে উঠিল সিংহনাদ।
সর্ব্ব সৈন্য কোলাহল জয় জয় বাদ ॥
হেন কালে করে দুর্য্যোধন অহঙ্কার।
পাণ্ডবেত পাঠাইল উলুক আর বার ॥ ২৫২০
চলহ উলুক পাণ্ডবক গিয়া বোল।
দেখুক আমার সৈন্য সমুদ্র কল্লোল ॥
সঞ্জয়র মুখে মোক পাঠাইল বুলিয়া।
বাসুদেব সুত কৃষ্ণ আসুক সাজিয়া ॥
সংগ্রামের কাল আসি হৈল উপস্থিত।
যত শক্তি আছে রণ করুক বিদিত ॥
যুধিষ্ঠির বুলিয়োক করুক ক্ষেত্রি কার্য্য।
পরিহর সকল বিড়াল ব্রহ্মচর্য্য ॥
কোথা কর্ম্ম কোথা যুদ্ধ কোথা জ্ঞাতিবধ।
কিসের ধার্ম্মিক আর বুলিহ মগধ ॥
পঞ্চ গ্রাম মাগিল না দিলু আমি তাক।
আমা সনে রণ তার কাল পরিপাক ॥
পাণ্ডবের সাক্ষাৎ কৃষ্ণক বোল দাপ।
পঞ্চ পাণ্ডবের আগে এতেক প্রতাপ ॥
সভা মাঝে মায়া কৈল যেন রূপ ধরি।
অর্জ্জুন সহিতে আইসে তেন মত করি ॥

ইন্দ্রজাল মায়া কৈল কুহক বিশেষ।
বিভীষিকা দেখায়া মোহিল সব দেশ ॥
মুঞি পারো বহুরূপ কুহক করিতে।
আকাশ পাতালে পারো ব্যূহ যে রচিতে॥ ২৫৩০
অর্জ্জুন সহিতে যদি আসে একে রথে।
রণ করি পঠাইব পুরুষের পথে ॥
ভীমক বুলিহ পূর্ব্ব স্মরণ আমার।
বিরাট পতির যে আছিল সূপকার ॥
দুঃশাসন রুধির পিবাক কৈল সত্য।
আপনার প্রতিজ্ঞা নাকর অপগত্য ॥
অর্জ্জুনেক বুলিহ সভাতে অহঙ্কারে।
সভাতে দেখিল যত কৈলো অধিকারে ॥
দ্রৌপদীর পরাভব যত উপহাস।
রাজ্য হৈতে খেদাইলোঁ গেল বনবাস ॥
স্মরিহ সে সব দুঃখ করহ সাহস।
আমাকে জিনিয়া বসুমতী কর বশ ॥
সহদেব নকুলক বুলিহ বুঝাই।
মোর সঙ্গে সংগ্রাম করুক দুই ভাই ॥
বনবাস দুঃখ আর দ্রৌপদীর ক্লেশ।
বুঝিলো তোমরা যত পুরুষ বিশেষ ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি যত মহারথী।
মোর দর্প কথা কৈয়ো শুনে কর্ণ পাতি ॥
যত শক্তি আছে আসি করুক সংগ্রাম।
পৃথিবীত লুকাউক পাণ্ডবের নাম ॥ ২৫৪০
দুর্য্যোধন বচনে উলুক গেল দূত।
বসি আছে যুধিষ্ঠির মনেত চিন্তিত ॥
কথাবার্ত্তা উলুকে কহিল গিয়া যবে।
একে একে পাণ্ডবে উত্তর দিল সবে ॥
মহাক্রোধ করিয়া বলিল ভীমসেন।
কহ যায়া উলুক কথাক দুর্য্যোধন ॥

চায় যে কুলের রক্ষা ধর্ম্ম নরপতি।
তে কারণে কৃষ্ণক পাঠাইল আনি মাতি ॥
যদি কালে পাইল যে না শুনে কারবোল।
নিশ্চয় জানিবা তাক মৃত্যু দিল কোল ॥
যদি বল আছে যুদ্ধ দেও নৃপবর।
অবশ্য মারিয়া তাক পেসো যম ঘর ॥
যম রুদ্র হয় যদি তোমার সহায়।
পাণ্ডবের হাতে মৃত্যু জানিবা নিশ্চয় ॥
দুঃশাসন উপরে করিব গদা বাড়ি।
অবশ্য রুধির পিব হৃদয় বিদারি ॥
প্রতিজ্ঞা আমার তাঞে জানয়ে আপনে।
ভীষ্ম তাক রাখিবাক না পারিব রণে ॥ ২৫৪৯
সহদেব বলে যে পাপীষ্ঠ দুর্য্যোধন।
তার পাপে হৈব সব জ্ঞাতির নিধন ॥ ২৫৫০
অধর্ম্মের যত ফল ভুঞ্জিব আপনে।
সর্ব্বথা শকুনি মারি পেসিবহ রণে ॥
না বুলিয়ে ক্ষেত্রি তাক পুরুষ অধম।
রণত পাইলে তাক দেখাইব যম ॥
হাসিয়া বুলিল পাছে ধনঞ্জয় বীর।
প্রতাপেত অগ্নি যেন সাগরগম্ভীর ॥
আপন প্রতাপে যদি করে অহঙ্কার।
সেই সে পুরুষ গণি পৃথিবীর সার ॥
পরের পৌরুষে যদি দেখায় বিক্রম।
না বলি যে ক্ষেত্রি তাক পুরুষ অধম ॥
যে তুমি বোলহ ভিন্ন পিতামহ বৃদ্ধ।
তাহার কৃপাত হৈব সর্ব্বত্রত সিদ্ধ।
প্রথম সমরে যদি তাহাকে সংহারী।
পাছে সবান্ধবে তোক নিব যমপুরী ॥
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলিল উলুকে।
যুঝিব পাণ্ডব সব দেখিবা কৌতুকে ॥

যত কিছু বুলিয়া পঠাইল অপমান।
কালি যুদ্ধ করিতে দেখিবা বিদ্যমান॥
যুধিষ্ঠিরে বলিলেন উলুকের ঠাঁই।
আমার বচন তাক কহিও বুঝাই॥ ২৫৬০
নানা মত বলি তাক কহিবা সকল।
হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম না কর বিফল॥
কীট পিপীলিকা বধ আমাকে দুষ্কর।
আছুক প্রাণের ভাই জ্ঞাতি সহোদর॥
একারণে কহি যে সমর সমাধান।
মাগিয়া পঠাইনু আমি পঞ্চ খানিগ্রাম॥
তবে মূঢ় না শুনিল কৃষ্ণের বচন।
কুলক্ষয় জন্ম ? জ্ঞাতি বধের কারণ॥
কালি তুমি তার ফল দেখিবা নয়নে।
সোদর সহিতে তাক সংহারিব রণে॥
ধর্ম্মরাজ গঞ্জনক এহি কথা শুনি।
পঞ্চ ভাই বিস্তর গঞ্জিলা পুনি পুনি॥ ২৫৬৬
কহিল উলুক গিয়া সকল কথন।
সৈন্য সব সাজাইল রাজা দুর্য্যোধন॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা হৈল সমাধান।
ভারতের পূণ্য কথা অমৃত সমান॥
বিজয় পাণ্ডব কথা শুন নিষ্ট করি।
ইহাক শুনিলে যান সর্ব্ব দুঃখ তরি॥
শুন সর্ব্ব জনে ইতো ভারত কথন।
আপদ ছাড়ুক কৃষ্ণ বোল রাম রাম॥ ২৫৭০

ইতি উদ্যোগ পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্বঅক্ষর শ্রীঅমৃতকান্ত দাস
সাং বরুণডাঙ্গা

ওঁ গণেশায় নমঃ

অথ ভীষ্ম পর্ব্ব লিখ্যতে

অথ সেনাপতি পদে ভীষ্মের নিয়োগ।

পাণ্ডব কৌরব যত সমরে উদ্যোগ।
পৃথিবীত যত রাজা করিল সংযোগ ॥ ২৫৭১
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন সমাবেশ করি।
যার যত সৈন্যগণ অস্ত্র শস্ত্র ধরি ॥
সবে মহা বীর্য্যবন্ত সকলে নিপুণ।
সবে রণে বিশারদ কেহ নহে উণ ॥
মহা আর্ত্তনাদে সে করিতে চাহে রণ।
মার মার হান হান করে সর্ববজন ॥
যত দূর সঞ্চরে পৃথিবীর লোকালোক।
ততদূর হৈতে আইল নৃপতি যতেক ॥
বাল বৃদ্ধ রহিল রহিল নারীগণ।
কুরুক্ষেত্র আইল সবে করিবার রণ ॥
পাছে যুধিষ্ঠির রাজা কৃষ্ণর সংগতি।
অভিষেক কৈল পার্থ হৈল সেনাপতি ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে জয় জয় নাদ।
দামা ভেরী বাজয় নাহিক অবসাদ ॥
ঢাক ঢোল বাজে আর ফুকারে কাহাল।
আর নানা বাদ্য বাজে শুনিতে বিশাল ॥ ২৫৭৯
পদাতির সিংহ নাদ গজের গর্জ্জন।
হয়ের চিহরে কার স্থির নহে মন ॥ ২৫৮০
বড়য়ে আন্দোল শব্দ উঠিল গগণে।
পশুপক্ষী চমকিত পর্ব্বত কম্পনে ॥
আনন্দিত বাসুদেব বীর ধনঞ্জয়।
যোদ্ধাগণ সাজিলেন সমরে দুর্জ্জয় ॥
বিরাট, দ্রুপদ যে সাত্যকি ধনুর্দ্ধর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, কেকয়, সুমন্ত নৃপবর ॥
অভিমন্যু, উত্তর, দ্রৌপদী পঞ্চ সুত।
শিখণ্ডী যতেক বীর রণেত অদ্ভুত ॥
মণিমন্ত, দণ্ডধর, জয়সেন নাম।
শ্রোতায়ু, বাহ্লিক, আর বীর অনুপাম ॥
ভীমসেন, সহদেব, নকুল দুর্জ্জয়।
শত অক্ষৌহিনী সেনা সমরে বিজয় ॥
কৃষ্ণ, ধনঞ্জয় সাজ হৈল অতিশয়।
দেখিয়া পৃথিবী যেন হৈল মহাভয় ॥
নানা বিধ ভক্ষ্য সব লৈলন্ত বহুত।
খাইতে যতেক লাগে নিলেক সমস্ত ॥
নানা অস্ত্র কবচ লৈলেন আর যন্ত্র।
শিবিরক ভরি থুইল নানা বিধ তন্ত্র ॥
শণি রিক্তা নবমীত স্থিতি যে হইল।
চরে গিয়া দুর্য্যোধনে সে বার্ত্তা জানাইল ॥ ২৫৯০
তবে কর্ণ দুঃশাসন শকুণি সহিত।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন কপটপণ্ডিত ॥
ক্রোধ হৈল কৃষ্ণ পার্থ না হৈল সম্মান।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরে সবে পাণ্ডবপ্রধান ॥
ভক্তি করি ভীষ্মক বোলেন দুর্য্যোধন।
মহাবীর ধনঞ্জয় কহে সর্ববজন ॥
অগ্রযুদ্ধে তুমি মোর হইবা সেনাপতি।
তুমি বিনে কৌরবের আর নাহি গতি ॥

ভীষ্ম বোলে পার্থ সনে করিবহো রণ।
মোর রণ সহে হেন আছে কোন জন॥
ধনঞ্জয় বীর দেখ নরনারায়ণ।
সেহি সে সহিতে পারে মোর ঘোর রণ॥
অতি যুদ্ধ করিতে কর্ণের নাহি বল।
আমার বচন জান না হয় বিফল॥
কর্ণেয় বুলিল আমি অস্ত্র না করিব।
যত কাল পিতামহ সমর করিব॥
এবোল শুনিয়া তবে সব মহাবল।
নানা বাদ্য বাজয়ে সৈন্যের কোলাহল॥
টল বল করে পৃথ্বী হৈল জলরাশি।
কেহ কিছু না শুনে হস্তিনা পুর-বাসী॥ ২৬০০
গজ বাজী ধ্বজ রথ পতাকা বহুল।
সাজিল কৌরব সেনা সমর কল্লোল॥
কাঞ্চন বিচিত্র রথ দেখি মনোহর।
বিজুলি সহিতে যেন রত্ন জলধর॥
রথ সারি সারি যে দেখিতে অনুপাম।
নানা অস্ত্র ধরে সব কত কৈব নাম॥
বিচিত্র কাঞ্চন রথ দেখিতে শোভিত।
রথ সাজে গজ সাজে অতি হরষিত॥
অঙ্গে শোভে অলঙ্কার সুবর্ণ বিশেষ।
পৃথিবীতে দেখি যেন দেবের সদৃশ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শৈল নরপতি।
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আর বিবিংশতি॥
ভগদত্ত, ভূরিশ্রবা, ধৃতি, চেকিতান।
ভগীরথ, সুরসেন, সুসম্মা বহন॥
মেঘসন্ধি, বৃষধ্বজ, মনিদণ্ডধর।
সুচিত্র, বিচিত্র, আর সৌবলকুমার॥
বৃষ কেতু; সত্যবৃতি, চিত্র নরপতি।
দুর্ম্মুখাদি উলুক সাজিল রণ প্রতি॥

কৃতব্রহ্মা, বৃহদ্বাজ, কাশী অধিরাজ।
পুত্র পৌত্র সমে আইল কৌরব সমাজ॥ ২৬১০
একাদশ অক্ষৌহিনী সিংহের বিক্রম।
ভীষ্ম হৈল সেনাপতি বিপক্ষের যম॥
দুর্য্যোধন মহারাজা সাজ কৈল দল।
চন্দ্রের উদয় যেন সমুদ্র কল্লোল॥
যাত্রা কৈল দুর্য্যোধন সংগ্রাম করিতে।
মঘা নাম নক্ষত্রত চন্দ্র সঞ্চারিতে॥
অষ্টমী মঙ্গলবারে করিল পয়াণ
অগ্নিসম সূর্য্য তেজ দেখি বিদ্যমান॥ ২৬১৩
বিপরীত রাও কাড়ে শকুন শৃগাল।
দুর্য্যোধন নৃপতির শুভ নাহি ভাল॥
অর্জ্জুনক বোলেন নৃপতি যুধিষ্ঠির।
আগে রণে যুঝিবেক কোন কোন বীর॥
অল্প সৈন্য আমার বিস্তর দল তার।
সমহিত হয়া কর যুদ্ধের প্রকার॥
মহাবল পিতামহ সংগ্রামে পূজিত।
একে ভীষ্ম মহাবীর যুদ্ধে সমোদিত॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সম্মুখ নহে যার।
রণ মুখে কোন যে সম্মুখ হৈব তার॥
একেত বহুত সৈন্য ভীষ্ম সেনাপতি।
তাহাক বিমুখ করে কাহার শকতি॥ ২৬২০
রাজার বচন শুনি বোলেন অর্জ্জুন
বহু সেনা সাজিলে বহুত নহে গুণ॥
অল্প সেনা সাজিলে জিনিয়ে বহু দল।
সত্যধর্ম্ম উত্তম চাহিয়ে বুদ্ধিবল॥
ব্রহ্মায়ে কহিল পূর্ব্ব এহি উপদেশ।
দেব রাজে জিনিলেক অসুর বিশেষ॥
অনাদি নিধন সনাতন নারায়ণ।
আমার সারথি হৈল বিজয় কারণ॥

যথা ধর্ম্ম তথা কৃষ্ণ তথায়ে বিজয়।
হৃদয় প্রসন্ন হয়ো নাহিকে সংশয়॥
অর্জ্জুন বচনে সে প্রবোধ পাইল যবে।
আজ্ঞাদিল মহারাজ যুধিষ্ঠির তবে॥
সূচীমুখ ব্যূহ কৈল বীর ধনঞ্জয়।
ব্যূহ মুখে নিয়োজিল ভীম মহাশয়॥
পাঞ্চজন্য শঙ্খ নামে ত্রিভুবনে জানে।
পরমে সানন্দে কৃষ্ণ বাজায় আপনে॥
অর্জ্জুনের শঙ্খ সে যে দেবদত্ত নাম।
সেহি শঙ্খ বাজায় অর্জ্জুন অনুপাম॥
সিংহের গর্জ্জনে যেন ত্রাসিত মৃগগণ।
ত্রাস হৈল কৌরব শুনিঞা ততক্ষণ॥ ২৬৩৩
অনন্তবিজয় শঙ্খবাদ্য যুধিষ্ঠির।
বাজায় অমোঘ শঙ্খ নকুল যে বীর॥ ২৬৩১
শুনিয়া শত্রুর মন হৈল চমৎকার।
পৌণ্ড্রক শঙ্খ পাছে বায়ে ভীমবীর॥
মণিপুকা নামে শঙ্খ সহদেবে বায়।
শুনিয়া বিপক্ষগণ চৈতন্য হারায়॥
ডাক দিয়া বোলে তবে ভীম মহাবল।
হিত উপদেশ শুন নৃপতি সকল॥
প্রাণের আদর ছাড়ি করিব সংগ্রাম।
রণেত কাতর হৈলে নাহি যশ নাম॥
সংগ্রামত মৃত্যু হৈলে পাই বিষ্ণু লোক।
এহি সব সত্য কথা শুন বীর লোক॥
শ্রুতিসেন, সোমদত্ত, চিত্র নরপতি।
পুরমিত্র, ভূরিশ্রবা বীর বিবিংশতি॥
অশথামা, বিকর্ণ ভীষ্মের বিদ্যমান।
অষ্ট মহারথী যায় প্রধান প্রধান॥
গৃদ্ধ্র ব্যূহ করি কুরু রণত মিশাইল।
যুদ্ধ করিবারে কুরুবরে আজ্ঞা দিল॥

পাছে দুঃশাসনে আসি বোলে দুর্য্যোধনে।
রথ সাজ কর তুমি আমি যাব রণে॥ ২৬৪০
সমর্থ করহ রথ বিলম্ব না সয়।
বিদ্যমানে বিপক্ষ যুদ্ধের কাল যায়॥
এতকালে পাইল পাণ্ডব সমাগম।
যুদ্ধে মারি তাহাক দেখাও ঘর যম॥
মাথায়ে ধবল ছত্র ভ্রাতৃয়ে বেষ্টিত।
দুর্য্যোধন রাজা আইল সংগ্রামে পূজিত॥
কৌরব আপন দলে সংক্ষেপ করিল।
অভিজ্ঞান নামে চিহ্ন কৌরবে ধরিল॥
পাণ্ডব কৌরব সবে সমর করিল।
ধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধ ক্রমে নির্ব্বাহিল॥
নির্ব্বাহিব যুদ্ধ যবে হৈব অবসান।
পরস্পরে করি সৌহার্দ্দে সমিধান॥
রণে বেড়াইবে যে চাইতে কুতূহলে।
বিপক্ষ বলিয়া তাক না করিব ছলে॥ ২৬৪৭
বাক্যযুদ্ধে নানাবিধ অস্ত্রের প্রহার।
আসোয়ার সঙ্গে যুদ্ধ হৈব আসোয়ার॥
গজে গজে যুঝিবেক পদাতি পদাতি।
রথে রথে যুঝিবেক যোদ্ধা যোদ্ধাপতি॥
বলিয়া মারিব না মারিব অজ্ঞাততে
যে অস্ত্র যাহাক লাগে করিবেক তাকে॥ ২৬৫০
বাদ্যকার না মারিব না মারিব দূত।
বিশ্বাসিয়া না মারিব না মারি মাহুত॥
যার সনে যুদ্ধ যার না মারিব আনে।
না মারি শরণাগত বিমুখ যে রণে॥
হীনঅস্ত্রে না মারিবা কবচ বর্জ্জিত।
অস্ত্র যোগায় যেজন না মারি কদাচিৎ॥
এহি মতে সমাবেশ কৈল দুই দলে।
সংগ্রামেত প্রবেশিল মন কুতূহলে॥

অথ সঞ্জয়ের দিব্যচক্ষু প্রাপ্তি।

পাণ্ডবে কৌরবে হৈল সমরে নিপুণ।
জানিঞা আসিল মুনি ব্যাস তপোধন ॥
ধৃতরাষ্ট্রে অনুশোচে পুত্রের সংবাদ।
ভূমিত বাসিয়া রাজা করয় বিষাদ ॥
হেনকালে ব্যাস মুনি রাজাক কহিল।
আজি হৈতে কুরু বংশ জান নাশ হৈল ॥
কালি বিপর্য্যয় হৈব জানিবা সংসার।
শোকেত না দেহ চিত্ত শুন নৃপবর ॥
পুত্র সঙ্গে তোমার যতেক নৃপচয়।
জান পরস্পরে যুদ্ধে সবে হৈব ক্ষয় ॥
যুদ্ধ চাহিবার অভিলাষ আছে মনে।
দিব্য চক্ষু দিব তোক দেখহ আপনে ॥ ২৬৬০
প্রণামিয়া ধৃতরাষ্ট্র সকরুণে কয়।
জ্ঞাতিবধ দরশন হৃদয় না সয় ॥
তোমার প্রসাদে আমি শুনিয়ে শ্রবণে।
এহি বুলি নরনাথ পড়িল চরণে ॥
ক্ষেণেক চিন্তিয়া বোলে ব্যাস তপোধন।
সঞ্জয়ক দিল চক্ষু কহিতে কথন ॥
ধৃতরাষ্ট্র বোলে পাছে ব্যাস তপোধন।
সঞ্জয়ের মুখে শুন যুদ্ধের কথন ॥ ২৬৬৪
এহি বুলি ব্যাস মুনি গেল তপোবন।
চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্র স্থির নহে মন ॥
অকুশল দেখয়ে বহুত উৎপাত।
বাম চক্ষু স্পন্দে আর স্পন্দে বাম হাত ॥
প্রতিদিন অকুশল পক্ষী সব পড়ে।
দিবসে নক্ষত্রগণ গগনে সঞ্চরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য উপরাগ ম্লান কবন্ধে বেড়িল।
বিনা মেঘে বিদ্যুতিকা রক্ত বৃষ্টি হৈল ॥
বৃক্ষের শাখাতে দেখে কমল উৎপন্ন।
শৃগাল কুক্কুরে করে অগ্রতে ক্রন্দন ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে পৃথিবী কম্পয় নিতিনিতি।
দেউল মণ্ডব ভাঙ্গে কম্পে বসুমতী ॥ ২৬৭০
ধূম্রকেতু নির্ঘাৎ পড়য়ে উল্কাপাত।
মহানদী রক্ত বর্ণ (১) বহয় ভুশ্মাত ॥
গজবাজী কান্দে সদা পশুত সকল।
দেব দৈত্য দানব হাসয় খল খল ॥
হেন মতে দেখয় বহুল উৎপাত।
মহা চিন্তা নিদ্রা আর না আইসে শয্যাত ॥

অথ অর্জ্জুনের যুদ্ধে বিরাগ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রবোধ বাক্য প্রদান।

এথা দুই দলে যুদ্ধ লাগিল আন্দোল।
সঞ্জয়ের মুখে শুনে কুরু মহাবল ॥
ধনুকত গুণ দিয়া বোলে ধনঞ্জয়।
কিছু নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥
দুই দল মধ্যে রথ ক্ষেণেক রাখিব।
যাইয়া বিপক্ষগণ বিচারি চাহিব ॥
দুই দল মাঝে রথ গোবিন্দ রাখিল।
একে একে ধনঞ্জয় বিপক্ষে চাহিল ॥
পিতৃতুল্য পিতামহ আচার্য্য মাতুল।
পুত্র পৌত্র সুহৃদ্ আসিল যে সকল ॥
বন্ধু সব দেখিয়া বিকল হৈল মন।
অবসাদ পায়া কৃষ্ণ বুলিল বচন ॥
যুঝিবার আসিল সকল বন্ধুগণ।
শোকেত আকুল হৈল পোড়ে মোর মন ॥ ২৬৮০

(১) পাঠান্তর বহে উচ্ছসিত।

বিপরীত দেখি সব হৃদয় আকুল।
বন্ধুগণ মারিয়া সাধিব কোন ফল ॥
বিফল বিজয় মনে নাহি মোর সুখ।
জ্ঞাতি বধ করিয়া চাহিব কার মুখ ॥ ২৬৮২
ভোগে মোর কাজ নাহি জীবন অসার।
কাহাক লাগিয়া বন্ধু করিব সংহার ॥
মিত্র দ্রোহ পাপে মোর হৈব কুলক্ষয়।
কুলধর্ম্ম নাশ হৈলে নরক নিশ্চয় ॥
এহি বুলি অর্জ্জুনে এড়িল ধনু শর।
বসিল বিমন হৈয়া রথের উপর ॥
কৃষ্ণ পাছে প্রবোধেন বহুত যতনে।
হিত তত্ত্ব উপদেশ বিবিধ বিধানে ॥
জ্ঞাতি বধ পাতক চিন্তহ ধনঞ্জয়।
অহঙ্কারে না জানন্ত কোন নিজ জয় ॥
কাকে কে মারিতে পারে কাহার শকতি।
ধর্ম্ম অনুসারে জীব সংসারে বসতি ॥
যেন বাল্য যুবক বৃদ্ধক উপস্থান।
তেহেন জানিবা যে দেহার সন্নিধান ॥
জীর্ণ বস্ত্র এড়ি যেন ভিন্ন বস্ত্র পড়ে।
তেহেন দেহাক জান ছাড়িয়া সঞ্চরে ॥ ২৬৯০
যেহি আত্মা জানে সেহি পুরুষ উত্তম।
তাহার বিনাশ নাহি কহিলো প্রমাণ ॥
শরীরের নাশ জীব নাহিকে বিনাশ।
তাকে বুলি ধনঞ্জয় পরম প্রকাশ ॥
যাঞে যাক মারে জান তাহাকে মারিব।
এহি কথা ধনঞ্জয় নিশ্চয় জানিব ॥
ধর্ম্মের কারণ সে অর্জ্জুন মাত্র তুমি।
ধর্ম্ম পাশে বধ তুমি সংহারিব আমি ॥
স্নেহ করি ধনঞ্জয় না করিবা রণ।
অসামর্থ জানিবেক কৌরব কারণ ॥
কৃষ্ণার্জ্জুনে সম্বাদ আছিল বহুতর।
প্রবোধিয়া কৃষ্ণ তাকে বলিল বিস্তর ॥
অর্জ্জুন প্রবোধ পায়া রণে কৈল মন।
হাতে ধনুশর লয়া উঠিল তখন ॥
কৃষ্ণার্জ্জুন সম্বাদ আছিল কতক্ষণ।
না লিখিল তাক আমি বাহুল্য কারণ ॥ ২৬৯৮
দিগান্তর বাদ্য বাজে মহা কোলাহল।
মহা কল-রব কৈল পাণ্ডব সকল ॥
হেন বেলা যুধিষ্ঠির বীর সেনাপতি।
রথ হৈতে নামি যায় মন্দ মন্দ গতি ॥ ২৭০০
পূর্ব্ব মুখে চলি যায় বিপক্ষের দলে।
কৃষ্ণ সঙ্গে বেড়ায় অর্জ্জুন মহাবলে ॥
কৃপ ভীষ্ম দ্রোণক বলিল নৃপবর।
সমর বিজয় হৌক মাগিলেন বর ॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ সঙ্গে আছিল সম্বাদ।
তুষ্ট হয়া বর দিল বিজয় প্রসাদ ॥
মদ্রেরাজ, সম্ভাষিল মাতুল আপনার।
নিবর্ত্তিল যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার ॥
কর্ণবীর দেখি কৃষ্ণ পুছিল সাদরে।
ভীষ্ম হৈল সেনাপতি তোমাক নাদরে ॥
এত বড় অবজ্ঞা শরীরে ওয় সয়।
উপেক্ষিয় সমর উচিত এহি হয় ॥
পাণ্ডবে পূজিব তোক বুলিলো নিশ্চিত।
পাণ্ডবের দলে আসি কর সমহিত ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসি বলে কর্ণ।
দুর্য্যোধনকার্য্যে আমি প্রাণ দিব পুন ॥
যাবত গোবিন্দ মোর কণ্ঠে রহে জীব।
তবে দুর্য্যোধন আমি শত্রু না রাখিব ॥
শুনিয়া নিশ্চয় কৃষ্ণ গেল নিজ বলে।
গগন পুরিল যেন দুই কোলাহলে ॥ ২৭১০

অথ ভীষ্ম ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

আপনে যে ভীষ্ম পাছে নিল শরাসন।
অর্জ্জুন সম্মুখে গেল করিবার রণ ॥
ভীষ্ম দেখি অর্জ্জুন গাণ্ডীবে লৈল শর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ হৈল বহুতর ॥
সাত্যকি যে কৃত ব্রহ্মা হৈল মহারণ।
অভিমন্যু বৃহদ্রথে হৈল শরাসন ॥
ভীমসেন সনে যুদ্ধে দুর্য্যোধন রায়।
দুঃশাসন নকুলের হৈল অভিপ্রায় ॥
সহদেব দুর্ম্মুখে সংগ্রাম বড় হৈল।
মদ্র রাজ সনে ধর্ম্মে যুঝিতে লাগিল ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে রণ করে দ্রোণ বীর।
অশ্বত্থামা, দ্রুপদে যে যুঝিল গম্ভীর ॥ ২৭১৬
বিরাটের সনে ভূরিশ্রবা নরপতি।
ভগদত্ত, ইলারন্ত দুই মহামতি ॥
মণিমন্ত সনে যুদ্ধ সৌবলে যে করে।
লক্ষ্মণের সনে যুঝে দ্রৌপদী কুমারে ॥
অলম্বুষে ঘটোৎকচে লাগিল সংগ্রাম।
দণ্ড ধরি যুঝে যেন দুই গোটা যম ॥
দশ শর সান্ধি ঘটোৎকচ মহাবল।
সংগ্রামের অলম্বুষে করিল বিকল ॥ ২৭২০
অন্যে অন্যে রণ করে ঘোর দরশন।
অশ্বে অশ্বে গজে গজে করে মহারণ ॥
হাতা হাতি করি পাছে রথক চলান।
হাতে অস্ত্র করি বীর ডাকিয়া বোলেন ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া ভীষ্ম মহানাদ করি।
বরিষেন বাণ গণ গগন আবরি ॥
ক্ষেণেক ছাইল দিশ না দেখিয়ে রথ।
না দেখে সারথি দৃষ্টে বান্ধিলেক পথ ॥
গোবিন্দ সারথি পাছে মহা ভ্রম পাইল।
মনে মনে চিন্তি হরি রথ বহাইল ॥
আগ হয়া বোলে তবে পার্থ মহাবল।
ডাক দিয়া ধনঞ্জয় সন্ধান পুরিল ॥
হাত হৈতে ভীষ্মের কাটিল শরাসন।
আর ধনু ধরি ভীষ্ম করে মহারণ ॥
সেহি ধনু কাটিলেক ইন্দ্রের নন্দন।
না দেখায় রথ সব আর বীর গণ ॥
প্রশংসিলা অর্জ্জুনকে ভীষ্ম মহাবীরে।
আর ধনু হাতে করি বাণ বৃষ্টি করে ॥
এক শত মারিলেন মহা মহা বীর।
কাটিলেক সহস্রেক কুঞ্জরের শির ॥ ২৭৩০
আর দশ সহস্র অযুত আসোয়ার।
দুই লক্ষ পদাতিক মারিল দুর্ব্বার ॥
মহাবীর ভীষ্ম জান শান্তনু তনয়।
কালান্তক যম যেন ভীষ্ম মহাশয় ॥
রণমধ্যে শর জালে কৈল অন্ধকার।
বাছিয়া বাছিয়া করে বীরের সংহার ॥ ২৭৩৩
ভঙ্গ দিল পাণ্ডবের সব সেনাগণ।
না পারে রাখিতে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন ॥
দেখি পাছে বাসুদেব চিন্তিয়া বিকল।
রথ হৈতে ভূমিত নামিল মহাবল ॥
মহা কোপে নারায়ণ খড়্গ লয়া হাতে।
ভীষ্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে ॥
এহি বুলি পাছে গিয়া পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দশপাদ অন্তরে ধরিল দামোদর ॥
আমি সে প্রতিজ্ঞা কৈল ভীষ্ম মারিবারে।
মোর বাক্য কেন ব্যর্থ কর দামোদরে ॥
আমার প্রতিজ্ঞা প্রভু না করিহ মিছা
কি কারণে যুঝিতে আপনে কর ইচ্ছা ॥

তুমি যুদ্ধ না করিবা কহিছ কারণ।
বিসরিয়া কেনে কর প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ॥ ২৭৪০
আমি ভীষ্ম মারি সংহারিব কুরুবল।
দীপ্তময় অস্ত্র দেখ যেন শশধর ॥
নির্ব্বাণের অগ্নি উঠিলন্ত জ্বলি।
তেহেন বিক্রম বড় ভীষ্ম মহাবলী ॥
অর্জ্জুনের বিক্রম দেখিয়া ভীষ্ম বীর।
কৃষ্ণক দেখিয়া স্তুতি করিল বিস্তর ॥
আছিলা মারিতে প্রভু হাতে খড়গ ধরি।
তোমার প্রসাদে যাব বৈকুণ্ঠ নগরী ॥
তোমার হাতেত হৈলে আমার মরণ।
রথে চড়ি যাব তবে বৈকুণ্ঠভবন ॥
এতেক স্তবন শুনি দেব গদাধর।
ক্রোধ মনে উঠে গিয়া রথের উপর ॥
তবে ভীষ্ম মহাবীর করে মহারণ।
সহস্র কুঞ্জর আর কাটে সেইক্ষণ ॥
অশ্ব দশঅযুতেক নিমিষত মারি।
পাণ্ডব পলায় রণ করিতে না পারি ॥
হেন মতে নব দিন করে মহা রণ।
ভঙ্গ দিল পাণ্ডবের সেনা সবগণ ॥ ২৭৪৯

অথ ভীষ্মকর্ত্তৃক ভীষ্মের মৃত্যু কথন।

অস্তগেল দিবাকর হৈল কাল রাত্রি।
সৈন্য সম্বরিয়া লৈল পাণ্ডবের পতি ॥ ২৭৫০
ভঙ্গ দিল সংগ্রাম গেলেন যে শিবির।
চিন্তায় আকুল হৈল রাজা যুধিষ্ঠির ॥
বিষ্ণু অংশে কুরু বংশে যত যত বীর।
ভীষ্মবাণে অনেকের পাত হৈল শির ॥
বাসুদেব দেখিয়া বলেন ধর্ম্মরাজ।
দেখ কৃষ্ণ সকলে বিধ্বংস হৈল কাজ ॥
মারিলেক ভীষ্মে জান সব যোদ্ধাগণ।
যেন গজে ভাঙ্গিলেক কদলীর বন ॥
বরিষার মেঘ যেন সর্ব্বত্রেতে চলে।
সর্ব্ব সেনা দলে মোর ভীষ্ম মহাবলে ॥
যে হেন তক্ষকনাগ দেখি ভয়ঙ্কর।
তেহেন দেখি যে ভীষ্ম সংগ্রাম ভিতর ॥
ইন্দ্র যম বরুণ না আটে তার সনে।
তাহাক মারিতে পারে কাহার পরাণে ॥
আপনার কুবুদ্ধি করিলো হেন কর্ম্ম।
অকারণে ভীষ্ম সনে বাঝিল সংগ্রাম ॥
যুদ্ধের নাহিকে কার্য্য পুন যাব বন।
স্বরূপে কহিলো আমি দেব নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির রাজার শুনিয়া হেন বাণী।
শান্তপূর্ব্ব কহি বাক্য বোলে চক্রপাণি ॥ ২৭৬০
আমার বচন রাজা শুন একবার।
ত্রিভুবনে কোন কাজে অসাধ্য তোমার ॥
আর না বাহুড়ি ভীষ্ম মারিব সংগ্রামে।
সাক্ষাতে দেখিবা তুমি পাণ্ডুর নন্দনে ॥
জানিবা অর্জ্জুনবীর সংগ্রামে দুর্ব্বার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছে ভীষ্ম মারিবার ॥
যুধিষ্ঠির বোলে পাছে করিয়া বিনয়।
যত কিছু বলিলেন কৃষ্ণ মহাশয় ॥
সকল সম্ভব তুমি সহায় যাহার।
ত্রিভুবনে কোন কাজ অসাধ্য তোমার ॥
কিন্তু তুমি সমবেশ করিলা আপনে।
মন্ত্রণা সে দিবা তুমি না করিবা রণে ॥ ২৭৬৬
এতেকে না দেখি আমি বিজয় উপায়।
কি মত প্রকারে হৈব ভীষ্মের অপায় ॥ ২৭৬৭
হেন শুনি গোবিন্দে বোলয় আর বার।
ইচ্ছামৃত্যু ভীষ্মের জনকে দিল বর ॥

সংসার অসার জান মরণ জীয়ন।
নর শরীর যে ভীষ্ম ছাড়িব এখন॥
আপনেত ধর্ম্ম যাহ ভীষ্মের শিবির।
আপনার দুঃখ তুমি কহ যুধিষ্ঠির॥ ২৭৭০
সদয় হৃদয় ভীষ্ম তোমা স্নেহ করে।
তোমাক দেখিলে ভীষ্ম ত্যজিব সমরে॥
যুক্তি অনুসারি ধর্ম্মরাজ গেল চলি।
বৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম শিবিরক বুলি॥
বাসুদেব সহিতে পাণ্ডব পঞ্চবীর।
চলি গেল রাত্রি যোগে ভীষ্মর শিবির॥
প্রণামিয়া ভীষ্মক বোলেন পঞ্চজন।
কৃষ্ণক দেখিয়া ভীষ্ম দিলেন আসন॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তবে ভীষ্ম মহামতি।
হাসিয়া বোলেন তবে করিয়া ভকতি॥
ভীষ্ম বলে এত রাত্রে কেন আগমন।
কোন কাজ অসাধ্য তোমার নারায়ণ॥
তবে যুধিষ্ঠিরে বোলে করি নমস্কার।
দেহ বর পিতামহ যে চাহি আমার॥
সবান্ধবে কৌরবেক করিল সংহার।
কেন মতে পাই আপনার রাজ্য ভার॥
কেন মতে নহে মোর প্রজার সংশয়
কেন মতে তোমাক করিব পরাজয়॥
তোমার যুদ্ধক সহে আছে কোন বীর।
তোমাক দেখিয়া যোদ্ধা রণে নহে স্থির॥ ২৭৮০
টোন হৈতে শর লৈতে না পারে সন্নিতে।
তুমি মহা শর শীঘ্র করহ ত্বরিতে॥
সৈন্য সব প্রলয় হৈলেন ওয় বাণে।
কোন বুদ্ধি তোমাক জিনিব আমি রণে॥
তবে ভীষ্ম পাণ্ডবক দিলেন উত্তর।
সত্যবাদী দেবব্রত মর্য্যাদা সাগর॥
যাবৎ জীবন্ত আমি জিনন না যায়।
তাবত নিশ্চয় নাহি পাণ্ডবের জয়॥ ২৭৮৪
হাসিয়া বুলিল ভীষ্ম শুন যুধিষ্ঠির।
আমাক জিনিতে নারে পৃথিবীর বীর॥
ইন্দ্র যম সুরাসুর যদি পাই রণে।
তথাপিত আমাক জিনিতে নারে কোনে॥
যেন মতে কব পারো বহুত প্রকার।
আপনে জানহ হরি সংসারের সার॥
স্ত্রীনাম যাহার সেহি যদি অস্ত্র ধরে।
তবে সে আমার বধ কহিলো তোমারে॥
সাক্ষাতে দেখিলে স্ত্রীক অস্ত্র পরিহরি।
তোমাকে কহিলো আমি শুনহ শ্রীহরি॥
কহিলো তোমাকে ধর্ম্ম বিজয় কারণ।
অমঙ্গল রথ দেখি পরিহরি রণ॥ ২৭৯০
দ্রুপদ কুমার যে শিখণ্ডী যার নাম।
সংগ্রামে সামর্থ হয় বুদ্ধি অনুপাম॥
পূর্ব্বত আছিল স্ত্রী পুরুষ হৈল পাছে।
শুনিয়াছি দৈবের বিপাক হেন আছে॥
অমঙ্গল যুদ্ধ তার হৈব স্ত্রী জাতি।
তাকে আনি যুদ্ধ কর শুন নরপতি॥
আমাকে জিনিয়া তুমি জিন কুরুবর।
বিলম্বের কার্য্য নাহি চলহ সত্বর॥
শুনিয়া চলিল পাছে রাজা যুধিষ্ঠির।
বাসুদেব সঙ্গে গেল আপন মন্দির॥
অর্জ্জুনে বোলেন পাছে করুণা বচন।
কেন মতে করি আমি কুরুর নিধন॥
একে ভীষ্ম পিতামহ বংশের প্রধান।
তাক কেন মতে মারো করিয়া সন্ধান॥
কেন মতে যুদ্ধ কর পিতামহ সনে।
বুদ্ধি দেহ বাসুদেব পড় হো চরণে॥

শিশুকালে হৈল মোর বাপের বিয়োগ।
কোলে করি পিতামহ পুষিলেক মোক ॥
ধূলায় ধুসর আমি কোলে গিয়া চড়ি।
বাপ বাপ বুলি যায়া গলে চাপি ধরি॥ ২৮০০
আমার গায়েত সব ধূলায় ধুসরে।
আমি হেন নিদারুণ নাহিক সংসারে॥ ২৮০১
সৈন্য মারুক করুক পরাজয়।
পিতামহ মারি আমি না করিব জয় ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া গদাধর।
প্রবোধিয়া তাক কৃষ্ণ বুঝাইল বিস্তর ॥
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম জান প্রতিজ্ঞা পালন।
প্রতিজ্ঞা করিলা তুমি ভীষ্মের নিধন ॥
বিনা ভীষ্ম না মারিলে নাহিক বিজয়।
উপতাপ এড় তুমি পার্থ মহাশয় ॥
কৃষ্ণের বচনে শান্ত হৈল ধনঞ্জয়।
রজনী প্রভাত হৈল সূর্য্যের উদয় ॥
সর্ব্বশক্তি নির্ব্বাহিল এক ব্যূহ করি।
সর্ব্ব সৈন্য আইল যে শিখণ্ডী আগ করি॥
শিখণ্ডীর আগে পাছে ভীম ধনঞ্জয়।
পৃষ্ঠে অভিমন্যু আর দ্রুপদ তনয় ॥
কুরুগণে ব্যূহ কৈল সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
সৈন্যের অগ্রত আইল ভীষ্ম মহাশয়॥
আসিলেন দ্রোণবীর পুত্রের সংহতি।
কৃতব্রহ্মা কৃপাচার্য্য আসিল সম্প্রতি ॥
সুপক্ষ, কাম্বোজ আর রাজা দুর্য্যোধন।
মহারথী সনে আইল সব রাজাগণ॥
শিখণ্ডীকে আগে করি ধায় ধনঞ্জয়।
শিখণ্ডী ভীষ্ম দেখিয়া অস্ত্র না করয় ॥
বাহ্লিকক অস্ত্র করে ভীষ্ম মহামতে।
গজ হৈতে বাহ্লিক যে পড়িল ভূমিতে ॥

বজ্র হস্তে ইন্দ্র যেন অসুর সংহারে।
সর্ব্বসৈন্য উচ্ছন্ন করিল ভীষ্ম বীরে ॥
সূর্য্যের প্রকাশে যেন দেখি ত্রিভুবন।
তেন মত দেখিয়ে ভীষ্মর শরাসন ॥
নিমিষতে মারিলেন সহস্র কুঞ্জর।
দশেক অযুত মারিলেন খরোত্তর (১) ॥
এক লক্ষ পদাতি মারিল ঘোর রণে।
দশম দিনের যুদ্ধ হৈল এহি মানে॥ ২৮১৭
এহি মতে সেনা দলিলেন ভীষ্মবীর।
শিখণ্ডী যে ভীষ্মক মারিলেন দশ শর ॥
হাসিয়া বোলেন ভীষ্ম শিখণ্ডীক দেখি।
মৃত্যু যদি হয় তবু তোমাক উপেক্ষি ॥
জানিলো শিখণ্ডী তোক বিধাতা স্বজিল।
দৈবের বিপাকে তোক পাণ্ডবে আনিল॥ ২৮২০
মহাক্রোধে শিখণ্ডী করয় বীর দাপ।
ক্ষেত্রি অন্ত করো আজি দেখহ প্রতাপ ॥
শুনিয়াছি পরশুরাম সঙ্গে কৈলা রণ।
তপের প্রতাপ তোর কহে সর্ব্বজন ॥
সত্য কৈলো জানিবা না লড়ে মোর বোল।
মোর বাণে আজি তোক মৃত্যু দিব কোল ॥
এহি বুলি পঞ্চ বাণ মারিল গর্জ্জিয়া।
অর্জ্জুনক কহে কৃষ্ণ বহুত বুঝায়া ॥
এহি ত সময় তুমি ঝাণ্টে কর শর।
বিলম্বের কার্য্য নাহি শুন ধনুর্দ্ধর ॥
এহি শুনি ধনঞ্জয় কৈলা শর জাল।
নাহি দিগবিদিগ গগণে অন্ধকার ॥
আছিল আউল (২) যুদ্ধ মহা কোলাহল।
অর্জ্জুনের বিক্রম না সহে কুরুদল ॥

---

(১) তাড়াতাড়ি
(২) শৃঙ্খলা শূন্য

শরজালে দুর্য্যোধন মহা মোহ পাইল।
বিস্ময় জানিয়া পাছে ভীষ্মক কহিল॥
অর্জ্জুন বিক্রমে মোর ভাঙ্গে সেনাগণ।
জ্বলন্ত অনল যেন অর্জ্জুনের বাণ॥
এতেক বলিল যদি রাজা দুর্য্যোধন।
মহাশোক চিন্তি বোলে শান্তনু নন্দন॥ ২৮৩০
স্থির হয়ো দুর্য্যোধন না করিহ ভয়।
যুদ্ধের নিয়ম নাহি জয় পরাজয়॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি তোমার অগ্রতে।
নবম দিবস আমি যুঝি হেন মতে॥
দিনে দশ সহস্র না মারি যোদ্ধাগণ।
সংগ্রামত বিমুখ না হব নিবর্ত্তণ॥
এহি সত্য নির্ব্বহিল নবম দিবস।
জানিবা প্রতিজ্ঞা আজি না হইবেক নাশ॥২৮৩৪

অথ ভীষ্মের শরশয্যা।

দশম দিবস আজি শুন মহাবল।
বড় কর্ম্ম করিল মারিল পরদল॥
তোমার কারণে সহি পাণ্ডবের শর।
নিবারিতে না পারিব কোন বীর বর॥
এহি বুলি ভীষ্ম পাছে লৈল ধনুশর।
শরজালে চারিদিকে বেড়ি পাণ্ডবর॥
সর্ব্ব সৈন্য ক্ষয় করে ভীষ্ম একেশ্বর।
নিবারিতে নারে বাণ পঞ্চ সহোদর॥
অশ্বত্থামা দেখি দ্রোণ বোলে পুত্রপ্রতি।
বুঝিতে না পারি আছি ভীষ্মের বিগুতি (১)॥
অর্জ্জুনে প্রতিজ্ঞা কৈল ভীষ্ম বধিবারে।
সেহি হেতু দেখি আজি কহিলো তোমারে॥ ২৮৪০

পক্ষীসবে ডাকিয়া কহন্ত অকুশল।
টোন হস্তে উভারিয়া পড়ে শরগণ॥
মন মোর বিকলিত লোমাঞ্চিত কায়।
অর্জ্জুনের জয় জান গোবিন্দ সহায়॥
দুরাচার শিখণ্ডীক পরস্পর করি।
আসিল সংগ্রামে বীর প্রতাপে কেশরী॥
দিব্য অস্ত্র জানে বীর বিক্রমে দুর্জ্জয়।
ভীষ্মকে বধিতে আইল বীর ধনঞ্জয়॥
শুনিয়া কুপিত অশ্বত্থামা মহাবল।
অর্জ্জুন সম্মুখে আইলা রণে অবিকল॥
অশ্বত্থামা দেখি আইল অর্জ্জুন কুমার।
সাত্যকি যে ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর বৃকোদর॥
মহাযুদ্ধ করেন বেড়িয়া শতে শতে।
দেখিয়া ধাইল কুরু আছে যেন মতে॥
কৃতব্রহ্মা, সোমদত্ত, কাম্বোজ ঈশ্বর।
তিন বীরে নিবারিল অর্জ্জুন কুমার॥
অলম্বুষে ঘটোৎকচে হৈল মহা রণ।
দ্রোণ বীরে নিবারিল ধর্ম্মের নন্দন॥
দুঃশাসন দুর্ম্মুখ আসিল দশ ভাই।
পরাজয় হৈল সবে নকুলের ঠাঁই॥ ২৮৫০
ভগদত্ত শৈল আর কৃপ মহা বীর।
দশবীরে করে রণ নির্ভয় শরীর॥
মারিল অনেক সেনা ভীম একেশ্বরে।
পুন রণে আসিল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে॥ ২৮৫২
দুর্য্যোধনে পঠাইল সুশর্ম্মা নরপতি।
বহু সেনা লয়া যুঝে অর্জ্জুন সংহতি॥
চারি ভিতে কুরুদল মধ্যে দুই ভাই।
দুই গজে যুঝে যেন অরণ্যে সোমাই॥
কারো ধ্বজ কাটে কারো কাটে ধনুর্গুণ।
কারো কাটে কবচ কাহার কাটে টোন॥

(১) বেগতি বা অজ্ঞাত অভিপ্রায়

সহস্রে সহস্রে যোদ্ধা মাথা কাটি পড়ে।
নানা অলঙ্কার বস্ত্র ধরণীত পড়ে॥
পৃথিবী ডাকিল কুরু বংশের সংহার।
গজ বাজী ধ্বজ ছত্র পড়িল অপার॥
অর্জ্জুনের বাণে জর্জ্জরিত যোদ্ধাগণ।
ভয় ভঙ্গ দিয়া গেল ভীষ্মের সদন॥
বৃহদ্যুম্ন ভীষ্ম আর রাজা দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন সঙ্গে আসি করে মহারণ॥
শিখণ্ডীক আগ করি পার্থ ধনুর্দ্ধরে।
বেড়িয়া করন্ত শর ভীষ্মের শরীরে।
নিহার পড়য়ে যেন পর্ব্বত উপরে॥
শতাগ্নিন, পট্টিস, পরশু, ভিন্দিপাল।
অর্দ্ধচন্দ্র, সাবন্তয়, তোমর বিশাল॥
সূচীমুখ, নারাচ, ভুষণ্ডী, মুখপাল।
ভীষ্মের শরীরে বাণ এড়য়ে বিশাল॥
কবচ ভেদিয়া অস্ত্র মর্ম্মত বাঝিল।
তথাপি তো ভীষ্মর প্রতাপ না টুটিল॥
যুগান্তর যম যেন ভীষ্ম মহাবীর।
রাজ চক্র নিবারিয়া হইল বাহির॥
দেখি ধৃষ্টকেতু তবে আসিল বিশেষ।
পাণ্ডব সেণার মধ্যে হৈলন্ত প্রবেশ॥
কাশীরাজ ধৃষ্টকেতু সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
ভীমের সহিতে রণ করেন নির্ভয়॥
শর সব মারেন ভীমের মর্ম্ম স্থানে।
বাছিয়া বাছিয়া শর হানিল প্রধানে॥ ২৮৬৮
সুবর্ণ সদৃশ বাণ ভীমক ছাড়িল।
কবচ ভেদিয়া বাণ হৃদয় পশিল॥
ক্রোধ হৈল অমর্শন পবন নন্দন।
মহা গদা মারি ধৃষ্টকেতুক তখন॥ ২৮৭০
গদা কোপে (১) চূর্ণ হৈল ধৃষ্টকেতু রাজ।
দেখিয়া ধাইল সব কৌরব সমাজ॥
দ্রোণ শল্য ভূরিশ্রবা কৃপ জয়দ্রথ।
কৃতব্রহ্মা ভগদত্ত সবে মহারথ॥
ভীমক মারিতে যায় সবে একেবারে।
সমুদ্র উথলে যেন মহা শব্দ করে॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ মহাবীর।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ নির্ভয় শরীর॥
মহাক্রোধে ধায়া যায় অগ্নির সমান।
অন্ধকার করিয়া এড়িল বহু বাণ॥
পূর্ব্বে যেন যুদ্ধ হৈল অমর দানবে।
সেহি মত যুদ্ধ হৈল কৌরব পাণ্ডবে॥
শিখণ্ডী ভীষ্মক মারে চোখা চোখা বাণ।
অর্জ্জুনে কাটিল ধনু পুরিয়া সন্ধান॥
আর ধনু হাতে তুলি নিল মহাশয়।
তিন বানে সেই ধনু কাটে ধনঞ্জয়॥
আর ধনু হাতে নৈল কাটিল সত্বর।
যেহি ধনু হাতে লয় কাটে মহাবীর॥
ক্রোধ হৈল ভীষ্ম বীর ধনু গেল কাট।
শক্তি হাতে লয় যে না দেখে পথ বাট॥ ২৮৮০
মহা ক্রোধে ওষ্ঠ কম্পি শক্তি নিল হাতে।
শক্তি তুলি মারিলেক অর্জ্জুনের মাথে॥
অর্জ্জুন দেখিল শক্তি বজ্রের সমান।
পঞ্চ বাণ মারি পার্থ কৈল খান খান॥
খণ্ড খণ্ড হৈয়া শক্তি ভূমিতে পড়িল।
মহাঘোর গর্জ্জনত আচ্ছাদন কৈল॥
কাটা গেল শক্তি দেখি ভীষ্ম হৈল ক্রোধ।
মনে চিন্তে ভীষ্ম পাছে করিয়া বিরোধ॥

---

(১) কোপে—ঘায়ে।

পঞ্চ পাণ্ডবক মারো আজিকার রণে।
যদি আজি রক্ষা তাক করে নারায়ণে॥
ঋষিগণে বসুগণে বলেন বচন।
আজি দেখি হৈবা ভীষ্ম ইচ্ছায়ে মরণ॥
দেবতার কার্য্যে ভীষ্ম চিন্তহ মরণ।
নিবর্ত্ত হও ভীষ্ম পরিহর রণ॥
হেন কালে বহে বায়ু সুগন্ধি শীতল।
গগণে দুন্দুভি বাজে শুনি কোলাহল॥
ঋষিগণ দেবগণ গগণ ভরিল।
পুষ্প বৃষ্টি করি সবে ভীষ্মক কহিল॥
এ সব বচন আর কেহ না জানিল।
ভীষ্ম মহাবীর মাত্র ইহাক শুনিল॥ ২৮৯০
শান্তনু নন্দন ভীষ্ম সম্বরিল ক্রোধ।
অর্জ্জুন উপরে না করিল অভিরোধ॥
একেবারে শত বাণ অর্জ্জুনে করয়।
আকর্ণ পুরিয়া হানে ভীষ্মর হৃদয়॥
রথী সব বেড়িয়া হানেন মহা শর।
লক্ষে লক্ষে পড়ে বাণ ভীষ্মর উপর॥
মহাক্রোধে অর্জ্জুন হৈল মত্ত গজ।
এক বাণ হানিয়া কাটিল রথধ্বজ।
শতে শতে বাণ মারে ভীষ্মের শরীরে॥
নিহর পড়য় যেন পর্ব্বত উপরে॥
হেন বেলা অর্জ্জুনে হানিল মহাশরে।
মর্ম্ম স্থানে ভেদিল ভীষ্মর কলেবরে॥
যুধিষ্ঠির রাজায়ে সবাকে আদেশিল।
সর্ব্ব বীরে একেবারে বেড়িয়া মারিল॥
দুই বলে মহাযুদ্ধ হইলেক অতুল।
দশম দিবস যুদ্ধ হইলেক ব্যাকুল॥
সমুদ্রের জল যেন হইলন্ত কল্লোল।
কটকের শব্দ শুনিতে উতরোল॥

কটক সৈন্য।

দুই বীরে মিশামিশি অগ্নির সমান।
মহা কলরব হৈল পুরিল গগণ॥ ২৯০০
শিখণ্ডীক আগে করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
মহা মহা অস্ত্র মারে ভীষ্মের উপর॥
তিল দিতে স্থান নাহি ভীষ্ম কলেবর।
রথ হৈতে পৈল বীর ভূমির উপর॥
সংগ্রামে পড়িল ভীষ্ম পূর্ব্বশির হয়া।
আকাশের চন্দ্র যেন পড়িল খসিয়া॥
কৌরবের সৈন্য যত করে হাহাকার।
দুই দলে হাহাকার ভীষ্মর সংহার॥
রথ হৈতে ভূমিত পড়িল ভীষ্ম বীর।
শরশয্যাগতে রৈল পড়িয়া সুধীর॥
পড়িতে দেখিল সূর্য্য চলিল দক্ষিণ।
তে কারণে হৃদয়ে সন্ধান হৈল পুন॥
অন্তরীক্ষে আকাশে হৈলন্ত দেব-বাণী।
সব শাস্ত্র জান ভীষ্ম তোমাকে বাখানি॥
দক্ষিণায়নেত তুমি ছাড় কেন প্রাণ।
শুনিয়াত ভীষ্ম বলে আছয়ে জীবন॥
উত্তরায়ণে তুমি সূর্য্য অবস্থান করি।
শর শয্যা করি তুমি রহিবা আবরি॥
দেখি কুরুগণ সব করয় ক্রন্দন।
বিষাদে বিকল হৈল রাজা দুর্য্যোধন॥ ২৯১০
মহাবলবন্ত ভীষ্ম পড়িলেক্ রণে।
এবে সে জিনিব কুরু পাণ্ডব নন্দনে॥
নানা বাদ্য কোলাহল উল্লাসিত মন।
আনন্দে পূণিত হইল ধর্ম্মের নন্দন॥
ধাইয়া যাইয়া দুর্য্যোধন দ্রোণক কহিল।
ভীষ্মর বিয়োগে দ্রোণ মহা শোক পাইল॥

হেন বেলা পাণ্ডব কৌরব দুই দলে।
যত রাজাগণ আর আছে ভূমণ্ডলে॥
যুদ্ধের উদ্যোগ ছাড়ি নৃপ শতে শতে।
চলিল পাণ্ডব কুরু ভীষ্মক চাহিতে॥
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল নমস্কার।
ব্রহ্মাক বেড়িল যেন দেবপরিবার॥
প্রণামিয়া দুই দলে অগ্রত রহিল।
প্রসন্ন বদনে ভীষ্ম আশীর্ব্বাদ কৈল॥
কৌরব পাণ্ডব যত আছে ধনুর্দ্ধর।
চারিদিক বেড়িলেন চৌপাশে ভীষ্মর॥
কোন বীর আছে এথা ক্ষেত্রির প্রধান।
মাথার শিয়র মোর কর সন্নিধান॥ ২৯১৯
আস্তে ব্যস্তে রাজাগণ বুলিল বচন।
দিব্য উপাধান আনি দিল ততক্ষণ॥ ২৯২০
দেখিয়া হাসিল ভীষ্ম শয্যাগত মন।
দিব্য উপভোগ আনি দিলা কি কারণ॥
শ্রুতি পাত হৈলা ক্ষেত্রি না বুঝ সময়।
মাথা তুলি দেখিলেক বীর ধনঞ্জয়॥
ভীষ্মর মনোরথ বুঝিলেন ধনুর্দ্ধর।
দুই শর হানিলেক পৃথিবী উপর॥
ধজি পায়া মস্তক রহিল ততক্ষণ।
দেখিয়া বিস্মিত হইল যত রাজাগণ॥
শর ঘায়ে বিষম বেদনা করে বড়।
তৃষ্ণায়ে আকুল হয়া মাগিলেন জল॥
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরি সুগন্ধি শীতল।
জল আনি যোগাইল নৃপতি মণ্ডল॥
হাসিয়া বলেন ভীষ্ম বিফল ভৃঙ্গার।
শরশয্যা গতে আছি ত্যজিয়া সংসার॥
ভোগের সময় নহে নিবর্ত্তিল কাল।
কি করিব জল আমি সুগন্ধি শীতল॥
অর্জ্জুনক দেখিয়া বলিল ভীষ্ম বীর।
ঝাটে জল দেহ মোর দগধে শরীর॥
ভীষ্মক প্রণাম করি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
গাণ্ডীবত গুণ দিয়া সান্ধিলেক শর॥ ১৯৩০
মারিল বরুণ অস্ত্র পৃথিবী ভেদিল।
ভীষ্মর দক্ষিণ পাশে সলিল উঠিল॥
ধারা রূপে উঠিয়া মুখত পড়ে জল।
দিব্যগন্ধ সুবাসিত অতি সুশীতল॥
অর্জ্জুনের বিক্রমত হৈল সবে ভয়।
কম্পমান হৈল ধৃতরাষ্ট্রের তনয়॥
শঙ্খ যে দুন্দুভি বায়ে অনেক রাজন।
শরশয্যা কৈল বীর শান্তনু নন্দন॥
অর্জ্জুনের প্রশংসা করিল ভীষ্ম বীরে।
দ্রোণ কর্ণ দুর্য্যোধন রাজার গোচরে॥
নারদে ভীষ্মক আসি কহিল নিভৃতে।
মনুষ্য নহয় ধনঞ্জয় জান চিত্তে॥ ২৯৩৬
বাসুদেবসহায় করিবা সব কর্ম্ম।
তুমিসে ক্ষেত্রির মধ্যে মূর্ত্তিমন্ত ধর্ম্ম॥
জগতের কর্ত্তা তুমি মহাধনুর্দ্ধর।
পৃথিবীত নাহি যে তোমার সমসর॥
তোর সনে রণ করে রাজা দুর্য্যোধন
বুদ্ধি বিপরীত তার হইবেক নিধন॥
নামানিল হিতবাক্য বিবিধ বচন।
অবশ্যে ভীমের হাতে তাহার মরণ॥
দুর্য্যোধন চাহি বোলে ভীষ্ম মহামতি।
হিত উপদেশ বলি পাপ যে দুর্ম্মতি॥
অর্জ্জুনের পরাক্রম দেখিলা নঞাণে।
ইন্দ্র নহে তার সম জানিলা হা মনে॥
বসুমতী ভেদিয়া তুলিল জল ধার।
মনুষ্যের শক্তি নহে জানিবা সত্বর॥

শুনবাপু হিতবাক্য বুলিয়ে তোমারে।
কদাচিত না করিবা যুদ্ধের প্রকারে ॥
অবশেষ যত রাজা আছে ভূমণ্ডলে।
অর্জ্জুনের সনে প্রীত করুক সকলে ॥
যবে অর্জ্জুনের বাণে না দহিছে লোক।
প্রীতপূর্ব্ব কর বাপু বলো মুঞি তোক ॥
মুঞি যবে জীয়া আছো এড় সব ক্রোধ।
অর্দ্ধরাজ্য দেহ বাপু না কর বিরোধ ॥
না শুনিয়া ভীষ্ম বোল চরণ বন্দিল।
দুর্য্যোধন চলিল লৈয়া নৃপদল ॥
কর্ণ বীর আসিয়া ভীষ্মকে সম্ভাষিল।
ভীষ্মবীর তাক যে অনেক প্রশংসিল ॥
রাজা সব সম্ভাষিয়া গেল নিজ ঘর।
শরশয্যা গতে রৈল ভীষ্ম বীর বড় ॥

বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
পাপ ভস্ম হৌক বল ডাকি হরি হরি ॥
এক মনে শুন নর ভারত কথন।
দেহ ত্যাগে চলি যাবা বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
ধনজন সুত জায়া মিছা মায়াময়।
নিশির স্বপন যেন জাগিলে না রয় ॥
অতএব বিষয় বাসনা পরিহরি।
গুরুপদ অন্তরে ভাবিহ দড় করি ॥
ভীষ্মপর্ব্বের কথা এহিমানে সমাধান।
(১) কবীন্দ্রে কহিল কথা পরাগলস্থান।

ইতি ভীষ্মপর্ব্বপুস্তকং সমাপ্তং

পাঠান্তর :—

(১) ভীষ্মের প্রবোধ না মানে দুর্য্যোধন।
এতেকে সে হইল কৌরব নিধন ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
ভীষ্মপর্ব্বের কথা এহি সমাধান।
কবীন্দ্রে কহিল কথা পরাগল স্থান ॥

ওঁ গণেশায় নমঃ।

দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে

সংগ্রামে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাবীর।
পৃথিবীত পড়ি রৈল নির্ভয় শরীর॥
বিস্তর কহিল ভীষ্ম বুঝাই কারণে।
না শুনিল দুর্য্যোধন কাল অবসানে॥
শিবিরত যায়া পুন মন্ত্রণা করিল।
পাণ্ডব মারিব করি কর্ণে আদরিল॥
নৌকাভঙ্গ সমুদ্র তরিতে করে আশ।
ভীষ্মবীর পড়িল কর্ণে অভিলাষ॥
অর্দ্ধরথী করিয়া বোলয় ভীষ্মবীর।
অপমানে না বুঝিল কর্ণ মহাধীর॥
দশম দিবস যুঝে ভীষ্ম মহাসুর।
দশদিন না যুঝিল কর্ণ মহাবীর॥
উপরোধে ভীষ্মবীর পাণ্ডবক পালি।
দৃষ্টিমাত্রে সংহারিব কর্ণ মহাবলী॥
মন্ত্রণা করিতে গেল রাজা দুর্য্যোধন।
কর্ণক আনিয়া বোলে কাতর বচন॥
পাণ্ডব সংহারি যদি রাজ্য দেহ মোকে।
তোমার প্রতিজ্ঞা তবে জানিবেক লোকে॥
যোগ্য দেখি ভীষ্মক করিল সেনাপতি।
উপরোধে না যুঝিল ভীষ্ম মহামতি॥
দশদিন পর্য্যন্তে করিল ঘোর রণ।
ভীষ্মবীর পড়িল অনাথ যোদ্ধাগণ॥
প্রভাতে সাজিয়া কর পাণ্ডবের ক্ষয়।
সমরক জিনিয়া আমাক দেহ জয়॥
কর্ণবীর আসিয়া করিল অঙ্গীকার।
উল্লাসিত কৌরব করয়ে জয়কার॥

অথ দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতিত্বে বরণ

প্রভাতে সাজিল কর্ণ ভুবনে দুর্জ্জয়।
জিনিতে পাণ্ডব সেনা হরিষ হৃদয়॥
দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা দুঃশাসন বীর।
মহারাজা দুর্য্যোধন নির্ভয় শরীর॥
চতুরঙ্গে সাজিল সৈন্যের নাহি অন্ত।
তবে দুর্য্যোধন রাজা কর্ণক কহন্ত॥
ভীষ্মবীর পড়িল সৈন্যের সেনাপতি।
কাক্রে হৈব সেনাপতি কহিয়ো যুগতি॥
কাণ্ডারী বিহীনে স্থির না রহে তরণী।
সেনাপতি বিয়োগেত তেমত কাহিনী॥
চিন্তিয়া কহিল সার কর্ণ মহামতি।
দ্রোণগুরু আনিয়া করহ সেনাপতি॥
দ্রোণাচার্য্য মহাবীর পৃথিবী পূজিত।
তাক আনি সেনাপতি করহ তুরিত॥
উপদেশ কর্ণে কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রোণক করিল জায়া বিস্তর স্তবন॥
মহাবীর ভীষ্ম তবে উপেক্ষিল রণ।
উপরোধে নামারিল পাণ্ডুর নন্দন॥
সেনাপতি হও তুমি রণে মহাবীর।
জীয়তে ধরিয়া দিও রাজা যুধিষ্ঠির॥

হাসি দ্রোণাচার্য্য তবে বুলিল বচন।
জীয়তে ধরিবে তারে কিসের কারণ ॥
তোমার অপেক্ষা যদি যুধিষ্ঠিরে মারি।
নিষ্কণ্টকে ভুঞ্জ রাজ্য না থাকিবে অরি ॥
ধরিবাক তাহাকে কি জন্যে আদেশিলা।
জীবনে মারিতে তাহাক কেনে না কহিলা ॥
দ্রোণ ভয়ে বোলে তবে রাজা দুর্য্যোধন।
হৃদয়ে ভাবিয়া বোলে কপট বচন ॥
যদি রাজা যুধিষ্ঠির করিবা সংহার।
ক্রোধ হৈব ধনঞ্জয় বিক্রমে অপার ॥
সর্ব্ব সৈন্য সংহারিব যত রাজাগণ।
অর্জ্জুনক জিনিতে নারিব কোন জন ॥
বন্দী করি যুধিষ্ঠির খেলাইব পাশা।
বনবাসে পাঠাইব এহি মোর আশা ॥
শুনিয়া বোলেন পাছে দ্রোণ মহামতি।
ধরিব অর্জ্জুন যদি না থাকে সংহতি ॥
দ্রোণের বচন হেন শুনি দুর্য্যোধন।
কপট মন্ত্রণা করি উল্লসিত মন ॥
সৈন্যক ঘোষণা দিল বুঝি সর্ব্বকাজ।
দ্রোণে আজি ধরিয়া দিবেন ধর্ম্মরাজ ॥
হেন সব মন্ত্রণা শুনি ধর্ম্মরাজে।
সর্ব্বসৈন্য মধ্যে সব বাদ্যভাণ্ড বাজে ॥
অর্জ্জুনক আনিয়া বোলেন নৃপবর।
জীবতে ধরিতে চাহে দ্রোণ ধনুর্দ্ধর।
হাসিয়া প্রবোধ দিল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
ভয় না করিবা শুন আমার উত্তর ॥
দ্রোণ বধ করো আজি দেখি থাক রণে।
তোমাক সকলো রাজা রাখিব যতনে ॥
আকাশ ভাঙ্গয় যদি নক্ষত্র সহিতে।
যদি বসুমতী কম্পে বিদরে ত্বরিতে ॥

হেন যদি বিপরীত হয় কদাচিত।
তোমাক ধরিব হেন নাহি রয় চিত ॥
যাবত আমার প্রাণ কণ্ঠত থাকয়।
কহিলোঁ তোমাক ধর্ম্ম না কর সংশয় ॥
এহি বুলি বাদ্যভাণ্ড বাজায় প্রচুর।
পদাতির সিংহ নাদে কাঁপে দিগন্তর ॥
গগন পুরিল যায়া ধনুর টঙ্কার।
মহা কম্পমান সবে বিক্রমে অপার ॥
যেন শুষ্ক বনরাশি পাইল অনলে।
দহয়ে পাণ্ডব সেনা দ্রোণ মহাবলে ॥
রণমধ্যে বাদ্যভাণ্ড সিংহনাদ শুনি।
সৈন্য ভরে টল বল করয়ে মেদিনী ॥
মহা কলরব হৈল ধনুর টঙ্কার।
গগন ছাইল অস্ত্র নাহি পারাবার ॥
পাণ্ডবের সেনা পড়ে আচার্য্যের শরে।
লিখিতে না পারি সৈন্য পড়ে নিরন্তরে ॥
অশ্ব গজ রথ পড়ে রক্তে নদী বয়।
কোন জনে আচার্য্যের প্রতাপ না সহয় ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা আর যোদ্ধাগণ।
অস্ত্র লৈয়া দ্রোণক ধাইলা ততক্ষণ ॥
তবে রাজাগণ দেখি কর্ণ ধনুর্দ্ধর।
একে একে নিবারিল লৈয়া ধনুশর ॥
সহদেব বীরকে যে শকুনি ধাইল।
সিংহের ক্ষুধাত্ যেন গজেন্দ্র পড়িল ॥
ধ্বজ ছত্র ধনু আর রথের সারথি ॥
অশ্ব রথ হীন হইল দুই মহামতি ॥
দুই বীরে মহা যুদ্ধ করে সিংহনাদ।
দুই সিংহে যুঝে যেন নাহি অবসাদ ॥
দ্রোণ দশ বাণে বিন্ধে দ্রোপদ শরীর।
কুড়ি বাণে ভীমে বিন্ধে বিবংশতি বীর ॥

যায়া ভীমের কাটিল হাতের শরাসন।
কোপে ভীমসেন হইল কালান্তক যম ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সঙ্গে যুঝে কৃপ মহাশয়।
দুই মহা বলবন্ত রণত বিজয় ॥
কৃতব্রহ্মা সনে যুঝে ভোজ নরপতি।
সোম দত্ত বিন্ধিল শিখণ্ডী মহামতি ॥
সাত্যকী কাম্বোজ যুঝে অতি শীঘ্র গতি।
নিরবধি হৈল যুদ্ধ নাহি অব্যাহতি ॥
মহাবীর বিরাট কর্ণক বুলি ধাইল।
মহা ঝাঁপে আক্রমিল মৃগ যেন পাইল ॥
ভোগদত্ত বিন্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি।
সোমদত্ত বিন্ধিল শিখণ্ডীক সম্প্রতি ॥
অলম্বুস রাক্ষস আসিল ততক্ষণ।
মহাবীর ঘটোৎকচ তাকে দিল রণ ॥
অভিমন্যু পৌরবে হৈল সন্ধান।
ইলারবে দুর্ম্মুখের যুদ্ধ অনুপাম ॥
জয়দ্রথে মদিরাক্ষে হইল সমাগম।
পৌরবে যে অভিমান্যু হৈলেক সংগ্রাম ॥
শৈল্য সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্জ্জয় অর্জ্জুনে।
সিংহ পরাক্রমে যুঝে অর্জ্জুন নন্দনে ॥
লাফ দিয়া অভিমন্যু শক্তি যে ধরিল।
সারথি কাটিয়া মুণ্ড ভূমিত পাড়িল ॥
কৌতূহলে পাণ্ডবে করয়ে জয় নাদ।
শিশুর বিক্রম দেখি কৌরব বিষাদ ॥
মহা ক্রোধে দুর্য্যোধন বরিষয় শর।
নিবারয় অর্জ্জুন নন্দন একেশ্বর ॥
সারথি পড়িল তার কুরু লজ্জা পাইল।
গদা লৈয়া শৈল্য বীর কুমারেক ধাইল ॥
কুমারে হাসয় পাছে শৈল্যাক দেখিয়া।
আগ হৈল ভীমসেন হাতে গদা লৈয়া ॥

সংগ্রামে পীড়িল পাছে শৈল্য মহাবল।
সিংহনাদ করে তবে পাণ্ডব সকল ॥
তাহার সম্মুখ তবে নাহে কোন বীর।
রুধির বহয় ধারে শৈল্যর শরীর ॥
রণে ধাইয়া আইলা তবে কৃতব্রহ্মা বীরে।
তাহা দেখি আগ বাড়ে অর্জ্জুন কুওঁরে ॥
কৃতব্রহ্মা বীরক মারিলেক দশ শর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল কৃতব্রহ্মা বীর ॥
ডাক দিয়া বোলে দ্রোণ শুন দুর্যোধন।
রণেত কাতর হৈলা কিসের কারণ ॥
একেশ্বরে কুমার করয়ে ঘোর রণ।
ইহার সম্মুখে স্থির নহে কোন জন ॥
প্রবেশিল দ্রোণ পাছে রণ মধ্যে স্থির।
একেশ্বরে যায় যথা আছে যুধিষ্ঠির ॥
নানা অস্ত্র করে দ্রোণ অতি ভয়ঙ্কর।
বরিষয় যুধিষ্ঠির রাজার উপর ॥
কাটিয়া হাতের ধনু ধরিবার যায়।
চক্র মারি কুমারে দ্রোণক বাহুরায় ॥
পাণ্ডব নন্দন লৈল গাণ্ডীবের শর।
মহা অস্ত্র বৃষ্টি কৈল দ্রোণের উপর ॥
তবে দ্রোণ মহাবীর অবসাদ পাইল।
মহা কোপে শৈল্য বীর কুমারকে ধাইল ॥
সর্ব্ব সৈন্য নিবারয় কুমার একেশ্বর।
ইন্দ্রের সমান বীর পার্থের কুমার ॥
যুধিষ্ঠির ধরিতে আইসে দ্রোণবীর।
দেখি দুর্য্যোধন হইল আনন্দ শরীর ॥
আজি রণে দ্রোণে ধরিবে যুধিষ্ঠির।
বান্ধিয়া নিয়ন্ত তাক আমার শিবির ॥
হেন সব ঘোষয়ে কৌরব সেনাগণ।
শুনিয়া অর্জ্জুন পাছে আইল তখন ॥

বাণে অন্ধকার কৈল পার্থ মহাবীর।
রথধ্বজ না দেখি দ্রোণের শরীর॥
দিক যে বিদিক নাহি কিছুয়ে নির্ণয়।
শরে আচ্ছাদিল সব পার্থ মহাশয়॥
শোণিতে বহয়ে নদী দেখি লাগে ভয়।
হেন মতে পার্থ বীর বাণ প্রহরয়॥
অস্ত গেল দিবাকর রণ অবসান।
প্রথম দিবস যুদ্ধ হইল এহি মান॥
আর দিন প্রভাতে নৃপতি দুর্য্যোধন।
আচার্য্যক বোলে রাজা গঞ্জন বচন॥
যুধিষ্ঠির ধরিতে মাগিলো আমি বর।
অঙ্গীকার কৈলা তুমি সভার ভিতর॥
হেন বাক্য ব্যর্থ গেল কি কহিব আর।
পাণ্ডবের সঙ্গে বড় মিত্রতা তোমার॥
আচার্য্যে বোলয়ে আমি প্রথমে কহিলো।
অর্জ্জুন জিনিতে আমি প্রতিজ্ঞা না কৈল॥
যদি কাছে না থাকে অর্জ্জুন মহাবীর।
রণ জিনি ধরি দিব রাজা যুধিষ্ঠির॥
আজিকার রণে সাম্য হয়ো নৃপবর।
কালিকার যুদ্ধে কার্য্য করিব দুষ্কর॥
দেবাসুর নরে যে ভেদিতে নারে যাক।
হেন ব্যূহ করিয়া করিব মহাপাক॥
যদি পুন অর্জ্জুন না থাকে মাত্র রণে।
হেন ব্যূহ রচিবহো না জানয় আনে॥
অর্জ্জুন সহিতে যুদ্ধ করিব আর জনে।
তাক আনি দেহ গিয়া সংসপ্তক গণে॥
নারায়ণী সেনা সব ভুবনে বিদিত।
সেই সে করুক রণ অর্জ্জুন সহিত॥
দ্রোণের বচনে কুরুবংশঅধিকারী।
সংসপ্তক গণক দিল অর্জ্জুনে ভিড়ি॥
দক্ষিণ দিশত তারা সংগ্রাম ভিতরে।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
আসিয়া অর্জ্জুন সে আমাক দেহ রণ।
আজি দেখাইব তোক যমের সদন॥
দুর্য্যোধনে দিব মোক বহুত প্রসাদ।
এহি বুলি সংসপ্তক করয় সিংহনাদ॥

অথ দ্রোণ কর্ত্তৃক চক্রব্যূহ রচনা।

শুনিয়া অর্জ্জুন তবে ধায় শীঘ্র গতি।
এথা ব্যূহ আরম্ভিল দ্রোণ মহামতি॥
আচার্য্যের পাছে জয়দ্রথ মহাবীর।
তার পাছে অশ্বত্থামা নির্ভয় শরীর॥
তৎপাছে ধায় বিবিংশতি মহোদয়।
ভূরিশ্রবা শকুনি সৌবল নৃপচয়॥
এহি মতে চক্রব্যূহ দ্রোণচার্য্য কৈল।
সংগ্রামেত দুই দলে মুখামুখি হৈল॥
ভীমসেন সৌবল সাত্যকী চেকিতান।
কুন্তীভোজ ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঞ্চাল ভূপাল॥
চেদীরাজ বৃষকেতু মদ্রের নন্দন।
অভিমন্যু মহাবীর বিপক্ষ মর্দ্দন॥
উত্তমজা শিখণ্ডী বিরাট নরপতি।
সকল পাণ্ডবগণ হৈয়া এক মতি॥
দ্রোণক মারয়ে সবে করিয়া সমর।
এক এক মহাবীর যেন পুরন্দর॥
ব্যূহভেদ করিতে না পারে কোন জন।
লজ্জাত বিকল হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যূহ ভেদি রণ করে নাহি হেন জন।
সংসপ্তক সনে যুদ্ধ করয়ে অর্জ্জুন॥
পার্থ বিনে ব্যূহ ভেদে হেন নাহি বীর।
অসন্তোষ করিয়া রহিল যুধিষ্ঠির॥

অভিমন্যু বিস্ময় দেখিয়া ধর্ম্মরাজ।
যোড়হাত করিয়া কহেন সব কাজ॥
চক্রব্যূহ ভেদিতে পারহো একেশ্বরে।
নির্গত না জানো মুঞি কহিলো তোমারে॥
যখন আছিলো আমি মাতৃর উদরে।
চক্রব্যূহ লিখিয়া দেখাইল গদাধরে॥
উদরে থাকিয়া কৈলোঁ শুন নারায়ণ।
প্রবেশ কহিলা মোকে কহ নিবর্ত্তন॥
আস্তে ব্যস্তে নারায়ণ কহিল সত্বরে।
নির্গত কহিতে নিদ্রা আসিল আমারে॥
সে কারণে আমি না জানো নিবর্ত্তন।
স্বরূপে কহিলো ধর্ম্ম কারন বচন॥
যুধিষ্ঠির বোলে শুন অর্জ্জুন কুমার।
ব্যূহ ভেদিবার চিত্ত কর আপনার॥
যত বীর আছে মানে ভীম আদি করি।
তোর পাছে যাব সবে অস্ত্র শস্ত্র ধরি॥
চক্রব্যূহ ভেদিয়া মারিয়ো দ্রোণ বীর।
শুনি আনন্দিত হৈব পার্থের শরীর॥
এহি শুনি কুমারে করেন বীরদাপ।
দক্ষিণে ধরিল শর বাম হাতে চাপ॥
কৌতুক হইব রাজা দেখিয়া সমর।
আজি সে ধরিব দুর্য্যোধন নৃপবর॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আজি পাইব রাজ্য।
দ্রোণ কর্ণ বধো আজি কৌরব সমাজ।

অথ চক্রব্যূহ ভেদ ও অভিমন্যুর সমর।

সুমন্ত সারথিক যে বুলিল কুমার।
চলাহ সত্বরে রথ ব্যূহ ভেদিবার॥
করযোড় করিয়া সারথি বোলে বাণী।
দ্রোণ সঙ্গে রণ তুমি না কর আপুনি॥
নানা ব্যূহ নানা অস্ত্র জানে দ্রোণাচার্য্য।
তার সঙ্গে বিরোধ নাহিকে ওয় কার্য্য।
শুনিয়া কম্পিত হৈল অভিমন্যু বীর।
চলাহ সত্বরে রথ কৌরব গোচর॥
কৃষ্ণের ভাগিনা আমি পার্থের তনয়।
ত্রিভুবন মধ্যে মোর কাকে নাহি ভয়॥
আজিকে দেখিবা মোর রণের বৃত্তান্ত।
আজিকার রণে কারোঁ কৌরবের অন্ত॥
এহি বুলি মহাবীর লৈল ধনুশর।
নিমেষেতে প্রবেশিল ব্যূহের ভিতর॥
অনেক কৌরব অভিমন্যু একেশ্বর।
বিস্তর দারুণ যুদ্ধ করে ভয়ঙ্কর॥
লক্ষণ সৌবল সব মৃগ হেন হৈল।
আছুক যুঝিব রণে দেখি ত্রাস পাইল॥
কৃপক সম্ভাষি দ্রোণাচার্য্য যে বলিল।
দুই সেনা রণ মধ্যে অর্জ্জুন নন্দন॥
রণত নিপুণ গুণ জানেত অনেক।
বীর মধ্যে কুমার দেখিয়ে অতিরেক॥
দ্রোণক বলেন দুর্য্যোধন মনে গুণি।
বিপক্ষর পরাক্রম কিসক বাখানি॥
অতি মহাবীর তুমি মোর সেনাপতি।
রিপুর কারণ গুণ সদায়ে কহন্তি॥
এতেক জানিল সে আমাক স্নেহ নাহি।
বিপক্ষের গুণ কহ সর্ব্বত্রত কহি॥
কুমারের ইষ্ট দ্রোণ জানিলো এখন।
একা সে করয় যুদ্ধ এহি সে কারণ॥
এতেক কহিল যদি কুরুঅধিকারী।
শুনি আইল দুঃশাসন হাতে অস্ত্র ধরি॥
আমাকে পাঠাও যদি আমি যাই রণে।
দেখিও পাণ্ডব আজি বধো মুই রণে॥

এহি বুলি ধনু ধরিলেক মহাবাহু।
মহাক্রোধে যায় যেন গ্রাসিবাক রাহু ॥
তাহাক দেখি কুমারের হরষিত মন।
আপনে আসিয়া রিপু হইল উপসন্ন ॥
দ্রৌপদীক করো আজি হৃদয় বাঞ্ছিত।
ভীম যুধিষ্ঠিরের করহো মন প্রীত ॥
এহি বলি কোদণ্ড ধরিল তখনে।
টোন হনে লৈল শর কাল হুতাশনে ॥
ধনুত টঙ্কার দিয়া যুড়িলেন শর।
সেহি বাণে দুঃশাসন ভেদি কলেবর ॥
মহা বেগে পশি বাণ গর্ব্ভের ভিতরে।
মূর্চ্ছিত হইল বীর রথের উপরে ॥
শরের প্রহরে বীর হৈল অচেতন।
রথের উপরে পড়ি রৈল দুঃশাসন ॥
তাহা দেখি বলেন বীর সূর্য্যের নন্দন।
শুন দ্রোণ মহাবীর আমার বচন ॥
অর্জ্জুন কুমার মহা দেখি ধনুর্দ্ধর।
যুদ্ধে মহাবীর কভু নহে সমসর ॥
সাধু সাধু কুমার তোমার বাহুবল।
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় জীবন সফল ॥
হেন শুনি দ্রোণ বোলে কর্ণক বুঝাই।
সর্ব্ব অস্ত্র শিখিয়াছে মাতুলের ঠাঁই ॥
ইন্দ্র আদি দেবে যাক জিনিতে না পারি।
ইহাত প্রসন্ন, দেব আপনে শ্রীহরি ॥
তুমি আমি মহারথী আছে যত যত।
কুমারের সমরত নাহিকে শকত ॥
রথের উপর যদি থাকয় কুমার।
আমি কোন, দেবরাজ সম নহে তার ॥
এহি শুনি কর্ণ বীর কোপ দর্প করি।
যুদ্ধত সামর্থ রথী যে হেন কেশরী ॥
রাধাসুত কর্ণ যে আক্রোশী ধনু টানে।
দশাধিক শিলীমুখ এড়ে ততক্ষণে ॥
বজ্রধরসুতের তনয় অভিমন্যু।
কর্ণশরাঘাতে তার না ভেদিল তনু ॥
করে ধরি ধনু বীর দিলন্ত টঙ্কার।
ধনুর্গুণ কাটি ভেদিলেক কলেবর ॥
আর চারি বাণে যে কাটিল চারি হয়।
সংগ্রামত কর্ণ বীর হৈল নিরাশয় ॥
রথ ধ্বজ সারথিক ভেদিল কুতূহলে।
রণ জিনি প্রকাশয় চন্দ্র সমুজ্বলে ॥
কর্ণ ভঙ্গ দিল দেখি পাইল সবে ডর।
মণ্ডলী করয়ে ধনু ধরি দুই কর ॥
অর্জ্জুনির বাণে কেহ না হয় শকত।
ভয় হৈল তবে কৌরবের সেনা যত ॥
সম্মুখে বিমুখ গেল গজ বাজী রথ।
ছেদে ভেদে কত সেনা নিল যম পথ ॥
পট্টিস পরিখ শিলী মুখ বাণে হানি।
হয় হস্তী সেনা মারি ঢাকিল মেদিনী ॥
মহাকোপে অর্জ্জুন তনয় ধনু ধরে।
ক্ষুর বাণে রাজার কাটিল অলঙ্কারে ॥
শতে শতে বাণ বীর এড়ে একেবারে।
রাজ রাজেশ্বরের ভেদিল কলেবরে ॥
অসংখ্য পদাতি আর মারে রণস্থলে।
মধ্যাহ্ন সময় যুদ্ধ হৈল দুই দলে ॥
নামত সমুদ্র সিন্ধুরাজার তনয়।
গরিষ্ঠ বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ রাজ মহাশয় ॥
জানে অস্ত্র সন্ধান সুধীর ধনুর্দ্ধর।
অভিমন্যু সঙ্গে রণ করিল বিস্তর ॥
দ্রৌপদী কারণে ভীম কৈল অপমান।
দগধে শরীর তার সেহিসে কারণ ॥

রাজ্যভোগ দেশ ভূমি ছাড়িয়া সকল।
ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরিল মহাবল ॥
এক চিত্তে কৈল রাজা বিস্তর স্তবন।
আরাধিলা জয়দ্রথ শঙ্কর চরণ ॥
সেবক বৎসল কহে মাগি লহ বর।
হরমুখে শুনি হেন বাক্য নৃপবর ॥
যদি মোক বর দিবা শুন ত্রিনয়নে।
একেশ্বরে পাণ্ডবক জিনো ঘোর রণে ॥
শিবে বোলে দিলোঁ বর জিনিবা সবাক।
পাণ্ডুর কুলত ধনঞ্জয় ব্যতিরেক ॥
সেহি সে কারণে সেনা জিনিলেক সব ॥
ব্যূহ দ্বার রুধিলেক সিন্ধুনৃপসুত।
একেশ্বরে পাণ্ডু সেনা জিনিয়া বহুত ॥
সাত্যকীক ভেদিলেক সেহি তিন শরে।
দশ বাণে তনু বিঁধিলেক বিরাটেরে ॥
দ্রুপদকে দশ শিখণ্ডীক পঞ্চ শর।
কেকয়ীক সপ্তদশ নিমের কুমার ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র সপ্ত বাণে হানি।
সহদেব নকুলর ভেদিল পরাণি ॥
একেলা পাণ্ডব সেনা জিনিল ত্বরিতে।
ব্যূহ প্রবেশিতে না পারিল কোন মতে ॥
জয়দ্রথ ভীমসেনে হৈল মহারণ।
দেখিয়া পাণ্ডব সেনা কম্পিত তখন ॥
ব্যূহ মধ্যে অভিমন্যু করি বহু শর।
ছেদিল সকল সেনা রণে ঘোরতর ॥
দেখিল লক্ষণ বীর রাজার তনয়।
অভিমন্যু সম্মুখে আসিল মহাশয় ॥
করে ধনু ধরিল লক্ষণ মহারথী।
শরে হানি ধনুক কাটিল মহামতি ॥
সুমন্ত সারথি রণে চিন্তিলেক কাজ।
ফিরাইল রথ খান দেখিল সমাজ ॥
ধন্য অভিমন্যু আর সারথি যাহার।
মহারথী হৈয়া সিতো করয়ে সৎকার ॥ (১)
মহা কোপে অভিমন্যু হাতে লৈল বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করিল সন্ধান ॥
মারিল লক্ষণবুকে পড়িল রথত।
মহাবলে প্রবেশিল তার শরীরত ॥
যতেক আছিল নৃপ ক্ষেত্রি মহা যোদ্ধা।
লক্ষণ পড়িল দেখি হৈল সবে ক্রুদ্ধা ॥
একেশ্বরে অভিমন্যু কৌরবের মাঝে।
মহা মহা রথীক জিনিল রণ মাঝে ॥
সত্যশ্রবা নাম তার দুর্ম্মুখ কুঙর।
হস্তীত চড়িয়া আসি করিল সমর ॥
দুই হাতে ধরি তাক আছাড়ি ফেলায়।
যেন মহা গজ ধরি কেশরী লোফায় ॥
মৈল সত্যশ্রবা নাম দুর্ম্মুখ কুমার।
রথত উলুক আসি লাগিল সমর ॥
মহাবীর অভিমন্যুধনুকের ঘাতে।
পড়িল উলুক বীর আসি সংগ্রামেতে ॥
মহাবীর কৌরবের যতেক কুঙর।
মহাযুদ্ধ করি তারা গেল যম ঘর ॥
দেখি দুর্য্যোধন রাজা পশিল সমরে।
করিল বিমুখ তাক মারি দশ শরে ॥
দুর্য্যোধন রাজা যবে হারিলেক রণ।
দেখিলেন বৃন্দাবক শকুনি নন্দন ॥
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল।
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে তার মস্তক কাটিল ॥

---

(১) সুব্যবস্থা।

কৌশল দেশের রাজা সেতুর তনয়।
বাণে হানি তাহাক পঠাইল যমালয়॥
মগধ রাজার পুত্র তিন মহাবীর।
অশোক কিংস্থক কাটে কার্ত্তিকের শির॥
অভিমন্যু বাণে মৈল কুঙর কেতন।
ভূরিশ্রবা দেখি হৈল বিষাদিত মন॥
মহা বলবন্ত সেহি প্রথম যৌবন।
দুর্য্যোধন পুত্র পদ্ম বিষণ্ণ বদন॥
তাক দেখি কুমারে লৈলন্ত ধনুশর।
ভল্ল বাণে কাটিলেক শকুগুল শির॥
পড়িলেক পদ্মবীর দেখি নৃপবর।
শোকেত আকুল হৈল কুরুর ঈশ্বর॥
পুত্র হত দেখিয়া বোলেন নরপতি।
সবাকে বলিল যত আছয় নৃপতি॥
ভগদত্ত জয়দ্রথ সমরে কুশল।
দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা আর মহাবল॥
ভূরিশ্রবা সেনা বীর যত ধনুর্দ্ধর।
কুলে গুণে সামর্থ সকলে সদাচার॥
সকল সংসারে যশ ঘোষয় তাহার।
হেন সব রথী কেহ না হৈল স্থির॥
অভিমন্যু রণে সবে হৈলন্ত বিমুখ।
পড়িল আমার পুত্র হৈলন্ত অসুখ॥ (২)

অথ সপ্তরথী কর্ত্তৃক অভিমন্যু বধ।

একেশ্বরে মারি আজি যাইব সবাকে।
ইহার সমান বীর নাহি তিন লোকে॥
মহা মহা রথীগণ একেলা কুমার।
সবাকে মারিয়া যে পঠায় যমদ্বার॥

(২) দুঃখের কারণ।

শুন সব রথী গণ আমার বচন।
অভিমন্যু মারিবাক যদি আছে মন॥
দশ মহারথী গিয়া করহ প্রবেশ।
একেবারে শর বৃষ্টি করহ বিশেষ॥
কেহ হস্ত পদ কেহ কাট টোন ধনু।
কিরীটি কাটহ কেহ কুমারের তনু॥
শুনি পাছে কৃপাচার্য্য স্মরে নারায়ণ।
হেন ছার আশা তুমি কর দুর্য্যোধন॥
কুযশ ঘোষিব লোকে নরকে গমন।
ক্ষেত্রিয়র ধর্ম্ম নহে অন্যায় মারণ॥
হেন শুনি দুর্য্যোধন বোলে ধর্ম্ম ছাড়ি।
মোর পরাজয় হোক আশা মনে ধরি॥
দুর্য্যোধনে বোলে শুন মহামতি।
কোন ন্যায় বধ কৈল ভীষ্ম সেনাপতি॥
কেবল আপন করি জানহ কুমার।
এতেক কারণে নাহি করহে সংহার॥
এহি শুনি কোপ হৈল ভগদত্ত রাজ।
হস্তীত চড়িয়া যায় সংগ্রামের মাঝ॥
হাতে ধনু ধরি যায় জয়দ্রথ বীর।
পাণ্ডবের দলে গেল নির্ভয় শরীর॥
দশ মহারথী যায় সংগ্রাম ভিতর।
অভিমন্যু বেড়িয়া মারয় সবে শর॥
অতি কোপে মহাবীর সুভদ্রাকুমার।
দশ দশ শরে ভেদি হৃদয় সবার॥
ভূমিত পড়িল রথ হৈল অস্থির।
অভিমন্যু শরে হৈল শরীর জর্জ্জর॥
দুই বাণে অশ্বথামা কাটিল সারথি।
ধনুর্গুণ কাটে ভূরিশ্রবার সম্প্রতি॥
রথ দণ্ড কাটে কৃপ সৌবলে যে তনু।
কবচ কাটিল শৈল শকুনিয়ে পুনু॥

খড়গ চর্ম্ম ধরি সিতো হইয়া পদাতি।
কাটি খড়গ পাড়ে সব বড় বড় রথী॥
কৌশল্য কুমুদ কুন্ধ আর মহারথী।
তিন বীর কাটিল কুমারে প্রতি প্রতি॥
অভিমন্যু সম্মুখে না রহয়ে কোন জন।
দেখি কোপ হৈল দুঃশাসনের নন্দন॥
ডাক দিয়া বোলে ওরে শুন থাক থাক।
করে গদা ধরিয়া আসিল মারিবাক॥
সকল দিনের যুদ্ধে বড় শ্রান্ত হৈল।
একেলা বাহিনী মধ্যে মহাবল কৈল॥
অস্ত্রহীন রথহীন সকল শরীর।
পাছে চাহে অভিমন্যু নাহি কোন বীর॥
উলটি পালটি চাহে কেহ নাহি কাছে।
দেখিল বিপাক আজি কুমারের আছে॥
ব্যূহ দ্বারে রণ করে ভীম অমর্ষন।
ব্যূহ মধ্যে প্রবেশিতে নারে কোন জন॥
কুমারে মারিল গদা অভিমন্যু শিরে।
পড়ে অভিমন্যু বীর ভূমির উপরে॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন মেঘে হৈল লুকি।
পড়িল অর্জ্জুনি সবে বিপরীত দেখি॥
অভিমন্যু গেল যবে কৌরবের রঙ্গ।
অশেষ বিশেষ বাদ্য বাজয় তরঙ্গ॥
চন্দ্রতেজ চন্দ্রক লাগিয়া পাছে গেল।
দক্ষিণ সমরে থাকি অর্জ্জুনে জানিল॥
নৃপগণ সহিতে দেখিল যুধিষ্ঠির।
সমরে পড়িল অভিমন্যু মহাবীর॥
কুরুগণ মর্দ্দিয়া সে পড়িল কুমার।
পদ্মবন ভাঙ্গি যেন পড়িল কুঞ্জর॥
পাণ্ডবের সৈন্য সব করন্ত রোদন।
অন্যায় সমরে পৈল সুভদ্রানন্দন॥

অন্তরীক্ষে দেব মুনি করে অবিখেদ। (১)
দুরাচার কুরুগণ ধর্ম্মত বিরোধ॥
দুষ্কমুখ শিশুক অন্যায় বেড়ি মারে।
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা ধর্ম্ম না বিচারে॥
অভিমন্যু পড়িল অর্জ্জুন সমসর।
ভঙ্গ দিল পাণ্ডুদল সব নৃপবর॥
আপনে ডাকেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির।
কেনে ভঙ্গ দেহ তোরা সব মহাবীর॥
স্বর্গ গেল অভিমন্যু না হৈল বিমুখ।
হেন মত রণ জান ক্ষেত্রিয়ের সুখ॥
অস্ত গেল দিবাকর পড়িল কুমার।
পাণ্ডব কৌরব গেল ঘরে আপনার॥
মহাশোকে ঘরে গেল ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃপুত্র শোকে রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
হা হা অভিমন্যু পুত্র কুলের নন্দন।
তোমার বিয়োগ দুঃখ না সহে পরাণ॥
পাছ না ভাবিলো আমি না ভাবিল কাজ।
শিশুক পাঠায়া দিলোঁ বিপক্ষের মাঝ॥
এহি বুলি ক্রন্দন করেন যুধিষ্ঠির।
সন্ধ্যা হৈল প্রবেশিল আপন শিবির।
শিবিরত গিয়া রাজা ভূমিত বসিল।
মহাবিষাদিত মুখে নিশ্বাস ছাড়িল॥
অনাদরে এড়িল হাতের শরাসন।
অধোমুখে বসিল সকল রাজাগণ॥
অনুশোচে যুধিষ্ঠির পাণ্ডবের পতি।
শুনিলে বুলিব মন্দ কৃষ্ণ মহামতি॥
কি বুলিব ধনঞ্জয়ে পুছে যদি তারে।
কোন মুখে প্রবোধিব যায়া দ্রৌপদীরে॥

---

(১) আক্ষেপ।

বিজয়ের আশে আমি কৌলো পাপ কর্ম্ম।
শিশুক পাঠায়া মুঞি না চাইলোঁ ধর্ম্ম॥
জয়ে মোর কার্য্য নাহি না করিব রাজ্য।
এহি বুলি ধরণীত পৈল ধর্ম্মরাজ॥
হেন বেলা ব্যাস আইল শিবির ভিতরে।
নৃপতিক শান্ত করি কহিল বিস্তরে॥
ব্যাসক বুলিল পাছে নৃপতি সম্প্রতি।
মৃত্যু হেন কোন জন হৈল বসুমতী॥
ব্যাসে পাছে কহিলেন ধর্ম্মবাক্য শুনি।
শুনিয়োক ইতিহাস পুরাণ কাহিনী॥
ব্রহ্মায়ে সৃজিল সৃষ্টি বাড়য়ে বিশাল।
পৃথিবী না সহে ভর যায় রসাতল॥
সৃষ্টি বাড়ে ধরণীত না জানে প্রজাপতি।
স্তুতি করি বিস্তর কহিলো বসুমতী॥
মহাকোপে ব্রহ্মা তবে ছাড়িল নিশ্বাস।
মৃত্যুরূপ নারী এক উপজিল পাশ॥
এহি রূপ মতে যে মেদিনী সংহারয়।
জ্ঞানমন্ত জনা সে মারিতে না পারয়॥
অকস্মাৎ হৈল যে সন্তুদা রথী নাম।
পৃথিবী শাসিয়া ধর্ম্ম করে অনুপাম॥
হেন সব নৃপতি মৃত্যুয় সংহারিল।
মান্ধাতা যে পুররবা রাবণ মারিল॥
ভগীরথ, দিলীপ, দধিচী মহীপাল।
হিরণ্যকশিপু, শম্ভূ, মধু নৃপ শাল॥
এক এক রাজা মহা পৃথিবীর যার।
একে একে মৃত্যু কৈল জগত সংহার॥
অভিমন্যু তোমার করিল বড় কর্ম্ম।
স্বর্গে গেল কুমার করিয়া ক্ষেত্রি ধর্ম্ম॥
শোক পরিহর শুন আমার বচন।
মরণ অবশ্য জান অনিত্য জীবন॥

যুধিষ্ঠিরে বোলে মুঞি বড় দুষ্টমতি।
ব্যূহকে পাঠায়া দিলোঁ একেলা সন্ততি॥
নির্গম না জানে পুত্র কৈল মোর স্থানে।
তথাপি পঠাইলোঁ তাক না শুনিয়া কাণে॥
এহি সে হৃদয়ে মোর মহা দুঃখ রৈল।
না জানো কাহার পাপে পুত্র মোর মৈল॥
ব্যাসে বলে পূর্ব্ব কথা শুন মহারাজ।
চন্দ্র আসি জন্মিয়াছে ওয় কুল মাঝ॥
পূর্ব্বে স্বর্গ দেখিবার গেল গর্গমুনি।
চন্দ্র কেলি করে তথা লইয়া রোহিনী॥
কেলি লোভে সোমদেব মুনি না দেখিল।
কোপ করি গর্গমুনি সোমকে শাপিল॥
মনুষ্য হইয়া জন্ম ভুবন মণ্ডলে।
নর নারায়ণ যায়া হৈব মহীতলে॥
তার প্রীত আচরি মারিবা দুষ্ট জন।
ষোড়শ বৎসর থাকি করিবা গমন॥
অর্জ্জুন ঔরসে জন্ম সুভদ্রা উদরে।
জন্মিবা ক্ষেত্রির কুলে পৃথিবী ভিতরে॥
সম্মুখ যুদ্ধত পড়ি গেল স্বর্গ লোক।
চন্দ্র লোকে গেল তাঞে পরিহর শোক॥
শুনি পাছে যুধিষ্ঠির বোলে আর বার।
কেন মতে প্রবোধিব অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥
প্রিয় পুত্র অভিমন্যু প্রাণের সমান।
তাহা বিনে অর্জ্জুনের কিছু নহে আন॥
পুনরপি বোলে ব্যাস কহি আমি স্থিতি।
ত্রিদশের নাথ হরি অর্জ্জুন সংহতি॥
তিনি খণ্ডাইবে জান অর্জ্জুনের শোক।
স্থির মতি হৈবা তুমি না কর যে শোক॥
অনেক প্রবোধে ব্যাস স্থির কৈল মন।
তবু ধর্ম্মে না ছাড়েন ক্রন্দন রোদন॥

পাছে সংসপ্তক জিনি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
কৃষ্ণের সহিতে আইল শিবির ভিতর ॥
অকুশল দেখিল বহুত উৎপাত।
বাম চক্ষু স্পন্দে সদা স্পন্দে বাম হাত ॥
বিকল হৃদয় পার্থ কৃষ্ণক পুছন্ত।
না জানি কি করি আছে ভাই ধর্ম্মবন্ত ॥
অনর্থ দেখিয়া মোর স্থির নহে মন।
না জানি কি ফলিয়াছে আজিকার রণ ॥
চিন্তিতে চিন্তিতে আইল শিবির ভিতর।
কৃষ্ণ মহাশয় ধনঞ্জয় ধনুর্দ্ধর ॥
অর্জ্জুন বলেন আজি দেখি বিপরীত।
অধোমুখে বীরগণ আছয়ে ভূমিত ॥
নৃত্য গীত বাদ্য নাহি শিবির ভিতরে।
অধোমুখে বসি আছে সব বীর বরে ॥
চিত্রে লিখিত মোর হেন রাজলোক।
আজি কেনে আগ বাড়ি না লৈলন্ত মোক ॥
এহি বাক্য বুলিতে সভাতে প্রবেশিল।
চারি ভাই সহিতে যে মণ্ডলী দেখিল ॥
না দেখিল অভিমন্যু সুভদ্রানন্দন।
অকস্মাৎ ধনঞ্জয় পুছিল বচন ॥
অভিমন্যু না দেখিয়ে সুভদ্রাকুমার।
সুভদ্রার প্রাণ সেহি মোর প্রাণ সার ॥
চক্র ব্যূহ করি দ্রোণ করে মহারণ।
হেন সব আসিয়া কহিল চরগণ ॥
তবে ধর্ম্মরাজ মুখে সকলে শুনিল।
রণের বৃত্তান্ত সব তখনে জানিল ॥
নির্গম না জানে পুত্র ব্যূহ প্রবেশিল।
মহা যোদ্ধাগণ বেড়ি পুত্রক মারিল ॥
চক্র ব্যূহ ভেদিবার সন্ধান না জানে।
পড়ি আছে পুত্র যে আমার বিহনে ॥
এহি বুলি অর্জ্জুনের বাড়ে পুত্র শোক।
ভয়ে কিছু না বলয় যত রাজলোক ॥
হা! হা! পুত্র বলি তবে কান্দে ধনঞ্জয়।
বিশেষ কহিল পাছে কৃষ্ণ মহাশয় ॥
কৃষ্ণক জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয় মহামানী।
শোকে চিত্ত দহে মোর বিকল পরাণী ॥
মহা ধনুর্দ্ধর বীর রাজীব লোচন।
কেন মতে হৈল মোর পুত্রের মরণ ॥
আদ্য অন্ত কথা কহ রণের বৃত্তান্ত।
সমর করিতে তার জানিয়ে সিদ্ধান্ত ॥
মহা মহা যোদ্ধা সব আছিল সমরে।
তবে কেন মোর পুত্র গেল যম ঘরে ॥
অর্জ্জুন বচনে ভয় পায়া রাজ লোক।
দুরন্ত বিরহ আর পাইছে পুত্র শোক ॥

অথ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা।

আড়ে ঘোড়ে থাকি কেহ না দিল উত্তর।
আদ্য অন্ত কথা কহে ধর্ম্ম নৃপবর ॥
ব্যূহ পথ নিরোধিল জয়দ্রথ বীর।
দুঃশাসন পুত্র মারে সুভদ্রাকুমার ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল ধনঞ্জয় বীর।
মোর পুত্র মারে দুঃশাসনের কুমার ॥
প্রতিজ্ঞা করিলো আমি সভাবিদ্যমানে।
রাজাক বুলিল তুমি হয়ো সাবধানে ॥
কালি আমি জয়দ্রথ সংহারিব রণে।
আসিয়া রাখুক তাক কর্ণ দুর্য্যোধনে ॥
করিলো প্রতিজ্ঞা আজি ব্যর্থ হয়ে যবে।
পিতৃবধ পাতক হইব মোর তবে ॥
এহি সব করিলে যতেক হয়ে পাপ
স্থাপ্যক হরণে হয়ে (যত কিছু পাপ)

ব্রহ্মবধ গোবধে যতেক পাপ গতি।
যতেক বিষম পাপে নরকে বসতি॥
এসব পাতকে পড়ো নাহিকে নিস্তার।
কালি যদি জয়দ্রথ না করো সংহার॥
যদি জয়দ্রথ বধে সূর্য্য অস্ত যায়।
অগ্নিত প্রবেশি আমি মরিব নিশ্চয়॥
সুরাসুর রাক্ষস গন্ধর্ব্ব যক্ষ গণে।
জয়দ্রথকে রাখিতে না পারিবেক রণে॥
এহি বুলি প্রতিজ্ঞা করিল সেহি স্থান।
কালি যায়া জয়দ্রথ করিব নিধন॥
এত বলি ক্ষেপিল হাতের শরাসন।
ভূমিত বসিল বীর নিঃশব্দ রোদন॥
ঘটোৎকচ মহাবীর ভীমের নন্দন।
কৃষ্ণ বিদ্যমানে তেঁহো বুলিল বচন॥
কুরুরণ জিনিয়া ধর্ম্মকে দিব রাজ।
আমার প্রতিজ্ঞা শুন রাজার সমাজ॥
হেন শুনি সিংহনাদ করে ধনঞ্জয়।
ত্রিভুবন কম্পমান শুনি হৈল ভয়॥
পাণ্ডবের দলে পাছে হৈল সিংহনাদ।
বিবিধ সম্বাদে বাদ্য নাহি অবসাদ॥
চর মুখে শুনি পাছে জয়দ্রথ বীর।
অর্জ্জুনের ভয়ে হৈল কম্পিত শরীর॥
দুর্য্যোধন রাজাকে বিস্তর নিবেদিল।
দ্রোণ বীরে তাহাকে অনেক আশ্বাসিল॥
একাদশ অক্ষৌহিনী সেনা সমোদিত।
মহা, মহা যোদ্ধা আছে গজেন্দ্র সহিত॥
দ্রোণ কর্ণ আদি বীর বাহিনী প্রভৃতি।
তোমাক রাখিব সবে হয়া একমতি॥
কি করিতে পারে কোপ হয়া ধনঞ্জয়।
না করিহ জয়দ্রথ রণে কিছু ভয়॥

এথা কৃষ্ণ ধনঞ্জয় নিশ্বাস ছাড়য়।
কথঞ্চিত রজনী গোঙাইল (১) মহাশয়॥
নরনারায়ণ রণে ক্রোধ হৈল যবে।
ইন্দ্র আদি দেবগণে চিন্তা পাইল সবে॥
নিষ্ঠুর পবন বহে কাঁপে বসুমতী।
গগণে দুন্দুভি বাজে দেবের সংগতি॥
গগণে পড়য় উল্কাপাত ঘনেঘন।
বিনা মেঘে বিজুলি দেখয় সর্ব্বজন॥
রজনী প্রভাত হৈল কুরুগণ সাজে।
দুর্য্যোধন কৌরব সাজয় নৃপমাঝে॥
আপনয়ে দ্রোণ বীর হাতে লৈল শর।
সৈন্য সব সঙ্গে লয়া চলিল সত্বর॥
নানা অস্ত্র লয়া সবে গর্জ্জে উচ্চৈঃস্বরে।
পাণ্ডব মারিব বুলি আস্ফালন করে॥
কোথাত গোবিন্দ আছে কোথা ধনঞ্জয়।
কোথা আছে ভীমসেন সংগ্রামে দুর্জ্জয়॥
এহিবুলি সবে গর্জ্জে করে সিংহনাদ।
দোণের বাহিনী করে জয় জয় নাদ॥
দ্রোণাচার্য্য জয়দ্রথ রাজাক কহন্ত।
আজিকার রণে হৈব না জানি নিশ্চিত॥
তুমি সোমদত্ত শল্য মহাধনুর্দ্ধর।
অশ্বথামা কৃতব্রহ্মা লয়া ধনুশর॥
এক লক্ষ দিব্য রথ পঞ্চ লক্ষ বীর।
গজ বাজী সহস্র সমরে হয়া স্থির॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ সেনা সমরে পূজিত।
একলক্ষ পদাতি রথীয়ে সমোদিত॥
এত সব সৈন্য লয়া তুমি সেনাপতি।
পশ্চাৎ লাগিয়া তুমি থাকিবা সংহতি॥

(১) অতিবাহিত করিল।

দ্রোণের আশ্বাস পায়া জয়দ্রথ বীর।
সৈন্যের ভিতরে থাকে নির্ভয় শরীর॥
ব্যূহ মুখে নিয়োজিত কর্ণ দুঃশাসন।
সৈন্যর সম্মুখে রৈল রাজা দুর্য্যোধন॥
দ্বাদশ গর্ব্বিত ব্যূহ দীর্ঘ পরমাণ।
তার মধ্যে রৈল জয়দ্রথ সাবধান॥
মহাচক্রাকার করি রাজাগণ রাখে।
হেন ব্যূহ কৈল দ্রোণে কেহ নাহি দেখে॥
দ্রোণ বীর আপনে ব্যূহত বিচক্ষণ।
মধ্যত রহিল তার রাজা দুর্য্যোধন॥
কৃতব্রহ্মা কৃপাচার্য্য বীর মহামতি।
ভূরিশ্রবা দুর্ম্মুখ যতেক নরপতি॥
ব্যূহত রহিল যেন সাগর দুস্তর।
সব বীরগণ বেড়ি চাহে নিরন্তর॥
মহাশব্দ মহাঘোর হৈল কলরব।
বসুমতী কুপিত সাজিল কুরুসব॥
নির্ঘাত শব্দ শুনি যেন ঝঞ্ঝাবাত।
শৃগাল কুকুর কাঁদে হয় উল্কাপাত॥
দেখি পার্থ কোপে চড়ে রথের উপর।
মহাবেগে তুরঙ্গ চালায় গদাধর॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শতানিক নকুল তনয়।
প্রতি ব্যূহ করন্ত পাণ্ডব বীরচয়॥
বজ্র হস্তে ইন্দ্র যেন দণ্ড হস্তে যম।
মহাবেগে সাজে বীর কেহ নয় সম॥
সাজিলেন ভীমার্জ্জুন সংগ্রামে নিপুন।
সমর সমীপে বীর করিল মর্দ্দন॥
পাকা তাল পড়ে যেন শুনি দড়বড়ি।
অর্জ্জুনে কাটয়ে মুণ্ড যায়ে গড়াগড়ি॥
টানি দন্ত উফাড়ে গজের বৃকোদর।
যেন হুতাশনে দহে পৃথিবী উপর॥
গজ বাজী রথ পড়ে পদাতি প্রচণ্ড।
ভীম ধনঞ্জয় তবে করে লণ্ডভণ্ড॥
সর্ব্ব সৈন্য দহে দেখিলেক দুঃশাসন।
অর্জ্জুন সম্মুখে আসি হৈল উপসন্ন॥
দেখি খণ্ড খণ্ড হৈল অর্জ্জুনের বাণে।
রুধির বহয়ে ধারে নিশ্বাস পবনে॥
ভয় পায়া দুঃশাসন এড়িলেক বাণ।
রথসনে গেল পাছে দ্রোণের শরণ॥
হাতে ধনু হাসে বীর নির্ভয় শরীর।
অস্ত্রগুরু আচার্য্য ব্রাহ্মণ মহাবীর॥
অঞ্জলি করিয়া বলে বীর ধনঞ্জয়।
বাপের অধিক মানি গুরু মহাশয়॥
অশ্বথামা পুত্র যেন তোমার পালিত।
হেনমতে আমাক পালিবা সুনিশ্চিত॥
দেহ ত প্রসাদ মোক মাগি এহিবর।
জয়দ্রথ মারো আজি সংগ্রাম ভিতর॥
ব্যূহ মধ্যে গুরু মোর হউক প্রবেশ।
আশীর্ব্বাদ দিয়া মোক করহ আদেশ॥
হাসিয়া বোলেন পাছে গুরু ভারদ্বাজ।
অনুরোধ বিচারি করিবা সবেকাজ॥
আমাক না জিনিঞা তুমি যাইতে না পার।
সংগ্রামে জিনিয়া মোক জয়দ্রথ মার॥
কুপিয়া অর্জ্জুন বীর করিল সন্ধান।
পড়িল অনেক বীর দ্রোণ বিদ্যমান॥
কাটিল দ্রোণের ধনু পার্থ মহাবীর।
পুনু দশ শরে বিন্ধে দ্রোণের শরীর॥
তুরঙ্গ ভেদিল শরে সারথি হানিল।
হাসিয়া অর্জ্জুন পাছে দ্রোণক বলিল॥
লাজ পায়া দ্রোণ বীর হৈল কোপমন।
অন্য ধনুর্বাণ গুণ যুড়িল তখন॥

সপ্তশত বাণ মারি যুড়িলেক শর।
সহস্রেক বাণ মারে রথের উপর ॥
মনুষ্য মাতঙ্গ গণ পড়িল বিস্তর।
রণমধ্যে ভঙ্গ দিল সব নৃপবর ॥
ক্রোধ হৈল দ্রোণ বীর বরিষয় জল।
মেঘে আচ্ছাদিল তবে গগণ মণ্ডল ॥
মারিল নারাচ বাণ পার্থের হৃদয়।
ব্যথায় বিকল হৈল বীর ধনঞ্জয় ॥
পাছে বহুবাণে পার্থ দ্রোণক বিন্ধিল।
তবে দ্রোণ পঞ্চ বাণে কৃষ্ণক ভেদিল ॥
অর্জ্জুন দ্রোণক পাছে মারিল সত্বর।
তিন বাণে ধ্বজ পাড়ে ভূমির উপর ॥
দ্রোণে ধনঞ্জয়ে যুদ্ধ নহে সমাধান।
দুই মহাযুদ্ধ করে নাহি উপমান ॥
বাসুদেব চিন্তিয়া পার্থকে বোলে কাজ।
গুরুতে হারিলে সে শিষ্যের নাহি লাজ ॥
জয়দ্রথ মারিবার চিন্তিয় প্রকার।
সমর করিয়া পাছে করিব বিচার ॥
দ্রোণক এড়িয়া চল কৌরবের ঠাঁই।
জয়দ্রথ নৃপতির যথা লাগ পাই ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
গুরু প্রদক্ষিণ করি চলিল সত্বর ॥
হাসিয়া বোলেন দ্রোণ কোথা লাগি যাও।
আমাক না জিনি পুনু যাইতে না পাও ॥
অর্জ্জুনে বোলন্ত মোর তুমি গুরুজন।
মুঞি শিষ্য তোমাতে হারিলোঁ সর্ব্বক্ষণ ॥
হেন অপৌরষ আমি নাহি শুনি কাণে।
গুরু শিষ্যে সংগ্রাম করয়ে কোন স্থানে ॥
প্রতিজ্ঞা বিফল হৈলে হইবে সংহার।
তোমার চরণে গুরু করো নমস্কার ॥
দ্রোণক প্রণামি পাছে ব্যূহত সোমাইল। (১)
যোধামান্যু উত্তমজা দুহাক কাটিল ॥
আর অন্য বীর সনে যত যুদ্ধ কৈল।
পুস্তক বাহুল্য হয় তাক না লিখিল ॥
যথা আছে জয়দ্রথ সৈন্য সমোদিত।
তথাতে চলিয়া গেল রথের পণ্ডিত ॥
পাছে কৃতব্রহ্মা আর ভোজ নরপতি।
অযুতেক হস্তী আইল তাহার সংহতি ॥
সুরসেন কৈকেয় সকল মহীপাল।
নারায়ণী সেনা আইল বিক্রমে বিশাল ॥
আর যত মহাবীর সাজিয়া আসিল।
ব্যূহ মধ্যে জয়দ্রথ লুকায়া রহিল ॥
চাহিয়া বেড়ায় জয়দ্রথক ধনঞ্জয়।
ব্যূহ মধ্যে কৃষ্ণ পার্থ নিঃশঙ্ক হৃদয় ॥
জয়দ্রথ না দেখিয়া কোপিল অর্জ্জুনে।
যাহাকে সম্মুখে দেখে মারয় পরাণে ॥
হেন কালে কর্ণ বীর হাতে ধনুঃশর।
কোথা চলি যাহ তুমি শুনরে বর্ব্বর ॥
হাতে ধনুশর ধরি পার্থেয় রহিল।
দুই রথে ঠেকা ঠেকি সংগ্রাম বাজিল ॥
দুই বীরে সংগ্রাম নাহিক সমাধান।
গগনে হইল বেলি এ দুই প্রমাণ ॥
দুই বীরে যুদ্ধ হৈল সংগ্রামে প্রবীণ।
তৃতীয় প্রহর বেলি সূর্য্য প্রভাহীন ॥
চিন্তিয়া বুঝিল কৃষ্ণ কার্য্যের রহস্য।
অর্জ্জুনেত জয়দ্রথ মারিব অবশ্য ॥
না মারিলে হৈব তবে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন।
শরীর ত্যজিবে পাছে পাণ্ডুর নন্দন ॥

(১) সোমাইল = প্রবেশ করিল।

অর্জ্জুন বিয়োগে নষ্ট হৈব সব কাজ।
ভ্রাতৃশোকে মরিবেক ধর্ম্ম মহারাজ॥
জয়দ্রথ লুকাইল দেখি নারায়ণে।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি তবে হইল তখনে॥
আচ্ছাদিল সূর্য্য তবে কৃষ্ণময় করি।
দিবাকর থাকিতে হৈ গেল বিভাবরী॥
অস্ত গেল দিনমণি দেখিল অর্জ্জুনে।
আপন প্রতিজ্ঞা পার্থ স্মরে মনে মনে॥
শরীর ছাড়িতে পার্থ করিছে প্রকার।
দুই দলে কুলাকুলি আইল চাহিবার॥
বিমানে চড়িয়া আইল যত দেবগণ।
হাত যোড়ে নমস্কার করেন অর্জ্জুন॥
আগ্নিকুণ্ড কৈল বীর করিয়ে প্রকার।
কুণ্ড প্রদক্ষিণ পাছে করিল তিনবার॥
এসব বৃত্তান্ত তবে শুনি জয়দ্রথ।
আপনার মরণে সৃজিলেক পথ॥
আচ্ছাদিল দিবাকর হৈল অন্ধকার।
সকল কটকে করে জয় জয়কার॥
তখনে দেখিল জয়দ্রথ নরপতি।
প্রতিজ্ঞা করিলা তুমি পার্থ মহামতি॥
রজনী হৈল তুমি ত্যজ রণে আশ।
তোমার প্রতিজ্ঞা নহে কথা উপিহাস॥
ত্যজিয়া গাণ্ডীবশর অগ্নি কর সার।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন কর ক্ষেত্রির কুমার॥
জয়দ্রথ রাজাক দেখিল নারায়ণ।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি প্রভূ কৈল সম্বরণ॥
চারি দণ্ড আছে গগন উপরে।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল দুষ্ট নৃপবরে॥
চক্ষু ঠারি বুলিলেন দেব দামোদর।
সময় হইল এহি পাণ্ডুর কুমার॥
যাহাক লাগিয়া প্রাণ করিয়াছ পণ।
এহি দেখ জয়দ্রথ সিন্ধুর নন্দন॥
এহি বুলি হৃষিকেশ খেদাইল রথ।
অন্ধ যেন জয়দ্রথ না দেখিল পথ॥
নিদ্রাগত জন যেন হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
সকলে দেখিল যেন বিজুলি তরঙ্গ॥
পবনের বেগে ধায় বীর জয়দ্রথ।
রথক খেদাইয়া কৃষ্ণ আগুরিল পথ॥
কৃষ্ণ পার্থ সম্মুখে দেখিয়া পাইল ভঙ্গ।
সম্পূর্ণ আগতে যেন মিলিল ভুজঙ্গ॥
পালটিয়া যায় বীর দুর্য্যোধন দলে।
অহঙ্কারে ধনঞ্জয় ডাক দিয়া বলে॥
উপিহাস্য করি আগে পশ্চাৎ পলায়।
হেন ছার মুখে কেনে করিলা বড়াই॥
ক্ষেত্রি হৈয়া সহিতে না পারি তিরস্কার।
হাতে ধনু জয়দ্রথ হৈল আগুসার॥
হরষিত পার্থ বীর হাতে লৈল বাণ।
পাশুপত বাণ বীর করিল সন্ধান॥
জয়দ্রথ বীরের কাটিল যায়া মাথা।
মস্তক সহিতে মুণ্ড খসি পৈল তথা॥
দেখিয়া ত্রাসিত হৈল সর্ব্ব যোদ্ধাগণ।
রণ এড়ি পলায়া গেল কতক্ষণ॥
দেখিয়া কুপিত হৈল দ্রোণ মহাশয়।
হাতে অস্ত্র লৈল বীর রণেত দুর্জ্জয়॥
মহারণে আইল পাছে শল্য মহাসুর।
ব্রহ্ম অস্ত্র লয়া সৈন্য করে সবে চুর॥
শতসংখ্য বাণ মারে পার্থ মহাবীর।
গুরু করি না মানয় নির্ভয় শরীর॥
কৃতব্রহ্মা অশ্বথামা আসিয়া মিলিল।
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ বিস্তর করিল॥

তবে ত বরুণ অস্ত্র করিল সন্ধান।
বাণেবাণ অস্ত্র কাটি কৈল খান খান ॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন জ্বলন্ত অনল।
ভঙ্গ দিল কৌরবের বাহিনী সকল ॥

অথ জয়দ্রথ পতনে দুর্য্যোধনের আক্ষেপ।

জয়দ্রথ পড়িল চিন্তিত কুরুবল।
চিন্তাকুল দুর্য্যোধন হইল বিকল ॥
হা! হা! জয়দ্রথ বুলি কান্দে সর্ব্বক্ষণ।
দেখি দ্রোণাচার্য্যে তবে বুলিল বচন ॥
পূর্ব্ব সত্য করিলা ধরিতে যুধিষ্ঠির।
সে সকল মিথ্যা হৈল কেন মহাবীর ॥
তোমার অগ্রতে মোর সেনা হৈল ক্ষয়।
জানিলো আমার আর রণে নাহি জয় ॥
মায়া করি যুদ্ধ কর জানিল নিশ্চিতে।
অর্জ্জুনক স্নেহ আছে পূর্ব্বকাল হৈতে ॥
পূর্ব্বে যদি করো মুঞি কর্ণ সেনাপতি।
কর্ণে ধরি দিল হয় ধর্ম্ম নরপতি ॥
তোমা সেনাপতি মুঞি করিলোঁ যখনে।
অর্জ্জুনের জয় হৈল জানিল হো মনে ॥
শুনিয়া কোপিত দ্রোণ রাজার বচনে।
কিছু মন দুঃখ করি কহে দুর্য্যোধনে ॥
পূর্ব্বে আসি নারায়ণ আপনে কহিল।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মর বচন না শুনিল ॥
আমি তোক বুঝাইলো বহুত বচনে।
না শুনিলা কার বাক্য গর্ব্ব অভিমানে ॥
নরনারায়ণ হেন জান হে আপনে।
আসিয়া কহিল মুনি ব্যাস তপোধনে ॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি জিনে নারায়ণ।
কর্ণ সেনাপতি করি জয় কর রণ ॥

এহি বুলি পুত্র লয়া যান গুরুদ্রোণ।
কর্ণবীর আসি-গঞ্জে রাজা দুর্য্যোধন ॥
কর্ণ দুর্য্যোধন যে শকুনি মহামতি।
গুরুক রাখিল করি অনেক প্রণতি ॥
তুমি গুরু আচার্য্য পণ্ডিত মহাশয়।
পিতৃভাবে দুর্য্যোধন তোমাকে বোলয় ॥
বিমুখ হৈলে তুমি না হৈবন্ত রণ।
আজ্ঞা দেহ ব্রহ্মচর্য্য (১) হৌক দুর্য্যোধন
নরনারায়ণ পার্থ সংসারে বিদিত।
হেন বাক্য মুনিগণে কহে সুনিশ্চিত ॥
পৃথিবী বিচারি চাহ কার মৃত্যু নাই।
রণত পড়িলে জান স্বর্গপুরে যাই ॥
কৃষ্ণ হেন জ্ঞানগুরু সেহ মৃত্যু হয় (২)।
বৈকুণ্ঠ যায়ন্তে সিতো মুক্তিপদ পায় ॥
নরনারায়ণ শরে যদি পড়ে প্রাণ।
অপমৃত্যু নহে গুরু হৈবা নিবর্ত্তন ॥
শুনিয়া কর্ণের বোল দ্রোণ সুস্থ হৈল।
সমচিত্ত বচনে রাজাক প্রবোধিল ॥
পূর্ব্বত কহিলো আমি তোমার গোচর।
অর্জ্জুন না থাকিলে ধরিব নৃপবর ॥
কালি মুঞি এক ব্যূহ করিব রচন।
দেবাসুর যক্ষে যাক্ না করে লঙ্ঘন ॥
দুর্য্যোধন যত দুঃখ কালিয়ে খণ্ডাব।
একজন পাণ্ডবেক যাই সংহারিব ॥
এহি বুলি নিয়ম করিল শত বার।
অবশ্যে পাণ্ডব এক করিবো সংহার ॥

---

(১) ব্রহ্মচর্য্য=ব্রহ্মচারী।

(২) ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম গুরু চারিপদে হয়
এখন পালন রণ জয় পরাজয় ॥

এহি শুনি রাজার উৎসব হৈল মনে।
কুরুগণে বাদ্য ভাণ্ড করে সেনাগণে॥
পৃথিবী কম্পয় যেন সাগর উথাল।
না শুনি কাঁহার বোল পদাতি ঘঞ্চাল (১)॥
রজনী প্রভাত হৈল প্রত্যুষ বিহান।
সেনাগণ সহিতে চলিল দুর্য্যোধন॥
রচিলন্ত পদ্মব্যূহ দ্রোণ মহাধীর।
ব্যূহর সম্মুখে রহে দ্রোণ মহাবীর॥
মধ্যে দুর্য্যোধন রাজা লয়া শত ভাই।
কর্ণ অশ্বথামা যে দক্ষিণ পাশে যাই॥
বাম পাশে কৃতব্রহ্মা কৃপ মহাবীর।
তার পাছে রাজাগণ নির্ভয় শরীর॥
সংসপ্তক গণে ডাক পারয় তখন।
তাক যুঝিবার গেল পার্থ নারায়ণ॥
পদ্মব্যূহ দেখিয়া চিন্তিত যুধিষ্ঠির।
সংসপ্তক স্থানে গেল সব্যসাচী বীর॥
এথা দ্রোণে মহাব্যূহ রচিল দুর্ব্বার।
ধনঞ্জয় বিনে ব্যূহ কে ভেদিবে আর॥
সেহি সে জান হে ব্যূহ ভেদিবার পাক।
এহি বুলি যুধিষ্ঠির করে মহা শোক॥

অথ ঘটোৎকচকর্ত্তৃক মহা যুদ্ধ ও ঘটোৎকচ পতন।

হেন শুনি গদা হাতে বোলে ভীমসুত।
ব্যূহ ভেদি রণ আজি করিব বহুত॥
এহি বুলি ঘটোৎকচ নিঃশঙ্ক হৃদয়।
গদা হাতে করিয়া বোলন্ত মহাশয়॥
আজি মোর রণ দেখ জ্যেঠা মহাশয়।
দুর্য্যোধন মারি আজি করিব প্রলয়॥

দ্রোণ কর্ণ আদি করি যত যোদ্ধাগণ।
সবান্ধবে মারি আজি করিব উচ্ছন্ন॥
হরষিত যুধিষ্ঠির মুখে চুম্ব দিল।
গদা হাতে মহাবীর রণে প্রবেশিল॥
দেখিল সম্মুখে গিয়া সব যোদ্ধাগণ।
মহা আড়ম্বরে আছে দ্রোণ মহাজন॥
কুণ্ডল কবচধারী আগে হৈল স্থির।
ইঙ্গিত না করে কাকো নির্ভয় শরীর॥
খড়গ চর্ম্ম নানা অস্ত্র লৈয়া যে নিশ্চিত।
অন্তরীক্ষ্যে গেল তেঁহো ব্যূহর সহিত॥
হাতে গদা করি বীর সিংহনাদ করি।
গদার প্রহারে মহা মহা রথী মারি॥
গদা হাতে করি রণ করে ভয়ঙ্কর।
মহা মহা রথী বেড়ি মারে সবে শর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন সবে পড়িল হুতাসি।
থাক থাক বুলিয়া বেড়িল রাশি রাশি॥
নানা বর্ণ নানা অস্ত্র সবে বেড়ি মারে।
একেশ্বরে ঘটোৎকচ সকল নিবারে॥
ধনু কাটি রথ পাড়ে করি লণ্ড ভণ্ড।
মহা হস্তী অশ্ব পড়ে যে হেন মার্ত্তণ্ড॥
জাঠি শূল গদা যে পট্টিস ভিন্দিপাল।
অর্দ্ধ চন্দ্র শক্তি বাণ করয়ে বিশাল॥
অস্ত্র সমে বীর পড়ে পৃথিবী ভিতর।
কাহার কাটিল ভুজ কঙ্কন বিস্তর॥
সহস্রে সহস্রে পাড়ে মহা যোদ্ধাগণ।
কৌরবের দলে হৈল বিখ্যাত ভুবন (?)॥
সর্প যেন গরুড়ে করয় খণ্ড খণ্ড।
মৃগ বধ করে যেন কেশরী প্রচণ্ড॥
বীরের মস্তক যাই পৃথিবী পুরিল।
বৃক্ষ হস্তে পত্র যেন খসিয়া পড়িল॥

(১) অধিক কোলাহল।

পড়িল মুকুট কার মণি মুক্তা হার।
প্রলয়ের সূর্য্য যেন পৃথিবী সংহার ॥
নৃপতি মাথার মণি সুবাসিত কেশ।
পবনে হালিয়া পড়ে মনোহর বেশ ॥
কাঞ্চনের মালা সব গড়াগড়ি যায়।
কম্পমান হৈল পৃথ্বী রক্তে নদী বয় ॥
দিব্য দিব্য রথ পড়ে অশ্ব সারি সারি।
মত্ত গজ যত পৈল লিখিতে না পারি ॥
নানা রূপে যোদ্ধা পড়ে পাণ্ডবের শরে।
পরম বিস্ময় হয়া চাহে দ্রোণ বীরে ॥
মহা ভয়ে কুরু সেনা ভঙ্গ দিল রণে।
সিংহনাদ পাণ্ডবে করয়ে ঘনে ঘনে ॥
তাহাক নিবারে হেন নাহি কোন জন।
মহা শোকে দুর্য্যোধন চিন্তয় সঘন ॥
দুর্য্যোধন চিন্তয় দেখিয়া অলম্ভূসে।
অন্তরীক্ষে লুকাইল উপর আকাশে ॥
নানা মায়া জানে সে রাক্ষস দুরাচার।
মায়া করি কৈল বীর অস্ত্রের প্রহার ॥
অন্ধকার কৈল বীর পৃথিবী আকাশ।
দেখিয়া পাণ্ডব সেনা হৈ গেল হুতাশ ॥
কোথা হৈতে আইসে বাণ কেবা করে রণ।
ঊর্দ্ধ মুখ করিয়া নেহালে সেনাগণ ॥
দেখিয়া হাসয় অলম্ভূস নিশাচর।
আজি পাণ্ডবক মারি নিব যম ঘর ॥
নহোঁ বক হিড়িম্ব সে নহোঁ জটাসুর।
অলম্ভূষ নাম মোর জান রণে স্থর ॥
হেন শুনি ঘটোৎকচ কোপ হৈল মনে।
হাতে খড়গ লয়া চরে উপর গগনে ॥
রাক্ষসের যত মায়া রাক্ষসে সে জানে।
যাইয়া দক্ষিণ পাশে তার শিরে হানে ॥
হাসি আক্রোশিয়া ধরি ঘটোৎকচ বীর।
মারিল নির্ঘাত করি পড়িল শরীর ॥
অলম্ভূষ পড়িল কৌরবে দিল ভঙ্গ।
মহা জয় জয় করি পাণ্ডবের রঙ্গ ॥
লজ্জায় বিকল দ্রোণ পাইল অবসাদ।
ঘটোৎকচ বীরের দেখিয়া সিংহনাদ ॥
মণ্ডলিকা করিয়া সকলে যোদ্ধাগণ।
বৃহদ্যুম্ন, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ ॥
শৈল্য, ভূরিশ্রবা আর শকুনি, সৌবল।
সর্ব্ব যোদ্ধা বেড়িলেক করিয়া মণ্ডল ॥
সমুদ্রক রাখে যেন বান্ধিয়া সত্বরে।
আচ্ছাদনে সৈন্য মারে ঘটোৎকচ বীরে।
শৈল্যের কনিষ্ঠ ভাই সমরে ধাইল।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ পড়িল ॥
ক্রোধ হৈল কর্ণ বীর তাহার মরণে।
ঘটোৎকচ উপরে ত সপ্ত বাণ হানে ॥
ইঙ্গিত না কৈল বীর দেখি কর্ণ শর।
নিবারয় সর্ব্ব সৈন্য রাক্ষস দুর্ব্বার ॥
গদার প্রহার করে কর্ণের শরীরে।
মূর্চ্ছা হয়া পড়ে বীর রথের উপরে ॥
কুতূহলে পাণ্ডবে করয় জয় বাদ।
বিজয় দুন্দুভি বাজে করে সিংহনাদ ॥
সারথি চতুর তার রথ ফিরাইল।
কর্ণক রাখিতে মহোদর বীর আইল ॥
এক গদা মারিয়া ভাঙ্গিল তার শির।
ভূমিত পড়িল মহোদর মহাবীর ॥
চৈতন্য পাইয়া পাছে কর্ণ যে উঠিল।
নাকচ শতেক ঘটোৎকচেক হানিল ॥
গদা হাতে ঘটোৎকচ মহা ক্রোধে যায়।
দোহাতীয়া বাড়ি মারে কর্ণের হৃদয় ॥

সারথি চতুর গুণে কর্ণ এড়াইল ॥
কৌরবে দেখিল পাছে কর্ণ ভঙ্গ দিল ॥
যেমত অরণ্য দহে পায়া হুতাশন।
একেশ্বরে ঘটোৎকচ দহে কুরুগণ ॥
কর্দ্দম হইল মাংসে রক্তে নদী বয়।
ঘটোৎকচ বিক্রম কৌরবে নাহি সয় ॥
বীর, গজ, রথ পড়ে লিখিতে না পারি।
বড় বড় বীর পৈল রথী সারি সারি ॥
হারিয়া ফিরিয়া রণ করে যোদ্ধাগণ।
মাংস খায়া যুঝে বীর হিড়িম্বা নন্দন ॥
বৈশাখের মেঘ যেন করে হুড়হুড়ি।
মারয় গদার কোপ করি হুড়াহুড়ি ॥
রুক্ম নামে আইল বীর শৈল্যের কুমার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল যুদ্ধ করিবার ॥
মহা গদা হাতে করি যম দরশন।
মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করে দুই জন ॥
ঘটোৎকচ মহাবীর সংগ্রামে দুর্জ্জয়।
মহাক্রোধে রক্ষর করিল রথ ক্ষয় ॥
যবে পৈল রুক্ম বীর বেড়ে রথীগণ।
ঘটোৎকচেক কৈলো সবে বাণ বরিষণ ॥
অতি কোপে মহাবীর করয় প্রহার।
পর্ব্বত উপরে যেন পড়ে জলধার ॥
মহা কোপে প্রহার মারয়ে যোদ্ধাপতি।
দুর্য্যোধন তনয় আসিল শীঘ্র গতি ॥
যুদ্ধত কুশল তেঁহো রণে মহাবল।
পদ্ম নাম তার জানো রণত কুশল ॥
মহা অহঙ্কারে শিশু না হৈল বিমুখ।
বিধাতায়ে দিল ঘটোৎকচের সম্মুখ ॥
হৃদি স্থানে গদা মারি পাড়িল কুমার।
দেখিয়া কান্দয় দুর্য্যোধন নৃপবর ॥
তিন পুত্র পড়িল ব্যাকুল দুর্য্যোধন।
রাজার কান্দনে সব আইল নৃপগণ ॥
আষাঢ় শ্রাবণে যেন বরিষয় ধারে।
ঝাকে ঝাকে বাণ মারে রাক্ষস উপরে ॥
যমের দোসর বীর সংগ্রামে নিপুণ।
গদা হাতে এড়ি বীর লৈল শরাসন ॥
কাঞ্চনে রচিত গদা রত্নে ত জড়িত।
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণে কাটি পাড়িল ভূমিত ॥
পড়িল দুশন, দুঃশাসনের কুমার।
দেখিলেক দুর্য্যোধন বিজুলি সঞ্চার ॥
হাহাকার করি সবে রুষিল নৃপতি।
মুছিয়া নঞান জল বোলে শীঘ্রগতি ॥
মহাক্রোধে দুর্য্যোধন বোলে মার মার।
গগনে হিল্লোল যেন গর্জ্জিয়া দুর্ব্বার ॥
দ্রোণ কর্ণ শৈল্য কৃপ রাজা বৃহদ্যুম্ন।
দুঃশাসন, শকুনি যে সৌবল নন্দন ॥
একে একে ছয় বীর হৈ গেল বিমুখ।
কেহ শক্ত নহে ঘটোৎকচের সম্মুখ ॥
নিষাদ, কলিঙ্গ দুই মহা যোদ্ধাপতি।
শরে আচ্ছাদিল ঘটোৎকচেক সম্প্রতি ॥
নল বন ভাঙ্গে যেন গজ মহাবল।
কলিঙ্গের সেনা মারি করিল বিকল ॥
কত রথী চড়ি আইল রথের উপর।
সারথি সহিতে সবে গেল যম ঘর ॥
বৃহদ্যুম্ন ধায়া পাছে আইল ততিক্ষণ।
গদা হানি মারে তাক রাক্ষসীনন্দন ॥
বৃহদ্যুম্ন পড়িয়া ক্রোধিল নরপতি।
রথ দশ সহস্র আসিল শীঘ্রগতি ॥
দেখি ঘটোৎকচ শীঘ্র হাতে লৈল ধনু।
একে একে বিন্ধিলেক সকলের তনু ॥

আকর্ণ পুরিয়া বাণ কর্ণক মারিল।
পঞ্চ শত বাণে তার তনু বিদারিল ॥
রুধির বহিল ধারে কর্ণের শরীর।
ছয় মহারথী আইল তাত অনন্তর ॥
দশ দশ শরে বিন্ধে যত আছে বীর।
মাথা কাটি সারথি পঠায় যমপুর ॥
ছয় বাণে মারিল মুগুধ নরপতি।
রথ হৈতে ভূমিত পড়িল শীঘ্রগতি ॥
সবাকে মর্দ্দিয়া বীর করে সিংহনাদ।
কৌরবের সেনাত পড়িল পরম্মাদ ॥
মারিল দ্বাদশ বাণ বজ্র সমোসর।
দুঃশাসন তনয়ে পঠাইল যম ঘর ॥
ধ্বজ ছত্র কাটিয়া কাটিল তার তনু।
ছয় বাণ মারিয়া কৃপের কাটে ধনু ॥
সঞ্জয় যে চন্দ্রকেতু মেঘ সন্ধিনাম।
অবিচির্য্য সূর্য্যতনু রণে অনুপাম ॥
পঞ্চ বীর সংহারিয়া বিন্ধিল সৌবল।
না পারে সহিতে বাণ যত কুরুদল ॥
দ্রোণ, কৃপ আদি করি যত যোদ্ধাগণ।
মনে মনে চিন্তে ঘটোৎচের নিধন ॥
নিরুপায়ে করে রণ যত যোদ্ধাগণ।
না পারয় পরাজিতে ভীমের নন্দন ॥
দিনমণি অস্ত গেল সন্ধ্যা উপস্থিত।
না ছাড়ে সংগ্রাম কেহ রাক্ষস সহিত ॥
দ্রোণে বোলে শুন যোদ্ধা আমার বচন।
মহাবলবন্ত ঘটোৎকচ বিচক্ষণ ॥
রাক্ষস না মারিয়া আজি না যাইব ঘর।
জ্বালায়া দিয়াটী প্রদীপ আনি করিয়ে সমর ॥
হেন শুনি উলুকা জ্বলাইল মহাবলে।
করিল উজ্জ্বল সব গগন মণ্ডলে ॥

কুতূহলে করি পাছে মহা ধনুর্দ্ধর।
যমের দোসর যেন হিড়িম্বা কুমার ॥
একেশ্বরে জিনিতে না পারে কোন বীর।
সর্ব্বসৈন্য পালাবন্ত পায়া মহাডর ॥
একেশ্বরে জিনিল সকল কুরুবল।
আস্ফাল করয় ঘটোৎকচ মহাবল ॥
সবাকে মারিব আজি রণের ভিতর।
ধিক তোক জীবন যাইব যমঘর ॥
একে ঘটোৎকচে কৈল কৌরব সংহার।
এক ঘাতি অস্ত্র সে কর্ণর আছে আর ॥
সেহি অস্ত্র আনিয়া রাক্ষস করক্ষয়।
নহিলে জিনিতে নারি ভুবন দুর্জ্জয় ॥
কর্ণ বোলে অর্জ্জুন নিমিত্তে এহিবাণ।
মাগি নিছোঁ বাসবত এহি সে কারণ ॥
দ্রোণ বলে এহি বাণ করহ প্রহার।
অন্য বাণে অর্জ্জুনক করিবা সংহার ॥
আজি রণে ঘটোৎকচ করহ নিধন।
ইহাতে উভরিয়া না যাইব কোনজন ॥
একেশ্বরে মহাবীর সর্ব্বকুরুদল।
অশ্বরথ সেনাগণ দহিল সকল ॥
রক্তে মহানদী বহে কচ্ছপ সন্তরে।
সপ্তপদ্ম নববৃন্ত সেনাক সংহারে ॥
আচার্য্য বচন শুনি পাছে কর্ণ বীর।
দেবাসুর হৈল যেন সংগ্রামে অস্থির ॥
মহাশর যুড়িয়া হাতের কাটে চাপ।
এক ঘাতি অস্ত্র যোড়ে করিয়া প্রতাপ ॥
হৃদয়ে বাজিল যায়া অস্ত্রের প্রহার।
সেহি অস্ত্রে পৈল ঘটোৎকচ বীরবর ॥
ঘটোৎকচ পড়িল দেখিল ভীমসেন।
হা হা ঘটোৎকচ মোর হিড়িম্বা নন্দন ॥

তোর যশ রৈল বাপু সংসার ভিতরে।
এহি বলি ভীমসেন কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥
মরণ সময় ঘটোৎকচ মহাবীর।
অক্ষৌহিনী সৈন্যের পৃষ্ঠে পড়িল শরীর॥
দশ যোজন তার শরীর পরিসর।
চাপনের ঘায়ে মৈল কটক বিস্তর॥
চল্লিশ কুঞ্জর মারে দুইশত হয়।
একলক্ষ সেনা মারি করিল প্রলয়॥
মৃত্যুকালে কৈল তাঞে সেনার সংহার।
পাণ্ডবের সেনাত হইল হাহাকার॥
কুরুক্ষেত্র জুড়িয়া পড়িল মহাবীর।
মৈনাক পড়িল যেন সাগরের নীর॥
মহাযুদ্ধ করি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।
নিবর্ত্তিয়া সব সেনা গেল নিজঘর॥
পাণ্ডবের সেনা গেল ক্রন্দন বদনে।
কৌরবের সেনা গেল আনন্দিত মনে॥
মহাবিষাদিতে গেলা ধর্ম্মনৃপবর।
ঘটোৎকচশোক হৈল বীর বৃকোদর॥
ভূমিত বসিল যায়া পাণ্ডবের পতি।
ভূমিত বসিয়া কান্দে মহা মহা রথী॥
নকুল সহদেব শোকে হৈলন্ত বিকল।
সংগ্রাম এড়িয়া আইল পার্থ মহাবল॥
শিবিরত দেখি ধর্ম্ম ভূমিত বসিল।
মহাদুঃখ মনে পার্থ কহিতে লাগিল॥
ঘটোৎকচ মহাবীর রণত সুস্থির।
ত্রিভুবন মধ্যে যার নির্ভয় শরীর॥
চতুর্ভুজ করি আমি আপনাক মানি।
ঘটোৎকচ অভিমন্যু দুইভুজ জানি॥
দ্বিভুজ হৈল এবে নাহি জয় আশ।
দুই বীর শোকে মোর প্রাণ হৈব নাশ॥
অর্জ্জুনকে প্রবোধেন দেব নারায়ণ।
না কর বিষাদ পার্থ স্থির কর মন॥
এড়াইলা মরণ ঘটোৎকচের কারণে।
কহিব সকল শুন একচিত্ত মনে॥
ব্রহ্মায়ে সৃজিল অস্ত্র দানব কারণ।
সেহি অস্ত্রে যেমু রাজা জিনে ত্রিভুবন॥
মধু দৈত্য পুত্র জান লবণ দুর্ব্বার।
এহি অস্ত্র লয়া তেহোঁ জিনিল সংসার॥
এহি অস্ত্র লয়া ভৃগুরাম মহাশয়।
সহস্র অর্জ্জুন রণে করিল প্রলয়॥
ইন্দ্র স্থানে অস্ত্র পাইল কর্ণ মহাবীরে।
কর্ণ অস্ত্র রাখিয়াছিল মারিতে তোমারে॥
ঘটোৎকচ সঙ্গে রণে কেহ না পারিয়া।
মারিল অমোঘ অস্ত্র তোমাক এড়িয়া॥
ঘটোৎকচ নিমিত্তে এড়াইলা মরণ।
ইথে শোক না করিহ পাণ্ডুর নন্দন॥
বিষাদ ছাড়িয়া তুমি স্থির কর মন।
অবশ্য জিনিবা তুমি কুরু দুর্য্যোধন॥
সাবশেষ কথা শুনি পাণ্ডব সকলে।
বিষাদিত ছাড়ি সবে হৈল কুতূহলে॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে জয় জয়কার।
শুনিয়া কৌরব সেনা বিস্ময় অপার॥
প্রতাপে পাণ্ডব সেনা কলরব করি।
কৌরব পাণ্ডবে পাছে নানা অস্ত্র ধরি॥
যেন গঙ্গা যমুনা হৈলন্ত জড়াজড়ি।
মিশামিশি দুয়ো দলে হৈল হুড়াহুড়ি॥
আছিল বহুল যুদ্ধ দেব সমতুল।
রথী মহারথী যুদ্ধ আছিল বহুল॥
অশ্ব-গজ পড়িলন্ত পদাতি বিস্তর।
পাণ্ডবের জয় হৈল কৌরব অস্থির॥

ক্রোধ হৈল দ্রোণ বীর প্রবেশিল রণে।
যমদণ্ড হাতে যেন যান্ত বিদ্যমানে ॥
শরে আচ্ছাদন করি ছাইল গগন।
অনেক পাড়িল পাণ্ডবের যোদ্ধাগণ ॥
বনে সিংহ দেখি যেন হরিণী পলায়।
ভঙ্গ দিল পাণ্ডু সেনা উলটি নাচায় ॥
যুধিষ্ঠির ধরিবার যান্ত দ্রোণবীর।
সকল পাণ্ডব বীর কাম্পয় শরীর ॥
সিংহ যেন দেখিলন্ত গজেন্দ্র মণ্ডলে।
দেখিয়া রুষিল সত্যজিত রণস্থলে ॥
আগ হয়া সত্যজিত হাতে লৈল ধনু।
বাছিয়া বাছিয়া বিন্ধে দ্রোণের যে তনু ॥
ইন্দ্র সঙ্গে বাণ যেন করিল সংগ্রাম।
আচার্য্য সহিতে যুঝে পাঞ্চালনন্দন ॥
কাটিল হাতের ধনু সারথিক হানি।
দশ বাণে দ্রোণের তাড়িল মর্ম্মেপুনি ॥
সান্ধিয়া মারিল বাণ দ্রোণ মহাবীর।
সত্যজিত ধনু কাটি বিন্ধিল শরীর ॥
আর ধনু হাতে করি দ্রোণক বিন্ধিল।
আর বাণ হানি দ্রোণশরীর ভেদিল ॥
আর পঞ্চ বাণ মারি আচ্ছা দিল বলে।
সত্যজিত বীরে তবে করে মহাবলে ॥
দেখি সিংহনাদ করে পাণ্ডব সকল।
ক্রোধে চক্ষু ঘুরাবন্ত দ্রোণ মহাবল ॥
সত্যজিত বীরের কাটিল শরাসন।
দুই শর মারি কৈল ধনুর নিধন ॥
আর ধনু লয়া সত্যজিত মহাবীর।
শরে জর্জ্জরিত কৈল দ্রোণর শরীর ॥
মহা কোপে দ্রোণ পাছে লৈল শত বাণ।
সত্যজিত পড়িল দ্রোপদ বিদ্যমান ॥
পড়িল পাঞ্চাল বীর বাপের অগ্রতে।
ভঙ্গ দিল সেনাপতি বাহিনী সহিতে ॥
রাজাক ধরিতে যায় দ্রোণ মহাবল।
হাতে অস্ত্র করি ধাইল পাণ্ডব সকল ॥
পাঞ্চাল নৃপতি ধাইল আর যতবীর।
নকুল সহদেব ভীম নির্ভয় শরীর ॥
সহস্র সহস্র বীরে বেড়ি মারে শর।
না মানন্ত শর আর দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
সর্ব্বসৈন্য দহিছে আচার্য্য মহাবল।
তৃণরাশি দহে যেন জ্বলন্ত অনল ॥
প্রলয় করিতে চাহে মারি শরজাল।
সকল পাণ্ডব মিলি করে কোলাহল ॥
বিরাটের সহোদর শতানিক বীর।
ছয় বাণ প্রবেশাইল দ্রোণের শরীর ॥
শর ঘায়ে দ্রোণ বীর কম্পয় শরীর।
শরে হানি শতানিক কাটি পাড়ে শির ॥
শতানিক পৈল যবে সেনা দিল ভঙ্গ।
মহা কোলাহল হৈল সমুদ্র তরঙ্গ।
তবে বেগবন্ত, রথে চড়ি শীঘ্রগতি।
ভঙ্গ দিয়া গেল তবে পাণ্ডব নৃপতি ॥
পলাইল সর্ব্বসৈন্য পায়া বড় ত্রাস।
ভঙ্গ দিলা সর্ব্ব সেনা জীবন নৈরাশ ॥
দ্রোণময় দেখি সৈন্য ধায় চারিদিশ।
কুতুহল দ্রোণ বীর চাহন্ত হরিষ ॥
পাছে পাছে খেদি লয়া যান্ত করি যুদ্ধ।
ধৃষ্টকেতু আসি তাক দিলন্ত প্রবোধ ॥
দেখি দ্রোণে দুই বাণে কাটে তার শির।
রথ হৈতে পড়ে ধৃষ্টকেতু মহাবীর ॥
ধৃষ্টকেতু পড়িলেক দেখিল পাণ্ডব।
সবে বলে দ্রোণ মার উঠে মহারব ॥

মহা ক্রোধে ভীম যেন লয়া কালদণ্ড
একে ভীমে কৌরবক করে লণ্ডভণ্ড ॥
অশ্ব গজ পড়িল ভীমের শর ঘায়ে।
ভীমসেন আগে পাছে শঙ্খ বীর ধায়ে ॥
আপনে করয় যুদ্ধ রাজা দুর্য্যোধন।
ভীম সেনের হাতের কাটিল শরাসন ॥
ধ্বজ ছত্র কাটি তার মর্ম্মে ভেদে শর।
রাজাক রাখিতে যায় অঙ্গিরা বীরবর ॥
গদা ঘাও মারি তার লোটায় শরীর।
মহাবীর পড়িল পর্ব্বত হইল চুর ॥
অঙ্গিরার কাটিল শরীর পৃথিবীত পৈশে।
মহাক্রোধে দ্রোণ বীর আর বার আইসে ॥
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ দিল আছে মাত্র ভীম।
যত রথ রথী পৈল তার নাহি সীম ॥

অথ ভগদত্তের রণে পাণ্ডবসৈন্যের ত্রাস ও অর্জ্জুনের হাতে ভগদত্তের মৃত্যু।

ভীমের বিক্রম দেখি ভগদত্ত বীর।
ইন্দ্রের সমান বীর নির্ভয় শরীর ॥
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন দানব সংহারিল।
যেন পরাক্রমে ঐরাবতত চড়িল ॥
পর্ব্বত সমান গজ বিক্রমে বিশাল।
এ হেন গজে আইল ভগদত্ত মহীপাল ॥
ক্রোধাবেশ করি সৈন্যের আগ হৈল।
সম্মুখে সাত্যকি দেখি ত্বরিতে ধাইল ॥
মহাগজে দংশিলেক চূর্ণ হৈল রথ।
ঝাম্প দিয়া এড়ায় সাত্যকি মহাসত্ত ॥
একে ভগদত্ত কৈল সৈন্যেক আকুল।
মহামত্ত সিংহ যেন বিক্রমে অতুল ॥

হেন বীর নাহি যে গজেন্দ্র তেজ সহে।
মন্দার পর্ব্বত যেন মহানলে দহে ॥
সংসপ্তক সঙ্গে যে অর্জ্জুনে করে রণ।
যুধিষ্ঠির রাজা দেখি হইল বিমন ॥
কৃষ্ণক কহেন যে অর্জ্জুন মহামতি।
যুধিষ্ঠির রাজার হয়ে বা কোন গতি ॥
দুরন্ত যে ভগদত্ত প্রবেশিল রণে।
কোন হেতু করে তাক না জানি লক্ষণে ॥
সমস্ত বাহিনী দেখ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।
যাইতে না পারি সংসপ্তকের বিপাকে ॥
শতে শতে সেনা আর ডাকে নারায়ণী
পার্থক লাগিয়া ধায় কৌরব বাহিনী ॥
বাহুড়িয়া অর্জ্জুনে বরিষে বাণগণ।
সেনা নিবারেণ রণে নরনারায়ণ ॥
শরে হানি মারয় অর্জ্জুন একেশ্বর।
শর হানি আচ্ছাদিল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
মোহ পাইল পার্থ কৃষ্ণ বিক্রমে অপার।
দশদিশ অন্ধকার না দেখি প্রসর ॥
শতে শতে সহস্রে সহস্রে পড়ে যোধ।
মাংস যে শোণিতে পাইল পৃথিবী প্রবোধ ॥
রথী সব পড়িল পর্ব্বত সমসর।
গজ, অশ্ব, ধ্বজ, ছত্র পড়িল বিস্তর ॥
অর্জ্জুনে বোলয় এবে শুন দামোদর।
ভগদত্ত দিকে রথ চলাহ সত্বর ॥
এহি শুনি রথ চলাইল বায়ুগতি।
পার্থ দেখিলেন যে সুশর্ম্মা নরপতি ॥
অর্জ্জুন করিয়া ডাকে যুঝিবার রণে।
মনেগুণি অর্জ্জুনে কহিল নারায়ণে ॥
মোর সনে সুশর্ম্মা করিতে চাহে রণ।
তথা ভগদত্ত করে সেনার নিধন ॥

কোন কর্ম্ম করিতে যুয়ায়ে নারায়ণ।
সুশর্ম্মার সঙ্গে ধায় সব যোদ্ধাগণ॥
জনার্দ্দন জানিল অর্জ্জুন সমিহিত।
বাহুড়িয়া রথ বাহে সুশর্ম্মার ভিত॥
মহাক্রোধে পার্থ বীর মারিলেন শর।
ধনুগুর্ণ ছেদি ভেদিলন্ত কলেবর॥
ছয় বাণে তার ভাই বিশর্ম্মা যে নাম।
যমলোকে পাঠায় করিয়া সংগ্রাম॥
আর তিন বাণ মারে সুশর্ম্মার শিরে।
প্রাণ ত্যজি পৈল বীর রথের উপরে॥
মারয় সকল সেনা রাজা ভগদত্ত।
ধনঞ্জয় দেখিয়া খেদাইল গজমত্ত।
মহামত্ত গজ আইসে পর্ব্বত সমান।
গোবিন্দ কারণে সে রহিল রথ খান॥
বাহুড়াইল রথ পুনু গোবিন্দ কারণ।
মহা মহা রথী চূর্ণ কৈল কতজন॥
অর্জ্জুনের অগ্রতে গজেন্দ্র করে বল।
ক্রোধ হৈল ধনঞ্জয় বিক্রমে অনল॥
কৃষ্ণক দেখিয়া হানে ভগদত্ত বীর।
কবচ ভেদিয়া শরে ভেদিল শরীর॥
অর্জ্জুনের বাণগণ তারা হেন ছুটে।
ভগদত্ত রাজার মর্ম্মত গিয়া ফুটে॥
আস্তে ব্যস্তে কাটিল হাতের শরাসন।
তবু ভগদত্ত রাজা না হৈল বিমন॥
ক্রোধ হৈল ভগদত্ত যমের দোসর।
যুড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র ধনুর উপর॥
মন্ত্র অভিষেকে বাণ এড়িল সত্বর।
ব্যস্ত হৈল নারায়ণ রথের উপর॥
গগনে সম্পূর্ণ যেন জ্বলয় অনল।
আইসে বৈষ্ণব অস্ত্র রণে অবিকল॥

পাছে দেব নারায়ণ মনত্ত ভাবিল।
অর্জ্জুনক পাছু করি হৃদয় পাতিল॥
কৃষ্ণ গলে পুষ্পমালা হৈল সেহিবাণ
জ্বলন্ত বিজুলী যেন দেখি সুশোভন॥
লজ্জা পায়া ধনঞ্জয় কৃষ্ণক বুলিলা।
কি কারণে বাণ তুমি হৃদয়ে ধরিলা॥
অপৌরষ আমার করিলা ভগবান।
হৃদয় ধরিলা বাণ পাইলোঁ অপমান॥
তিন লোক দহিতে পারয়ে মোর বাণে
মোক পাছু করি বাণ লৈলা কি কারণে॥
হাসিয়া বোলেন কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
চারি মূর্ত্তি আমার যে জানি বা নিশ্চয়॥
এক মূর্ত্তি তপস্যা করিয়ে সর্ব্বক্ষণ।
আর মূর্ত্তি ধরি করোঁ জগত সংহার॥
জাগন স্বপন নিদ্রা প্রকৃতি আমার।
আমার প্রকৃতি মূর্ত্তি পৃথিবী জানিল॥
পুত্রকার্য্যে এক বর পৃথিবী মাগিল।
পুত্র হৈল নরক জানিল সর্ব্ব লোক॥
তেঁহেতে মাগিল যে অমোঘ অস্ত্র মোক।
জানিবা অমোঘ অস্ত্র তাক আমি দিলো॥
সেহি অস্ত্র পায়া রাজা সংসার জিনিল।
নরকে দিলেক অস্ত্র ভগদত্ত বীরে॥
ইহার অসাধ্য নাহি পৃথিবী ভিতরে।
তোমা হৈতে না হইবে অস্ত্র নিবারণ॥
আপনে ধরিলো অস্ত্র জানিঞা কারণ।
এড়িল অমোঘ অস্ত্র ভগদত্ত বীর॥
সেহি অস্ত্রে তাহার কাটি পাড় শির।
তবে ধনঞ্জয় বীর রণত কুশল॥
সেহি অস্ত্রে ভগদত্ত মস্তক কাটিল।
ভগদত্ত বীর পড়ে কৌরব আকুলি॥

মহা মত্ত গজ গেল ভীম সেন বুলি।
দুই পায়ে বৃকোদর গজক ধরিল।
না পারে চলিতে গজ নিরুপায় হৈল ॥
মহা আক্রোশিয়া গজে ভীমক ধরিল।
ভিড়াভিড়ি দড়াদড়ি লাগিল বহুল ॥
ব্যস্ত হৈল ধনঞ্জয় সর্ব্ব লোক ধায়।
ভীম ভীম করি সবে সংগ্রামে সমায় ॥
মহাবীর বৃকোদর সংগ্রামে আক্রোশ।
পৃথিবীত পাড়ি দন্ত উপাড়ে বিশেষ ॥
আর্ত্তনাদে পৃথিবীতে পড়ে গজরাজ।
পরম বিস্ময় হৈল সকল সমাজ ॥

অথ অশ্বত্থামার মৃত্যুশ্রবণে দ্রোণের মহাশোক ও ধৃষ্টদ্যুম্নকর্ত্তৃক দ্রোণের নিধন।

দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নহে নিবারণ।
কপট করিয়া দ্রোণে বোলে নারায়ণ ॥
ওয় পুত্র অশ্বত্থামা হৈল হত বীর।
শুনিঞা বিস্মিত হৈল দ্রোণ ধনুর্দ্ধর ॥
দ্রোণে বলে জানি হরি তুমি মায়াময়।
তোমার বচনে আমি না যায় প্রত্যয় ॥
ব্যাস মুনি বর দিছে পুত্রক আমার।
বিয়োগ নাইক পুত্র হইব অমর ॥
যদি বিপরীত হয়ে তোমার কথনে।
যুধিষ্ঠিরে বোলে যদি লয় মোর মনে ॥
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বোলে নারায়ণ।
বোলহ দ্রোণক অশ্বত্থামার নিধন ॥
ধর্ম্মরাজ চিন্তিয়া বোলন্ত প্রিয় বাণী।
কি মতে বুলিব মিথ্যা শুন চক্রপাণি ॥
গোবিন্দ বোলয় রাজা শুন যুধিষ্ঠির।
অশ্বত্থামা মারিলেক যুদ্ধে ভীমবীর ॥
কদাচিৎ অসত্য না বলে ধর্ম্ম মানি।
নানা মতে বুঝাইল দেবচক্রপাণি ॥
ধর্ম্মরাজ চিন্তিয়া কহিল হিত কাজ।
হয় অশ্বত্থামা হত কিন্তু গজরাজ ॥
অশ্বত্থামা নিধন শুনিয়া দ্রোণবীর।
পুত্রের সন্তাপে হৈল বিকল শরীর ॥
পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্যে বর দিল মুনিগণ।
পুত্রের মরণ শুনি হইবেক মরণ ॥
যুধিষ্ঠিরে কহে ইতো কভু মিথ্যা নয়।
অস্ত্রধনু এড়ি দ্রোণ পুত্রক চিন্তয় ॥
নিশ্চয় হইল মোর পুত্রের মরণ।
এহি বুলি দ্রোণাচার্য্য করয় ক্রন্দন ॥
ধনু অবলম্বিয়া রহিল দ্রোণ বীর।
দেখি পাছে ধনঞ্জয় নির্ভয় শরীর ॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটিল ধনুগুর্ণ।
ধনুর্ব্বেগে সপ্ততাল ভেদিল তখন ॥
খড়গ চর্ম্ম ধরি পাছে দ্রুপদকুমার।
শীঘ্রগতি দ্রোণের কাটিল যায়া শির ॥
মহাক্রোধে কুরুগণ ধৃষ্টদ্যুম্নে ধায়ে।
আগ হয়া পার্থ বীরে সবাকে খেদায়ে ॥
হাহাকার শব্দ করে সব কুরুদল।
রথ হৈতে দ্রোণ পাছে পড়ে ভূমিতল ॥
দ্রোণ পড়িলন্ত যবে কৌরব চিন্তিত।
মহারথে উত্তমজা আসিল ত্বরিত ॥
দেখিলেন কৃতব্রহ্মা ভোজ নরপতি।
সহস্রেক রথ রথী আইল শীঘ্রগতি ॥
সুরসেন কহন্ত সকল মহীপাল।
নারায়ণী সেনা আইল বিক্রমে বিশাল ॥
সর্ব্ব সেনাগণে বিন্ধে পার্থের শরীর।
সর্ব্ব সেনা দহে কেহ রণে নহে স্থির ॥

গন্ধর্ব্বের অস্ত্র করি শর নিবারিল।
সংসপ্ত গণক যত সবাকে তাড়িল ॥
শতে শতে বাণ মারে সান্ধিয়া সত্বরে।
সহস্রে সহস্র সেনা মারে একেবারে ॥
তুরঙ্গ মাতঙ্গ সেনা পড়িল বিস্তর।
দেখিয়া কৌরব সেনা হৈল কাঁপড় ॥
রক্তে নদী বহে দেখি ঘোর দরশন।
পড়িল বিস্তর সেনা দেখে দুর্য্যোধন ॥
রণে ভঙ্গ দিলে হয়ে ধর্ম্মের বিনাশ।
শত্রু সবে দেখিয়া করিব উপহাস ॥
সংগ্রামে পড়িলে হয়ে স্বর্গেত নিবাস।
স্থির হয়া রণ কৈলে নাহিকে বিনাশ ॥
অর্জ্জুনেক মারিবেক কর্ণ মহাবীর।
স্থির হয়া রণ কর নির্ভয় শরীর ॥
সৈন্য সব আনিয়া রাখিল কুরুপতি।
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডব সংহতি ॥
মধ্যাহ্ন কালত পড়ি গেল দ্রোণবীর।
অর্জ্জুনের বাণে রণে কেহ নহে স্থির ॥
মহা মহা যোদ্ধা কাটি পাড়ে পুনু পুনু।
কর্ণ স্থানে গিয়া সবে রাখে মাত্র তনু ॥
সন্ধ্যা কালে হৈল যবে রণ নিবর্ত্তন।
কৌরব পাণ্ডব গেল আপন ভুবন ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন বীর আদি করি।
বিবর্ণবদনে হাতে ধনুশর ধরি ॥
অনাদরে এড়িল হাতের শরাসন।
শোকাকুল মন হৈল রাজা দুর্য্যোধন ॥
মহারঙ্গ কৌতুকে পাণ্ডবী সেনাগণ
বিজয় দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার ॥
বৈশম্পায়নে কহে কথা জন্মে জয় শুনে
কবীন্দ্র কহিল তাক পরাগল স্থানে ॥
শুনিয়োক সর্ব্বজন এড় আন কাম।
পাতক ছাড়ুক ডাকি বোল রাম রাম ॥

ইতি শ্রী দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত ॥

ওঁ গণেশায় নমঃ।

অথ কর্ণপর্ব্ব লিখ্যতে।

(অথ কর্ণকে সেনাপতি পদে বরণ)

সেনাপতি পড়িল দেখিল কুরুদল।
দেখিয়াত দুর্য্যোধন হইল বিকল॥
সন্ধ্যাকাল হৈল যবে কান্দে নরপতি।
যার যে শিবিরে গেল প্রতি প্রতি॥
শিবিরত বসি দুর্য্যোধন নৃপবর।
রণসাবশেষ কহে সভার গোচর॥
বৃদ্ধরাজা পিতামহ গুরু দ্রোণাচার্য্য।
সেনাপতি করিয়া করিলোঁ কোন কাজ॥
অনুরোধে না যুঝিল বীর দুই জন।
সব সেনাগণ মোর মৈল অকারণ॥
কাক সেনাপতি করি জিনো রিপুগণ।
এহি বুলি বিলাপ করয় দুর্য্যোধন॥
চিন্তিয়া কহিল অশ্বত্থামা মহাশয়।
দৈবের বিপাক জান পৈল নৃপচয়॥
স্বর্গে গেল বীরগণ সম্মুখ রণত।
তাকে কিবা অনুশোচ করহ মনত॥
পূর্ব্বে ভীষ্মে কহিলন্ত সবার গোচর।
আমি সেনাপতি হৈলে কর্ণ নাহি সর॥
তেকারণে কর্ণে না লইল ধনুর্ব্বাণ।
পুনু সেনাপতি হৈল পিতা গুরুদ্রোণ॥
সর্ব্বগুণ ধরে বীর কর্ণ মহারথী।
তাকে আনি তুমি রাজা কর সেনাপতি॥
অর্জ্জুনক জিনিব কর্ণ মহাবীর।
জীয়তে ধরিয়া দিবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
কর্ণ সঙ্গে যুঝিবে পাণ্ডব কোন জন।
কর্ণে রণ জিনি দিবে শুণ দুর্য্যোধন॥
শুনি গুরুপুত্রবাক্য মানি কুরুপতি।
কর্ণ আনি অভিষেক কৈল মহামতি॥
যার যেহি রথ, ধ্বজ পতাকা বেষ্টিত।
নানা বাদ্য ভাণ্ড বাজে করি সুললিত॥
সাজিলেক যোদ্ধাগণ নানা অস্ত্র ধরি।
লড়িলন্ত কর্ণ বীর মকর ব্যূহ করি॥
বাসুকী জিনিতে যেন যায় খগেশ্বর।
পাণ্ডব জিনিতে যায় তেন কর্ণবীর॥
দুর্য্যোধন শকুনি দুরন্ত মহাবীর।
দুঃশাসন অশ্বত্থামা কৃপ মহাধীর॥
কৃতব্রহ্মা শৈল্য ভূরিশ্রবা নৃপবর।
বৃহ মণিমন্ত দণ্ডধর ধনর্দ্ধর॥
বিসুকেশ, সৌবল ত্রিগুণ নরপতি।
সাজিল সকল সেনা কর্ণের সংহতি॥
শৈল্যপুত্রে সনে সেনা চলে অনুপাম।
দুঃশাসনপুত্র যে দুষ্মন যার নাম॥
সাজিল কৌরব সেনা শুনি যুধিষ্ঠির।
অর্জ্জুনক আনিঞা বুলিল মহাধীর॥
দেবাসুরে যাহার না সহে অভিরোদ।
শুন দেখি কর্ণ আইল করিয়া আটোপ॥
মহাদর্পে কর্ণ আইল করিতে সংগ্রাম।
তৃণ হেন পাণ্ডব না গণে তার নাম॥

কর্ণক মারিয়া তুমি ঝাটে দেহ জয়।
কর্ণের প্রতাপে আমি বড় পাই ভয়॥
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া ধনঞ্জয়।
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ কৈল পার্থ মহাশয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তম সাত্যকি মহাবীর।
নকুল অর্জ্জুন ভীম রাজা যুধিষ্ঠির॥
মহাযোদ্ধাবস্ত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র।
সহদেব ভগীরথ বিক্রমে অদ্ভুত॥
ন্যায় যুদ্ধ করিল সকল সেনাপতি।
অশ্বে অশ্বে গজে গজে পদাতি পদাতি॥
অর্দ্ধচন্দ্র সূচীমুখ এরিন্দি কুঠার।
ক্ষুরবাণ, তোমর, পট্টিস, সপ্তিয়ার॥
ঝাকে ঝাকে অস্ত্র পড়ে আচ্ছাদি গগন।
পৃথিবী ছাইয়া পড়ে মহা যোদ্ধাগণ॥
ক্রোধ হইল, ভীমসেন যমের দোসর।
লাভ দিয়া উঠে বীর হস্তীর উপর॥
কারো দন্ত উফাড়ে কাহারো দন্ত ধরে।
লেজে পায়ে ধরি কত আছাড়িয়া মারে॥
হস্তীসহস্রেক মারি করে মহা রণ।
দেখিয়াত বৃষসেন কর্ণের নন্দন॥
নরসিংহ বিক্রমে সংগ্রামে বড় স্থির।
মহা গজ আরোহীয়া আইল মহাবীর॥
দেখিয়া তোমর মারে ভীমক প্রচণ্ড।
দুই হাতে ভীম তাক কৈল খণ্ড খণ্ড॥
গদা মারি ভীম তাক ভূমিত পাড়িল।
লাফ দিয়া ভীম সেন হস্তীত চড়িল॥
পৈল বৃষসেন যদি গজ দিল ভঙ্গ।
গজ মারি ভীমসেন করে মহা রঙ্গ॥
সুকসেন মহাক্রোধে ভীমক ধাইল।
গদামারি ভীমসেন ভূমিত পাড়িল॥
ভঙ্গ দিল বাহিনী পড়িল অশ্বগজ।
কারো কাটে ছত্র আর কাটে ধ্বজ॥
পুত্রশোকে মহাক্রোধ হৈল কর্ণবীর।
বাণে জর্জ্জরিত কৈল ভীমের শরীর॥

অথ কর্ণের সহিত নকুলের যুদ্ধ; নকুলের কর্ণের হস্তে বন্দী ও স্নেহবাক্যদানে মুক্তি।

আসিল নকুলবীর হাতে লয়া বাণ।
স্থির হৈল সংগ্রামে কর্ণের বিদ্যমান॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করয় দুইবীর।
দুই মহা সংগ্রামত রণে বড় স্থির॥
অস্ত্র শস্ত্র বরিষণে উঠিল অগণি।
আকাশে চাহয় দেব পাতালে নাগিণী॥
সাধু সাধু প্রশংসা করয় দেবগণে।
কর্ণ যে নকুলে যুদ্ধ হৈল দুইজনে॥
নিবারে সকল অস্ত্র কর্ণ ধনুর্দ্ধরে।
দর্প করি নকুল বোলয় আগুসারে॥
আজি তোক রণ মধ্যে করিব সংহার।
জয় যুক্ত হবে ভাই ধর্ম্ম অবতার॥
হাসিয়া বোলয় কর্ণ তুমি অল্পমতি।
শিশু হয়া নাজানহ বিক্রমের বুদ্ধি॥
কর্ণ নাহি করিতে প্রশংসা আপনাক।
আজি তোক মারিয়া খণ্ডাব হৃদিতাপ॥
এতেক বলিল যবে কর্ণ মহাবীর।
একেবারে সান্ধি মারে চৌহত্তরি শর॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
নারিলেক সংগ্রামে নকুল মহামতি॥

চারি ঘোড়া কাটে বীর সমরে প্রচণ্ড।
ভিন্ন ভিন্ন রথ কৈল ধ্বজ খণ্ড খণ্ড॥
কবচ কুণ্ডল কাটে আর শরাসন।
শরে হানি কর্ণবীরে কৈল খান খান॥
হাতত পরিঘলয়া ধাইল মহাবীর।
পরিঘ কাটিল তার কর্ণ মহাসুর॥
মহাভয়ে নকুল চাহয়ে চারিভিতে।
নামিয়া ধরিল কর্ণ রথের গণ্ডীতে॥
গলাত কাপড় বান্ধি রথত তুলিল।
পরিধান বস্ত্রসব কাড়িয়া লইল॥
হাসি হাসি কর্ণ বোলে শুন শিশুমতি।
যুদ্ধ না করিহ গুরু যমের সংহতি॥
আপন সদৃশ সঙ্গে তুমি কর রণ।
বলবন্ত সঙ্গে না যুঝিবা কদাচন॥
না করিহ লজ্জা তুমি চল নিজঘর।
অথবা যাইও যথা চারি সহোদর॥
হাতে যমদণ্ড যেন নির্ভয় শরীর।
এহিবুলি নকুল এড়িল কর্ণ বীর॥
কুন্তীর বচন স্মরি প্রাণে না মারিল।
পাঞ্চালক দেখি বীর কর্ণ ঝাঁপ দিল॥
হাতে যমদণ্ড যেন নির্ভয় শরীব।
দুই দলে মহাযুদ্ধ লাগিল গভীর॥
কর্ণের বিক্রম দেখি কুরুগণে গর্ব্ব।
দ্রোণ, ভীষ্ম শোক যত পাসরিল সর্ব্ব॥
দুই বীরে যুদ্ধ হৈল সংগ্রাম ভিতর।
প্রলয় কালেতে যেন উথলে সাগর॥
শ্রুতিকেতু ভূরিশ্রবা কৈল মহারণ।
বরিষা কালের যেন বরিষয় ঘন॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান জানয় দুইবীরে।
বাণে খণ্ড খণ্ড হৈল দুহার শরীরে॥
ভূরিশ্রবা মহাবাহু কৈল শত বাণ।
শ্রুতি কেতুর সানাক(১) করিল খান খান॥
প্রাণে শক্তি লয়া ভূরিশ্রবা ধনুর্দ্ধর।
মাথা কাটি পাড়িলন্ত ভূমির উপর॥
বিন্দ অনুবিন্দ আর আছিল সংগ্রামে।
মহারঙ্গে যুদ্ধকরে সাত্যকির সমে॥
একেশ্বরে সাত্যকি নিবারে দুইবীর।
তালতরু ফল সম কাটিপাড়ে শির॥
কৃতব্রহ্মা চিত্রসেন দুহে করে রণে।
চিত্রসেন পড়ি গেল যমদরশনে॥
প্রতিবিন্ধ্যু দুর্ম্মুখের নাহি অবকাশ।
দেখিয়া দুহাক সেনা পাইল তরাস।
গদা হাতে দুর্ম্মুখে মারিল তার শিরে।
দুই বাহু পসারি পড়িল মহাবীরে॥
সহদেব সুসেনের যুদ্ধ অনুপাম।
পড়িল সুসেন বীর কৌরব প্রধান॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন উলুকের হইল সমর।
পড়িল উলুক বীর মহা ধনুর্দ্ধর॥
যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনে লাগিল সংগ্রাম।
দুই মহা বীর্য্যবন্ত অতি অনুপম॥
সকল পাণ্ডবগণে কর্ণক ধাইল।
ভুজবলে অস্ত্র একে একে প্রহারিল॥
নিবারিল শর জাল কর্ণ মহাবীর।
ব্যূহ হৈতে বাহিরাইল অক্ষয় শরীর॥

অথ কর্ণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

মহাবাণে কর্ণ বীর করিল প্রলয়।
রথ, গজ, বাজী কৈল উচ্ছন্ন লীলায়॥

(১) সানাক—বর্ম্ম।

ভঙ্গ দিল সৈন্য সব চারি দিকে ধায়ে।
গজে খেদিলেক যেন হরিণী পলায়ে ॥
কেহ রাখিবারে নারে ধায়েন সত্বর।
রাখিবার না পারিল ভীম ধনুর্দ্ধর ॥
মহা দুঃখে অর্জ্জুন কর্ণের মুখে ধাইল।
বুভুক্ষিত সিংহ যেন গজেক পাইল ॥
মারিল অর্জ্জুনে বাণ কর্ণে সংহারিল।
শরীর বিকল হৈল দুই মহা বল ॥
বাণে অন্ধকার হৈল ধরণী আকাশ।
অন্ধকার হৈল দিবা না করে প্রকাশ ॥
করিল মুষল বৃষ্টি পরিঘ বিশাল।
মহাশক্তি তোমর বিন্ধিল ভিন্দিপাল ॥
অর্জ্জুনের বাণে পড়ে বজ্র সমসর।
মহা ভয় পলায়ে যতেক কুরুবর ॥
নর, গজ, রথ পড়ে অশ্ব সারি সারি।
পড়িল যতেক সৈন্য লিখিতে না পারি ॥
মহাযুদ্ধ করিল ছাড়িয়া শত রঙ্গ।
ব্যস্ত হৈল কুরু দল রণে দিল ভঙ্গ ॥
সন্ধ্যা কাল হৈল তবে রজনী প্রবেশ।
পাণ্ডব কৌরব গেল যার যেহি বাস ॥
বিজয় দুন্দুভি বাজে পাণ্ডবের দলে।
আপন শিবিরে গেল মহা কুতূহলে ॥
শিবিরত গিয়া দুর্য্যোধন মহারাজ।
অর্জ্জুনের সংগ্রামে অনেক পাইল লাজ ॥
কারো নাহি হস্ত পদ কারো নাহি চর্ম্ম।
সবে জর্জ্জরিত হৈল গায়ে নাহি মর্ম্ম ॥
গদ গদ বাণী কহে বিবর্ণ বদন।
অপমান পায়া গেল সব বীরগণ ॥
শিবিরত গিয়া দুর্য্যোধন নরপতি।
অধোমুখে বসিলেক কর্ণের সংহতি ॥

দুর্য্যোধন দুঃখ চায়া বোলে কর্ণ বীর।
দেবাসুর যুদ্ধ যেন গর্জ্জে হয়া স্থির ॥
মহা যত্ন করি রণ করিলো বিশেষ।
কৃষ্ণ মহাশয় নানা কৈল উপদেশ ॥
মায়া করি আজি মোক ভাঙিল নিশ্চয়।
কালি তার দর্প যত খণ্ডাব সভায় ॥
কর্ণের বচনে তুষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
উল্লাসিত হৈল সব কৌরবের গণ ॥
মহাবীর কর্ণ এত অপমান শুনি।
মূর্ত্তিমন্ত সর্প যেন আপনা বাখানি ॥
মোর সম বীর নাহি এ তিন ভুবনে।
দর্প করে কর্ণবীর রাজা বিদ্যমানে ॥
কোন গুণে অধিক অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
তাহার গাণ্ডীব ধনু বাখানয় নর ॥
মোর যুদ্ধক আর বাখানয় লোক।
বিজয় ধনুক ভৃগুরামে দিল মোক ॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত আমার শরাসন।
যাক লয়া মহেশে করিল ঘোর রণ ॥
পশুপতি হৈতে ধনু পাইল ভৃগুরাম।
রাম মোকে দিল রথ অতি অনুপাম ॥
দিব্য অস্ত্র দিল মোক রাম মহাবীর।
কবচ কুণ্ডল মোকে দিল দিবাকর ॥
অর্জ্জুনের সারথি আপনে নারায়ণ।
মোর হৈতে অধিক হয়ে এহি সে কারণ ॥
কৃষ্ণর সমান বীর প্রতাপে বিশাল।
আমার সারথি হয়ে শৈল্য মহীপাল ॥
অর্জ্জুন মারিয়া আমি তোকে দিব যশ।
সসাগরা পৃথিবী করিয়া দিব বশ ॥
কর্ণের বচনে তুষ্ট হৈল দুর্য্যোধন।
আপনে চলিল পাছে শৈল্যের ভুবন ॥

বিবিধ বচনে রাজা বোলে প্রিয়বাণী।
না শুনয় শৈল্য রাজা বড় অভিমানী॥
শৈল্য রাজা বলে মোক জানে ত্রিভুবনে
মহাবংশে জন্ম মোর জানে সর্ব্বজনে॥
সূতপুত্র কর্ণ নহে রাজার নন্দন।
তাহার সারথি হৈতে বোল দুর্য্যোধন॥
রণে শক্ত নহে সিতো বোলে ধনুর্দ্ধর।
মোর অপমান কর রাজরাজেশ্বর॥
ত্রিভুবন দহিতে পারহো মহা বল ।
প্রতাপে শুষিতে পারোঁ সাগরের জল॥
মোর অপমান কর রাজা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞা কর যাই আমি আপন ভুবন॥
এহি যদি কহিলেন শৈল্য মহাশয়।
কহিলেন দুর্য্যোধন করিয়া বিনয়॥
আপন হইতে যে অধিক দশগুণ।
তাহাকে সংগ্রামে সে সারথি করি পুন॥
ত্রিপুর মারিতে যে সাজিল শূলপাণি।
ব্রহ্মাক সারথি কৈল পরাক্রম জানি॥
তুমি মহা রাজা মহা বিক্রমে প্রধান।
আমার সেনাত নাহি তোমার সমান॥
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ কর্ণ শকুনি সৌবল।
অশ্বথামা ভগদত্ত তুমি মহাবল॥
নবভাগ বিজয় আমার অহঙ্কার।
ছয় যুদ্ধে তিন বীর হৈলন্ত সংহার॥
তুমি আর কর্ণ অশ্বথামা অবশেষ।
পার্থক মারিতে যত্ন করহ বিশেষ॥
দুর্য্যোধন রাজার শুনিয়া ব্যবহার।
শৈল্য মহারাজ কৈল সারথি হইবার॥

অথ ইন্দ্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণবেশে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল গ্রহণ।

হেন বেলা বিপ্ররূপে আইল শতক্রতু।
কর্ণ বীর সাজিল অর্জ্জুন নাশ হেতু॥
দ্বিজ রূপে গেলা ইন্দ্র কর্ণের গোচর।
মহা দানশীল বীর বিদিত সংসার॥
যাঞে যেহি মাগে কর্ণ নহে ত বিমুখ।
ধন চাহে প্রাণ চাহে দিয়া করে সুখ॥
জানিঞা আসিলো মুঞি শুন ধনুর্দ্ধর।
এক দান মাগি আমি অবধান কর॥
শুনি পাছে কর্ণ বীর গুনে মনে মন।
বিপ্র রূপে না জানি আসিল কোন জন॥
রাজ্য চাহে প্রাণ চাহে না হৈব বিমুখ।
দান দিয়া বিপ্রক করাব মনে সুখ॥
যেন হরিশ্চন্দ্র রাজা ত্রিভুবনে জানে।
যত্ন করি তুষিলেক বিশ্বামিত্র দানে॥
সেহি ফলে স্বর্গ গেল নৃপতি নন্দন।
এতেক চিন্তিয়া কর্ণ বুলিল বচন॥
যেহি চাহ সেহি দিব শুন দ্বিজবর।
কবচ কুণ্ডল দান দেহ ধনুর্দ্ধর॥
হাসিয়া বোলয় কর্ণ তুমি পুরন্দর।
অর্জ্জুনের হেতু আইলা আমার গোচর॥
কবচ কুণ্ডল মোত চাহ যে কারণ।
বাসব ছলিতে আইলা পুত্রের কারণ॥
ত্রিজগত ঈশ্বর সহায়ে হৈল যার।
কদাচিত না হৈবেক পরাজয় তার॥
এহি বুলি কর্ণ বীর হাতে খড়গ লয়া।
দিলেন কবচ চর্ম্ম গায়ের কাটিয়া॥
কবচ কুণ্ডল লয়া গেল সুরপতি।
রণ করিবার যায় কর্ণ মহামতি॥

আসি শৈল্য আগে কহে কর্ণ বীরবর।
আমাক স্বরূপ কথা কহ ধনুর্দ্ধর॥
অর্জ্জুনের বাণে যদি আমি পড়ি রণে।
তবে তুমি কোন কর্ম্ম করিবা আপনে॥
হাসিয়া বুলিল পাছে শৈল্য মহাবীর।
একেশ্বরে জিনিব অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর॥
কৃষ্ণ পার্থে মারি দুর্য্যোধনে দিব রাজ।
প্রতিজ্ঞা করিলো আমি শুনিল সমাজ॥
হেন শুনি সিংহনাদ করে কর্ণ বীর।
আকাশের মেঘ যেন গর্জ্জিল গভীর॥
যাত্রা করে কর্ণ বীর যুঝিবার মনে।
সূর্য্য যেন সূর্য্যপুত্র প্রকাশে সমরে॥
রথে যায়ে কর্ণ শৈল্য করিয়া সংহতি।
আপনাক বাখানয় কর্ণ মহামতি॥
আজি রণে অর্জ্জুনক মারোঁ একবাণে
রাখিতে নারিব তাক দেব নারায়ণে॥
যদি যম কুবের বরুণ আইসে সাজি।
অর্জ্জুনক রাখিবার না পারিব আজি॥
শুনিয়া কর্ণের গর্ব্ব বলে মদ্রপতি।
মহাদর্পক্ষয় করে অর্জ্জুনক প্রতি॥
কথা কহ অল্পমতি পুরুষ অধম।
জানি ধনঞ্জয় মহা পুরুষ উত্তম॥
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া যুদ্ধে রাখি দুর্য্যোধন।
দহিলা খাণ্ডব বন জিনি দেবগণ॥
জানিবা কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাক হরি
মৃগবধে শঙ্করক তুষিলা যুদ্ধ করি॥
আপনে হারিলা তুমি উত্তর গো-গৃহে।
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ যার প্রতাপ না সহে॥
না পালায়া যদি কর পার্থ সনে রণ।
জানিলোঁ তোমার আজি হইবেক নিধন॥
অনাদরে শৈল্যক বুলিল কর্ণ বীর।
চলাহ সত্বরে রথ নির্ভয় শরীর॥
রথক চলাইল শৈল্য রথ বেগে চলে।
প্রবেশ করিল কর্ণ পাণ্ডবের দলে॥
পাণ্ডবের বাহিনীক দেখিল সম্মুখে।
মহা অহঙ্কারে কর্ণ বোলে পুন তাকে॥
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি মহা নাদ করে।
আজি মোকে কে দেখাইব ধনঞ্জয় বীরে॥
সুবর্ণে বান্ধিব আজি তাহার শরীর।
যে মোকে দেখাইতে পারে পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
এক শত রথ দেওঁ পরম সুন্দর।
সম্মুখে দেখায় যদি পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
সুবর্ণ মণ্ডিত হস্তী দিব মনোহর।
সত্বরে দেখায় যিতো সব্যসাচী বীর॥
পঞ্চ শত মণি দিব রত্ন যে সহিত।
চারিশত ধেনু দিব কাঞ্চনে মণ্ডিত।
ছয় শত অশ্ব দিব হেম রাশি রাশি।
রত্নে বিভূষিতে দিব সহস্রেক দাসী॥
যে মোরে দেখাইব পার্থ ভুবনে দুর্জ্জয়।
যেহি মাগে সেহি দিব কহিলো নিশ্চয়॥
অর্জ্জুন সহিতে কৃষ্ণ করিব সংহার।
যত ধন পাইব আজি সকলে তাহার॥
পুন মদ্র রাজা বলে শুন কর্ণ বীর।
দেখিবা অর্জ্জুন আজি মন কর স্থির॥
কি কারণে দিবা অর্থ কুপাত্র কুজনে।
কৃষ্ণ সঙ্গে অর্জ্জুন দেখিবা এবে রণে॥
অর্জ্জুন কৃষ্ণক তুমি করিও সংহার।
হেন ছার বাক্য বলি কর অহঙ্কার॥
শৃগালে মারিব একে সিংহ দুইজন।
শুনিবেক কোন ছারে এ সব বচন॥

কি কারণে এত গর্ব্ব কর অনুষ্ঠান।
ত্রিভুবনে বীর নাহি অর্জ্জুন সমান॥
বন্ধুজনে তোমাক না কৈল নিবারণ।
উপসন্ন হৈল জান তোমার মরণ॥
গলাত পাথর বান্ধি সমুদ্রত পশি।
একেশ্বরে যুদ্ধ করি কিসক (১) মরসি॥
সর্ব্ব সৈন্য সাজি রণ কর মহাবল।
নারায়ণ অর্জ্জুন দেখহ কুতূহল॥
দুর্য্যোধন হিত চাহি বুলিয়ে তোমাক।
শুন কর্ণ যদি শ্রদ্ধা আছয় জীবাক॥
শৈল্যের বচন শুনি কর্ণ বোলে রোষে।
না জানিয়া অল্পবুদ্ধি মহাজনে দোষে॥
অর্জ্জুনক প্রস্তেয়া (২) বড়াই কর রণে।
বিভীষিকা দেখাও তুমি কিসের কারণে॥
যদি বজ্র হাতে আসে দেব পুরন্দরে।
বাহুড়াইতে নারে তবু কর্ণধনুর্দ্ধরে॥
শৈল্য বলে কর্ণ তুমি কর বীর দাপ।
জানিলো তোমার হৈল কাল পরিপাক॥
দুই জনে বিসম্বাদ আছিল বিস্তর।
ক্রোধ করি দুই গেল সংগ্রামভিতর॥
মহাক্রোধে সংগ্রামে চলিল কর্ণ বীর।
অর্জ্জুন অর্জ্জুন করি ডাকে উচ্চৈঃস্বর॥
পার্থ পার্থ করিয়া করয় আর্ত্তনাদ।
মহামত্ত সিংহ যেন নাহি অবসাদ॥
মহা কলরব করে সর্ব্ব সেনাগণ।
ভ্রাতৃসঙ্গে গেল পাছে রাজা দুর্য্যোধন॥
অর্জ্জুনক কহে তবে রাজা যুধিষ্ঠির।
রণে সাজি আসিলেক কর্ণ মহাবীর॥

প্রতিব্যূহ করি ঝাটে কর নিবারণ।
যেন সৈন্য না লঙ্ঘয় সূতের নন্দন॥
রাজার বচন শুনি বীর ধনঞ্জয়।
প্রতি ব্যূহ কৈল ধনঞ্জয় মহাশয়॥
মহা অস্ত্রে সাজি রথে আরোহণ করি।
রথে চড়ি নড়িলন্ত কৃষ্ণ আগে করি॥
শঙ্খ যে দুন্দুভি বাজে মৃদঙ্গ নিঃস্বন।
সিংহনাদে ঝাঝারি বাজয় খরযান॥
নারায়ণী সেনা আইল সংসপ্তকগণ।
মহাক্রোধে পাণ্ডবের সঙ্গে করে রণ॥
তবে ডরে পলায় সব বীরবর।
মহাক্রোধে অর্জ্জুন লৈলেক ধনুশর॥
মহাবল সংসপ্তক বেড়িয়া অর্জ্জুন।
রণমাঝে যুঝে বীর সংগ্রামে নিপুণ॥
কর্ণ তাক দেখি তবে হৈয়া কুতূহল।
সারথি শৈল্যক বলে কর্ণমহাবল॥
নারায়ণী সেনা মাঝে যুঝে ধনঞ্জয়।
এহি যুদ্ধে পার্থের হইবেক বীর্য্যক্ষয়॥
কর্ণের বচনে শৈল্য বলে করি দাপ।
ভুবন ভরিয়া আছে অর্জ্জুন প্রতাপ॥
অশ্বগণে গজেন্দ্রক মারিতে যে হেন।
অগ্নিক নিবারে যেন মহা শুষ্ক তৃণ॥
বায়ুক রাখিতে বান্ধি পারে কোন জন।
কাহার শক্তিয়ে পারে পার্থের নিধন॥
এহি কথা কহিতে মিশাইল দুই দল।
মহাযুদ্ধ করে সৈন্যে অতি কোলাহল॥

অথ কর্ণের মহাযুদ্ধারম্ভ ও কর্ণের রণে যুধিষ্ঠিরের অপমান।

ক্রোধ হৈল কর্ণ বীর প্রবেশিল রণে।
সিংহ যেন শৃগাল মারয় মহারণে॥

(১) কিসক—কেন
(২) প্রস্তেয়া—প্রস্তাব করিয়া

প্রমত্ত সেনাক মারি ভেদিল পাঞ্চাল।
বাছিয়া বাছিয়া মারে বিক্রমে বিশাল॥
ভানুসেন চিত্রসেন আর বিন্দু নাম।
চিত্রসেন পরিঘ মারয়ে অনুপাম॥
হাহাকার শব্দ হৈল পাঞ্চাল আকুল।
ধায়া আইল সহদেব সাত্যকি নকুল॥
ভীমসেন ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা যুধিষ্ঠির।
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র রণে মহাধীর॥
বেড়িয়া মারেন কর্ণ সমরে দুর্ব্বার।
রণ করে কর্ণ বীর প্রতাপে অপার॥
পর্ব্বত উপরে যেন হয় বরিষণ।
কর্ণের উপরে তেন অস্ত্রের তাড়ন॥
একে একে সান্ধিয়া মারয়ে সপ্তবাণ।
পাণ্ডবের বাহিনীক করয়ে খান খান॥
মহা মহা যোদ্ধা সব নিবারিতে নারে।
একেশ্বরে গেল কর্ণ সেনার ভিতরে॥
গজ, বাজী, ধ্বজ, ছত্র পড়ে সারি সারি।
অযুতে অযুতে পড়ে লিখিতে না পারি॥
পাণ্ডবের সৈন্য কাটি করে লণ্ড ভণ্ড।
যেন ক্রোধে কর্ণ বীর মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড॥
মহা ক্রোধে যুধিষ্ঠির হৈল হুতাশন।
ধনু টঙ্কারিয়া কৈল বাণ বরিষণ॥
মহা কালান্তক কর্ণ যুড়ি বাণগণ।
মহাশর যুড়িলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ধনুগুর্ণে যুড়ি মহাবাণ যুধিষ্ঠির।
বিন্ধিল দক্ষিণ ভাগে কর্ণের শরীর॥
ধর্ম্মের প্রহারে মোহ হৈল কর্ণবীর।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে রথের উপর॥
মোহ গেল কর্ণ যে হাতের খৈসে ধনু।
হিমালয়ে গঙ্গা যেন রক্তে বহে তনু॥
হাহাকার শব্দ হৈলন্ত কুরু দলে।
সিংহনাদ পাণ্ডবে করয়ে কুতূহলে॥
ক্ষেণেকে উঠিল বীর সূর্য্যের নন্দন।
যুধিষ্ঠির নিধনক চিন্তে মনে মন॥
মহাধনু ধরি কর্ণ বরিষে দুর্ব্বার।
ধর্ম্মের উপরে করে বাণ অবতার॥
বাণে বাণ নিবারয় ধর্ম্মের নন্দন।
ঝাকে ঝাকে বাণ এড়ে কর্ণ ততক্ষণ॥
বিন্ধিলেক বাণ তবে রাজার শরীর।
ধনুঃশর কাটিল দেখিল যুধিষ্ঠির॥
ধ্বজ দণ্ড কাটিয়া পাড়িল ভূমিতলে।
সারথি কাটিল ধর্ম্ম লজ্জায় বিকলে॥
দেখি চক্ররথ আইল যেন পুরন্দর।
শৈলসেন খরসেন আইল মহাবীর॥
একে একে কর্ণ তাক করিল নিধন।
পুনরপি রাজাক করিল বাণগণ॥
কর্ণের দুর্ব্বার অস্ত্রঘায়ে সে সময়।
পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়া যায় ধর্ম্মের তনয়॥
পাছে পাছে খেদি যায় কর্ণ মহারথী।
মহাব্যস্তে পলায় পাণ্ডবের পতি॥
তবে যুধিষ্ঠির রাজা ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কর্ণ সম্বোধিয়া বলে বিনয় প্রকারে॥
শুন কর্ণ করিয়াছ প্রতিজ্ঞা তোমার।
ধনঞ্জয়সঙ্গে তোর সংগ্রাম দুর্ব্বার॥
দুর্য্যোধনবাক্যে কর মোর সঙ্গে রণ।
হেন শুনি হাসি বোলে সূর্য্যের নন্দন॥
ক্ষেত্রিকুলে জন্ম ওয়ে হয় মহাজন।
প্রাণেত কাতর হয়া উপেক্ষিলা রণ॥
ক্ষেত্রিধর্ম্ম কর্ম্মত তোমাক নাহি গণি।
ব্রহ্মচর্য্য কার্য্যে জান তোমাকে বাখানি॥

তুমি যুদ্ধ না করিবা ক্ষেত্রিগণ সনে।
বীরজনে না বলিবা অপ্রীত বচনে॥
স্মরণ হৈল পাছে মাতৃর বচন।
মারিলে হৈবে মাতৃবচন লঙ্ঘন॥
যাবৎ না শুনে যে কৌরবনরপতি।
তাবতে এড়িয়া দেহ ধর্ম্ম যে নৃপতি॥
পাণ্ডবের মাতুল সে মদ্রনরপতি।
কর্ণের সারথি হৈছে শৈল্য মহামতি॥
ভাগিনার দুঃখ দেখি কৃপায় বিকল।
বিস্তর বুঝাইল তাক মদ্র মহাবল॥
শুন কর্ণ মহাবীর আমার বচন।
আপন প্রতিজ্ঞা তুমি করিও স্মরণ॥
অর্জ্জুনের সঙ্গে রণ প্রতিজ্ঞা করিলে।
ধর্ম্মরাজ সঙ্গে যুদ্ধ করিলা বিকলে॥
ক্ষীণঅস্ত্র যুধিষ্ঠির কবচবর্জ্জিত।
তার সনে রণ কর নহেত উচিত॥
মদ্ররাজ বচনে উঠিল কর্ণ বীর।
তবে ধর্ম্ম লজ্জা পায়া গেলেন শিবির॥
রথ হৈতে নামিয়া আইসেন নরপতি।
শরঘাতে শরীর বিকল মহামতি॥
সহদেব নকুলক পঠায়া সমরে।
যথা মহা যুদ্ধ করে বীর বৃকোদরে॥

অথ কর্ণের সহিত ভীমের যুদ্ধ।

মহাক্রোধে বৃকোদর হাতে নিল চাপ।
কর্ণের সমুখ হয়া করে বীর দাপ॥
আজি তোক কর্ণ যে পঠাব যমঘর।
নিশ্চিন্তে ভুঞ্জিব রাজ্য ধর্ম্মনৃপবর॥
কর্ণ বলে বৃকোদর শুন মোর বাণী।
অধিক বুলিলে কভু রণ নাহি জিনি॥

কর্ণে ভীমে সমাগম হৈল মহারণ।
বিমানে চড়িয়া চাহে সর্ব্ব দেবগণ॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে বৃকোদর।
মূর্চ্ছিত হৈল কর্ণ রথের উপর॥
রথ বাহুড়ায় শৈল্য সারথি চতুর।
ক্ষেণেক চৈতন্য পায়া উঠে যেন সুর॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ করিল সন্ধান।
ভীমের হাতের ধনু কৈল খান খান॥
হাতে গদা লয়া বীর হাসে খল খলি।
রথ এড়ি ভূমিত নামিল মহাবলী॥
শরতের মেঘ যেন বায়ুতে উড়ায়।
ভীম দেখি কুরু দল ভয়েত পলায়॥
গজমধ্যে সোমাইল বীর বৃকোদর।
সহস্রে সহস্রে গজ করয়ে সংহার॥
এক শত রথ ভাঙ্গে গদার প্রহারে।
সহস্রে সহস্রে ধ্বজ ভাঙ্গে একেবারে॥
ভীমকে মারিতে যায় কর্ণ মহাবীর।
শরজালে আচ্ছাদিল ভীমের শরীর॥
ভীম কর্ণে পুনরপি হৈল মহারণ।
না লিখিলো আমি তাক বাহুল্য কারণ॥
মধ্যাহ্ন কালত হৈল যুদ্ধ আরম্ভণ।
দুই বীরে যুদ্ধ করে দেখে দেবগণ॥
মাংস যে রুধিরে পৃথিবী আচ্ছাদিল।
গৃধিনী শৃগালী তাতে দেখি সাঁতারিল॥
আপনার চিহ্ন নাহি করয় সংগ্রাম।
পাণ্ডব কৌরবে যুদ্ধ হৈল অনুপাম॥
কর্ণক দেখিয়া পাছে কৌরবে বুলিল।
নিদ্রাগত সিংহ যেন জাগায়া তুলিল॥
আমরা পৃথিবী পাই পাণ্ডব জিনিয়া।
পাণ্ডবে জিনয় কিবা আমাক মারিয়া॥

রাখহ পৌরব রণ কর সাবধানে।
সৈন্য মোর ক্ষয় করে বৃকোদর বাণে॥
দুর্য্যোধন বচনে রুষিল কর্ণ বীর।
বিস্তর আস্ফাল করে নির্ভয় শরীর॥
অশ্বত্থামা মহাবীর প্রতিজ্ঞা করিল।
দুর্য্যোধন আদি করি সমস্তে শুনিল॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন পাপিষ্ঠ আমার পিতৃবৈরী।
তোমাক তুষিব আমি তাহাক সংহারি॥
মহা ক্রোধে ধনুগু্ণে লৈল কর্ণে শর।
বরিষার মেঘ যে বরিষে নিরন্তর॥
ভঙ্গ দিল পাণ্ডবের সেনা নিরন্তরে।
রাখিবার না পারিল বীর বৃকোদরে॥
ভীমসেন এড়ি বীর সৈন্য মুখে ধায়।
মৃগগণ মধ্যে যেন গজেন্দ্র সোমায়॥
যত অস্ত্র শিখাইল রাম মহাবীর।
সেহি সব অস্ত্র করে নির্ভয় শরীর।
পাণ্ডবের সৈন্য সব করে হাহাকার॥
মহা প্রলয়ত যেন জগত সংহার॥
সংসপ্তক যুদ্ধে থাকি শুনেন অর্জ্জুন।
কোলাহল করয়ে সকল সৈন্যগণ॥
সংসপ্তক যুদ্ধ অতি বড়য়ে দুষ্কর।
আসিবার না পায়ে অর্জ্জুন অবসর॥
কৃষ্ণক সম্বোধি পাছে বোলে ধনুর্দ্ধর।
সৈন্য মোর আকুল করয় কর্ণবীর॥
পরশুরামঅস্ত্র জান করিল সন্ধান।
কোটি সংখ্য সৈন্য মারে দেখি বিদ্যমান॥
যুগান্তের যম যেন কর্ণ বীর ধায়।
হুর দেখ রথিগণ সকলে পালায়॥
কৌরবের সেনাপতি করে সিংহনাদ।
আমার সেনাত হৈল অনেক প্রমাদ॥

প্রাণ উপেক্ষিয়া যুদ্ধ করে বৃকোদর।
যুধিষ্ঠির না দেখি যে সংগ্রাম ভিতর॥
কিবা হৈল মনে মুঞি জানো যুধিষ্ঠির।
না দেখি কুশল কৃষ্ণ কহিয়ে তোমার॥
ঝাণ্টে যুদ্ধ রাখি আগে চল যাই তথা।
না জানি কি হৈল ধর্ম্ম জানি আসি বার্ত্তা॥
অর্জ্জুন বচনে কৃষ্ণ দিল অনুমতি।
যুধিষ্ঠির অন্বেষিতে গেলা শীঘ্রগতি॥
মহা বিমর্ষণ আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন দেখিয়া অশ্বত্থামা বীর ধায়॥
মহা দিব্যঅস্ত্রে দুই লাগিল সংগ্রাম।
দেবাসুরে দিতে নারে যুদ্ধের উপাম॥
দ্রোণপুত্র জিনিয়া অর্জ্জুন মহাবীর।
ভীমের নিকট গেল নির্ভয় শরীর॥
ভীমক শুধাইল দেখি রাজার সিদ্ধান্ত।
কর্ণে ধর্ম্মে যেমতে কহিল আদ্যোপান্ত॥
কর্ণ শরে হৈল তার শরীর জর্জ্জর।
কথমপি গেল রাজা শিবির ভিতর॥
দৈব যোগে জীয়ে ভাই ধর্ম্ম নরপতি।
এহি শুনি নিশ্বাস ছাড়িল মহামতি॥
শুনিয়া বিকল কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয়।
ভীমক বুলিল তবে বীর ধনঞ্জয়॥
কৃপ কর্ণ দ্রোণি আর রাজা দুর্য্যোধন।
আমাক লাগিয়া আইসে সংসপ্তকগণ॥
হেনকালে যাই যদি সংগ্রাম এড়িয়া।
বুলিবে বর্ব্বর গেল পাণ্ডব পলায়া॥
তুমি গিয়া দেখ ভাই ধর্ম্মনৃপবর।
ভীম বোলে আমি রণ দিব একেশ্বর॥
ভীম নকুলক রাখি সংগ্রাম ভিতর।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় গেল রাজা দেখিবার॥

স্মরণ করিয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির।
চরণ বন্দিল গিয়া ধনঞ্জয় বীর॥
দেখি উল্লসিত রাজা উঠিয়া বসিল।
কর্ণক মারিল হেন প্রত্যেকে জানিল॥
মহারাজা যুধিষ্ঠির চিন্তে মনে মনে।
কর্ণে বড় মহাদুঃখ দিল মোক রণে।
হরিষে দেখিল অগ্নে দেব নারায়ণ।
বিনে কর্ণ না মারিয়া নহে আগমন॥
কৃষ্ণ দেখি যুধিষ্ঠির নিবেদিল দুঃখ।
হরষিত হৈল দেখি কৃষ্ণার্জ্জুন মুখ॥
দেবাসুরদুর্জ্জয় স্থিরতা নহে রণে।
যাহাক পূজয় জান রাজা দুর্য্যোধনে॥
পরশুরামে যাহাক দিলেন দিব্যধনু।
অভেদ্য অচ্ছেদ্য সদা অতিভয়তনু॥
যার ভুজ বীর্য্য আমি চিন্তি রাত্রি দিনে।
ত্রয়োদশ বৎসর যাহাক স্মরি বনে॥
রজনীত নিদ্রা নাহি যাহার তরাসে।
সদায় দেখিয়ে কর্ণ আছে মোর পাশে॥
হেন কর্ণ বীরক যে মারিলা সমরে।
করিলন্ত পার মোক অপার সাগরে॥
কহ পুন কেনমতে কর্ণক মারিলা।
আপদ সমুদ্র হৈতে মোকে উদ্ধারিলা॥
যুধিষ্ঠিরবাক্য শুনি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
মহা সঙ্কোচিত বীর দিলেন উত্তর॥
সংসপ্তক সঙ্গে যুদ্ধ হৈল নিরন্তর।
তার সঙ্গে যুদ্ধবিনে নাহি অবসর॥
অশ্বত্থামা সঙ্গে হৈল অনেক বিরোধ।
মহাযুদ্ধ কৈল তাক করিলো প্রবোধ॥
কর্ণক মারিতে আইলো করিয়া সন্ধান।
ভীম মুখে শুনিলো তোমার অপমান॥
তোমার কুশলে মুক্তি যাব আর বার।
অবশ্য করিব আমি কর্ণের সংহার॥

অথ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক অর্জ্জুনের তিরস্কার।

আছয়ে জীবিতে কর্ণ শুনিয়া তখন।
মহাক্ষোভে যুধিষ্ঠির কহিল বচন॥
কর্ণশরে সন্তাপিত পাণ্ডবের পতি।
অর্জ্জুনক ভর্ৎসিয়া বলেন মহামতি॥
মোক পরাজিয়া সৈন্য করে লণ্ডভণ্ড।
এভো কর্ণবীর আছে সংগ্রামে প্রচণ্ড॥
একেশ্বরে যুদ্ধ করে ভীম মোর ভাই।
তাহাক ছাড়িয়া তুমি আসিলা পলাই॥
তোর জন্ম দিনে হৈল আকাশত বাণী।
পৃথিবী জিনিয়া রাজ্য দিবা মোক পুনি॥
দেবের বচন মিথ্যা হৈল হেন দেখি!
তুমি পুত্রমাতৃক পুষিবা নাহি দেখি॥
গর্ভ হৈতে না খসিলা কেন পঞ্চমাসে।
অকারণে কুন্তীমাতৃ লৈলা গর্ভবাসে॥
অগ্নি তোকে দিল ধনু ইন্দ্রে দিল শর।
ভুবন বিজয় বাণ দিল মহেশ্বর॥
মায়া-রথ দিল তোক গন্ধর্ব্বের পতি।
অশ্ব তোর আছে যেন পবনের গতি॥
ধ্বজে তোর সাক্ষাতে আছয় হনুমন্ত।
আপনে সারথি তোর অচ্যুত অনন্ত॥
আর তোর আছয়ে অক্ষয় শরাসন।
পলাইলা কর্ণ ডরে প্রাণের কারণ॥
গাণ্ডীবের যোগ্য নহ শুনরে বর্ব্বর।
গাণ্ডীবক দেহ অগ্নে যুঝুক সত্বর॥
আগে যদি কৃষ্ণক গাণ্ডীব দিলা হয়।
তবেত করিল হয় কর্ণের প্রলয়॥

গাণ্ডীবেক দেহ যুদ্ধ করুক অন্য রথী ॥
তুমি রথ বাহ গিয়া হইয়া সারথি ॥

অথ গাণ্ডীবনিন্দাহেতু যুধিষ্ঠিরের মাথা কাটিতে অর্জ্জুনের খড়্গউত্তোলন ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক বাধা প্রদান।

এহেন দুর্ব্বাক্য শুনি অর্জ্জুন দুর্ব্বার।
খড়্গ লৈয়া উঠে বীর রাজাক কাটিবার ॥
নিবারিয়া নারায়ণ বুলিল বচন।
জ্যেষ্ঠ ভাইক কাটিবার চাহ কি কারণ ॥
অর্জ্জুনে বোলেন মোর প্রতিজ্ঞা মানস।
হেন বাক্য যে বলিব কাটিব অবশ্য ॥
গাণ্ডীব অন্যক দিতে যে বলিব মোক।
তাহাক কাটিব যদি হয় গুরুলোক ॥
কৃষ্ণ বোলে গুরুবধে বড়ই অধর্ম্ম।
গুরুক বধিলে হয় নরকেত জন্ম ॥
অর্জ্জুন বলেন দেব আজ্ঞা কর মোক।
কোন কর্ম্ম করিলে পাইব ধর্ম্মলোক ॥
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় নরকে বসতি।
গুরুজন বধিলে হয় বা কোন গতি ॥
কৃষ্ণ বোলে নৃপতিক বোল দুরক্ষর।
পায় ধরি কর তাক বিনয় বিস্তর ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ বোলে দর্পবাণী।
শুন তুমি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
ক্রোশেক অন্তরে থাক যুদ্ধ দেখি।
আপনে অশক্ত হৈলা সংগ্রাম উপেক্ষি ॥
তুমি মোকে কেন এত বোল মন্দদাপ।
মোকে মন্দ বুলিবেক ভীম অনুতাপ ॥
সহস্রেক হস্তী মারে গদার প্রহারে।
অযুতে অযুতে মারে অশ্ব একেবারে ॥
করেন দুষ্কর কর্ম্ম বীর বৃকোদর।
সে মোক বলুক মন্দ জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বনবাস দুঃখ ভুঞ্জি বনের ভিতর।
মহা অনুত্তর বোল সভার ভিতর ॥
তোমার কারণে আমি চারি সহোদর।
মহাদুঃখ পাইল অতি অথান্তর ॥
তোমার কারণে মৈল সব জ্ঞাতিগণ।
তোমার কারণে হৈল ক্ষেত্রির নিধন ॥
তুমি বিপদের হেতু হৈলা জ্যেষ্ঠ ভাই।
তোমার কারণে আমি এত দুঃখ পাই ॥
এত বুলি অর্জ্জুন ধরিল দুই পায়।
আপনার মাথা বীর কাটিবার চায় ॥
ধনঞ্জয় বোলে গুরুনিন্দা যে করিলোঁ।
বেদশাস্ত্র বহির্ভূত অকর্ম্ম করিলো ॥
আপনার বধ মোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি।
আজ্ঞা কর নিবেদন করোঁ গুণনিধি ॥
হাসিয়া বোলন্ত কৃষ্ণ ছাড় অভিমান।
আপনার প্রশংসাক মরণ সমান ॥
কৃষ্ণের বচনে পার্থ প্রশংসে আপনা।
আমার অধিক কর্ম্ম করে কোন জনা ॥
কাল যবনক আমি করিলোঁ সংহার।
খাণ্ডব দহিয়া কৈলো ময়ের উদ্ধার ॥
চিত্ররথ গন্ধর্ব্বেক কৈলো অপমান।
ভীষ্ম দ্রোণ বীরের যুদ্ধত লৈলোঁ প্রাণ ॥
মোর সম বীর কেবা আছে ভূমণ্ডলে।
নিশ্চয়ে কর্ণক আজি মারিব বিকালে ॥

যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণ বধিতে অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা।

এহি বুলি ধনঞ্জয় করে পুটাঞ্জলি।
অপরাধ মাগয়ে অর্জ্জুন মহাবলী ॥

লজ্জায়ে বিকল বীর ধরিল চরণ।
হাতে ধরি তোলে বীর ধর্ম্মের নন্দন ॥
প্রতিজ্ঞা করিল ধনঞ্জয় মহাবীর।
আজি কর্ণ সংহারিব সংগ্রাম ভিতর ॥
বিনে কর্ণ না সংহারি নাসিবন্ত ঘর।
সত্য নষ্ট হৈব মোর শুন নৃপবর ॥
অর্জ্জুনের বচনে সন্তুষ্ট নৃপবর।
আলিঙ্গন করি তাক বুলি প্রীত্যুত্তর ॥
আশীর্ব্বাদ দিল তাক ধর্ম্মনরপতি।
অর্জ্জুন প্রণাম করি করিয়া ভকতি ॥
মাঙ্গল্য করিয়া আরোহিয়া ধর্ম্মরাজ।
গোবিন্দ সারথি আর পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
কৃষ্ণক বোলয় পাছে বীর ধনঞ্জয়।
তোমার প্রসাদে আজি করিব বিজয় ॥
আজি মহা শত্রু সংহারিব কর্ণবীর।
আজি সুখে নিদ্রা যাব রাজা যুধিষ্ঠির ॥
এতেক কহিতে গেলা সংগ্রাম ভিতর।
বাসুদেব সঙ্গে গেলা মহা ধনুর্দ্ধর ॥
নকুল সহদেব আর বীর বৃকোদর।
মহা ক্রোধে কৌরবক মারয় বিস্তর ॥
ভীম পাছে ভূরিশ্রবা সারথিক পুছে।
আমার রথত দেখো কত অস্ত্র আছে ॥
আজি রণে দহিব সকল কুরুগণ।
কৌরবক অস্ত্র হানি করো খান খান ॥
ভীমের বচনে অস্ত্র বিশেষ দেখিল।
যাটি সহস্রেক অস্ত্র রথে নিয়োজিল ॥
ক্ষুর মুখ, সূচিমুখ, অর্দ্ধ চন্দ্র ক্রতে।
দুই লক্ষ নারাচ দেখিল অদ্ভুতে ॥
অবিশিষ্ট গুণবান রথ মোর হৈল।
বিশিষ্টসারথি হৈল ভীমসেন কৈল ॥

যাবৎ আইসে হেথা বীর ধনঞ্জয়।
নকুলকে বোলে তুমি করহ বিজয় ॥
নকুলের বাণেতে ছাইল কুরুদল।
মহা আচ্ছাদনে বাণে কৈল উতরোল ॥
মহাবীর প্রতিজ্ঞা করিল সহদেব।
আজিকার রণে আমি কৌরব বধিব ॥
ভূরিশ্রবা সৌবলকে বোলে দুর্যোধনে।
দেখ মোর সেনাক্ষয় করে তিন জনে ॥
দুই জনে যায়া কর ভীমক সংহার।
মজিল কৌরব সেনা করহ উদ্ধার ॥
মহাবল ভূরিশ্রবা নকুলেক ধাইল।
সহদেব সম্মুখে সৌবল বীর গেল ॥
মহাক্রোধে সহদেব করে শরজাল।
ক্রোধে সহদেব হৈল যুগান্তের কাল ॥
শক্তি ফেলি মারিলেন সৌবলের মাথে।
সৌবলে ধরিল শক্তি যায়া বাম হাতে ॥
মহা ক্রোধে সহদেব মারে দশ শর।
সৌবল কাটিয়া পাড়ে ভূমির উপর ॥
সৌবল পড়িল যবে কান্দে দুর্য্যোধন।
রথে চড়ি ভূরিশ্রবা করে ঘোর রণ ॥
যোজন তিমির পদ্ম হস্তীর পরমাণ ?।
হেন মত যাটি হস্তী বহে রথ খান ॥ (১)
হেন রথে চড়িয়া ভূরিশ্রবা নরপতি।
মহা কলরব কৈল সংগ্রামে সম্প্রতি ॥
ভূরিশ্রবা দেখিয়া ধাইল সাতজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট যে দ্রুপদ নন্দন ॥
শরজালে ভূরিশ্রবা ঢাকিল সাতজন।
একেশ্বরে ভূরিশ্রবা করে মহারণ ॥

(১) পাঠান্তর—যোজনেক কেলে পাও চৌদন্ত প্রমাণ
হেনমত যাটি হস্তী বহে রথ খান
সপ্তরথী বিন্ধিয়া করিল জর্জ্জর ॥

পাণ্ডব উপরে পাছে কৈল মহাশর।
সপ্ত রথী জিনি পাছে করিল জর্জ্জর ॥
মহাবীর নকুল করিল দশবাণ।
ভূরিশ্রবা সানা(১) টোপ কৈল খান খান ॥
সাত্যকি বিন্ধিল পাছে ত্রিশ্চসপ্ত শরে।
ধৃষ্টদ্যুম্ন কাটে রথ সারথি সংহারে ॥
চক্ররক্ষ কুমারে যে কাটিল সারথি।
ধনুগুর্ণ কাটিল জয়ন্ত মহামতি ॥
বিজয় ধাইয়া কাটিল ধনুগুর্ণ।
গদা মারি ভূরিশ্রবা পাড়ে ভীমসেন ॥
পড়িলন্ত ভূরিশ্রবা রথের উপর।
সারথি নাহিক রথ ফিরে নিরন্তর ॥
হেন বীর নাহি কেহ রথক নিবারে।
যাক পায় তাকে গজে চূর্ণীকৃত করে ॥
ধরণীর পুত্র ভূরিশ্রবা নৃপবরে।
পৃথিবী পরশ হৈলে বীর নাহি মরে ॥
জানিয়া কারণ ভীম গদা লৈল করে।
মারিল রথের গজ গদার প্রহারে ॥
বায়ু পথে তুলিল সভার বিদ্যমান।
অদ্যাপি আকাশে গজ করয় ভ্রমণ ॥
ভূরিশ্রবা পড়িল বাহিণী দিল ভঙ্গ।
দেখি পাছে ধনঞ্জয় হৈল অতি রঙ্গ ॥
সত্বরে চলাহ রথ দেব দামোদর।
বিনে কর্ণ না মারিয়া না যাইব ঘর ॥
কর্ণক বুলিল পাছে রাজা দুর্য্যোধন।
হুর দেখ রণে আইল পার্থ নারায়ণ ॥
মহাক্রোধে সংগ্রামে আসিল ধনুর্দ্ধর।
তার সম বীর নাহি পৃথিবী ভিতর ॥

(১) সনো—ধর্ম্ম

শুনি কর্ণে আদেশিল সব যোদ্ধাপতি।
সবে গিয়া মার বেড়ি অর্জ্জুনক প্রতি ॥
কর্ণের আদেশ পায়া সব যোদ্ধাগণ।
অশ্বত্থামা, কৃতব্রহ্মা আদি দুঃশাসন ॥
আসিল বহুত যোদ্ধা দেব সমতুল।
অর্জ্জুনের বাণে সব হৈল ব্যাকুল ॥

অথ দুঃশাসনের রক্ত পান।

আপন প্রতিজ্ঞা ভীম করিলেক মনে।
সহস্রেক গজ মারে আর অশ্বগণে ॥
মহাক্রোধে দুঃশাসন লয়া ভ্রাতৃগণ।
বেড়িল নকুলবীর ঘোর দরশন ॥
কাটিল হাতের ধনু রথের সারথি।
রণেত বিরথী যে নকুল মহারথী ॥
রথ চূর্ণ হৈল যে নকুল মহাবীরে।
মহাবীর খড়গ তুলি ধাইল সত্বরে ॥
সংগ্রাম ভিতরে যুগান্তের যম যেন।
অশ্ব রথ সারথি কাটিয়া কৈল চূর্ণ ॥
বিরথী হৈল তবে বীর দুঃশাসন।
আপন প্রতিজ্ঞা বীর করিলেক মন ॥
পূর্ব্বক্রোধ ভীমসেন আছিল হৃদয়।
দশগুণ অন্তরে ধরিল মহাশয় ॥
রজস্বলা দ্রৌপদীক নিল চুলে ধরি।
সেই পাতকত থাকি যাইবা যমপুরী ॥
চুলে ধরি তাহাক কাটিল বৃকোদর।
রাক্ষস আকার করি বাড়াইল উদর ॥
আজি দুঃশাসনরক্ত করো জলপান।
কার শক্তি আসিয়া করিব পরিত্রাণ ॥
এহি বুলি মহাক্রোধে বিক্রমে অপার।
মহা খড়েগ হৃদয়ে করিল প্রহার ॥

দুর্য্যোধন, কৃপ, কর্ণ দেখি বিদ্যমান।
ভীমসেন করে দুঃশাসনরক্ত পান ॥
অমৃতে ভরিল যেন সকল উদর।
করিল রুধির পান বীর বৃকোদর ॥
দেখিয়া কুপিত তার উণশত ভাই।
উণশত জনাক কাটিল সেহি ঠাঁই ॥
রুষিল কর্ণের ভাই চিত্রসেন নাম।
শুধাই শুধাম বাণ মারে অনুপাম ॥
তাহাক কাটিল সহদেব মহাবলে।
তাক দেখি ভীমসেন হৈল কুতুহলে ॥
রক্ত পান করি পাছে নাচে বৃকোদর।
দুঃশাসনরক্তে ভীম ভরিল উদর ॥
রক্ত খায়া ভীমসেন কৌতুকেতে নাচে।
ভ্রাতৃশোকে দুর্য্যোধন প্রাণে মাত্র আছে ॥
মোক্ষ পুত্র পৈল মোর মোক্ষ সহোদর।
কান্দি দুর্য্যোধন বলে কর্ণের গোচর ॥
তোমার অগ্রত মোর পৈল বন্ধুগণ।
এতেক বিচ্ছেদ মোর হৈল কি কারণ ॥
এহি শুনি মহাক্রোধ হৈল কর্ণ বীর।
রণে অন্ধকার কৈল কেহ নহে স্থির ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন আইল করিতে সংগ্রাম।
দুই বীরে করে রণ অতি সমাগম (১) ॥
দুই বীরবিমানে উঠিল দুই ধ্বজ।
এক ধ্বজে বানর আর ধ্বজে গজ ॥
সিংহনাদ শঙ্খনাদ শুনি মহা ধ্বনি।
মহাশঙ্খ ঘণ্টা রোল বাজায় কিঙ্কিনী ॥
শুনি দেব ঋষি আইলা গগন মণ্ডলে।
দুই বীরে মহারণ দেখে কুতুহলে ॥

দানব পিশাচ যত যতেক রাক্ষস।
অসুরে চাহেন সবে কর্ণবীর যশ ॥
অর্জ্জুনের যশ চাহে ত্রিদশঈশ্বর।
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব যে সিদ্ধ বিদ্যাধর।
কৃষ্ণক পুছিল তবে বীর ধনঞ্জয়।
কদাচিৎ কর্ণে যদি করে পরাজয় ॥
তবে কোন কর্ম্ম করো দেব জনার্দ্দন।
কেন মতে হয় তবে কর্ণের নিধন ॥
হাসিয়া বোলেন কৃষ্ণ শুন মোর ইষ্ট।
শুন এবে ধনঞ্জয় আমি কহি নিষ্ট ॥
স্থানভ্রষ্ট হয় যদি দেব দিবাকর।
খণ্ড খণ্ড হয় যদি পৃথিবী মণ্ডল ॥
অনল শীতল যদি হয় কদাচিৎ।
তোমাক জিনিতে কর্ণ নারিব নিশ্চিত ॥
হেন যদি বিপরীত হয় কদাচিত।
কর্ণসেন মারিয়া করিব ধর্ম্মহিত ॥
অর্জ্জুনে বোলয় পাছে করি অহঙ্কার।
অবশ্য করিব আজি কর্ণক সংহার ॥
এহি অনুমান তবে করি দুয়োজন।
রথ চড়ি পার্থ পাছে করিল গমন ॥
শঙ্খ, ভেরী, মৃদঙ্গ, কাহাল বাদ্য বাজে।
দুহে আসি রণস্থলে দুই বীর সাজে ॥
অন্যে অন্যে চারি দিকে পুরিলেন শরে।
শর নিবারয় অন্য অন্য পরস্পরে ॥
এহি মত বাণযুদ্ধ আছিল বিশেষে।
দুই মহা বলবন্ত গুরু উপদেশে ॥
অর্দ্ধচন্দ্র, সুচীমুখ, বাণ কর্ণিকার।
পট্টিস, তোমর, অতি ভূষণ্ডী অপার ॥
এহি সব অস্ত্রগণ চলে ঝাকে ঝাকে।
ত্রিকুট কুলক যেন বিজলি ভটকে ॥

(১) তুমুল

অৰ্জ্জুনে করয়ে বাণ তারা হেন ছুটে।
শতেক যোজন রথ কর্ণের রণে ওঠে ॥
শৈল্য যে সারথি রথ রাখিতে না পারে।
মহাঅস্ত্র করন্ত অৰ্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে ॥
যতেক কর্ণেক অস্ত্র পরশুরামে দিল।
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণে বাণ প্রহারিল ॥
যুগান্ত কালের যেন অনল বিস্তার।
নিবারিতে নারিল অৰ্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥
দ্বীপান্ত যোজন রথ রাখিতে নারিল।
সাধু সাধু বলি কৃষ্ণ কর্ণক প্রশংসিল ॥
অস্ত্র বেগে রথ গেল ত্রিদশ যোজন।
নাশিতে নারিল রথ গোবিন্দ কারণ ॥
ধনু এড়ি পার্থ পাছে কৃষ্ণক পুছয়।
কি কারণে কর্ণক প্রশংসে মহাশয় ॥
হাসিয়া বোলয় কৃষ্ণ শুন ধনঞ্জয়।
ভুবন বিখ্যাত বীর কর্ণ মহাশয় ॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি আমি রথের উপর।
বানরধ্বজক আছে উপরে রথের ॥
তথাপি নিবর্ত্তে রথ ত্রিদশ যোজন।
মহাবীর কর্ণ জান বিখ্যাত ভুবন ॥
শুনিয়া কুপিত হৈল পাণ্ডবের দল।
হাতে ধনুশর করি বেড়িল সকল ॥
ভঙ্গ দিল কুরু বল কর্ণ বীর এড়ি।
একেশ্বর পায়া কর্ণে মারে শর বেড়ি ॥
ভীম যে নকুল সহদেব সোমদত্ত।
মহাবলবন্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকি যে বীর জয়সেন।
কর্ণ সনে যুদ্ধ করে অতি পরাক্রম ॥
হেন বেলা কর্ণ বাণ করিল সন্ধান।
বাণ সব অৰ্জ্জুনক কৈল বিসর্জ্জন ॥
শ্রীহরিক মারিল নারাচ শক্তি বাণ।
সোম পাঞ্চালক পাড়ে প্রধান প্রধান ॥
সৰ্ব্ব লোক বিশ্রুতি কৌরব কুতূহল।
কৃষ্ণ পার্থ নিবারয় কর্ণ মহাবল ॥
ক্ষেত্রিসব বিকল হৈল ধনুর্দ্ধর।
মহা খরতর বাণ এড়ে নিরন্তর ॥

অথ অৰ্জ্জুনসংহার হেতু স্থসন্মা নাগের বাণরূপ ধারণ।

রামে দিল দিব্য শর এড়ে কর্ণ ধনুর্দ্ধর
অৰ্জ্জুনের বধ মনে করি।
অৰ্জ্জুন করয় বাণ নাহি তার সমাধান
সব বাণ বাণেত সংহারি ॥
অন্যে অন্যে মহারণ পরাক্রমে দুইজন
বাণ বৃষ্টি করেন সঘন।
বিদ্যাধরে গায় গীত গন্ধৰ্ব্ব করয়ে নৃত্য
দেবগণ করয় বাখান ॥
অন্যে অন্যে দুহে যুদ্ধ হইল বড় বিরোধ
শরজালে পুরিল গগন।
যেন দন্তে দন্ত ঘসি দুই গজে মিশামিশি
দেখিয়া কম্পয়ে যোদ্ধাগণ ॥
হেন কালে এক সর্প বাসুকী সমান দর্প
পাতাল হইতে উঠিল তখন। (১)
দহিতে খাণ্ডব বন মাতৃক কৈল নিধন
শত্রু হেন জানিয়া অৰ্জ্জুন ॥

পাঠান্তর :—

(১) হেনকালে এক সর্প বাসুকীসমান।
পাতাল হইতে সিত উঠিল তখন ॥

এত জানি মহানাগ উঠিয়া কর্ণের আগ
আনন্দিত হৈয়া তবে মনে।
হৃদিশেল উদ্ধারিব আজি বৈরী সংহারিব
বাণ হয়া প্রবেশিব টোনে॥
কর্ণ বীরে না জানায়া বাণরূপে করি মায়া
টোনমধ্যে করিল প্রবেশ।
মুখত অনল জ্বলে বাণরূপে যোগবলে
বাণ হৈল ছাড়ি সর্পবেশ॥
সেহি বাণ লৈল হাতে মহাবীর অঙ্গনাথে
দেখিয়া কম্পয় দেবগণ।
আকর্ণ পুরিয়া বাণ কর্ণ করিল সন্ধান
দেখি কুরু হরিষ বদন॥
বুঝিয়া বিষম কাজ বাধা দিল মদ্ররাজ
ভাগিনার প্রাণ পরিত্রাণ।
শুন কর্ণ বীরবর অন্যায় সন্ধান কর
না মানিয়া করিল সন্ধান॥
ক্রোধমুখে বোলে কর্ণ নয়ন অরুণ বর্ণ
মারিলেন সেহি পোবিনিষ্ট। (?)
মহাক্রোধে সেহিশর স্থাপিয়া ধনুরপর
উপদেশ বোলয় অনিষ্ট॥
অর্জ্জুন করহ বধ দেখুক যে সর্ব্বলোক
এহি বুলি এড়ে কর্ণ শর।
গগন মণ্ডলে বাণ যেন অগ্নির সমান
ব্যস্ত হৈল দেখি দামোদর॥

বাণরূপ সুসম্মা নাগ হইতে অর্জ্জুনের পরিত্রাণ।

দেখি নারায়ণে রথ পায়েত চাপিল।
হাটু পাড়ি ঘোড়া পাছে ভূমিত বসিল॥
দেখিয়া প্রশংসে দেব সিদ্ধ বিদ্যাধর।
মহাদিব্য কিরীট শোভয় শিরপর॥
বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত কিরীট অনুপাম।
সেহি যে কিরীট ইন্দ্র পার্থে দিল দান॥
সেহি ত কিরীট কাটি পাড়িল সত্বরে।
দেখি মহা লজ্জা পাইল পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
রণমধ্যে কৌরবে করয় জয়কার।
আজি সে অর্জ্জুন কৃষ্ণ হইব সংহার॥
দেখিয়া হরিষ হৈল রাজা দুর্য্যোধন।
মহা মহা অস্ত্র কর্ণে করন্ত সন্ধান॥
মহা বাণে আচ্ছাদিল বীর অর্জ্জুনেরে।
রুধির বহয়ে ধারে পার্থের শরীরে॥
মহাক্রোধে পার্থেক বোলেন নারায়ণ।
মহাবাণে কর্ণে মারি করিয়ো নিধন॥
ক্রোধ হৈল অর্জ্জুনের হৃদয় বিশাল।
কর্ণের উপরে অতি করে শর জাল॥
কর্ণ শৈল্য কুরুবল সবে আবরিল।
মহাবীর কর্ণ পাছে শর সংহারিল॥
রামে দিল দিব্য শর করিল প্রহার।
অর্জ্জুন বধিব বুলি মারে দিব্য শর॥
অর্জ্জুনে করয় বাণ অতি খরষাণ
বাণে বাণ হানি শর করে সংহারণ॥
রন্ধ্রে যে বিরন্ধ্রে যুদ্ধ করে দুই জন।
দন্তে দন্ত ঘসি মিশাবয় গজে যেন॥
দেখিয়া দুহার রণ কাঁপে যোদ্ধাগণ।
বজ্র বাণ ধরি পার্থে করিল সন্ধান॥
সেহি বাণে মুর্চ্ছিত হৈল কর্ণ বীর।
ক্ষেণেকে চেতন পায়া গর্জ্জিয়া উঠিল॥

অথ পুনঃ সুসম্মা নাগের বাণরূপ ধারণ।

ক্ষেণেকে চেতন পাইল বিজয় ধনুক লৈল
অর্জ্জুনেক মারে খরতর।

শরেতে বিন্ধিল তনু খসিল হাতের ধনু
বিশ্রুতি করিল পার্থবীর ॥
গোবিন্দ সাপক্ষ হৈল অর্জ্জুন চৈতন্য পাইল
মহা অস্ত্র ধনু লৈল করে।
পুনঃ গেল সর্প বাণ কর্ণ বীর বিদ্যমান
যোড় হাতে কহে কর্ণে তবে ॥
যোড় মোক আর বার পার্থেক করো সংহার
শুনি পুছে কর্ণ মহারাজ।
বাণরূপে কেবা তুমি শুন পুছিয়ে আমি
নাগ বলে শুন কহোঁ কাজ ॥
খাণ্ডব দহিল যবে মাতৃক বধিল তবে
সর্প সুসম্মা নাম মোর।
হাসি হাসি কর্ণ বোলে শুন সর্প এহিকালে
তুমি যদি বধ পার্থ বীর ॥
পরের পৌরুষ ধরি কর্ণে না যুঝিব করি
যদি শত অর্জ্জুন বধয়।
হেন শুনি সর্প বোলে না করিহ অবিফলে
মহাদানী তুমি মহাশয় ॥
এতেক ব্যগ্রতা করো দিয় [illegible]ান বীরবর
পান করো রক্ত অর্জ্জুনের।
সদয় হৃদয় কর্ণ শর নিল ততক্ষণ
আকর্ণ পুরিয়া ধনুর্দ্ধর ॥
অগ্নির সমান বাণ আইসে অতি অনুপাম
দেখি চমকিত সর্ব্বজন।
জানিয়া সর্পের তত্ত্ব কহে কৃষ্ণ মহাসত্ত্ব
ঝাটে অস্ত্র করহ সন্ধান ॥
পূর্ব্ববৈরী আসে সর্প করি মহা বীরদর্প
ঝাটে তাকে কর পরাজয়।
এড় হ গরুড় বাণ ইন্দ্র দিল তোকে দান
কাটি বাণে সর্প কর ক্ষয় ॥
কৃষ্ণের বচন ধরি তবে পার্থ অস্ত্র করি
মহা সর্প করিল দুঃখান।
পড়িল সুসম্মা নাগ সভাসদ জন আগ
দেবগণ দেখিল তখন ॥

অথ কর্ণের রথচক্রগ্রাস ও কর্ণের নিধন।

ব্যক্ত হৈল ব্রহ্মশাপ কর্ণ হৈল মনস্তাপ
পৃথিবী গ্রাসিল রথচক্র।
চক্ষের পড়য়ে নীর মহাদুঃখী কর্ণ বীর
বিধাতা হইল জানি বক্র ॥
হরি হরি দৈব বিধি যুদ্ধ মোর লৈল সিদ্ধি
ধাতা মোক বঞ্চিত করিল।
ভুবনেত অনুপাম কি কৈব রথের নাম
হেন রথ পৃথিবী গ্রাসিল ॥
বোলে কর্ণ ধনুর্দ্ধর শুন পার্থ বীরবর
মুহূর্ত্তেক করহ বিশ্রাম।
রথের উপরে তুমি ভূমিত পড়িল আমি
জানিলহো তোমার মরম ॥
তোমাকে না করি ভয় শুন শুন ধনঞ্জয়
ভয়ে আমি না বুলিয়ে তোক।
বিধি মোকে হৈল বক্র পৃথিবী গ্রাসিল চক্র
ধর্ম্ম হয়ে ক্ষেমা কর মোক ॥
শুনিয়া কর্ণের বাণী ক্রোধে বলে চক্রপাণি
বিপত্তি কালত বল ধর্ম্ম।
একবস্ত্র রজঃস্বলা দ্রুপদ কুমারী বালা
সভামধ্যে নিলা কোন ধর্ম্ম ॥
শকুনি সৌবল সনে মহাক্রুর দুর্য্যোধনে
কপটে রচিল পাশা সারি।
সত্যবন্ত যুধিষ্ঠির ধার্ম্মিক তার শরীর
কোন কর্ম্ম করিলা বিচারি ॥

অভিমন্যু গেল রণে   বেড়ি তুমি সাতজনে
বিষ দিয়া মার বৃকোদর।
জৌগৃহ দাহন করি   বধিবার ছল করি
তবে কোন ধর্ম্মক বিচার॥
শুনিয়া কৃষ্ণের বাণী কর্ণ বীরবর।
শরবৃষ্টি আচ্ছাদিল অর্জ্জুন উপর॥
হৃদয়ে বাধিল পার্থ মূর্চ্ছা গেল রথে।
ব্যস্ত হৈল নারায়ণ ত্রিদশের নাথে॥
দেখি অবসর পায়া কর্ণ মহাবীরে।
পৃথিবীত নামি চক্র ধরে দুই করে॥
নাড়িতে নারিল রথচাকাক সত্বর।
ভূমিত পশিল চক্র দেখে কর্ণ বীর॥
কত ক্ষণে চৈতন্য হইলেন ধনঞ্জয়।
দেখিয়া পার্থক কৃষ্ণ বুলিল বিনয়॥
ঝাণ্টে মার বাণ যুড়ি কর্ণ মহাবলী।
এহি শুনি বাণ লৈল করি কৃতাঞ্জলি॥
মন্ত্র পড়ি মহা বাণ যুড়িল অর্জ্জুন।
যত ধর্ম্ম করিয়াছি দিল তার পুণ্য॥
সেহি বাণে কর্ণেক কাটিল ধনুর্দ্ধর।
রথের উপরে কর্ণ পড়িল সত্বর॥

অথ কর্ণের মৃত্যুতে দুর্য্যোধনের মনস্তাপ।

সন্ধ্যাকালে পৈল কর্ণ   গগন শোণিত বর্ণ
দেখি কুরুদলে হাহাকার।
যেন সূর্য্য সূর্য্যসুত   পড়ি আছে পৃথিবীত
মুখবর্ণ করে চমৎকার॥
রথ লয়া মদ্রপতি   দুর্য্যোধনে কহে প্রতি
শুন কর্ণ হইল নিধন।
শৈল্যমুখে শুনি বাণী   কর্ণের মরণ জানি
মূর্চ্ছাগত হৈল দুর্য্যোধন॥
দেখি তারে বীর গণ   ধরি তোলে দুর্য্যোধন
জল আনি ঢালিলেন মাথে।
সুস্থ হয়া মহাবীরে   হা! হা! কর্ণ মাত্র করে
ঘনে ঘনে বিভোল নিপাতে॥
না শুনিল গুরু বোল   কালে আসি দিল কোল
নির্ব্বংশ হৈল মোর বাপ।
কর্ণ হেন সখা মরে   কে ধরিবে যুধিষ্ঠিরে
একেশ্বরে রৈলোঁ মুঞি পাপ॥
কর্ণ হেন সখা মৈল   রণে হৈল অকুশল
আর মোর নাহি জয়আশ।
চল সবে বীর গণ   যার আছে যে ভুবন
মুঞি চলি যাও বনবাস॥
অশ্বত্থামা বীরবরে   আশ্বাসিল কুরুবরে
না করহ মনে অভিমান।
রজনী প্রভাতে যাই   রণ জিনিয়া তাই
পাণ্ডবক করিব নিধন॥
এহি বলি কুরুদল   করি সবে মহাবল
গেল সবে আপন বসতি।
নাহি বাদ্যভাণ্ড গান   সবে হৈছে মূর্চ্ছাপন
কর্ণশোকে বিমোহিত অতি॥
যতেক পাঞ্চাল গণ   শঙ্খ বায় ঘনে ঘন
নাচে গায় সবে কুতূহলে।
উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল   উল্লসিত পাণ্ডুদল
প্রতিজ্ঞা সাধিলোঁ সবে বলে॥
রথে চড়ি যুধিষ্ঠির   দেখে গিয়া কর্ণ বীর
মহাবীর পড়িয়াছে রণে।
কৃষ্ণক করিলা স্তুতি   যুধিষ্ঠির নরপতি
দেখি এবে সুস্থ হৈলা মনে॥
আজি সে পৃথিবী পালোঁ আজি সে নৃপতি হৈলোঁ।
আজি সে করিব পরাক্রম।

কর্ণবীর মহাবলে পড়ি গেল রণস্থলে
সংগ্রামে সাক্ষাৎ যেন যম ॥
অর্জ্জুনেক দিয়া কোল গোবিন্দক বোলে বোল
আজ হৈতে বিপক্ষ সংহার।
আজি জান ধর্ম্মপতি পাইল সব বসুমতী
প্রসাদত জানিলো তোমার ॥
ইষ্ট আলাপ যত পাসরিল তাপ যত
কুতূহলে শিবির আসিলা।
আনন্দিত পাণ্ডুদল নৃত্য গীতে কুতূহল
যার যেহি শিবিরেক গেলা ॥
বিজয় পাণ্ডব নাম পূণ্য কথা অনুপাম
শুনিলে অধর্ম্ম হৈব নাশ।
ভারতের কথা সার যেন অমৃতের ধার
রামকৃষ্ণ পদ কর আশ ॥

ইতি শ্রী কর্ণপর্ব্ব সমাপ্ত ॥

স্বস্থান রাঙ্গামাটির বড়ুয়া নৃপতি।
তার আজ্ঞাপরমাণে হৈল সমাপতি ॥
রতি রামের সুত শ্রীগোপীনাথ দাসে।
লিখিল হ কর্ণপর্ব্ব পরম হরিষে ॥
সাধুর চরণে মোর কোটি নমস্কার।
বাড়াটুটা দোষ পাইলে ক্ষেমিবা আমার ॥
সন যে দ্বাদশ আর আটাইশ বাঙ্গলা।
রোজ জান বুধবার ভাটি প্রহর বেলা ॥
কার্ত্তিকের সংক্রান্তি পঞ্চমী তিথি।
কৃষ্ণ পক্ষে কর্ণপর্ব্ব হইল সমাপতি ॥

ওঁ গণেশায় নমঃ।

অথ শৈল্যপর্ব্ব লিখ্যতে।

অথ শৈল্যকে সেনাপতি পদে অভিষেককথা।

কর্ণ যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
মহা দুঃখে দুর্য্যোধন চিন্তে মনে মন॥
হা! হা! কর্ণ করিয়া কান্দয়ে দুর্য্যোধন।
সভাক বোলন্ত রাজা কাতর বচন॥
ধনুশর এড়িয়া কান্দয় বীরগণ।
নিরুৎসাহ হইল বড় রাজা দুর্য্যোধন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভগদত্ত মহাবল।
সম্মুখ সংগ্রামে গেল ছাড়ি ভূমণ্ডল॥
জিনিলো পৃথিবী আমি কৈলো বহু কর্ম্ম।
নীতিশাস্ত্র দেখিয়া পালিলো ক্ষেত্রি ধর্ম্ম॥
কর্ণ হেন বীর মৈল বিফল জীবন।
মরিল চৌষট্টী ভাই যত বন্ধুগণ॥
এহি বলি কাঁদে রাজা সজল নয়নে।
প্রবোধেন তাক পুন দ্রোণের নন্দনে॥
অশ্বত্থামা কৃতব্রহ্মা কৃপ মহামতি।
মুখে জল দিয়া যে তুলিল নরপতি॥
উঠ উঠ দুর্য্যোধন রাজরাজেশ্বর।
আমরা জিনিয়া দিব ধর্ম্ম নৃপবর॥
তোমার গদার তেজ বিদিত ভুবন।
গদাবেগ সহে ওয় আছে কোনজন॥
অশ্বত্থামা বীর দেখ ইন্দ্রসমসর।
কে যুঝিবে তার সঙ্গে সংগ্রাম ভিতর॥
সেনাপতি করি দেহ করুক সংগ্রাম।
পৃথিবীতে না থুইব পাণ্ডবের নাম॥
না কর সন্তাপ রাজা স্থির কর মন।
অসন্তোষ কর রাজা কিসের কারণ॥
সেনাপতি করি দেহ করি সবে রণ।
কৃষ্ণ সমে ধরি দিব পাণ্ডবনন্দন॥
হেন শুনি দুর্য্যোধন মনে করি সার।
শৈল্যরাজাসম যোদ্ধা কেহ নাহি আর॥
মনে গুণি দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাক পুছে।
সেনাপতি করি হেন কোন বীর আছে॥
কাকে সেনাপতি করি পাই সমহিত।
কহ গুরুপুত্র মোক সংগ্রাম পণ্ডিত॥
মনে গুণি অশ্বত্থামা করিল বিচার।
মদ্ররাজসম বীর কেহ নহে আর॥
আপন ভাগিনা হয় পাণ্ডবতনয়।
তাহাক এড়িয়া আইল শৈল্য মহাশয়॥
কৃষ্ণার্জ্জুন পাণ্ডব জিনিব একেশ্বরে।
শৈল্যসম বীর নাহি পৃথিবী ভিতরে॥
করিয়া মন্ত্রণা দুর্য্যোধন নরপতি।
শৈল্যগৃহে গেল গুরুপুত্রের সংহতি॥
অশ্বত্থামা বলে দুর্য্যোধনের সম্মতে।
যোড়হস্ত করি বলে শৈল্যের সাক্ষাতে॥
কৃপা কর মাতুল করহোঁ যোড় হাত।
সকল সৈন্যের তুমি হও যেন নাথ॥
রণমুখে হৈবা তুমি বাহিনীর পতি।
তোমাক পূজিব জান সকল নৃপতি॥

কৌরববচন শুনি বলে মদ্ররাজ।
পাণ্ডব জিনিয়া দিব কত বড় কাজ॥
ভীম ধনঞ্জয় দুই নির্ভয় শরীর।
মুঞি রণ কৈলে কেহ না হইবেক স্থির॥
দেবাসুর গন্ধর্ব্ব মনুষ্য বিদ্যাধর।
আমাকে জিনিতে না পারিবে পুরন্দর॥
কিন্তু জগন্নাথ হরি সহায় তাহার।
তে কারণে না পারি পাণ্ডব জিনিবার॥
মহাব্যূহ করিয়া করিব মহারণ।
যাহাক না দেখিয়াছে পার্থ জনার্দ্দন॥
শৈল্যের বচনদর্প শুনি কুরুপতি।
অভিষেক করিয়া করিল সেনাপতি॥
নানা বাদ্যভাণ্ড কৈল সিংহনাদ বীরে।
হরিষে না ধরে শৈল্য সকল শরীরে॥
শৈল্যরাজ দেখিয়া সকলে করে স্তুতি।
তুষ্ট হৈল কুরু বল দেখিয়া সম্প্রতি॥
তবে শৈল্য বুলিল করিয়া অহঙ্কার।
আজি রণে করিবহো পাণ্ডব সংহার॥
অথবা পাণ্ডব বাণে স্বর্গে আমি যাব।
আজি মুঞি রণ করি পৃথিবী কাঁপাব॥
যুধিষ্ঠির শুনিলেন বৃত্তান্ত সকল।
কৃষ্ণক কহেন কথা ধর্ম্ম মহাবল॥
শৈল্যক করিল সেনাপতি কুরুবরে।
প্রতিজ্ঞা করিল শৈল্য সভার ভিতরে॥
হেন জানি করহ কুশল সন্নিধান।
শুনিয়া বলেন কৃষ্ণ করিয়া গুমান॥
আমি জানি শৈল্যের যতেক পরাক্রম।
যেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ নহে তার সম॥
তাহাক বধিব হেন নাহি কোন জন।
আপনে মর্দ্দিবা তাক ধর্ম্মের নন্দন॥

রজনীত শৈল্য রাজা হৈল সেনাপতি।
সর্ব্বসৈন্য লৈল রাজা করিয়া সংহতি॥
গজ, বাজী, ধ্বজ, ছত্র পতাকা বিশাল।
শৈল্য সেনাপতি নড়ে সব মহীপাল॥
অশ্বত্থামা কৃতব্রহ্মা কৃপ মহামতি।
আর যত যোদ্ধাগণ লইলেক সংহতি॥
মহারাজা দুর্য্যোধন সার কৈল মনে।
অহঙ্কারে না শুনিল নিকট মরণে॥
মহা কলরব করি চলি যায় রণে।
ইষ্ট, মিত্র, বন্ধু জন না মানে বচনে॥
একেশ্বরে যে যায় পাণ্ডবের রণে।
পঞ্চ মহাপাতক পাবয়ে সেই জনে॥
সাক্ষাতে ঈশ্বর আছে পাণ্ডবের সনে।
তার সঙ্গে কে যুঝিব না জানে অজ্ঞানে॥
না জানয় ভাল মন্দ দুষ্ট নরপতি।
রণেত প্রবেশ কৈল লয়া সেনাপতি॥
বিপরীত আশা করি রাজা দুর্য্যোধন।
যুঝিবার যায় রাজা লয়া সেনাগণ॥
মহাব্যূহ পাতিলেক শৈল্য মহারথী।
অশ্বত্থামা, কৃতব্রহ্মা কৃপ মহামতি॥
দুর্য্যোধন, সত্যসেন আর মহাবল।
সুরসেন, বৃহন্তর আর অবিকল॥
সহস্র কুঞ্জর আর অশ্ব শতে শত।
একাদশ সহস্র সংগ্রামে সাজে রথ॥
সহস্রেক রথ সাজে করি কলবল।
সহস্রেক কুঞ্জর সাজিল মহাবল॥
অশ্ব নব পদ্ম, পদাতি যে সে বৃন্দেক।
অবশেষ সেনা পাণ্ডবের অতিরেক॥
জীবন উপেক্ষি রণ অশ্ব গজে করে।
মহা মিশা মিশি রণ করয়ে সত্বরে॥

কলরবে সৈন্য পড়ে রক্তে নদী বহে।
কৌরব মর্দ্দন করে পৃথিবী না সহে॥
জীবন উপেক্ষি রণ করে যোদ্ধাগণ।
না লিখিলো তাক আমি বাহুল্য কারণ॥
ভীমসেন ধনঞ্জয় করে শঙ্খধ্বনি।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত্যকির সিংহনাদ শুনি॥
শৈল্যেক মারিতে যায় রাজা যুধিষ্ঠির।
সহদেব, নকুল সাজিল দুইবীর॥
বৃহৎবল উপরে করয়ে শরজাল।
কাটিল সারথি ধ্বজ পড়িল ভূপাল॥
শৈল্যের অগ্রেতে পড়ে রাজা বৃহৎবল।
ভাইর মরণ দেখি হইলেক ব্যাকুল॥
সুরসেন মণিমস্ত করে মহাশর।
হাতে খড়েগ কাটে তাক নকুল কুমার॥
সত্যসেন নৃপতির কাটে চারি হয়।
ধনু কাটিলেক সে নকুল মহাশয়॥
খড়গ এড়ি পুনি শক্তি ধরিলেক করে।
শক্তি ফেলি মারে সত্যসেনের উপরে॥
পড়িলেক সত্যসেন রণের ভিতর।
হাতে ধনু করি মণিমস্ত নৃপবর॥
মহা অর্দ্ধচন্দ্র বাণ মারি খরতর।
ভূমিত পাড়িল মণিমস্ত নৃপবর॥
তিন বীর কাটিল সোদর তিন ভাই।
কৌরবের সেনাগণ ভয়ভ্রান্ত হই॥
পলায় সকল সেনা চতুর্দ্দিকে ধায়।
নকুলের বাণে কেহ পাছ লাগি চায়॥
আশ্বাসিয়া সেনা সব রাখে সেনাপতি।
যুধিষ্ঠির ধরিবার যায় শীঘ্রগতি॥
যুধিষ্ঠিরে বিন্ধিলেক সকল শরীর।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় বৃকোদর বীর॥

অথ ভীমের সহিত শৈল্যের গদাযুদ্ধ।

শৈল্যের বিনাশ হেতু চিন্তে মনে মন।
গিরিসম গদা গোট ধরিল তখন॥
যেহি গদা ধরি বীর জিনে যক্ষ রক্ষ।
গজবাজী মনুষ্য মারিল লক্ষ লক্ষ॥
হেন গদা বিভূষিত বজ্রসমোসর।
সেই গদা হাতে লৈল বীর বৃকোদর॥
গিরিশৃঙ্গ বিদারিল সর্ব্ব লোকে জানে।
তাকে লয়া যুদ্ধ আরম্ভিলন্ত তখনে॥
কুবেরক জিনিলন্ত যাকে হাতে করি।
সেহি গদা হাতে লৈল বিক্রমে কেশরী॥
মহা সুমঙ্গল গদা দেখিতে শোভন।
স্থানে স্থানে শোভে নানা রত্ন মণিগণ॥
তাহা লয়া গন্ধর্ব্ব নাশিল একেশ্বরে।
সেহি গদা হাতে লৈল বীর বৃকোদরে॥
গদা হাতে করি যায় সৈন্য মারিবার।
যমদণ্ডসম গদা পৃথিবী সঞ্চার॥
গদায়ে করিল চূর্ণ সৈন্য অশ্বচারী।
ভীমকে তোমর মারে মদ্রঅধিকারী॥
কবচ ভেদিয়া তার শরীর ভেদিল।
মহাবল ভীম সেন তাক উফাড়িল॥
সারথিক মারে ভীম গদার প্রহার।
রথসমে সারথিক কৈল চুরমার॥
লম্ফ দিয়া শৈল্যরাজ ভূমিত পড়িল।
ভীমের বিক্রম দেখি বিস্ময় হৈল॥
গদাযুদ্ধে শৈল্যরাজ ভুবনে বিখ্যাত।
সর্ব্বলৌহময় গদা লৈল বাম হাত।
অচল পর্ব্বত যেন অগ্রত রহিল।
দুই বীরে গদাযুদ্ধে অগ্নি উথলিল॥

যুদ্ধ করে দুই বীরে পর্ব্বতসমান।
গদা-ঘাতে শরীর হৈল খান খান॥
শৈল্য ভীমে দুই জনে কিছু নহে উণ।
ভীমে শৈল্যে গদাযুদ্ধে কে রণে নিপুণ ?
গদাযুদ্ধে দুই বীরে করন্ত মণ্ডলি।
আক্রান্তে করন্ত যুদ্ধ দুই মহাবলী॥
গদাঘরিষণে দুহে করন্ত মণ্ডলী।
বিজুলী চটকে যেন দুই মহাবলী॥
দুই মহাহস্তী যেন দন্তে দন্ত ঘসি।
দুই বীরে গদাযুদ্ধ করন্ত আক্রোশি॥
সর্ব্বাঙ্গে রুধির বহে গদার প্রহারে।
দেখিয়ে গগনে যেন নির্ঘাত সঞ্চরে॥
আর বাণ ধরি কতো মারন্ত নির্ঘাত।
দুই মহা যুদ্ধ করে দেখিয়া প্রখ্যাত॥
নানা বাণে নানা যুদ্ধ করে দুই জন।
দেখিয়া বিশ্রুতি হৈল সকলের মন॥
দুই মহা রণে রোল করে হাহাকার।
প্রলয় কালেত যেন জগত সংহার॥

অথ শৈল্যর সহিত যুধিষ্ঠিরের যুদ্ধ।

ভীম সেন এড়িয়া গেলন্ত মদ্রনাথ।
যায়া যুধিষ্ঠিরক মারন্ত লঘু হাত॥
যায়া যুধিষ্ঠিরের কাটিল শরাসন।
দেখি ধর্ম্মে আর ধনু লৈলন্ত তখন॥
মনরথ নামে যে শৈল্যের রথী নাম।
কাটিয়া পাড়িল তাক ধর্ম্ম অনুপাম॥
শর ঘায়ে ধর্ম্মের খানিক নাহি ত্রাস।
দশ বাণে হৃদি বিন্ধে ধর্ম্মের নৈরাশ॥
যুধিষ্ঠির পড়িল দেখিল সব বীরে।
একেবারে ধাইল সব শৈল্যের উপরে॥
মহাকোপে শৈল্য রাজা শর লৈল করে।
সাত্যকির ধনুশর কাটিল সত্বরে॥
উল্লাসিত সর্ব্বসৈন্য দেখি দুর্য্যোধন।
শৈল্য আজি করিবেক পাণ্ডব নিধন॥
মহাক্রোধে যুধিষ্ঠির হাতে লৈল শর।
চন্দ্রসেন রাজাক মারিল শীঘ্রতর॥
দেখি মহাক্রোধে শৈল্য হাতে লৈল শর।
পাণ্ডবের সেনা কাটি পাড়িল বিস্তর॥
যুদ্ধে না পারিয়া সে সাত্যকি অবসাদ।
রণ জিনি শৈল্য রাজ করে সিংহনাদ॥
কেহ শক্ত না হৈলন্ত শৈল্য জিনিবার।
হাতে ধনু করি আসে ধর্ম্ম মারিবার॥
অশ্বত্থামা সঙ্গে যুঝে বীর ধনঞ্জয়।
কাহার নাহিক ভঙ্গ জয় পরাজয়॥
অশ্বত্থামা ছাড়ি ক্রোধে আসিল অর্জ্জুন।
কোপে আকর্ষিলা বীর মহাবাণগণ॥
না দেখিয়ে শর চাপ না দেখিয়ে টোন।
মহা বাণে আচ্ছাদিল মারিল বাণগণ॥
শতে শতে রথ পাড়ে শতে শতে গজ।
লক্ষ লক্ষ অশ্ব পাড়ে সহস্রেক ধ্বজ॥
পৃথিবী অগম্য হৈল শোণিতে কর্দ্দম।
কৌরবের সৈন্য মধ্যে বীর হৈল যম॥
কৃপ, কৃতব্রহ্মা আর না পারন্ত রণে।
রাখিতে না পারে সৈন্য রাজা দুর্য্যোধনে॥
সহস্রে সহস্রে সৈন্য সংগ্রামে সংহারে।
যুগান্তের যম যেন পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
সবাকে বুঝায়া বোলে কৌরবের পতি।
সংগ্রামে বিমুখ হৈলে নরকে বসতি॥
ইথে কোন দোষ আছে করহ বিচার।
পাণ্ডবের হাতে নাহি কাহার নিস্তার॥

পলাইতে না যুয়ায় রণে কর মন।
কতেক আছয় সৈন্য কত যোদ্ধাগণ॥
তবে কৃতব্রহ্মা বলে শুনহে রাজন।
দশ লক্ষ আছে রথ সপ্ত যোদ্ধাগণ॥
পঞ্চ লক্ষ কুঞ্জর আছয়ে অবশেষ।
লক্ষ সহস্র পদাতি আছয়ে সুবেশ॥
শুনি আইলা দুর্য্যোধন লয়া সেনাগণ।
গদার প্রহারে ভীম মারে যোদ্ধাগণ॥

অথ ভানুনৃপতি ও শকুনির নিধন।

কৌরবের সেনাপতি ভানু নৃপবর।
গজেন্দ্রে চড়িয়া আইল রণের ভিতর॥
সাত্যকি সহিতে বড় আছিল নিঃশব্দ।
সাত্যকি সহিতে মারে তার সেনা অর্দ্ধ॥
গদা লয়া ভীমসেন গজেন্দ্র সংহারে।
মহারণ করে ভানুসেন নৃপবরে॥
ক্ষুর বাণে সাত্যকি কাটিল তার শির।
সংগ্রামে পড়িল ভানুসেন নৃপবর॥
ভানুসেন রাজা পৈল কুরুগণ ধায়ে।
পর্ব্বতের মেঘ যেন বায়ুতে উড়ায়ে॥
সহস্রেক রথ নাশে গজ শতে শত।
গদার বাড়িয়ে ভীম মারিল সমস্ত॥
দেখি তাক শকুনি ধাইল ততক্ষণ।
মহা খরতরে সহদেবক তাড়েন॥
সাত বাণে কলেবর বিন্ধিল ধর্ম্মের।
দশ বাণে বিন্ধিলেক তনু বিরাটের॥
ক্রোধে যুধিষ্ঠিরে যে কাটিল ধনুশর।
মহা খড়েগ সহদেব কাটে তার শির॥
লাজ পাইল দুর্য্যোধন শকুনি মরণে।
শরে হানি সহদেব কৈল খান খানে॥

মহারণে সহদেব প্রতাপে পণ্ডিত।
দুর্য্যোধনধ্বজ কাটি কৈলো মূর্চ্ছিত॥
না পালাও দুর্য্যোধন ধরি ধনুশর।
না পলাও না পলাও শুনরে বর্ব্বর॥
কপটে খেলিয়া পাশা জিন ধর্ম্মরাজ।
তার ফল পাইবা আজি দেখিব সমাজ॥
রণত কাতর কেনে হৈলা রে বর্ব্বর।
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া যাহ প্রাণের কাতর॥
অবিরোধ(১) কুলাঙ্গার শুনরে অধম।
আজি সে যাইবা তুমি যমের ভবন॥
সহদেব কুমারের অহঙ্কার শুনি।
হাতে অস্ত্র করি পাছে ধাইল আপনি॥
মহা অস্ত্রে সহদেবক হানিলন্ত পুনু।
শরে হাণি নৃপতির বিদারিল তনু॥
অবশেষ আছে যত রাজার কুমার।
যুঝিতে আসিল সবে হাতে ধনুশর॥
দেখি তাসম্বাক বৃকোদর কুতূহল।
আনন্দেতে গদা গোটা লৈল মহাবল॥
গদা ধরি মহাকোপে করিল প্রহার।
কারো হস্ত কারো পদ ভাঙ্গিল দুর্ব্বার॥
অষ্ট শত হয় মারে গজেন্দ্র প্রধান।
মহারথী রথ মারে পবন সন্তান॥
একা ভীমসেনে সৈন্য মর্দ্দয়ে সকল।
তাক দেখি দুর্য্যোধন হৈ গেল বিকল॥
নরহরি বলেন পাণ্ডব বিদ্যমানে।
অবশেষ শত্রুক না রাখ আজি রণে॥
আজি করো দুর্য্যোধন রাজাক সংহার।
আজি হৌক বসুমতী সকলে তোমার॥

(১) কোমল প্রিয়

এই কথা শুনি তবে মহাধনুর্দ্ধর।
কৌরব উপরে পাছে কৈল বহু শর॥
সর্ব্বসৈন্যে ত্রিগর্ত্তে বেড়িল ধনঞ্জয়।
ভাই সনে সুশর্ম্মা নৃপতি মহাশয়॥
সৈন্যকর্ম্মা নাম তার ভাই সহোদর।
মাথা কটিলেক তার পবন কুমার॥
পত্ম বীর পড়িল দেখিল কুরুবল।
শরে আবরিল ভীম শরীর সকল॥
অর্জ্জুনের শর যেন বজ্রের প্রহার।
কুরুগণ পড়ে যেন দেখি অন্ধকার॥
পড়িল ত্রিগর্ত্তসৈন্য লিখিতে না পারি।
মহা কোপে আইল পুন শরবৃষ্টি করি॥
অশ্বত্থামা, কৃতব্রহ্মা, কৃপ, দুর্য্যোধন।
ত্রিগর্ত্তসৈন্যের সঙ্গে হৈল ঘোর রণ॥
যুধিষ্ঠিরসঙ্গে পাছে হৈ গেল সংগ্রাম।
ভুবনবিখ্যাত যুদ্ধ অতি অনুপাম॥
দুই মহা সিংহ যেন করে ঘোর রণ।
অতি ধনুর্দ্ধর পুনু সংগ্রামে নিপুণ॥
অশোক, কিংসুক যে দুহার কলেবর।
অতি কোপে শর সান্ধে শৈল্য ধনুর্দ্ধর॥
যুধিষ্ঠির ভীমক বিন্ধিল একেবারে।
কবচ কাটিল ভুজদণ্ডক বিদারে॥
ক্ষুর বাণে কাটিল হাতের শরাসন।
সারথি কাটিল পাছে ধর্ম্মের নন্দন॥
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডব সকল।
মহাভয়ে শৈল্যবীর মূর্চ্ছাগত হৈল॥
মুণ্ড তাড়িল খড়গ ধর্ম্ম মহাবল।
মহা সিংহনাদ করে পাণ্ডব সকল॥
দুই হস্ত পসারিয়া পৈল শৈল্য বীর।
ঝলকে ঝলকে উঠে বদনে রুধির॥

মদ্ররাজ পড়িল কৌরবসেনাপতি।
তাহার কনিষ্ঠ ভাই আইলা শীঘ্রগতি॥
অনেক মারিল বাণ রাজার উপর।
ধর্ম্মরাজ কাটিল হাতের ধনুশর॥
ক্ষুরবাণে মস্তক কাটিল ততক্ষণে।
পড়িল শৈল্যের ভাই গজেন্দ্র প্রমাণে॥
নারায়ণী সেনা আর সংসপ্তক গণে।
মহাকোপে অর্জ্জুন কাটিল জনে জনে॥
একাদশ অক্ষৌহিনী হারাইল পরাণ।
এহি মতে হৈল পাছে কৌরব নিধন॥
ভোজরাজ্যের রাজা কৃতব্রহ্মা নৃপবর।
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, কৃপ ধনুর্দ্ধর॥
এহি তিন জন মাত্র উভারিল রণে।
পড়িল কৌরব সেনা ভঙ্গ দুর্য্যোধনে॥
গদা হাতে করি বীর পূর্ব্ব মুখে ধায়ে।
অনলে বেড়িলে যেন হরিণী পলায়ে॥
ধায়া যায় দুর্য্যোধন পবনের বেগে।
নগরেত পাইল গিয়া সঞ্জয়ের আগে॥
দুর্য্যোধন বলে মোর কহিয়ো সম্বাদ।
পড়িল সমস্ত সৈন্য পাইল অবসাদ॥
(১)বিদ্যমানে অনলে করিব প্রবেশ।
পাণ্ডবে হরিল রাজ্য প্রাণ মাত্র শেষ॥
এহি বলি দুর্য্যোধন করয়ে ক্রন্দন।
মহা হ্রদে প্রবেশিল কৌরব নন্দন॥
গম্ভীর অগাধ জল হাতে গদাধরি।
হ্রদমধ্যে প্রবেশিল মহা অহঙ্কারী॥
হেন কালে রথ চড়ি আইল শীঘ্রগতি।
কৃতব্রহ্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা মহামতি॥

---

(১) বিদ্যমানে—বর্ত্তমানে।

নগর ভিতর যায়্যা দেখিল সঞ্জয়।
জিজ্ঞাসিল কোথা আছে নৃপ মহাশয়॥
সঞ্জয় কহিল তবে সকল বৃত্তান্ত।
যেন মতে কৌরবের হৈলেক অন্ত॥
তিন রথী মিলিয়া চলিল ততক্ষণ।
যথা আছে দুর্য্যোধন কৌরবনন্দন॥
ভারতের পূণ্য কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার॥
বৈশম্পায়ণ বদতি যে জন্মেজয় স্থানে।
শৈল্যপর্ব্ব সমাধান হৈল এহি খানে॥
শুন সভাসদ পদ ভারত কথন।
বল রাম রাম পাপ হৌক বিমোচন॥

ইতি শৈল্যপর্ব্ব সমাপ্ত।

ওঁ গণেশায় নমঃ।

অথ গদাপর্ব্ব লিখ্যতে।

অথ দ্বৈপায়ণহ্রদে দুর্য্যোধন রাজার পলায়ন।

তার পাছ কথা কহি শুন সাবধানে।
পুনরপি গদা পর্ব্ব হইল যেমনে॥
সমর জিনিয়া যুধিষ্ঠির নৃপবর।
আপন শিবির লাগি গেলেন সত্বর॥
যথা আছে দুর্য্যোধন গেল তিন জন।
দেখিলেন যায়া তিন শোকাকুলমন॥
দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশিল দুর্য্যোধন।
মহাশোক অপমানে দুঃখ করি মন॥
গদার প্রহারে বীর জলক নিবারি।
হ্রদত প্রবেশ কৈল রাজা অধিকারী॥

দুর্য্যোধনের অদর্শনে যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ

ভ্রাতৃবন্ধু সহিতে সে রাজা যুধিষ্ঠির।
দুর্য্যোধন রাজা চাহি(১) ফিরে সব বীর॥
বন উপবন ভ্রমিল যত দেশ।
না পাইল রাজা দুর্য্যোধনের উদ্দেশ(২)॥
কোন কর্ম্ম কৈলোঁ আমি মারিয়া সমাজ।
পুনরপি দুর্য্যোধন আসি লৈব রাজ॥
পুনর্ব্বার আসিয়া করিব ঘোর রণ।
পার না হৈলোঁ আমি সাগর দুর্গম॥
সকলেক আলোচিয়া পুছে ধর্ম্মরাজ।
কোথা তিন বীর দুর্য্যোধনের সমাজ(৩)॥

হ্রদে গিয়া তিন বীর বিপুল শরীরে।
দুর্য্যোধন রাজাক বলয়ে ধীরে ধীরে॥
শুন মহারাজা রণে না করিবা ভয়।
চারি মিলি মারিবহো বিপক্ষ দুর্জ্জয়॥
আমি তিন বীর রৈতে নাহি কোন ডর।
পুনরপি চারি বীরে করিব সমর॥
যদি ধনঞ্জয় জিনি পুনি রাজ্য পাব।
সমরে পড়িলে পুন স্বর্গপুরে যাব॥
এহি জানি রাজা তুমি রণে দেহ মন।
চারি জনে মহারাজা জিনি শত্রুগণ॥
হেন শুনি বোলয়ে নৃপতি দুর্য্যোধন।
শুন মহারথী সব আমার বচন॥
সমুদয়ে প্রাণ রাখি আছি চারি বীর।
শরঘায়ে পোড়ে মোর সকল শরীর॥
শুন শুন মহারথী আমার বচন।
আজি নিশি বঞ্চি কালি করিব ঘোর রণ॥
দুর্য্যোধন বচন শুনিয়া দ্রোণ সুত।
সত্যঅঙ্গীকার বীর করিল বহুত॥
এহি কথা আলাপে আছিল চারিজন।
পশু মারিবার ব্যাধ গেল সেহি বন॥
অরণ্যেতে ব্যাধ পাছে মৃগয়া করয়।
মৃগ মারি জলপানে সেই হ্রদে যায়॥
শুনিল সকল কথা সেই দুরাচার।
ব্যাধ বলে শুভ দিন হৈল আমার॥

---

(১) চাহি—খুঁজিয়া।
(২) উদ্দেশ—খোঁজ।
(৩) সমাজ—সঙ্গে।

যাক অন্বেষিয়া ফিরে রাজা যুধিষ্ঠির।
হ্রদেত পালায়্যা আছে দুর্য্যোধন বীর॥
তিন বীর রাজা যত কহিল কথন।
সকলি শুনিল দুরাচার ব্যাধ জন॥
শুনিয়া আনন্দ হৈল ভীমসেন চিত্ত।
ধর্ম্মরাজ স্থানে গিয়া জানাইল ত্বরিত॥
জলমধ্যে প্রবেশ করিল মহাবল।
কুলের অঙ্গার দুর্য্যোধন অতিবল॥
ভীমের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতৃর সহিতে হৈল আনন্দ শরীর॥
যথা জলমধ্যে আছে পাপ দুর্য্যোধন।
তথা লাগি সব বীর করিল গমন॥
কৃষ্ণ আগ করিয়া সকলে গেল চলি।
পাণ্ডুর নন্দন ধনঞ্জয় মহাবলী॥
সৈন্যের আন্দোল রোল শুনে কোলাহল।
মহা শব্দে বাদ্যভাণ্ড করে উতরোল॥
সর্ব্বসৈন্যে বেড়ি যায় রাজা যুধিষ্ঠির।
যথা আছে মহাপাপী দুর্য্যোধন বীর॥
কটকের মহারোল হৈল মনে ভীত।
শুনি চারি বীর পাছে হৈল বিপরীত।
কৃতব্রহ্মা কৃপ বোলে হৈল অকাজ।
সর্ব্বসৈন্য সহিতে আইসে মহারাজ॥
এবে কি করিবে আর না দেখি উপায়।
কোন আজ্ঞা দেহ কুরু দুর্য্যোধনরায়॥
দুর্য্যোধনে বোলে তোরা হইও অন্তর।
মুঞি মায়া করি থাকোঁ জলের ভিতর॥
রাত্রি অবশেষে আমি যাব রণস্থান।
পুনরপি যুঝিব হইয়া সাবধান॥
রাজার আদেশে ছাড়ি গেল তিন বীর।
হেন সময়েত তথা আইল যুধিষ্ঠির॥
হ্রদমধ্যে ভীমে যায়া সবাকে পুছয়।
জলমধ্যে পাপাশয় কোথাত আছয়॥
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বলেন শ্রীহরি।
মায়াময় দুর্য্যোধন আছে মায়া করি॥
মায়া করি আছে পাপ জলের ভিতর।
আর কোন মতে দেখা না পাইবা তার॥
মায়া করি ইন্দ্ররাজ অহল্যা ছলিল।
বিষ্ণু মায়া করি বলী পাতালে পশিল॥
উপায়ত পরে কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
চিন্তহ উপায় রাজা আমার বচনে॥
নারায়ণ বলে মায়া জানে দুর্য্যোধন।
কহিওক মন্দ ছন্দ নিন্দা যে বচন॥
অশেষ প্রকারে নিন্দা দুরক্ষর বুলি।
এহি যে মন্ত্রণা করি দুর্য্যোধন তুলি॥
ভ্রাতৃবন্ধু বান্ধব মারিলা নিরন্তর।
পরক মারিয়া তুই হইলা কাতর॥
উঠ উঠ ওরে দুর্য্যোধন দুরাচার।
ভয় ছাড়ি সমরত উঠিও সত্বর॥
দেশে দেশে গেল তোর পৌরুষের খ্যাতি।
সেই সব পরিহর কেন দুষ্টমতি॥
কি কারণে হৈলা কুরু কুলে অবতার।
নিজবাহুবলে তুমি শাসিলা সংসার॥
সবাকে তর্জ্জন যে গর্জ্জিস্ শতবার।
এবে কেন জলত লুকাইলে দুরাচার॥
আপনে পণ্ডিত তুই বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম।
নৃপতির ধর্ম্ম নহে পলাইবার কর্ম্ম॥
সমর সাগরে যেহি ক্ষেত্রি হয় পার।
মনে জানি চাহ রাজা নিগম (১) বিচার॥

---

(১) শাস্ত্র।

মিত্র বন্ধু বান্ধব ভ্রাতৃ যে মাতুল।
সবাকে মারিয়া তুমি করিলা নির্ম্মূল ॥
ভীম তোর মারিল সোদর শত ভাই।
আর কি জিনিতে আশ কর মোর ঠাঁই ॥
রিপুকে দেখিয়া কেন পরিহর রণ।
যতেক করিলা দর্প সবে অকারণ ॥
হেন জানি উঠি রণ করহ আপুনি।
আপনার বীরত্ব সফল হেন মানি ॥
কর্ণ শকুনির হাতে বুলিলা বচন।
তার ফল ভুঞ্জ আরে পাপ দুর্য্যোধন ॥
নানা মত দুরক্ষর বুলিলা নৃপতি।
শুনি দুর্য্যোধন পাছে জ্বলিল সম্প্রতি ॥
ধিক মোর জীবন নিষ্ফল অহঙ্কার।
হেন নিন্দাবাক্য প্রাণে না সহন্ত আর ॥
বোলে দুর্য্যোধন রাজা বিপুল শরীর।
শুন শুন মহাসত্ত রাজা যুধিষ্ঠির ॥
সুরাসুর মনুষ্য সবাতে আছে ভয়।
স্বরূপে জানিবা তুমি করিয়া সংশয় ॥
যদি হেন স্বরূপে কহিলা নরনাথ।
একাএকি রণশক্তি দেহ ত আমাত ॥
সংগ্রামত তুরঙ্গ সারথি হৈল হত।
হেন জন নাহি আর যুঝে সংগ্রামত ॥
নাহি জয় আমার জীবনে নাহি আশ।
সমরত আমি বড় হৈয়াছোঁ হতাশ ॥
সে কারণে জলে লুকাইলোঁ মহারাজ।
পলাইল পাত্র মিত্র পদাতিসমাজ ॥
যদি পাণ্ডবক পারোঁ জিনিতে সম্প্রতি।
তবে পুন সর্ব্বরাজ্য পাইব বসুমতী ॥
যদি সমরেত হত হৈব নরপতি।
তবে সুখে চলিবন্ত স্বর্গ (অমরাবতী) অম্রাবতী ॥

পুনরপি বোলে দুর্য্যোধন মহাবীর।
তুমি জ্যেষ্ঠ বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ যুধিষ্ঠির ॥
যাহাকে ছাড়িয়া পৃথিবী শাসিলো বনেথাই।
সমরে পড়িল মোর উনশত ভাই ॥
ধনে জনে বলে হীন হৈলোঁ মহীতলে।
হত হৈল ক্ষেত্রির সকল সৈন্য বলে ॥
অশোভিত হৈলো আমি বিধবা সদৃশ।
আর রাজ্য করিবার নাহিক হরিষ ॥
যদ্যপি দারুণ রণে জিনিব সকল।
পাণ্ডুসুত সব যে পাঞ্চাল যত বল ॥
দ্রোণসেনাপতি মোর রণে হৈল হত।
কহিতে না পারি যে কর্ণের গুণ যত।
পাণ্ডবশতেক যার সংগ্রাম অগ্রত।
হেন সব পড়িলেক অন্যায় যুদ্ধত ॥
তার পাছে কেনে মোর জীবন না যায়।
ছার রাজ্যসুখ মোর অনলপরায় (১) ॥
তপস্বী হইব আমি ব্রত অনুসরি।
মহাদাতা যুধিষ্ঠির ভুঞ্জ বসুন্ধরী ॥
শুনি পাছে যুধিষ্ঠির হাসিতে লাগিল।
বহুবিধ নিন্দা দুর্য্যোধনেক বুলিল।
আরে দুর্য্যোধন ক্ষেমাবন্ত হৈলা বড়ে।
যদি শীলা কোমল শৃগাল কভু এড়ে ॥
শকুনির বচনক করিলা প্রত্যয়ে।
কিসক এতেক ধর্ম্ম বোল পাপাশয়ে ॥
আপনি মাগিলোঁ রাজ্য তোমাত বিশেষ।
বনবাসে যত দুঃখ দিলা অতি ক্লেশ ॥
সেকালে ত গ্রাম এক না দিলা অধম।
এখন ছাড়িলা কেনে রাজ্য অকারণ ॥

(১) পরায়—প্রায়।

মাগিলাম গ্রাম পঞ্চ পঠায়া শ্রীহরি।
অঙ্গুলিক পৃথিবী না দিলা গর্ব্ব করি॥
তোহোর কথাত মোর বড় লাগে লাজ।
কত না কহিস রাজা হাস্যাস্পদ কাজ॥
আপনে মাগিলোঁ হৈলা প্রাণের কাতর।
এবে পৃথিবীর কিবা হৈবাক প্রকার॥
সূচ্যগ্রত যত পৃথ্বী পার ভেদিবার।
বিনা রণে কদাপি না দিবো রাজ্যভার॥
এহি বুলি নিশ্চয় কহিলা সাতবার।
এবে কেন জলে লুকাইলা দুরাচার॥
সবাকে তর্জ্জিয়া রাজা বোলে পুন পুন।
নিন্দা কুবচন তোরা বোল দুর্য্যোধন॥
এবে কেনে জলে ডুবি আছ সঙ্কুচিত।
অবশ্য মারিব তোক নাহি সমোদিত॥
তোহোক মারিতে ক্ষেমা নাহিকে আমার।
হেন জানি উঠি রণ করো দুরাচার॥
হেন নিন্দা যুধিষ্ঠির বোলে কুবচন।
নারিল সহিতে তাক রাজা দুর্য্যোধন॥
ঘনে ঘনে নিশ্বাস ছাড়য়ে কোপ মনে।
অপাণ্ডবা পৃথিবী করিব ঘোর রণে॥
শুন যুধিষ্ঠির তুমি রথীয়ে বেষ্টিত।
একা একি আছো মুঞি সারথি বর্জ্জিত॥
একাকী সমর তুমি নারিবা জিনিতে।
অনিচ্ছায় রণ তোরা না পার করিতে॥
একাকী সমরে তোক না করোহ ভয়।
আছুক তোমার ভাই ভীম ধনঞ্জয়॥
অপর যতেক তোর নৃপতি সকল।
একেশ্বরে লীলায়ে বধিব সবেদল॥
এহি শুনি যুধিষ্ঠির বুলিল বচন।
আপনে জানহ ধর্ম্ম রাজা দুর্য্যোধন॥

তোর বল ভুজপরাক্রম সমুদায়ে।
মহা যোদ্ধা তোর গুণ কহন না যায়ে॥
সাধু সাধু দুর্য্যোধন বীর শিরোমণি।
তোমার বীরত্বে আর ঢাকিল মেদিনী॥
উঠি একাএকি যুদ্ধ কর মহাবল।
দেব ঋষি গন্ধর্ব্ব দেখুক কুতূহল॥
পুনরপি বোলে দুর্য্যোধন মহাবীর।
শুন শুন দাদা ধর্ম্মনৃপ যুধিষ্ঠির॥
হয় হস্তী সেনাগণ রথ নাহি দাদা।
কেবল আমার হাতে আছে এক গদা॥
গদাযুদ্ধ করিবার করহ নিশ্চয়।
মোর সনে যুঝিবেক কোন মহাশয়॥
এহি শুনি পুনরপি বোলে যুধিষ্ঠির।
উঠি তুমি যুদ্ধ এবে কর মহাবীর॥
গদা লয়া আসি তুমি করহ সমর।
যার লগে ইচ্ছা তাকে যুঝ নৃপবর॥
প্রবোধ পাইয়া বোলে রাজা দুর্য্যোধন।
গদাযুদ্ধ দেউক মোক ভীম অমর্ষন॥
অর্জ্জুন নকুল সহদেব যুধিষ্ঠির।
নারিব সহিতে মোর গদার প্রহার॥
একে একে পাণ্ডবক রণত বধিব।
রিপুগণ মারি হৃদিশেল উদ্ধারিব॥
পুনঃ পুনঃ উঠিবার বোলে যুধিষ্ঠির।
উঠি ভীমসেন সঙ্গে গদা যুদ্ধ কর॥
এহি শুনি হরিষ হইল দুর্য্যোধন।
হাতে গদা ধরিলেক বীর রঙ্গমন॥
সুবর্ণ খচিত গদা রত্নে ভরিপুরি।
দীপ্ত করে কুরুরাজ যেন হিমগিরি॥
মহাভুজ আস্ফাল করয় মহাশয়।
উঠিল মৈনাক যেন দেখি লাগে ভয়॥

করে ধরি উঠিলেক ভয়ঙ্কর গদা।
দরশনে রিপুগণ ভয় হৈল তদা॥
নিদারুণ গদা গোটা লোহায়ে গঠিত।
স্থানে স্থানে শোভে গদা কাঞ্চনে মণ্ডিত॥
গদা হাতে করি রাজা সূর্য্য হেন জ্বলে।
দেখিয়া পাণ্ডব দল হইল বিকলে॥
মহাকোপে যুধিষ্ঠিরে বোলে নারায়ণ।
দেখি ভয়যুক্ত তুমি হৈলা কি কারণ॥
অসম্ভব কথা কেনে বল যুধিষ্ঠির।
যাক মনে রুচে তার সনে যুদ্ধ কর॥
তোমার বচনে যদি বোলে কুরুরায়।
অন্যের সহিতে আর যুদ্ধ না যুয়ায়॥
তুমি রাজা আমি রাজা করিয়ে সমর।
তবে কোন উপায় করিবা নৃপবর॥
কুরুবরসহ তুমি নহ সমসর।
জিনিতে তোমার শক্তি না হইব সত্বর॥
যদি ভীম দুর্য্যোধনে হয় গদারণ।
তবে কথঞ্চিত কিছু রক্ষার কারণ॥
ভীম ব্যতিরেক আন সম নাহি বীর।
দুই মহাবলবন্ত বিপুল শরীর॥
তথাপিত ভীমসেন নহে সমসর।
গদাযুদ্ধবিশারদ কুরু নৃপবর॥
যদি কথঞ্চিৎ দুহে করয়ে সমর।
হয় বা না হয় জয় বীর বৃকোদর॥
শুন ভীমসেন তুমি কুন্তীর কুমার।
জান রাজ্যভার আজি হৈলেক তোমার॥
এহি শুনি ভীমসেন করিল বিনয়।
ভকতবৎসল তুমি না করিহ ভয়॥
আজি মোর বীরত্ব দেখিবা নারায়ণ।
গদাযুদ্ধে মারো আজি রাজা দুর্য্যোধন॥
এহি বুলি কৃষ্ণ পদে নমি ভীমসেন।
হরিষে বোলয় শুন ধর্ম্মের নন্দন॥
হৃদয়ের শেল আজি উদ্ধারিব যুদ্ধে।
আজি হৈতে রাজ্য তুমি ভুঞ্জ অবিরোধে॥
এহি বুলি গদা হাতে লৈল ভীমসেন।
বৃত্রাসুর বধিবার ইন্দ্ররাজ যেন॥

অথ ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ।

তাহা দেখি সম্মুখ হৈল কুরু বীর।
মহারাজা ভুজবল বিপুল শরীর॥
শুন রে পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন দুরাচার।
গদায়ে ভাঙ্গিব তোর ভুজঅহঙ্কার॥
রজঃস্বলা বরনারী পাঞ্চাল কুমারী।
সভাতে আনিয়া লাজ দিলা পাপাচারী॥
শকুনির বচনে করিলা যত কর্ম্ম।
তার ফল ভুঞ্জিবাহা শুন কুলাধম॥
শুনি অহঙ্কারে দুর্য্যোধন বোলে সর্ব্ব।
কি কারণে ভীম তুমি কর মদগর্ব্ব॥
আজি যদি পুনরপি যাহ প্রাণ রাখি।
তবে এত দর্প কর সর্ব্ব লোকে দেখি॥
সম্মুখ সমরে যে প্রতিজ্ঞা আছি করি।
পাণ্ডবদহন গদা করে আছোঁ ধরি॥
যথোচিত বচন বুলিল দুর্য্যোধন।
শুনিয়া প্রশংসা করে যত রাজাগণ॥
একেশ্বর শক্রমধ্যে করে গদা ধরি।
ভীমসেন বীরক তর্জ্জয়ে হেন করি॥
সম্মুখ হৈলেক ভীম আগে দুর্য্যোধন।
করে গদা ধরি দুই বীরে রঙ্গমন॥
তীর্থযাত্রা হইতে আইল বীর হলধর।
শুনিলেন ভীম দুর্য্যোধনের সমর॥

শুনিয়া দেখিতে আইলা রোহিনীনন্দন।
বলভদ্র দেখিয়া বন্দিল নৃপগণ ॥
নৃপগণ সহিতে চলয়ে হলধর।
তারাগণ মধ্যে যেন শোভে শশধর ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে দেখিয়া হলধর।
ইতো স্থানে না করিবা সমর সত্বর ॥
সমরউদ্যোগ কুরুক্ষেত্রে হৈল জানি।
মহামুনি মুখে শুনিয়াছি ত কাহিনী ॥
সেই স্থানত যার হয়ে সমরে বিনাশ।
চিরকাল হয়ে তার স্বর্গপুরে বাস ॥
নদীতীরে না হয় ত সংগ্রামের স্থান।
তথা গিয়া সংগ্রাম করুক দুই জন ॥
রামের বচন সবে শিরত ধরিল।
যুধিষ্ঠির সৈন্যসমে কুরুক্ষেত্রে গেল ॥
হাতে গুরুতর গদা করি মহাবীরে।
শরীরতে সানা টোপ বায় ধীরে ধীরে ॥
মহামত্ত সিংহ বীর ধীরে ধীরে যায়।
স্থানে স্থানে কাঞ্চন শোভয়ে সর্ব্ব গায় ॥
আকাশত দেবগণ সিদ্ধ বিদ্যাধরে।
সাধু সাধু দুর্য্যোধন বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
পাণ্ডবের মধ্যে এক দুর্য্যোধন রায়।
নাহি ভয় ভীতি যায় মাতঙ্গপরায় ॥
নৃপগণ সমুদয়ে রাজা যুধিষ্ঠির।
হরিষ সবার মুখ দেখে সব বীর ॥
সভাসদে চাহেন দেখিয়া রঙ্গমনে।
মিলিল দারুণ যুদ্ধ ভীম দুর্য্যোধনে ॥
অন্তরে অন্তরে দুই বীরে করে ধরি ॥
পুন হারি দুই বীরে করে জড়াজড়ি ॥
গদাত গদাক মারে শুনি মহা চোট।
ঝাকে ঝাকে অগ্নি জ্বলে যেন উল্কা গোট ॥

দুইর প্রহারে দুই ব্যথিতশরীর।
ভাঙ্গয়ে ললাট কটি পৃষ্ঠ পদ শির ॥
ক্ষেণে ধরে ক্ষেণে এড়ে ক্ষেণে শ্রুতিপাত।
দুই মহাবলবন্ত হুতাশে পীড়িত ॥
দুইর শরীর হৈতে পড়য়ে রুধির।
ক্ষেণে এড়ে ক্ষেণে যুদ্ধ করে দুই বীর।
পুনরপি সমর লাগিল ভয়ঙ্কর।
চক্রাকার করি ফিরে দুই গদাধর ॥
মহাচক্র চক্রাকারে ফিরায়ে দুর্য্যোধনে
ভীমের উপরে গদা তাড়ে কোপ মনে ॥
গদার প্রহারে ভীমসেন মহাশয়।
মূর্চ্ছিত হৈল বীর চৈতন্য হারায় ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল ভীমসেন।
পুনরপি ধায়ে বীর মত্ত সিংহ যেন ॥
মহা অপমানে কোপ বাড়িল নিঃশেষে।
দুর্য্যোধন রাজার তাড়িল কণ্ঠ দেশে ॥
বিপরীত চোট পায়া হৈয়া অশকতি।
ধরণীমধ্যত জানু পাড়িল নৃপতি ॥
পুনরপি চৈতন্য পাইল দুর্য্যোধন।
মহাক্রোধে উঠি রাজা করয়ে গর্জ্জন ॥
এহি বুলি গদাক ফিরায়ে সাত বার।
গদাঘায়ে আজি তোক করিব সংহার ॥
এহি বুলি প্রহার করিল মহাবলে।
সেই গদা ঘায়ে ভীম পৈল ভূমিতলে ॥
সেহি স্থানে পড়ি ভীমে হৈল বিহ্বল।
বিমাত(১) দেখিয়া ভীম কম্পিত সকল ॥
অচেতন দেখি ভীম দুর্য্যোধন বীর।
তাহার উপরে গদা না করিল আর ॥

---

(১) বিমাত—কথাবন্ধ

কৃষ্ণ আদি করিয়া যতেক রথিগণ।
হাহাকার শব্দ করে অতি শোকমন ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল মহাবীর।
গদা অবলম্বি ধরণীত হৈল স্থির ॥
দারুণ প্রহার ভীম পায়া দৃঢ়তর।
রুধিরমিশ্রিত হৈল সর্ব্ব কলেবর ॥
দুই হাতে মুছে বীর চক্ষের রুধির।
হীনবল হৈল ভীম ব্যথিত শরীর ॥
পাছে ভীমে দুর্য্যোধনে হৈল ঘোর রণ।
ভীত হৈল নৃপতি পাণ্ডব সেনাগণ ॥
যুদ্ধ সমাধান নহে ভীম দুর্য্যোধনে।
অর্জ্জুনে পুছয়ে পাছে দেব নারায়ণে ॥
শুন মোর বচন সুদৃঢ় হৃষীকেশ।
সমর করিতে কিছু নাহি সমাবেশ ॥
দুই বীর তরুণ দারুণ নিদারুণ।
কেবা হারে কেবা জিনে না জানি কারণ ॥
অর্জ্জুন বচন পাছে শুনি নারায়ণ।
পাণ্ডবের হিতবাক্য বুলিল বচন ॥
শুনিও প্রাণের সখা বচন নিঃশেষ।
দুই একগুরু শিষ্য তুল্য উপদেশ ॥
রণে পরাক্রমে ভীম ডাট তার হাড়।
মহাবল পাণ্ডুসুত বিক্রমে প্রগাঢ় ॥
গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধন অধিক কুশল।
দুই মহাবলবন্ত বিক্রমে অনল ॥
উচিত সমরে কুরু জিনন না যায়।
হেন জানি ধনঞ্জয় চিন্তহ উপায় ॥
প্রতিজ্ঞা করিছে পূর্ব্বে বীর বৃকোদর।
গদায়ে ভাঙ্গিব উরু করিয়া সমর ॥
তাহার সময় হৈল করুক সাফল।
উরুভঙ্গ করিয়া মারুক কুরুবল ॥

কেশবের বাক্য পাছে শুনি ধনঞ্জয়।
আনন্দিত হৈল তবে অর্জ্জুন দুর্জ্জয় ॥
দুর্য্যোধন সঙ্গে যুদ্ধে নারে ভীমসেন।
ভীমকে সঙ্কেত কৈল পাণ্ডুর নন্দন ॥
আপন উরুত ধনঞ্জয় দিল তালি।
উরুভঙ্গ করিয়া মারহ সত্য পালি ॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া ভীমসেন।
যমদণ্ড গদাক ফিরায়ে ঘনে ঘন ॥
দুই জনে আস্ফালন করয় বিচক্ষণ।
পুনরপি গদা হাতে ধায়ে দুই জন ॥
পুনরপি গদা ঘায়ে ভীম মহামতি।
দশদিশ অন্ধকার দেখে পাণ্ডুপতি ॥
গদাঘাতে অচেতন ভীমসেন দেখি।
না মারয় দুর্য্যোধন রণক উপেক্ষি ॥
চৈতন্য পাইল পাছে ভীম মহাবীর।
গদা অবলম্বিয়া ভূমিত হৈল স্থির ॥
দুর্য্যোধনবধ মনে করে গদা ধরি।
কতেক স্মরেণ ধর্ম্ম বোলে হরি হরি ॥
উচিত সমরে কুরু জিনন না যায়।
সমকক্ষ রণে তার পতঙ্গ পরায় ॥
সমর নিয়ম আছে গদার নিশ্চিত।
যতেক প্রহার করে নাভির উর্দ্ধত ॥
ধর্ম্ম না মানিয়া ভীম করিল প্রহার।
নাভি অধে গদা পুন মারিল দুর্ব্বার ॥
মহা কোপে গদাগোট যুদ্ধে নিদারুণ।
উরুতে মারিল গদা হৈল উরু চূর্ণ ॥
ইন্দ্র যেন গিরিক ভাঙ্গিল বজ্রাঘাতে।
উরু ভাঙ্গি কুরুপতি পড়ে পৃথিবীতে ॥
কদলীর তনু উরু দেখি সর্ব্বক্ষণে।
কামে জর্জ্জরিত হয়া ভজে নারীগণে ॥

হেন উরু ভাঙ্গিয়া পড়িল কুরু পতি।
মহাশব্দ হৈল তবে কাঁপে বসুমতী ॥
অন্যায় সমরে পড়ি গেল কুরু সুত।
অমঙ্গল উল্কাপাত হৈল বহুত ॥
বিপরীত বায়ু বহে নির্ঘাত সদৃশ '
বন্ধুগণ কান্দে যত হৈয়া বিমর্ষ ॥
প্রহারিয়া ভীম সেন বুলিল বচন।
শুন রে মুগধ দুষ্ট পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন ॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীক কৈলা পরাভব।
তার ফল ভুঞ্জরে পাপিষ্ঠ আজি সব ॥
এহি বুলি মাথে তার মারিলেক লাথি।
উরু ভঙ্গে পড়িয়া রহিলা কুরুপতি ॥
তাহার মাথার মণি ভাঙ্গিলা চরণে।
পাষাণ হৃদয় তার মহা নিদারুণে ॥
কান্ধে গদা করি পড়িয়াছে মহাবীরে।
বাম পদে লাথি মারিলেক তার শিরে।

অথ দুর্য্যোধনের পতনে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ।

কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির মহাশয়।
দেখি মহা শোকাকুল হৈল অতিশয় ॥
ভীমকে বিস্তর পাছে বোলে ধর্ম্মরাজ।
এত বড় কুকর্ম্ম করিলা সভামাঝ ॥
জানিবা পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
বিশেষ আমায় হয়ে ভাই জ্ঞাতিজন ॥
কেনে তাক চরণে মারিলা কুলাধম।
মারিলাহা কুরুপতি যুদ্ধ অনিয়ম ॥
অন্যায় সমরে যদি না মারিলা হয়।
তবে কি জিনিয় দুর্য্যোধনক নিশ্চয় ॥
মূর্চ্ছিত হৈলে তুমি না করে সমর।
অন্যায় মারিলা তাক শুন রে বর্ব্বর ॥

সসাগরা পৃথিবীর নৃপ অধিপতি।
কি কারণে সভাতে মারিলা তাক লাথি ॥
এহি বুলি ধর্ম্ম কান্দে করিয়া বিলাপ।
ধরণীত পাড়িয়া রহিলা কেনে বাপ ॥
প্রচণ্ড অনল কেনে হৈল প্রভাহীন।
যত রাজলক্ষণ তোমাতে আছে (চিহ্ন) চিন ॥
জলধ মুকুট মণি কিরণ পরায়।
এহেন শোভিত মণি ধরণী লোটায় ॥
সসাগরা পৃথিবীর হৈলা অধিকারী।
ভূমিত পড়িয়া রৈলা সব পরিহরি ॥
তোমাতে খুঁজিলো গ্রাম কৃষ্ণক পাঠায়া।
শকুনির বোলে গ্রাম না দিলা ছাড়িয়া ॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলা বোল।
গুরু বাক্য না মানিলা মৃত্যু দিল কোল ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া প্রবোধিব শতেক রমণী ॥
পুত্রশোকে অন্ধরাজা হৈবেক বিকল।
ভোকে (১) ভাত না খাইব পিয়াসত জল ॥
কান্দে সব রাজাগণ যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি দেয় রাজা দুর্য্যোধনে ॥
ভ্রাতৃ পুত্র শোক মহা সহন না যায়।
ভাই ভাই বুলি রাজা কান্দে উচ্চরায় ॥
এতেক বিলাপ করে পাণ্ডবের পতি।
যুধিষ্ঠির প্রবোধেন আপনে শ্রীপতি ॥
কি কারণে ক্রন্দন করহ গুণনিধি।
এহি দুর্য্যোধন রাজা দুষ্ট মন্দবুদ্ধি ॥
সে কালত দুষ্টে না ধরিল কার বোল।
বিষ দিয়া ভীমসেনে করিল বিভোল ॥

---

(১) ক্ষুধায়

ভ্রাতৃ বন্ধু বান্ধব মারিল কুরু রায়ে।
দুর্য্যোধন চরিত্র কহন না যায়ে॥
অনেক প্রকারে রিপু গেল রসাতল।
হেন ছার লাগি তুমি কান্দহ বিকল॥
এহি সব কথা যদি কৈল নারায়ণ।
শুনি মহা ক্রোধ হৈল রাজা দুর্য্যোধন॥
দুই বাহু পৃথিবীত জাঁতি দিল ভর।
অনেক যতনে ভূমে বসিল নৃপবর॥
শুন রে অর্জ্জুন তুমি ধর্ম্মক না রাখি।
দুরাচার ভীমকে ঠারিয়া দিলা আঁখি॥
তোমার বচনে যে পাপিষ্ঠ পাণ্ডু সুত।
অন্যায় সমরে মোর মারিল বহুত॥
কর্ণ ভূরিশ্রবা শল্য ভীষ্ম গুরু দ্রোণ।
অন্যায় সমরে সে মারিলা নারায়ণ॥
ধিক যে অচ্যুত তোর জীবনে ধিক্কার।
যেন আমি তেন জান পাণ্ডুর কুমার॥
তুমি সে মারিলা মোর সকল সমাজ।
আমাক মারিয়া তুমি পাইলা কোন কাজ॥
হেন শুনি কেশবে বুলিল অতিশয়।
শুন শুন দুরাচার গান্ধারীতনয়॥
আপনে বিনাশ হৈলা অধর্ম্মের ফলে।
মহামতী দ্রৌপদিক আনিলা তুমি বলে॥
তোমার অধর্ম্মে মৈল সর্ব্ব নৃপগণ।
তোর পাপে মৈল জান কর্ণ ভীষ্ম দ্রোণ॥
যতেক অধর্ম্ম কৈলা স্মরি চাহ মনে।
সপ্তরথী অভিমন্যু মারিলা কেমনে॥
আপনে গেইনু আমি তোমার সদনে।
মাগিলাম গ্রাম আমি ধর্ম্মের কারণে॥

অঙ্গুলিক প্রমাণ না দিলা বসুমতী।
এবে সে বান্ধব ক্রুর গেল তোর কুতি (১)॥
কেশবের বচন শুনিয়া দুর্য্যোধন।
অন্তেও না ছাড়ে রাজা এ দর্পবচন॥
শাস্ত্রে বেদে পুরাণে জানি লো ধর্ম্মবাণী।
অবশ্য মরণ আছে শুন চক্রপাণি॥
সসাগরা পৃথিবী জিনিলো বিদ্যমান।
দান যজ্ঞ করিলোঁ বহুত কৈলোঁ দান॥
ক্ষেত্রি হয়া ক্ষেত্রি ধর্ম্ম পালিল সকলে।
মোহোর সমান রাজা নাহি ক্ষিতিতলে॥
স্বর্গে যাব সঙ্গতি লইয়া রাজাগণ।
বিধবা হৈল পৃথ্বী জান নারায়ণ॥
শূন্য হৈল ধরণী নাহিক প্রজাগণ।
এহি বলি নিঃশব্দ হৈল দুর্য্যোধন॥
হেন অধর্ম্ম কৈল দেব যদুপতি।
দেখিয়া লজ্জিত হৈল ধর্ম্ম নরপতি॥
অন্যায় সমর কৈল ভীম বৃকোদর।
শুনিয়া কোপিত হৈল বীর হলধর॥
অন্যায় সমরে মারে দেখি হলধর।
হাতত লাঙ্গল লৈল সুমেরুশিখর॥
সর্ব্বথা মারিব আজি ভীম দুরাচার।
জানি অপকর্ম্ম করে অগ্রতে আমার॥
এহি বুলি লাঙ্গল ধরিল হলধর।
ভীমকে মারিতে যান্ত (যায়) দেখে গদাধর।
হেন দেখি নারায়ণ উঠিল সত্বর।
আকোলি (২) ধরিলন্ত বীর হলধর॥
কোপ পরিহর দাদা শুনহ উত্তর।
পাণ্ডবর প্রিয় নাহি সংসার ভিতর॥

(১) কোথায়।
(২) দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া।

বিশেষ প্রতিজ্ঞা কৈল বীর বৃকোদর।
উরুভঙ্গ করিয়া মারিতে কুরুবর॥
(১) বিশেষ দেবতার আছে পূর্ব্বশাপ।
ভীমে উরু ভাঙ্গিবে পাইবে মনস্তাপ॥
সত্য অঙ্গীকার বীর পালিল সকল।
এহি সে কারণে উরু ভাঙ্গে মহাবল॥
ক্ষেত্রি হয়া ক্ষেত্রিধর্ম্ম পালিল সত্বর।
এত উপতাপ না যুয়ায় করিবার॥
কৃষ্ণের বচনে কোপ সম্বরিল রাম।
দুর্য্যোধনপ্রশংসা করিল অনুপাম॥
নিন্দা করি ভীমক বলিল হলধর।
ধিক তোর জীবন জানিবা বৃকোদর॥
পরম দারুণ কর্ম্ম কৈলা ভীমসেন।
ধরণীত পড়ি তুমি হারাইলা চেতন॥
থাকিলেক দুর্য্যোধন রণ পরিহরি।
তুমি তাকে মারিলা অন্যায় যুদ্ধ করি॥
হেন ছার সভাক থাকিতে না যুয়ায়।
এহি বলি রাম পাছে দ্বারিকাক যায়॥
নিন্দা করি ভীমকে চলিল হলধর।
একে রথে গেলা রাম দ্বারিকা নগর॥
দুর্য্যোধন পৈল হৈল দেবগণ তুষ্টি।
ধর্ম্মের উপরে দেবে কৈল পুষ্পবৃষ্টি॥
যুধিষ্ঠির লয়া গেল নৃপতি সমাজ।
বিবর্ণবদনে গেল ধর্ম্ম মহারাজ॥
যার যে শিবিরে গেল সব পাণ্ডুদল।
হেন কালে সূর্য্য অস্ত হৈল সন্ধ্যা কাল॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
বৈশম্পায়ন কহে কথা জন্মেজয় স্থান॥
(২) শুনিয়োক সর্ব্বজন ছাড়ি আন কাম।
পাতক ছাড়ুক ডাকি বোল রাম রাম॥

ইতি গদাপর্ব্ব কথা সমাপ্ত অথ সৌপ্তিক পর্ব্ব লিখ্যতে॥

---

(১) বিশেষে মৈত্রমুনি তাকে দিল শাপ।
ভীমে উরু ভাঙ্গিবে পাইবে মহাতাপ॥

(২) মহাভারতের কথা শুন সর্ব্ব-জন।
ইহলোকে সুখ হয় স্বর্গেতে গমন॥

ওঁ গণেশায় নমঃ।

অথ সৌপ্তিকপর্ব্ব লিখ্যতে।

মহারাজা দুর্য্যোধন পড়ি গেল যবে।
তিন মহারথী তথা আসিলেন তবে॥
দুর্য্যোধনে দেখিলেক ভূমির উপর।
উরুভঙ্গে গড়াগড়ি করে নৃপবর॥
মহাদুঃখে পড়ি আছে রাজা দুর্য্যোধন।
দেখিয়াত তিন বীর করয়ে ক্রন্দন॥
মহারাজা দুর্য্যোধন রাজা তুমি সুলক্ষণ
কুরুবংশে রাজরাজেশ্বর।
তোমার দেহের দুঃখে সহা না যায় বুকে
দেহ দেহ তুমি প্রত্যুত্তর॥
পৃথিবীর রাজা হয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া
কেন আছ কুরু অধিকারী।
কোটি কোটি গজবাজী লক্ষে লক্ষে সেনা সাজি
সবে যায়ে ওয় আগে করি॥
হৈল হেন ছারখার প্রেতের ভূতের আর
গৃধ্র কঙ্ক শৃগাল আহার।
মহা শোভা উরুদেশ নারী দেখি ভূলে শেষ
তরুণী না ছাড়ে পাশ যার॥
যুধিষ্ঠির ভীমসেন অন্যায় করিল যেন
মহা পাপী হৈল সব জন।
ন্যায় যুদ্ধ পরিহরি অন্যায় সমর করি
করিলেক তোমার নিধন॥
নানাভোগ ভুঞ্জি কৈলা বহুত বিলাস।
তোমার বিয়োগ দুঃখ মনেত হুতাশ॥
একাদশ অক্ষৌহিণী যত নৃপবর।
তুমি সব লয়া যাহ আমা থৈয়া ঘর॥
দ্বিতীয় সুরপতি তুমি রাজা দুর্য্যোধন।
হেন নৃপতির হৈল এমত মরণ॥
বৃদ্ধ অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র ওয় বাপ।
গান্ধারী জননী তোর পাইল বড় তাপ॥
নিরন্তর শত কন্যা করিব ক্রন্দন।
হেন নিদারুণ আমি সহিব কেমন॥
এতেক বিলাপ করি কান্দে তিন বীর।
গড়াগড়ি দেয় রাজা বিকল শরীর॥
অশ্বত্থামা বীরের ক্রন্দন রাজা শুনি।
দুর্য্যোধন রাজা পাছে বুলিলেক বাণী॥
বিধির লিখন কর্ম্ম খণ্ডন না যায়।
হেন জানি সমাধান কর মহাশয়॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিলোँ বাহুবলে।
যতেক নৃপতি খাটে মোর ছত্রতলে॥
যুদ্ধর কালত কাকো না করিলোँ ভয়।
নানা দান নানা যজ্ঞ কৈলোँ মহাশয়॥
মোর সমে যত আছে নৃপতি চলিল।
এক মাত্র দুঃখ মোর হৃদয়ে রহিল॥
হৃদয়ের শেল উদ্ধারিতে না পারিলোँ।
এহি বলি রাজা পাছে ক্রন্দন করিল॥
শুনিয়া রাজার দুঃখ অশ্বত্থামা বীর।
রাজার ক্রন্দনে ক্রোধে জ্বলিল শরীর॥

বিষাদ না কর রাজা স্থির কর মন।
করিলোঁ প্রতিজ্ঞা আমি তোমার সদন॥
আজি মুঞি করোঁ অপাণ্ডব বসুমতী।
নহেত নরকে মোর হইবে বসতি॥
দর্প করি বোলে পাছে দ্রোণের নন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া বোলে রাজা দুর্য্যোধন॥
তিন বীর আছে মাত্র নাহি সেনাগণ।
কেন মতে জিনিবেন পাণ্ডব নন্দন॥
অসংখ্যাত রথ আছে পাণ্ডবের দলে।
পদাতি অসংখ্য তার আছয়ে সকলে॥
অশ্বত্থামা বলে পাছে শুন মহারাজ।
একেলা করিব যুদ্ধ পাণ্ডব সমাজ॥
আজিকার রণে যদি পণ্ডব না মারো।
তবে অশ্বত্থামা নাম অকারণে ধরোঁ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর যে মারিল মোর বাপ।
সেহি হনে (১) হৃদে মোর আছে গুরু তাপ॥
আজ্ঞা কর মহারাজা যাই একেশ্বরে।
একেলা বাধিব পঞ্চ পাণ্ডব সত্বরে॥
এত শুনি দুর্যোধন হরষিত হৈল।
যাহ অশ্বত্থামা বলি অভিষেক কৈল॥
কৃপাচার্য্য আজ্ঞা দিল জল আনিবার।
জল দিয়া অভিষেক কৈল নৃপবর॥
মহা ক্ষোভে গেল তবে দ্রোণের নন্দন।
নানা অস্ত্র-শস্ত্র অতি জানে বিচক্ষণ॥
রাজা বলে প্রতিজ্ঞা করিলা কি কারণে।
কেন মতে অপাণ্ডব করিবে ভুবনে॥
আপনে অচ্যুত আছে সারথি তাহার।
ক্রোধে কিছু না জানিল দ্রোণের কুমার॥

দুর্য্যোধনঅপমান শুনিয়া শ্রবণে।
ক্রোধমহাসর্প যেন শ্বাস ছাড়ে ঘনে॥
তিন মহারথী চলি যায় মহাবল।
কতদূর গিয়া পাইল বট-বৃক্ষতল॥
মহা চিন্তাকুল তিন বসিল তথায়।
কেমনে মারিব পঞ্চ পাণ্ডব সবায়॥
তিন বীর অবশেষ কৌরবের সেনা।
সৈন্যসাগর মধ্যে আমি তিন জনা॥
কঠোর প্রতিজ্ঞা কৈলোঁ রাজার গোচর।
বসিয়া চিন্তিত হৈল তিন ধনুর্দ্ধর॥
ভাবিতে সে গেল রাত্রি এক যে প্রহর।
দেখে বহু পক্ষী আছে বৃক্ষের উপর॥
নিদ্রাগত পক্ষী দেখি দ্রোণের নন্দন।
আচম্বিতে উলুক (১) তথাতে আগমন॥
আসিয়া উলুক সেই বৃক্ষের উপরে।
নিদ্রাগত যত পক্ষী তাহাক সংহারে॥
একেশ্বরে উলুকে মারয়ে পক্ষিগণ।
তাহা দেখি হর্ষ হৈল দ্রোণের নন্দন॥
দেখি হরষিত হৈল দ্রোণের তনয়।
হোর দেখ কৃত ব্রহ্মা কৃপ উপাধ্যায়॥
নিদ্রাগত সেনাগণ হৈছে অচেতন।
হেন বেলা সব সেনা হরিয়ে জীবন॥
অশ্বত্থামা বচন শুনিয়া কৃপাচার্য্য।
হরি হরি বিষ্ণু বিষ্ণু স্মরে বীররাজ॥
মহাযোদ্ধা অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অসত্য যুদ্ধক যে ঘোষিবে ত্রিভুবন॥
নিদ্রাগত জন দেখ মৃতের পরায়।
ইহাক মারিলে জান নরক নিশ্চয়॥

(১) হইতে।

(১) পেঁচা।

ক্ষেত্রির ধর্ম্মক যে নিয়ম পরিহরি।
বিড়ালের মত সে করিতে চাহ চুরি ॥
অপযশ ঘোষিবেক অধর্ম্ম বিশাল।
কীর্ত্তিনাশ পুরুষের জীবন বিফল ॥
এহি মত কৃপাচার্য্য কৈল ধর্ম্ম কথা।
বিশেষ কোপিত হৈল অশ্বত্থামা তথা ॥
করিল নিয়ম যুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিয়া।
ভুলিলেক দুর্য্যোধন হ্রদমধ্যে যায়া ॥
একাকীয়ে গদাযুদ্ধ কৈল দুর্য্যোধন।
অন্যায় করিয়া তাক মারে ভীমসেন ॥
গদাঘাত না মারিয়ে নাভির অধেতে।
জানিয়া অন্যায় গদা মারিল তাহাতে ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবা ভগদত্তে।
তাহার বিক্রম তুমি জান ভাল মতে ॥
কর্ণের প্রতাপ যত তোমার গোচর।
যতেক পাণ্ডব যার ঘরের নফর ॥
মহাবীর ভীষ্ম জান শান্তনু নন্দনে।
ছলবাদে মারে তাক কৃষ্ণের বচনে ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে বিখ্যাত মোর বাপ।
মিথ্যা বলি মারিলেক না মানিল পাপ ॥
কোন যুদ্ধ নিয়ম করিল পঞ্চজনা।
অনিয়ম যুদ্ধে সব মারিলেন সেনা ॥
আজি রাত্রি পাণ্ডবক মারিব নিশ্চয়ে।
যদি হয়ে অধর্ম্ম তাহাকে নাহি ভয়ে ॥
হরিষে বসিয়া তোরা দেখ দুইজন।
অপাণ্ডবাধরণী করিব হেন রণ ॥
এহি বুলি রথে চড়ি করিল গমন।
নিশাভাগে তথাতে চলিল তিন জন ॥
সর্ব্বত্রতে আশ্রয় জানিয়ে সনাতন।
অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা জানিলা নারায়ণ ॥
গড়ের বাহিরে পঞ্চ পাণ্ডব সহিতে।
সাত্যকি সহিতে যে পাঠাইল যদুনাথে ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি যত রাজাগণ।
গড়ের ভিতরে নিদ্রাগত অচেতন ॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন চিত্রাঙ্গদ কৈকেয় প্রভৃতি।
আর দণ্ডধর আদি যতেক নৃপতি ॥

অথ মহাদেবকর্ত্তৃক পাণ্ডবের সেনারক্ষা।

দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সুখে নিদ্রা যায়ে।
শূলহাতে মহাদেব রাখেন সবায়ে ॥
গড়ের উত্তর দ্বারে কৃতব্রহ্মা বীর।
দক্ষিণত কৃপাচার্য্য হৈল দ্বারে স্থির ॥
গড়েত প্রবেশ কৈল দ্রোণের নন্দন।
দেখে শূলহাতে আছে দেব ত্রিলোচন ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান শিরে জটাভার।
ত্রিশূল দক্ষিণ হাতে দেখি ভয়ঙ্কর ॥
দেখিয়া তাহাকে কহে অশ্বত্থামা বীর।
কোন দেব তুমি দেখি বিপুল শরীর।
শিব বোলে শুন তুমি দ্রোণের নন্দন।
গড়দ্বারে থাকি আমি রাখি সেনাগণ ॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে দেব ত্রিলোচন।
শিবসঙ্গে অশ্বত্থামার হৈল মহারণ ॥
ভুবনহিল্লোল কৈল মহা ঘোররণ
না লিখিলো তাহা আমি বাহুল্য কারণ ॥
হীনবল হৈল তবে অশ্বত্থামা বীর।
শান্ত হয়া গুণে বীর সংগ্রাম ভিতর ॥
কিবা দেব নারায়ণ কিবা ভূতনাথ।
মোর সনে যুদ্ধ করে কাহার সামর্থ্য ॥
পাণ্ডবের সহায় আপনে নারায়ণ।
না জানি প্রতিজ্ঞা আমি কৈলোঁ অকারণ ॥

গুরুবাক্য না মানিয়া রাজাকে কহিলোঁ।
ত্রিদশের নাথ সনে বিরোধ বাড়াইলোঁ॥
এহি বলি অস্ত্র এড়ি দ্রোণের নন্দন।
মহা ভয়ে ভীত পাছে লৈলেক শরণ॥
তুমি কোন জন প্রভু আছ কেনে দ্বারে।
কি কারণে মোর সনে করহে সমরে॥
দ্রোণের তনয় অশ্বত্থামা মোর নাম।
তোমার সমর দেখি অতি অনুপাম॥
মোর সঙ্গে করে রণ নাহি ত্রিভুবনে।
কোন কর্ম্মে দ্বারে তুমি আছ হে আপনে॥
প্রতিজ্ঞা করিলো আমি শুন মহাশয়।
আজি রাত্রি পাণ্ডবক করিতে প্রলয়॥
পাণ্ডব জিনিতে যদি না পারোঁ রাত্রিত।
প্রভাতে মরিব তবে শুনহ নিশ্চিত॥
অশ্বত্থামাবীরের শুনিঞা হেন বাণী।
কহিতে লাগিল কথা অকপট বাণী॥
হিমালয় গেল যবে বীর ধনঞ্জয়।
অনেক প্রকারে সেবা করিল বিনয়॥
মোর স্থানে ধনঞ্জয় মাগিলেক বর।
সহায়ে হইবে তুমি আমার সত্বর॥
রাখিবে দ্বার মোর দেব শূলপাণি।
তে কারণে গড় রাখি শুন মহাজ্ঞানী॥
নিবর্ত্তিয়া যাহ তুমি প্রতিজ্ঞা বিফল।
তোর শক্তি মারিতে নারিবা পাণ্ডুদল॥
শুনিঞা হরের বাক্য অশ্বত্থামা বীরে।
অপাণ্ডবা পৃথ্বী আজি করিব সমরে॥
পথ ছাড়ি না দ যদি দেব মহেশ্বর।
ব্রহ্মবধ দিব আজি তোমার উপর॥
অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা জানিল শূলপাণি।
সুপ্রীতে সুঠামবাক্য বুলিল আপনি॥
এক মাস সৈন্য রাখি আমি শূল হাতে।
পূর্ব্বে আমি এহি বর দিলোঁ বীর পার্থে॥
এখন তাহাক আর না যায় খণ্ডন।
তোর হাতে হৈব সব পাণ্ডব নিধন॥
এহি বলি দ্বার ছাড়ি দিল ত্রিলোচন।
পরম হরিষে গেল দ্রোণের নন্দন॥
অভ্যন্তরে গেল যথা আছে সেনাগণ।
নিদ্রাগত সেনাগণ হৈছে অচেতন॥
একেশ্বরে অশ্বত্থামা হাতে খড়্গ ধরি।
কাটে সর্ব্বসেনা যে দ্রুপদঅধিকারী॥
শ্রুতায়ুধ চিত্রাঙ্গদ বিরাট মহাশয়।
সোমদত্ত কাটিলেন বিরাটতনয়॥
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিবিরে গেলেন দ্রোণ সুত।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সঙ্গে রণ করিল বহুত॥
হস্ত পদ নাসিকা যে কাটিল তাহারে।
মারিলেন ধৃষ্টদ্যুম্ন চরণ প্রহারে॥
অপর শিবিরে গেল দ্রোণের নন্দন।
দেখে এক শয্যায় নিদ্রা যায় পঞ্চজন॥

অথ অশ্বত্থামাকর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবভ্রমে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের বিনাশ।

মহা হরষিত অশ্বত্থামা ধনুর্দ্ধর।
পাণ্ডব জানিল এহি পঞ্চ বীরবর॥
কাটিলেক পঞ্চজন হাতে খড়্গ ধরি।
লৈল পঞ্চের মুণ্ড বাম হাতে করি॥
সৈন্যরক্তে লেপিল আপন কলেবর।
আনন্দে বেড়ায় ফিরে গড়ের ভিতর॥
নিদ্রা হৈতে উঠি যেবা পলাইয়া যায়।
কৃপ কৃতব্রহ্মা যে তাহার লাগ পায়॥

যুদ্ধ করি তিন বীরে সবাকে সংহারে।
পাণ্ডবের সেনাগণ নাহিকে নিস্তারে ॥
এহি মত মারিল পাণ্ডব সেনাবল।
রক্তে যে কর্দ্দম হৈল মেদিনী মণ্ডল ॥
এক অক্ষৌহিণী সেনা গড়ত আছিল।
অশ্বত্থামা খড়গ ধরি তাহাক কাটিল ॥
পঞ্চ গোটা মুণ্ড লয়া করিল গমন।
কৃপ কৃতব্রহ্মা কহে রণের কারণ ॥
মহাদেব সঙ্গে যেন করিল সমর।
যেমতে মারিল ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরবর ॥
বিরাট দ্রুপদ আদি যত রাজাগণ।
কাটিলোঁ সবাকে আমি করি ঘোর রণ ॥
পঞ্চ পাণ্ডবক কাটিলাম একেশ্বরে।
হের দেখ পাণ্ডবের আগে পঞ্চ শিরে ॥
পাণ্ডবের বিনাশ শুনিয়া নৃপবর।
উরু ভাঙ্গি গড়াগড়ি দেয় মহাবীর ॥
শরীরে চৈতন্য নাহি শ্বাস ঘনে ঘন।
তাহা দেখি তিন বীর যুড়িল ক্রন্দন ॥
গন্ধ চন্দনে শোভে রত্ন সিংহাসন।
তাক পরিহরি কৈল মাটিত শয়ন ॥
কোটি কোটি নৃপ যার রহে চারিপাশে।
নানা মতে সেবা তাক করিল বিশেষে ॥
শৃগাল কুক্কুরে যে বেষ্টিত চারিভিতি।
রাজনীতি কার্য্যে ওয় নাহি কেনে মতি ॥
এতেক বিলাপ করি কান্দে তিনজনে।
বেদনায় দুর্য্যোধন কিছু নাহি শুনে ॥
মুখে বাক্য নাহি রাজার হরিল চেতন।
উচ্চৈঃস্বরে অশ্বত্থামা বুলিল বচন ॥
শুন শুন ওহে প্রভু কর অবধান।
আজি রণে মারিলু পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ভীম আদি করিয়া সকল পাণ্ডুগণে।
স্বর্গক যাইতে শুনে সুবাক্য তখনে ॥
ভীমের মৃত্যুর কথা শুনে দুর্য্যোধন।
মরিল শরীর পুন হৈলন্ত চৈতন্য ॥
পাণ্ডব মারিল রাজা হেন কথা শুনি।
ধীরে ধীরে কহিলন্ত রাজ শিরোমণি ॥
কহ কহ ওহে বীর দ্রোণের নন্দন।
কেন মতে মারিলা পাণ্ডব পঞ্চজন ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ সেনাপতি বীরগণে।
তোর যশ ঘোষিবেক জানি সেনাগণে ॥
এতেক জানিলোহ যদি মুঞি পূর্ব্বকালে।
সেনাপতি করি উদ্ধারিলো হয়ে শেলে ॥
আনহ পাণ্ডব শির আপনে দেখম।
ভীমরক্ত পান করি স্বর্গ পুরে যাম ॥
যোড় হস্ত করি বোলে অশ্বত্থামা বীর।
আজি রাত্রি কাটিলাম পাণ্ডবের শির ॥
পঞ্চ গোটা শির হের নেহ নৃপবর।
এহি বুলি শির দিল রাজার গোচর ॥

অথ হর্ষ ও বিষাদে দুর্য্যোধনের প্রাণত্যাগ।

দেখিয়া ভীমের মুণ্ড হর্ষ কুরু রায়।
টোকর মারিল বীর ভীমের মাথায় ॥
টোকরত চূর্ণ মুণ্ড হৈল ততক্ষণ।
কান্দিতে লাগিল রাজা কৌরব নন্দন ॥
বংশনাশ হৈল সবে কৌরবের কুলে।
না রহিল বংশ আর অবনীমণ্ডলে ॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র নহে ত পাণ্ডব।
পাণ্ডবের মৃত্যু হৈব কথা অসম্ভব ॥
ত্রিদশের নাথ হরি যাহার সহায়।
তার আমি জানি কোথা আছয়ে অপায়

গদাযুদ্ধ বহুত করিল ভীমসেনে।
মোর গদা বারি সহে কাহার পরাণে॥
দোহাতীয়া বাড়ি মারোঁ ভীমের মাথাত।
বজ্রসমগদা ঘাতে না হৈল পাত॥
অখনে টোকরে চূর্ণ হৈল মস্তক।
জানিলোঁ কাটিলা তুমি পঞ্চ কুমারক॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র অতি সুলক্ষণ।
এত বলি দুর্য্যোধন করয়ে ক্রন্দন॥
হরিষ বিষাদে রাজা ছাড়িল শরীর
দেখিয়া বিকল হৈল তিন মহাবীর॥
হাহা দুর্য্যোধন বুলি বিলাপ করয়ে
তিন রথে চড়ি গেলা তিন মহাশয়ে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোকে করে উপকার॥
বৈশম্পায়নে বোলে কথা শুনে জন্মেজয়।
সৌপ্তিক যে পর্ব্বের কথা হৈল এহি লয়॥

ইতি সৌপ্তিক পর্ব্ব সমাপ্ত। অথ স্ত্রীপর্ব্ব লিখ্যতে॥

ওঁ গণেশায় নমঃ।

স্ত্রী পর্ব্ব।

দুর্য্যোধন মৈল যবে সঞ্জয় কহিল তবে
ধৃতরাষ্ট্র শুনিল প্রভাতে।
শুনি যেন বজ্রাঘাত আকাশত চন্দ্রপাত
মহাশব্দ হৈল নির্ঘাতে॥
সকল পৃথিবীপতি অস্ত্রে শস্ত্রে মহারথী
তেজবন্ত সূর্য্য সমসর।
হেন পুত্র যার মরে সে কেন পরাণে ধরে
ব্যর্থ জন্ম অন্ধ নৃপবর॥
এক শত পুত্র মৈল জ্ঞাতির নিধন হৈল
সঞ্জয় কহিল জানি সব।
হাহা পুত্র পুত্র করি পৈল কুরুঅধিকারী
মহাশোকে করিয়া বিলাপ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন হাহা পুত্র দুঃশাসন
হাহা ভীষ্ম শান্তনু নন্দন।
হাহা দ্রোণ কর্ণ বীর দুর্ম্মুখ দুর্জ্জয় ধীর
কেনে নহে আমার মরণ॥
এহি বুলি কুরুনাথ জানুত দিলেন মাথ
সদায়ে বিকল মন করি।
যতেক পুত্রের গুণ পুত্র শোকে হৈল গুণ
এহি অগ্নি সহিতে না পারি॥
মহা আর্ত্তনাদে বীর ভূমিত লোটায় শির
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন করি।
পড়ি আছে রাজপাট রত্নমণিময় খাট
কি হৈল কৌরব অধিকারী॥

বৃদ্ধকালে পুত্র শোক মৈল যত জ্ঞাতি লোক
পড়িল যতেক বন্ধুজন।
কর পুটে ভিক্ষা করি সদা বুলি হরি হরি
রাজ্য সে করিব পর্য্যটন॥
আমার ললাটতল বিধির লিখন ফল
কুরুবংশে রহিল খাংকার। (১)
সকল পৃথিবী শাসি ভুঞ্জিলন্ত রত্ন রাশি
পরিচর্য্যা করিব কাহার॥
বৃদ্ধ হৈলোঁ অতি জীর্ণ পক্ষী যেন পক্ষহীন
বৃদ্ধকালে গেল রাজ্যসুখ।
নয়ন বিহনে তনু নৌকা বিনে নদী যেন
তেন মতে হৈল এত দুঃখ॥
পূর্ব্বে হৈল হিতবাণী না শুনিলা তাক পুনি
হিত বাক্য না রাখিলা মনে।
নৃপতি সভাতে বসি কহিলা নারদ ঋষি
গর্ব্বে তাক না শুনিলা কাণে॥
পিতামহ ব্যাস মুনি কহিল সুদৃঢ় বাণী
ত্যজিবারে তনয় দুর্জ্জয়।
না শুনিলোঁ তার বাণী দুঃখ হৈল হেন জানি
দেববাক্য গোবিন্দ নিশ্চয়॥
সভা মধ্যে হৃষীকেশ কহিলন্ত উপদেশ
না শুনিল পাপ দুর্য্যোধন।

খাংকার—শূন্য, ফাঁক।

কোথা গেল পুত্র শত জ্ঞাতি লোক আদি যত
প্রজা সব হৈলন্ত নিধন ॥
পিতামহ কুলগুরু মহামন্ত্রী কল্পতরু
ধর্ম্মকথা কৈলো সমুদয়।
না শুনিলা বাক্য তার বিধাতা ছলিল মোর
হাতে নিধি হারাইলো নিশ্চয় ॥
দুর্য্যোধন মৃত্যুশুনি দুঃশাসন মৈল জানি
শুনিলন্ত কর্ণ বিপর্য্যয়।
দ্রোণ শুনিলা হত জ্ঞাতি সব হৈল বধ
কহ কথা শুনিয়ে সঞ্জয় ॥
বিধি দিল উপভোগ পাইলু দারুণ শোক
ধিক ধিক আমার জীবন।
আমি হেন দুঃখী জন পৃথিবীতে নাহি হেন
মোর হৈল শোক নিদারুণ ॥
রাজার বচন শুনি সঞ্জয় বুলিল পুনি
শোক আতি কর কি কারণ।
তুমি দেব মহারাজ বুঝিয়া না বুঝ কাজ
তোমাকে বুঝায় কোন জন ॥
বেদে শাস্ত্র মহাজ্ঞান আগমতে অবধান
পৃথিবীতে তোমার বাখান।
বৃদ্ধ হৈলা ওয় মন কেহ নহে ওয় সমান
অনুশোচ কর কি কারণ ॥
নরপতি অনুপাম সঞ্জয় আমার নাম
শুন শুন নৃপতি প্রধান।
ষোড়শ রাজার কথা নারদে কহিলা তথা
শুনে রাজা তাক দিয়া মন ॥
জীবন মরণ যোগ সুখ দুঃখ উপভোগ
কর্ম্ম ফল বিধাতার গতি।
নারদে যে বুঝাইল হৃদয়ে প্রবোধ হৈল
পুত্রশোক এড়িল নৃপতি ॥

যার যেহি কর্ম্মফল বিধাতা দেয় সকল
অনুশোচ কর কিবা জানি।
দেখিলা পুত্রের দোষ কি কারণে কর রোষ
হিতবাক্য না মানিল জানি ॥
জানিবা দুর্ব্বুদ্ধি জন দুঃখ পায় অকারণ
সাধুজন বচন না মানি।
বৃদ্ধজনে বোলে যত উপহাস্য করে তত
তেই তার মৃত্যু হৈল পুণি ॥
আপনে মধ্যস্থ হৈল নানা মতে বুঝাইল
শত্রুবুদ্ধি মানিলা সদায়।
ক্ষেত্রি সব হৈল ক্ষয় না হৈল তার জয়
পুত্র সব বশ নাহি হয় ॥
চিত্তে করে যদি পাপ পাছে পায় উগ্রতাপ
তাক লাগি শোক কি কারণে।
যেন তৃণ ঘরিষণে অগ্নি হৈল সেহিক্ষণে
তাতে দহি মরিলা সমুলে ॥
সঞ্জয়ের বাক্য শুনি স্তব্ধ হৈল নৃপমণি
ছাড়িলেন অতি দীর্ঘ শ্বাস।
বিদুর মন্ত্রণাগুরু উপদেশকল্পতরু
নৃপতিক করিল আশ্বাস ॥
উঠ উঠ মহারাজ অতি শোকে নাহি কাজ
সবার মরণে এহি গতি।
জন্মিলে মরণ ভোগ কর্ম্ম ফলে হয় যোগ
না যুয়ায় অনুশোচ অতি ॥
মহা মহা বীর বর যায় পুন যম ঘর
মৃত্যু হয় সকল সংসার।
কালে সংহারিব সব বাল বৃদ্ধ আছে যত
না করিহ শোক নৃপবর ॥
ক্ষেত্রিয়ের ধর্ম্ম ধরি সম্মুখ সংগ্রাম করি
সবে গেল ইন্দ্রের ভুবন।

হৈল কর্ম্মের ফল স্থির হও মহাবল
শোক তুমি কর অকারণ॥
বিদুরের বাক্য শুনি ব্যস্ত হৈল নৃপমণি
পুত্রশোক সহিতে নারিল।
ধরিতে না পারে চিত্ত পুন হৈল মূর্চ্ছিত
আর বার ভূমিত পড়িল॥
তবে ব্যাস মহামুনি সঞ্জয় বিদুর পুনি
আর যত বান্ধব সকল।
শীতল জলক সিঞ্চি অনেক বিছনে (১) বিচি (২)
চৈতন্য করাইল মহাবল॥
চৈতন্য পাইয়া পুনি কান্দে অতি নৃপমণি
ধিক ধিক মনুষ্য জীবন।
যত শোক অনুভব পুত্র শোকে দহে সব
এত শোক কিসের কারণ॥
এহি বলি বৃদ্ধপতি বিলাপ করয়ে অতি
বিদুরে কহেন উপদেশ।
পুত্র শোক সৈতে নারে হৃদয়ে ব্যথিত করে
ব্যাস পাছে কহিল বিশেষ॥
হাহা পুত্র দুর্য্যোধন হাহা মোর দুঃশাসন
সদা এহি স্মরে নরপতি।
শোকে দহে কলেবর উপায় না পায় আর
প্রবোধেন ব্যাস মহামতি॥
ব্যস্ত হয়া নরপতি মরে পুত্র শোকে।
নৃপতিক বেড়ি আছে যত পুরলোকে॥

অথ ব্যাস কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের প্রবোধ।

নৃপতি বুঝায়া বলে ব্যাস মহামুনি।
সর্ব্বকথা কহি আমি শুন নৃপ মণি॥
এক দিন গেলো আমি ইন্দ্রের সভাতে।
নারদ প্রভৃতি মুনি আছিল তথাতে॥
হেন কালে পৃথিবী কৈল নিবেদন।
মোর পরিত্রাণ কর দেব নারায়ণ।
পাছে বিষ্ণু কৈল যত দানব সংহার।
ক্ষেত্রিবংশে আসি দেব কৈল অবতার॥
দুর্য্যোধন রাজা দেখ তোমার তনয়।
কাল যে পুরুষঅংশ হৈল মহাশয়॥
দুষ্টমতি অধর্ম্ম হৈল মহাবলী।
গান্ধারী উদরে আসি জন্মিলেক কলি॥
শতেক সোদর তার দৈবের নির্ম্মাণ।
সকলে অবোধ হৈল অধর্ম্ম প্রধান॥
কর্ণ হৈল সখা তার শকুনি মাতুল।
পৃথিবী অনর্থ হেতু হৈল অনুকুল॥
পাছে বিষ্ণু অংশ জন্ম হৈল মহীতলে।
পাণ্ডুপুত্র হৈল সেহি পঞ্চ মহাবলে॥
দেবকার্য্য করাইল খণ্ডাইতে ভূমি ভার।
কুরুক্ষেত্রে হৈল সব ক্ষেত্রির সংহার॥
আপনার দোষে সব হৈলন্ত নিধন।
জানো অপরাধী নহে পাণ্ডুর নন্দন॥
এহি সব কথা যে পাণ্ডবে না জানয়।
রাজসূয়যজ্ঞ যে নারদে প্রকাশয়॥
এসব বৃত্তান্ত সব জানে মহা মুনি।
কি কারণে অনুশোচ করহ আপনি॥
তুমি শোকাকুল হয়া আছহ অজ্ঞানে।
এত শুনি যুধিষ্ঠির ত্যজিব জীবনে॥
তোমাতে নিবিড় ভক্তি বড় দয়াবন্ত।
যুধিষ্ঠির দেখি অতি শোক করিবন্ত॥
আমার বচন রাখ কৌরবের পতি।
আপনার প্রাণ রাখ গান্ধারী প্রসূতী॥

---

(১) পাখা, ব্যজন
(২) বাতাস করিয়া

ব্যাসের বচনে রাজা কান্দিতে কান্দিতে।
বলবন্ত কেহ তাকে না পারে ধরিতে॥
তোমার বচন শুনি মনে কৈলোঁ সার।
অনুশোচ মুঞি পুন না করিব আর॥
রাজাক প্রবোধি মুনি হৈল অন্তর্দ্ধানে।
মুখে জল দিয়া রাজা বসিল আসনে॥
হেন কালে সঞ্জয় কহিল যোড় হাতে।
করোঁ নিবেদন কিছু শুন নরনাথে॥
বিধির লিখন যত না যায় খণ্ডন।
গৃহ পুত্র পরিবার সবে অকারণ॥
সঞ্জয়র কথা শুনি শ্বাসক ছাড়িল।
মহা দুঃখমনে রাজা ভূমিত বসিল॥

অথ অন্ধরাজের স্ত্রীগণ সহ কুরুক্ষেত্রে গমন।

সঞ্জয়ের বাক্য শুনি বোলে আর বার।
রথ সাজ কুরুক্ষেত্রে যাম্ পুনর্ব্বার॥
ধৃতরাষ্ট্র আজ্ঞা তবে দিলন্ত বিদুরে।
স্ত্রী সব আন যত আছে অন্তঃপুরে॥
গান্ধারী সহিতে যত আছে সমুদায়ে।
সবাকে সঙ্গতি করি কুরু ক্ষেত্রে যাই॥
এহি বুলি কুরুপতি রথত চড়িল।
স্ত্রীগণ লয়া পাছে বিদুর চলিল॥
অন্তঃপুরে যতেক আছয়ে স্ত্রীগণ।
গলাগলি ধরি সবে যুড়িল ক্রন্দন॥
ক্রন্দনের মহা শব্দ তখনে উঠিল।
প্রলয় কালেত যেন হৈল কল্লোল॥
শুক্ল বস্ত্র পরি সবে রাজ পাটেশ্বরী।
আর্ত্তনাদে কান্দে সবে প্রাণপ্রভু করি॥
কোল হতে পুত্র কেহ ফেলায় অন্তরে।
ভূমিত পড়িয়া সবে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥

দেবতা গন্ধর্ব্বে যিতো নারী করে আশ।
হেন সব নারী কান্দে পিন্ধি এক বাস॥
দুই দণ্ড পথে গিয়া দেখে কুরুপতি।
অশ্বত্থামা কৃতব্রহ্মা কৃপ মহামতি॥
রাজাক দেখিয়া তবে অন্য তিন বীর।
ছাড়য়ে নিশ্বাস তিন বিকল শরীর॥
বলিলন্ত নৃপতিক তিন মহাশয়।
করিল দুষ্কর কর্ম্ম তোমার তনয়॥
পড়িল সকল সেনা রাজা দুর্য্যোধন।
আমি তিন উভরিলো অমর কারণ॥
গান্ধারীক প্রবোধিল কৃপ মহামতি।
অনুশোচ না করিহ তুমি মহাসতী॥
যত কর্ম্ম করিল তোমার পুত্রগণ।
তার ফল ভুঞ্জিলেন রাজা দুর্য্যোধন॥
শত পুত্র তোমার করিল যত কর্ম্ম।
যেন মতে বিধাতায়ে লিখিয়াছে ধর্ম্ম।
ক্ষেত্রি সব সংহারিয়া পড়িলেন রণে।
স্বর্গপুরী গেল সবে দেবের বিমানে॥
শোক পরিহর তুমি না কর বিলাপ।
পুত্রসব স্বর্গে গেল ছাড়িও সন্তাপ॥
অপ্রিয়পাণ্ডব আমি কৈলোঁ যত যত।
না করিল দ্রোণ ভীষ্ম সমরত তত॥
কৃতব্রহ্মা গেল পাছে আপন নিলয়।
ব্যাসের আশ্রমে গেল দ্রোণের তনয়॥
কুরুক্ষেত্রে গেল পাছে কুরু নরপতি।
বৃদ্ধ সম্ভাষিতে আইল পাণ্ডবের পতি॥
ধৃতরাষ্ট্র চরণ বন্দিল নৃপবর।
যুধিষ্ঠিরে আপনাক জানাইল সত্বর॥
যুধিষ্ঠির নাম শুনি কিছু না বুলিল।
কোথা ভীমসেন আছে রাজা আদেশিল॥

অথ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক লৌহভীম চূর্ণীকরণ।

জানিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণ করিল সন্ধান।
গড়িয়া লোহার ভীম দিল বিদ্যমান॥
তত্ত্ব না জানিয়া ভীম আসিতে চাহন্ত।
হাতে ধরি ভীমক রাখিল ভগবন্ত॥
নেউটিল ভীমসেন নারায়ণ বোলে।
দিলেন লোহার ভীম নৃপতির কোলে॥
পাইয়া লোহার ভীম কোলাতে ধরিল।
চাপিয়া করিল চূর্ণ সকলে দেখিল॥
বদনে রুধির পড়ে হৃদয়ে ব্যথিত।
পড়িল কৌরব পতি হইয়া মূর্চ্ছিত॥
ধরিয়া সঞ্জয় তাক বসাইল তখনে।
ভীমেক মারিল হেন জানিলেক মনে॥
ভীমশোকে ধৃতরাষ্ট্র কান্দিল বিস্তর।
ক্রোধ সাম্য হৈল যবে বলে গদাধর॥
ভীমসেন আছে রাজা সম্বর ক্রন্দন।
রাজধর্ম্ম শাস্ত্র জান ইতিহাস পুরাণ॥
আপনে বিচারি দেখ পাণ্ডবের দোষ।
অকারণে পাণ্ডবক কর তুমি রোষ॥
বলে বীর্য্যে অধিক পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
আপনে জানহ তুমি কিসক বুঝাই॥
কেবল পুত্রক চাহি কৈলা অপকর্ম্ম।
ভীমকে মারিতে চাহ এহি কোন ধর্ম্ম॥
দ্রৌপদীকে আনিলন্ত সভার ভিতরে।
তার প্রতিফল তাক দিল বৃকোদরে॥
আমার বচন শুন পরিহর রোষ।
মনেত বিচারি চাহ কার কত দোষ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অন্ধনরপতি।
মনে ধর্ম্ম করি কিছু বলে মহামতি॥
ভাগ্যে রক্ষা পাইল ভীম তোমার কারণ।
মোর ক্রোধ নাহি আর শুন নারায়ণ॥
পাছে যুধিষ্ঠির কৈলা করুণ বচন।
যত বন্ধু বান্ধব হৈলন্ত নিবর্ত্তন॥
এহি বুলি পঞ্চ ভাই কুন্তীর নন্দন।
যায়া ধরিল জ্যেষ্ঠ পিতৃর চরণ॥
আশ্বাসিয়া বৃদ্ধ রাজা আশীর্ব্বাদ দিল।
গান্ধারীক প্রণামিতে পাণ্ডব চলিল॥
পুত্রশোকে গান্ধারী শাপিতে চাহে যবে।
হেন কালে ব্যাসদেব বুলিলেন তবে॥
গান্ধারীকে বুঝাইল ব্যাস মহামতি।
আমার বচন তুমি রাখিও সম্প্রতি॥
যাত্রাকালে ওয় পুত্র বন্দিল চরণে।
আশীর্ব্বাদ দেহ মাতৃ জয়ের কারণে॥
তবে সত্য বাণী তুমি কহিলা বচনে॥
তোমার বচন এবে যদি মিথ্যা হৈব।
তবে কেন চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীত রৈব॥
এহি সত্য বাণী য়ে তোমার মনে লয়।
কৌরবের হবে ক্ষয় পাণ্ডবের জয়॥
ক্রোধ সম্বরিয়া দেবী চিত্ত কর শান্ত।
পাণ্ডবক শাপ দেবি! না দিবা প্রাণন্ত॥
এতেক কহিল যদি ব্যাস তপোধন।
কান্দিতে কান্দিতে দেবী কহিলা তখন॥
যতেক কহিলা তুমি সার মিথ্যা নয়ে।
দারুণ পুত্রের শোক হৃদয়ে না সয়ে॥
এহি বলি দেবী পৈল ভূমির উপর।
হা হা পুত্র বলে দেবী কান্দিল বিস্তর॥
পাছে ব্যাস বলে শুন হিত উপদেশ।
কোপ ছাড় গান্ধারীকে কহিল বিশেষ॥

যত কিছু ব্যাস মুনি কহিলেন বাণী ।
গান্ধারীর কিছু শান্তি হৈল মাত্র শুনি ॥
পঞ্চ পাণ্ডবত মোর ক্রোধ নাহি আর ।
পুত্রশোকে গান্ধারী পাইল দুঃখ বড় ॥
যেন কুন্তী মাতৃধর্ম্ম পালন্ত আপনে ।
গান্ধারী সহিত কুন্তী পালে দুইজনে ॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন কর্ণ দুরাচার ।
শকুনির বুদ্ধিত সব হইল সংহার ॥
পাণ্ডব তনয় এক অপরাধ কৈল ।
উরু ভাঙ্গি দুর্য্যোধন সংহার করিল ॥
নাভি অধে নাহি জান গদার প্রহার ।
ভীমের উপর ক্রোধ এতেক আমার ॥
ভয়ে কাঁপে ভীম সেন শুনিয়া বচন ।
আগে হয়া যোড় হাতে বুলিল তখন ॥
সভামধ্যে দ্রৌপদীকে আনে দুর্য্যোধন ।
দেখাইল উরু তার তুলিয়া বসন ॥
প্রতিজ্ঞা করিলু আমি সভাবিদ্যমানে ।
উরু ভাঙ্গি সংহারিলু করি ঘোর রণে ॥
দুর্য্যোধন না মারিলে প্রতিজ্ঞা হারাই ।
কারণ নিবেদন কৈলু ওয় ঠাঁঞি ॥
তেকারণে ধর্ম্মাধর্ম্ম না কৈলু বিচার ।
যেন মতে পালু তাক করিলোঁ প্রহার ॥
ভীমের বচনে দেবী দিলেন উত্তর ।
আপন দোষত তেহো হৈলন্ত সংহার ॥
যত কথা কহ বাপু হয়ে সব সার ।
এক খানি দোষ মাত্র আছয়ে তোমার ॥
নকুলের অস্ত্রাঘাতে পৈল দুঃসাশন ।
তুমি তাকে মারিলা অন্যায় কি কারণ ॥
বিশেষ সোদর তোর হয়ে জ্ঞাতিজন ।
তুমি তার শোণিত করিলা কেনে পান ॥

ভীম বলে শুন মাও বচন আমার ।
বুঝিয়া শাপিও মাও করিয়া বিচার ॥
রজঃস্বলা দ্রৌপদীক আনিল যখনে ।
সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা কৈলু সেহি ক্ষণে ॥
ক্ষেত্রির প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয়ে পাপ ।
এতেকে আমাক মাও ক্ষেম উপতাপ ॥
ভাইয়ের শরীর হৈলে আপন শরীর ।
দন্তে ওষ্ঠে মায়ো ! মোর লাগিল রুধির ॥
ভীমের বচনে শান্তমতী হৈল দেবী ।
কোথা আছে ধর্ম্মরাজ কৃষ্ণ আন দেখি ॥
শুনিয়া কম্পিত হৈল পাণ্ডবের নাথ ।
গান্ধারীর আগে গিয়া হৈল যোড় হাত ॥
নির্ব্বংশ করিলু আমি পৃথিবী নিশ্চয় ।
পৃথিবী নাশের হেতু আমি পাপাশয় ॥
মুঞি সে শাপের যোগ্য শাপ দেহ মোক ।
প্রাণে মোর কার্য্য নাহি পাসরহো শোক ॥
জ্ঞাতিবধ করিলোঁ রাজ্যের অভিলাষ ।
হেন ছার রাজ্যত আমার নাহি আশ ॥
অর্জ্জুন গোবিন্দ আর গেল তার পাছে ।
মাদ্রীর তনয় পুন গেল তার কাছে ॥
দেখিয়া কৃষ্ণক দেবী শান্ত হৈলা মন ।
আপনার পুত্র মোর পাণ্ডুর নন্দন ॥
চিন্তিয়া মনত পাছে বড় শান্ত হৈল ।
গুরুশাপ হৈতে সবে পরিত্রাণ পাইল ॥
আজ্ঞা দিল গান্ধারী কুন্তীক আনিবার ।
মাতৃক বন্দিল যায়া পাণ্ডুর কুমার ॥

অথ যুদ্ধক্ষেত্রে নারীগণের খেদ ।

যথা যুদ্ধস্থলী গেল গান্ধারী সুন্দরী ।
তার পাছে গেল কুরু সকলের নারী ॥

যার যেহি স্বামী ধরি করয়ে ক্রন্দন।
স্বর্গ হৈতে যেন দেখে খৈসে তারাগণ॥
রণস্থলে দেখি সবে হৈল ভয়ঙ্কর।
রাজা সব পড়ি আছে দেখিতে সুন্দর॥
হস্তী ঘোড়া রথ পড়ি আছে থরে থর।
নানা অস্ত্র পড়ি আছে অতি মনোহর॥
রাজ রাজেশ্বর যত দেবের নির্ম্মাণ।
ধ্বজ ছত্র পড়ি আছে অতি অনুপাম॥
বস্ত্র অলঙ্কারে পড়ি ছাইল বসুমতী।
রক্তে মাংসে কর্দ্দম মিশ্রিত হেন গতি॥
কারো স্কন্ধে মাথা নাহি কারো নাহি হাত।
কাহার শরীর নাহি অস্ত্রের বেগত॥
শৃগাল গৃধিনী যত ঝাঁকে ঝাঁকে কঙ্ক।
বেড়ি সবে মাংস খায় কা কে নাহি শঙ্ক॥
শৃগাল কুক্কুরে কত করে কোলাহল।
নৃপতি শুনিয়া মনে হৈলেন বিকল॥
রাক্ষস পিশাচগণ করে বেড়ি কেলি।
মহা ভয়ঙ্কর প্রেতগণ আইল চলি॥
কারো পুত্র পৌত্র স্বামী কারো সহোদর।
দেখিয়া বেড়ায়ে রণস্থলের ভিতর॥
কৃষ্ণক দেখিয়া বলে গান্ধারনন্দিনী।
হের দেখ কান্দে কৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ পত্নী॥
মুক্তকেশ একবস্ত্র ধুলায় লেপিত।
শান্তমন নাহি একো সদায়ে ব্যথিত॥
ভূমিতে পড়িয়া আছে দেখি দুর্য্যোধন।
শৃগাল কুক্কুরে সবে বেষ্টিত রাজন॥
বুলিলোঁ শকুনি ভাই বড় দুরাচার।
ইহাক নামার হয় অমাত্য আমার॥
অন্ধ বৃদ্ধরাজার হৈবেক কোন গতি।
এহি বুলি গান্ধারী কান্দয়ে মহামতী॥

হাহাকার করি দেবী পড়ে ভূমিতলে।
আপনা পাসরে দেবী পুত্রশোকানলে॥
কৃষ্ণক দেখিয়া দেবী বলে আরবার।
তোমার কারণে হৈল পুত্রের সংহার॥
ত্রিদশের নাথ হইয়া কর তাক পর।
সবার পালন হেতু তুমি গদাধর॥
কেবল পাণ্ডুর পক্ষ হৈলা দেব হরি।
তোমার মায়াত সব কৌরব সংহারি॥
অর্জ্জুনের সাপক্ষ হৈলা তুমি রণে।
বংশনাশ কৈলা মোর দেবনারায়ণে॥
এহি বুলি গোবিন্দক দিল উগ্রশাপ।
জ্ঞাতিপুত্র শোকে তুমি পাবা পরিতাপ॥
যেন মতে বধূ মোর করয়ে ক্রন্দন।
এহি মতে কান্দুক তোমার বন্ধুগণ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে বলে নারায়ণ।
মোর বংশ মারে হেন আছে কোন জন॥
অবধ্য আমার বংশ জানে ত্রিভুবনে।
মোর বংশ মারিবেক কাহার পরাণে॥
আপনা আপনি যদি হবয়ে সংহার॥
তবে জানি সফল হৈল শাপ তোমার॥
দুর্য্যোধনদোষে হৈল বংশের নিধন।
আপনার দোষে তোরা না জান কারণ॥
বিস্তর বুলিলো আমি সভাবিদ্যমানে।
একখানি গ্রাম চাইলো ধর্ম্মের কারণে॥
না দিয়া সকলে মোক বান্ধিবাক চায়।
শুনিয়া ভৎর্সিল দ্রোণ ভীষ্ম অতিশয়॥
চিত্ত স্থির করি বোলে গান্ধার নন্দিনী।
মোকে কোপ না করিহ দেবচক্র-পাণি॥
ঈষৎ হাসিয়া বোলে পাছে যদুপতি।
অনুশোচ না করিবা তুমি গুণবতী॥

দ্রৌপদীক গান্ধারী হাতত ধরি তুলি।
কান্দয় সুভদ্রা দেবী পুত্র পুত্র বুলি॥
সুভদ্রাক শান্ত করি দেব দামোদর।
কান্দয়ে উত্তরা দেবী ধুলায় ধূসর॥
সুবর্ণ পুতলী তনু ধূলায় লুঠিত।
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত॥
উত্তরার ক্রন্দনে বিস্মিত নারায়ণ।
কুন্তী দেবী যায়া তার মুছিল বদন॥
এহি মতে বিলাপ করয়ে নারীগণ।
যুধিষ্ঠিরে ধৃতরাষ্ট্রে বুলিল বচন॥
যেহি সব মৃত্যু হৈল পড়িলন্ত রণে।
তাহার করিও প্রেতকর্ম্ম সুযতনে॥
আপনে সৎকার তুমি কর মহাজনে।
আর সব রাজাগণে পুড়ুক অর্জ্জুনে॥
শুনিয়া আদেশিল ধর্ম্ম নৃপবর।
ধর্ম্ম যে সঞ্জয় যেনকুল ধনুর্দ্ধর॥
ঘৃত তৈল দিয়া তবে দহিল শরীর।
আনি কাষ্ঠ পুড়িলন্ত সবার শরীর॥
এক শত সহোদর রাজা দুর্য্যোধন।
কলিঙ্গ নিষাদ ভুরিশ্রবা যে লক্ষণ॥
অভিমন্যু ধৃষ্টদ্যুম্ন জয়দ্রথ বীর।
দুঃশাসন প্রভৃতিক দহিল শরীর॥
বিরাট দ্রুপদ সোমদত্ত নরপতি।
ভগদত্ত বৃষসেন বীর বিবিংশতি॥
উত্তমজা যোধাপত্য শকুনি দুর্ম্মতি।
দ্রোণ আদি শিখণ্ডী দ্রুপদ মহামতি॥
দ্রৌপদীর তনয় পঞ্চ আর ভরদ্বাজ।
এতেক রাজার যে করিল প্রেতকাজ॥
কেকয় ত্রিগর্ত্ত সেন ঘটোৎকচ বীর।
অলম্বুশ রাক্ষস আর দহিল শরীর॥

ধৃতরাষ্ট্র আগে করি পাণ্ডব সম্প্রতি।
ব্রাহ্মণ সহিতে কার্য্য করিল হাতাহাতি॥
যেন বিধি শাস্ত্র আছে উপদেশ ধর্ম্ম।
তেমতে করিল সবারে প্রেতকর্ম্ম॥

অথ কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণে যুধিষ্ঠিরের ক্ষেদ।

এবে কুন্তী পুত্র সব আনিল ডাকিয়া।
ধর্ম্মক বোলন্ত দেবী ক্রন্দন করিয়া॥
সবে সূতপুত্র বলি যাহাক বোলন্ত।
মোর পুত্র কর্ণ হয় শুন মতিমন্ত॥
কন্যাকালে জন্মিলন্ত আমার উদরে।
মন্ত্রঅভিষেকে জন্ম দিলা দিবা করে॥
জানিবা তোমার সিতো জ্যেষ্ঠ সহোদর।
তার প্রেত কর্ম্ম কর ধর্ম্ম নৃপবর॥
হাহা কর্ণ বুলি ধর্ম্মে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়ে ভূমির উপরে॥
না জানিয়া জ্যেষ্ঠ ভাই সংহারিলোঁ রণে।
অসন্তোষ যুধিষ্ঠির মাতৃর বচনে॥
যদি মোর সহায় হৈল হয় কর্ণ।
ইন্দ্রতুল্যসম মুঞি হৈল হয় পুর্ণ॥
আগে কেনে না কহিলা এসব বৃত্তান্ত।
তবে কেন কর্ণক করিমু হয় অন্ত॥
পায়ে ধরি আনি-লহোঁ জ্যেষ্ঠ সহোদর।
আমি পাত্র হৈতোঁ তাক কৌলোঁ নৃপবর॥
নিদারুণ মাও তুমি মোক না জানায়া।
না জানিয়া জ্যেষ্ঠ ভাই সমরে মারিয়া॥
এহি দুঃখে মাতৃক শাপিল যুধিষ্ঠিরে।
গুপ্তকথা না রহে যেন স্ত্রীর শরীরে॥
জ্ঞাতি পুত্র ভ্রাতৃ শোক যত দুঃখ পাইলোঁ।
ততোধিক শোক আমি কর্ণ মৃতুতে পাইলোঁ॥

বিলাপয়ে যুধিষ্ঠির বুলি কর্ণ কর্ণ।
শঙ্কচিত্ত কুন্তী দেবী বদন বিবর্ণ॥
যুধিষ্ঠির রাজা যে কর্ণের কর্ম্ম কৈল।
ক্ষেত্রির বিধানে তার দশ পিণ্ড দিল॥
ভারতের পূণ্যকথা পূণ্যবানে শুনে।
এহি হৈতে অমৃত নাহি ত্রিভুবনে॥
বৈশাম্পায়ন বলতি শুনিও জন্মেজয়।
স্ত্রীপর্ব্বে কথা সমাধান এহি হয়॥

ইতি স্ত্রীপর্ব্ব কথা সমাপ্ত। অথ শান্তি পর্ব্ব লিখ্যতে—

ওঁ গণেশায় নমঃ।

শান্তিপর্ব্ব।

ভাগীরথীস্থানে কৈল উত্তম আলয়।
তাহাতে রহিল যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আর যতেক নারীগণ।
ভীম ধনঞ্জয় কৃষ্ণ মাদ্রীর নন্দন॥
নারদ সনক ব্যাস ঋষি আদি করি।
সকলে আসিল তপোবন পরিহরি॥
জ্ঞাতিশোকে যুধিষ্ঠিরের স্থির নহে মন।
জ্ঞাতিপুত্র শোকে রাজা কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥
মহাদুঃখমনে রাজা রাখিল আসনে।
চারি ভাই চারি দিকে বৈসে জনার্দ্দনে॥
শান্তাইতে লাগিলা সকলে যুধিষ্ঠিরে।
যুধিষ্ঠির বোলে মুঞি পাপী এ সংসারে।
রাজ্যসুখে কাজ নাহি ছাড়িব জীবন।
মোকে আজ্ঞা করহ সকল মুনিগণ॥
জ্ঞাতিবধ কৈলো মুঞি পৃথিবী নাশক।
লিখিতে না পারি যত করিলোঁ পাতক॥
মারিলু অন্যায় করি যত পিতৃলোক।
কোলে করি পিতামহ পালিলেক মোক॥
মুঞি রাজ্যলোভী হইনু পাপিষ্ঠ দুরন্ত।
হেন পিতামহ মুঞি করিলহোঁ অন্ত॥
গুরু দ্রোণ মারিলহোঁ কপট করিয়া।
নরকে পড়িলো মিথ্যা বচন বলিয়া॥
গুরু মোকে পুছিলেন প্রত্যয় মানিয়া।
মুঞি মিথ্যা বুলি পাপ করিনু জানিয়া॥
দুগ্ধমুখ অভিমন্যু না কৈনু বিচার।
তাহাকে পাঠায়ে দিনু ব্যূহ ভেদিবার॥
দ্রোণবীর আগে চক্র ভেদিল ছাওয়ালে (১)
এ সব বিচার না কৈনু সেহিকালে॥
প্রাণসম ভাগিনাক দেব নারায়ণ।
হেলা করি না রাখিল কৃষ্ণ জনার্দ্দন॥
দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র মৈল এক ঠাঁই।
কর্ণ হেন আমার মারিনু জ্যেষ্ঠ ভাই॥
রাজ্যলোভে দুষ্ট মুঞি পাছ না গুনিনু।
ইষ্ট মিত্র বন্ধু জ্ঞাতি সবাকে বধিনু॥
অন্ন পানি না খাইব সংসার ভিতরে।
সবে বর দেহ প্রাণ ছাড়ঁহোঁ সত্বরে॥
নিবেদিল যুধিষ্ঠির কার্য্যে নাহি সুখ।
এহি বুলি যুধিষ্ঠির হৈল অধোমুখ॥
এই সব শুনিয়া কহেন ব্যাস মুনি।
ধৈর্য্য হৈও নৃপবর ইতিহাস শুনি॥
যথাত সংযোগ হয় বিয়োগ অবশ্য।
জলের বিম্বক যেন নাহিক রহস্য॥
উপজিলে মরণ অবশ্য পায় লোক।
মৃত্যু হৈলে পুনু যে না করি তাক শোক॥
এহি বুলি কহিলেন কথা ইতিহাস।
যুধিষ্ঠির শান্তাইল মহা মুনি ব্যাস॥

---

(১) শিশুতে।

অথ ব্যাসদেবকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের শান্ত্বনা।

সংসারের প্রসঙ্গ এহি মানে ছিল।
যুগ নামে ব্রাহ্মণে সে জনকে কহিল॥
ব্রাহ্মণে কহেন্ত কথা ব্রাহ্মণে শুনন্ত।
তাহাকে কহি আমি শুন মতিমন্ত॥
দেহমন্ত হয় জন্মি সংসার ভিতরে।
জরা মৃত্যু আসি লোক পৃথিবী সংহারে॥
সাগর পর্য্যন্ত মহীপাল যত জন।
বিধির লিখন তার অবশ্য মরণ॥
প্রথম বয়স কারো মধ্যম সময়।
বৃদ্ধ কালে কত করে মৃত্যুয়ে সংশয়॥
অশন বসন দেখ উদ্যান ভোজন।
রূপ মাল্য গন্ধ বেশ অতি সুশোভন॥
সম্পদ বিপদ দেখ দুই সমুদায়ে।
কালে ইহা সংহার যে অবশ্য নিশ্চয়ে॥
রোগমন্ত হয়া মরে মরে বৈদ্যগণ।
বলবন্ত মরে যে দুর্ব্বল যতজন॥
স্ত্রীসব মরন্ত মরন্ত নপুংসক।
মহাসিংহ গজ মরে মরন্ত মশক॥
মহাচিত্রবিচিত্র গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর।
চন্দ্র সূর্য্য মরিবেক ত্রিদশঈশ্বর॥
রূপবন্ত গুণবন্ত মরয়ে ধনবন্ত।
না বাঞ্ছিবা ইতো রাজা সবে হবে অন্ত॥
ধনী যে দরিদ্র হয় না পুরে সংকাশ।
বহুপুত্র জন্ম বুলি না করন্ত আশ॥
ভবিতব্য যত থাকে হয়ত অবশ্য।
তোমাক কহিনো আমি সংসার রহস্য॥
যেন যার নির্ম্মাণ হওয়ে সেই গতি।
জগতে আছয়ে মৃত্যু জানিবা সম্প্রতি॥

মহাভাগ্যবন্ত জন মরয়ে সত্বরে।
না মরে দরিদ্র জন শতেক বৎসরে॥
এ পুরুষে যিতো জনে ভুঞ্জে নানা সুখ।
কর্ম্মদোষে আসি তাঁয়ে ভুঞ্জে অতি দুঃখ॥
কেবা শ্রেষ্ঠ আছে যে অশ্রেষ্ঠ কোন জন।
কালবশে মৃত্যু পুন হয়ে জনে জন॥
কেহ শাস্ত্র বাখানয় বিবিধ বিচার।
বিবিধ কৌতুক দেখ বিচিত্র সংসার॥
শরৎ হেমন্ত যেন হয়ে নিবর্ত্তন।
তেন মত সুখ দুঃখ জান সর্ব্বক্ষণ॥
ঔষধে না রাখে পরিত্রাণ নাহি শাস্ত্রে।
কালে যদি সংহারিব কি করিব মন্ত্রে॥
দুই খান কাষ্ঠে যেন মিশামিশি জ্বলে।
তেন মতে জন্ম মৃত্যু জান মহীতলে॥
যেন পক্ষী বৃক্ষমূলে করে আগমন।
তাক বুধমন্ত জনে না করে সম্ভ্রম॥
নারী সবে রাগগীত গায় কত জন।
নাথহীন হ'য়া কত করয়ে ক্রন্দন॥
সকলি পৃথিবীমধ্যে দেব দামোদর।
অনাদি নিধন তুমি চিন্ত গদাধর॥
কোন জন কার পুত্র কার মাতা পিতা।
কার ধন কার জন কাহার বনিতা॥
পথের সংহতি যেন বাটে চলি যাই।
আশ্বাস করন্ত সবে মিলি একে ঠাঁই॥
কালে সংহারয় যবে প্রাণীয়ে না দেখে।
কোথা কোথা যায় তাহাক না রাখে॥
কুম্ভকার চক্র যেন ধরণীত ভ্রমে।
তেন মত জন্ম মৃত্যু হয় পুনঃ পুনে॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম মুক্তি পদ চিন্তিবা সতত।
অতি ক্লেশ পাইলে না ছাড়িবা ধর্ম্মপথ॥

হেন সব কথা যদি ব্রাহ্মণে কহিল।
শুনিঞা জনক রাজা স্তম্ভিয়া রহিল॥
শোক এড় যুধিষ্ঠির শুন মহামতি।
মহাসুখে আনন্দে ভুঞ্জিবা বসুমতী॥
ব্যাসের বচন শুনি ধর্ম্মনরপতি।
নিঃশব্দে রহিল কিছু না বলিল মাতি॥
কৃষ্ণক সম্বোধি পাছে বোলে ধনঞ্জয়।
এত দুঃখে পাইলো রাজ্য পড়িল সংশয়॥
জ্ঞাতিশোকে সন্তাপিত হৈল যুধিষ্ঠির।
বিশেষ পুত্রের শোকে দহয়ে শরীর॥
যেন মতে পার কৃষ্ণ কর পরিত্রাণ।
রাজার শোক প্রভু কর নিবারণ॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি উঠিল গোবিন্দ।
দুই চক্ষু প্রজ্বলিত যেন অরবিন্দ॥
ভক্তি করি কাছে গিয়া বসিল আপনে।
নৃপতির হাতে ধরি বোলে নারায়ণে॥
ছাড় শোক রাজা তুমি হইও সন্তোষ।
কি কারণে কর তুমি মনে এত ক্লেশ॥
যে সব পড়িল রণে জ্ঞাতিবন্ধুগণ।
শোক করি না পাইবা তার দরশন॥
করিয়া সম্মুখ যুদ্ধ গেল স্বর্গপুর।
তাহার কারণে রাজা শোক পরিহর॥
বীরগতি পায়া তারা দিব্য রথে গেল।
কেন অনুশোচ কর হইয়া বিকল॥
ষোড়শ রাজার কথা শুনিলা আপনে।
শোক পরিহর তুমি বিচারিয়া মনে॥

অথ ভরত রাজার উপাখ্যান।

কৃষ্ণ অনন্তরে কথা নারদে কহিল।
যেন মতে সঞ্জয় রাজাক পাসরিল॥
পূর্ব্বত ভরত রাজা পাইয়া কুরঙ্গ।
পুত্রবৎ পালে তাক পায়া বড় রঙ্গ॥
কুরঙ্গ চিন্তয়ে রাজা মরণসময়।
মরণ হৈল রাজা করিয়া নিশ্চয়॥
ঋষি রাক্ষস মুনি রাজাক দেখিল।
সদয় হৈয়া মুনি জ্ঞানকথা কৈল॥
পূর্ব্বকথা মনে হৈল চিন্তি নারায়ণ।
নগরকে গেল রাজা ছাড়ি পাছে বন॥
নগরীয়া মৃগ দেখি শতেকে বেড়িল।
ভরতক মারি মাংস সবে কাটি খাইল॥
মুক্তিপদ পাইল রাজা ব্রাহ্মণ উদরে।
শুনিয়া সঞ্জয় রাজা শোক পরিহরে॥
তবে ব্যাসঋষি তাকে বলে আর বার।
শোক পরিহর রাজা ধর্ম্মঅবতার॥
ধর্ম্মকথা শুনিবার যদি আছে মন।
ঝাটে গিয়া কর তুমি ভীষ্মদরশন॥
বৃহস্পতি আগ করি যত মুনিগণে।
নীতি শাস্ত্র বুঝাইল বিবিধ সন্ধানে।
ত্রিভুবনে প্রতিষ্ঠিত রাজার সম্বাদ।
ব্রহ্ম-ধর্ম্ম-দর্শী আছে যার সভাসদ॥
মহা ধর্ম্মশীল বীর তেহো মহাশয়।
তেহো সে খণ্ডাবে তোর হৃদয় সংশয়॥
আনন্দিত যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্য শুনি।
আনন্দিত চারি ভাই দেব চক্রপাণি॥
ধৃতরাষ্ট্র আদি করি পাণ্ডব নন্দন।
ভীষ্মের সমীপে সবে করিল গমন॥
এক দিকে বসিল সকল মুনিগণ।
ধৃতরাষ্ট্র বসিল বিদুর নারায়ণ॥
কর যোড় করিয়া বোলয়ে যুধিষ্ঠির।
মুঞি হেন পাপী নাহি সংসার ভিতর॥

জ্ঞাতিবধ করিলোঁ হো সংসার নাশক।
লিখিতে না পারি যত করিলোঁ পাতক ॥
অল্পদিন রাজ্য লাগি বহু কৈলো পাপ।
দ্রোণ ভীষ্ম মারি আমি বড় পাইলোঁ তাপ ॥

অথ ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরের প্রতি উপদেশ।

হেন শুনি বলে ভীষ্ম শুন যুধিষ্ঠির।
হিত উপদেশ কহি কর মন স্থির ॥
ত্রিদশের নাথ হরি দেব নারায়ণ।
এক মনচিত্ত হয়া চিন্ত জনার্দ্দন ॥
ধর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা সে পুরুষ প্রধান।
কি কারণে আপনে আসিলা মোর স্থান ॥
আমার শক্তিয়ে ওয় কি বুলিতে পারোঁ।
ওয় পাদপদ্ম স্মরি সকালতে মরোঁ ॥
এহি বুলি যুধিষ্ঠির করয়ে ক্রন্দন।
পাছে ভীষ্ম বোলে রাজা স্থির কর মন ॥
বিষাদ না কর তুমি স্থির কর মতি।
ভ্রাতৃগণ সহিতে পাইবা সদ্গতি ॥
নীতি ধর্ম্ম কথা কিছু শুনহে রাজন।
কদাচিৎ না নিন্দিবা জানিয়া ব্রাহ্মণ ॥
পিতাকে পালিবা যে রাখিবা অন্তঃপুরে।
জননী রাখিবা তুমি রন্ধনের ঘরে ॥
গৃহ কর্ম্মে রাখিবা আপন নিজ নারী।
গোধন রক্ষকে দিবা ভ্রাতৃ অধিকারী ॥
পুত্রক রাখিবা রাজকার্য্য সভাসদ্।
কৃষিকর্ম্মে যাইবা আপনে নরনাথ ॥
দান ধর্ম্ম যজ্ঞ তপ করিবা সততে।
প্রজাক পালিবা তুমি সদা পুত্রবতে ॥
মিথ্যা বাদে প্রজাগণে দণ্ড না করিবা।
প্রতিপালন করিয়া প্রজার কড়ি লইবা ॥
অনাথক পালি দুষ্টজন নিবারিবা।
প্রজার বনিতা যেন মাতৃক দেখিবা ॥
মন্ত্রীক পালিবা সব ভেদাভেদ কয়া।
দোষ পাইলে গঞ্জিবা না ছাড়িবা দয়া ॥
ধন উপার্জ্জিয়া ব্যয় না কর সতত।
ভয় ক্রোধ নিন্দা মন না কর সাম্প্রত ॥
না লইবা পর নারী স্থাপ্য না হরিবা।
অসত্য করিয়া মিথ্যাসাক্ষ্য না দিবা ॥
আতুর দরিদ্র যত পালিবা সত্বর।
সংক্ষেপে কহিল কথা ধর্ম্ম নৃপবর ॥
সবিনয় যুধিষ্ঠির বোলে আর বার।
কেবা কার মারি যায় ইতো যে সংসার ॥
মৃত্যু কাক বুলি সৃজিল কোন জন।
এ সকল কথা পিতৃ! কহিও কারণ ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা ভীষ্ম করে হাস।
যুধিষ্ঠির রাজাকে কহিল ইতিহাস ॥
বৈবশ্বত আছিল সূর্য্যের নন্দন।
চৌষট্টি রোগ ব্রহ্মা সৃজিল তখন ॥
দণ্ড ছত্র দিল আর মহিষ বাহন
চিত্রগুপ্ত স্থানে গেল বিচার কারণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম চিত্রগুপ্ত করয়ে বিচার।
কর্ম্মফলে দুঃখ ভুঞ্জে সকল সংসার ॥

অথ যমরাজার নগরীর বিবরণ।

সুনন্দ নামে আছে যমের নগরী।
স্বর্গের সদৃশ যেহি কহিতে না পারি ॥
সুবর্ণে রচিত ঘর অতি মনোহর।
স্ফটিকের স্তম্ভ মুক্তাজ্যোতিস্কর ॥
চারি দিকে চারি দ্বার দেখিবা পুরীত।
নানা দ্রব্য মনোহর দেখিতে শোভিত ॥

জানিবা উত্তর দ্বার অতি সুশোভন।
স্থানে স্থানে সরোবর উদ্যান রতন ॥
যত ঋষি সন্ন্যাসী মরয় নৃপবর।
উত্তর দ্বারক পায় জানিবা সত্বর ॥
পশ্চিম দ্বারক জান অত্যন্ত প্রকাশ।
সুবর্ণর ঘর শোভে সুবর্ণ কলস ॥
নানা উপভোগ দ্রব্য মণ্ডপ বিশেষ।
অমৃত সমান জল (পুষ্করিণী) পুষ্কর্ণী অশেষ ॥
সম্মুখ সমরে হয় যাহার মরণ।
পশ্চিম দ্বারেতে যায়ে যমের ভুবন ॥
পূর্ব্ব যে দ্বারের কথা শুন যুধিষ্ঠির।
দধি দুগ্ধে ভরি থাকে সরোবর নীর ॥
স্বামীর সহিতে মরে যেবা নারীগণ।
পূর্ব্ব দ্বারে যায়ে সেহি যমের সদন ॥
দক্ষিণ দ্বারের কথা শুন ধর্ম্ম রায়।
যাহার কথন অতি কহন না যায় ॥
খরতর শ্রোত বহে নদী বৈতরণী।
অগ্নির সদৃশ তথা বহে তরঙ্গিনী ॥
পাপিগণ ধরি তথা করায়ে সান্তার।
পার না হইলে দূতে করয় প্রহার ॥
গোময় যে পোকায়ে কামড়ে ভীমরূল।
তাহা নিয়া কুকুরে মাংস টানয়ে প্রচুর ॥
নদীপার হৈলে আছে নরক চৌরাশী।
যণ্ডের সদৃশ পোকা দেখিয়া তরাসি ॥
লোহার সদৃশ বৃক্ষ আছে সেহি দ্বারে।
গাছে আছড়য় যিতো গুরুপত্নী হরে ॥
স্বামীক নিন্দয়ে যিতো নারী তৎকারণ।
দেবতা গুরুক যিতো নিন্দয় ব্রাহ্মণ ॥
তাহাক ফেলায় ঘোর নরক ভিতরে।
দেখি চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম ধর্ম্মক বিচারে ॥

নরকের হেনপুরী পূরিত শোণিত।
শতেক যোজন যার সদা পরিমিত ॥
সে নরকে গোবধী আর স্ত্রীবধী যায়।
ব্রাহ্মণীক হরে যে সেহি নরক পায় ॥
কুম্ভীপাক নরকের শুনহ কারণ।
অকুমারী (১) হরে যেবা হরে পরধন।
মিথ্যাবাক্য বলে যেবা হরয়ে শাসন ॥ (২)
কুম্ভীপাক নরকত তাহার গমন ॥
আর নরকের যেন শুনিও বিশেষ।
যার যেন হয়ে ধর্ম্ম শুন অবশেষ ॥
নরনারী হরে যেবা সুবর্ণ হরয়।
অতিথিক নাদি যেবা আপনে ভুঞ্জয় ॥
শুক্রবিক্রি করিয়া কন্যার কড়ি খায়ে।
রৌরব নরকে সিতো গমন করয়ে ॥
আর নানা মত পাপ করে মহীতলে।
চৌরাশী নরকে তারা পড়য়ে সকলে ॥

অথ মৃত্যুর জন্ম বিবরণ।

সংক্ষেপে কহিলোঁ মাত্র পাপের কথন
মৃত্যুকে সৃজিল প্রজাপতি যে কারণ ॥
পূর্ব্বে পুরূরবা নামে বুধের নন্দন।
আপনার তেজ বলে শাসিল ভুবন ॥
সাত পুত্র হৈল তার ভুবন মোহিত।
নহুষ পুরু কুরু তার পরম পণ্ডিত ॥
উরুঅরু ভোজ আর বিষ্ণু হৈল নাম।
মহাসুর সাতজন অতি অনুপাম ॥
সাত ভাগ পৃথিবীক পুরূরবা কৈল।
সাত দিক্ সাত জনাক দান সে করিল ॥

(১) কুমারী
(২) বিচার ব্যাঘাত করে

মধ্যভাগ জম্বুদ্বীপ ভরতকে দিল।
ভারতবরষ নাম ইহাতে ধরিল ॥
গোসাঞির নাভিতে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
কর্ণ হৈতে উপজিল এ দুই বেকৃতি ॥
মধু কৈটভ নাম সমরে নিপুণ।
ব্রহ্মার সহিতে তার হৈল দরশন ॥
ব্রহ্মাক হানিতে চায় হাতে খড়্গ ধরি।
এক মনে চিন্তে ব্রহ্মা জানিল শ্রীহরি ॥
যোগনিদ্রাগত হরি কমল লোচন।
আচম্বিতে মহা মায়া তাতে উপসন্ন ॥
নিদ্রাগত দেখি তথা হরিক ছাড়িল।
নিদ্রা ভঙ্গ হৈল হরি উঠিয়া বসিল ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কৌস্তুভভূষণ।
কিরীটি কুণ্ডল শোভে অঙ্গে ত শোভন ॥
মধু যে কৈটভ সঙ্গে মহা যুদ্ধ করি।
অনেক সময় যুদ্ধ করিল মুরারি ॥
মহামায়া অধীন যে দেব চক্রপানি।
মৃত্যুরূপা হৈলা তবে আপনি গোসাণি ॥
মায়া আচ্ছাদিয়া পুনু বোলে ততক্ষণ
তুষ্ট হইলাং তোমাতে শুন নারায়ণ ॥
বর মাগ নারায়ণ দিব আমি বর।
আমা সনে বহুকাল করিলা সমর ॥
হরি বলে মোর হাতে হউক মরণ।
হেন শুনি পুনরপি বলে দুয়ো জন ॥
পৃথিবী আকাশ শূণ্য জল তরুগিরি।
ইহাতে আমাকে তুমি না মার শ্রীহরি ॥
এহি শুনি নারায়ণ চিন্তে মনে মনে।
আপনার জানুত কাটিল দুই জনে ॥
জলের বিম্ব যেন জলে মিশাইল।
গোসাঞির শরীরে দুই মিশাইয়া গেল ॥
গোসাঞির শরীরত সবার উৎপন্ন।
গোসাঞির শরীরে হৈল মিলন ॥
শোক এড় যুধিষ্ঠির কিছু নহে সার।
উপলম্ব কিছু কথা শুনহ আমার ॥
একরূপ নিরঞ্জন দেব যে শ্রীহরি।
ইহাতে অধিক তীর্থ কহিতে না পারি ॥
ব্রহ্মহত্যা পাপ হৈলে শুন নৃপবর।
ত্যজিয়া সকল সুখ গঙ্গাবাস কর ॥
ষটকাল ত্রিকাল তুমি কর চান্দ্রায়ন।
অষ্টমীর ব্রত তুমি করহ রাজন ॥
তুলসীর পরিচর্য্যা অতিথি পালন।
একাদশী শিবচতুর্দ্দশীক রক্ষণ ॥

অথ অতিথিসেবার মাহাত্ম্য কথন।

অর্চ্চিহ দেবতাগণ উপবাসী হয়া।
যতেক পারহ ধর্ম্ম করিবা অর্চ্চিয়া ॥
ইহার মাহাত্ম্য যত কহন না যায়।
সংক্ষেপে কহিনু ধর্ম্ম রাখ সমুদয় ॥
আর এক কথা কহি শুনহ রাজন।
তীর্থ করিবার যায়ে কৌণ্ডিল্য তপোধন ॥
হাতে দণ্ড কমণ্ডলু দিব্যকলেবর
শ্মশান ভূমিত গেল পরম সুন্দর ॥
শ্মশান ভূমিত দেখি বিপ্র পঞ্চজন
বিকৃতি আকার দেখি পুছিল তখন ॥
মহা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি পঞ্চজন।
পিতৃমাতৃ নাহি হেথা আছ কি কারণ ॥
অগ্নির সমান তেজ দেখি পঞ্চজন।
কহিতে লাগিল সবে আপন কথন ॥
অযোনি সম্ভবা আমি হই পঞ্চজন
পিতৃমাতৃ নাহি মোর শুন তপোধন ॥

জাতি প্রেত আমি জান সূচীমুখ নাম।
শীঘ্রক, ব্যূহক বিপ্র দেখ অনুপাম॥
পর্য্যুসিত, লিখক অরণ্যে পঞ্চ বাসী।
ঘর দ্বার নাহি আমার শুন হে তপস্বী॥
যদি বল তোর পিতৃ নাহি যবে।
কেবা তোর জন্ম দিল নাম থুইল কবে॥
পঞ্চ প্রেত বোলে যে আমার কর্ম্মফলে।
আপনার কর্ম্মে নাম থুইল সকলে॥
সূচীমুখ বোলে শুন আমার উত্তর।
আচম্বিত অতিথি আসিল মোর ঘর॥
না করিলোঁ তার সেবা অতিথি দেখিয়া।
আর ঘর যাহ বুলি পাঠালো ভাণ্ডিয়া॥
এহি পাপে সূচীমুখ মোর নাম হৈল।
আপনার কথা আমি সকল কহিলো॥
শীঘ্রক বোলয় শুন ব্রাহ্মণ কুমার।
যে কারণে শীঘ্রক নাম হৈল মোর॥
অতিথি মাগিল দান না শুনিলো কাণে।
শীঘ্রগতি গেল মুঞি না শুান শ্রবণে॥
প্রেতত হইল জন্ম এহি সে কারণ।
শীঘ্রক নাম মোর শুনহে ব্রাহ্মণ॥
লিখকে বোলয় এবে শুন দ্বিজমুনি।
অতিথে না দিয়া দান লিখিলো ধরণী॥
এহি পাপে প্রেত জন্ম হইল আমার।
শুনহে সকল কথা ব্রাহ্মণ কুমার॥
ব্যূহকে বোলয়ে এবে শুন দ্বিজবর।
যে কারণে ব্যূহক নাম হইল আমার॥
মিষ্ট অন্ন পাইয়া খাইলোঁ একেশ্বর।
এহি পাপে প্রেত হৈলোঁ শুন দ্বিজবর॥
পর্য্যুসিত বলে শুন আমার বচন।
পর্য্যুসিত নাম নাম মোর হৈল যে কারণ॥
ভাল খায়া পর্য্যুসিত দিলো অতিথিরে।
এহি পাপে প্রেত মুঞি কহিনু তোমারে॥
কৌণ্ডিল্য বোলে তোরা থাক কোন স্থানে
কোন দ্রব্য ভক্ষণ তোরা কর পঞ্চজনে॥
কৌণ্ডিল্যের বাক্য শুনি বোলে পঞ্চজন।
যতেক কুৎসিত দ্রব্য আমার ভোজন॥
মল মুত্র বান্তি (১) আমি করিয়ে আহার।
উচ্ছিষ্টক শ্লেষ্মা আমি খাই বারেবার॥
যথাতে আমার বাস শুন মহামুনি।
সর্ব্বদা আলস্য করে যাহার ঘরণী॥
সর্ব্বদা কোন্দল করে অনেক আহার।
ভস্ম তূষ কাপাসবিচি লঙ্ঘে যেবা আর॥
দেবদ্বিজগণ যেবা নিন্দে গুরুজন।
অসংযমে যথা তথা করয়ে ভোজন॥
নিজ কর্ম্ম এড়িয়া গর্হিত কর্ম্ম করে।
সর্ব্বদা থাকি আমি তাহার শরীরে॥
শুনিয়া কৌণ্ডিল্যমনে দয়া উপজিল।
ইতিহাস পুরাণক কহিতে লাগিল॥
রাম কৃষ্ণ স্মর তোরা শুনহ পুরাণ।
তীর্থ করি ভ্রম তোরা কর গঙ্গাস্নান॥
যিতো হরি নাম বলে শুন কর্ণ পাতি।
তবে মুক্তিপদ পাইবা পঞ্চ যে বেকতি॥
এহি কথা কৈতে স্বর্গে দুন্দুভি বাজিল
দিব্য রথ পঞ্চ খান তখনে নামিল॥
রথে চড়ি স্বর্গে গেল সেহি পঞ্চজন
তীর্থ করিতে গেল কৌণ্ডিল্য তপোধন॥

অথ একাদশী মাহাত্ম্য কথন।

আর এক কথা কহি শুনহে রাজন।
একাদশীব্রতকথা শুন একমন॥

(১) বান্তি—বমি

আছিলেন বীরবাহু নৃপতি দুর্জ্জয়।
জনম অবধি একাদশী যে করয় ॥
বসন হিরণ্য দান দিয়া দ্বিজবরে।
বেলি অবসানে গেল আপনার ঘরে ॥
তবে এক দ্বিজ বলে যায়া রাজস্থানে।
মুঞি দান না পাইলু বেলি অবসানে ॥
হেন শুনি বীরবাহু করি কোপ মন।
অশ্ববিষ্ঠা গুলি দিল ব্রাহ্মণে তখন ॥
স্বস্তি বাক্য বলিয়া লৈলেক মুনিবর।
অন্তঃপুরে গেল রাজা বিপ্র গেল ঘর ॥
সেহি পাপ হৈল জান রাজার শরীরে।
দানফলে লক্ষ গুণ বাড়ে নিরন্তরে ॥
সেই দেশে বৈসে এক হরিদাস মালী।
তাহার মালঞ্চে যে গন্ধর্ব্বে পুষ্প তুলি ॥
গন্ধর্ব্ব তোলয়ে ফুল মালঞ্চভিতরে।
বৃত্তীর (১) কণ্টক তার লাগিল শরীরে ॥
সেহি পাপে গন্ধর্ব্বের রথ নাহি চলে।
মালঞ্চে দেখিল তাক মনুষ্য সকলে ॥
রাজায় দিলেন জান (২) কোটালে তখনে।
আশ্চর্য্য শুনিয়া রাজা আসিল সেখানে ॥
রাজা বোলে এথা তুমি আইলা কি কারণ।
কিনাম তোমার আইলা কোন প্রয়োজন ॥
গন্ধর্ব্বে বোলয় আমি ইন্দ্রআজ্ঞা লয়া।
এহি ত মালঞ্চে পুষ্প লইয়ে তুলিয়া ॥
পুষ্পদন্ত নাম মুঞি গন্ধর্ব্বের পতি।
কহিনু আমার কথা শুন নরপতি ॥
রাজা বোলে স্বর্গক না গেলা কি কারণ।
কি কারনে মনুষ্যত দিলা দরশন ॥
গন্ধর্ব্ব বলয় মোর পায় হৈল ঘায়ে।
তে কারনে রথ মোর স্বর্গক না যায়ে ॥
বর্ত্তকী কণ্টকত আমি হৈনু হত।
রথীর কারণ রথ নাচলে ত্বরিত ॥
রাজা বলে কোন মতে স্বর্গ পুরে যাহ।
ইহার বৃত্তান্ত কথা মোর ঠাঞি কহ ॥
গন্ধর্ব্ব বোলয় যিতো কৈল একাদশী।
তবে রথ চলে সেহি ছোয়ে যদি আসি ॥
এহি শুনি নৃপতি বিচারে সর্ব্বদেশ।
না জানে ব্রতের নাম তেঁহ ত বিশেষ ॥
শীলা নামে এক বেশ্যা আছয়ে নগরে।
মায়ের সহিতে দ্বন্দ করিল বিস্তরে ॥
একাদশী দিনে সেহি রহিল শুতিয়া।
না খাইল অন্ন পানী ক্রন্দন করিয়া ॥
পরপুরুষক লয়া বঞ্চে সেহি রাতি।
সেই বেশ্যা আনে বীরবাহু নরপতি ॥
ছুঁইল মাত্রকে রথ চলিল তখন।
আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা বুলিল বচন ॥
মোর এক নিবেদন তোমার চরণে।
পাপপুণ্য কত মোর জানিবা আপনে ॥
বারেক আসিয়া মোক দিবা দরশন।
শুনিরা গন্ধর্ব্ব পতি বুলিল বচন ॥
আজি হৈতে মিত্র তুমি জানিবা নিশ্চয়।
অবশ্য সাধিব কার্য্য জান মহাশয় ॥
গন্ধর্ব্ব চলিল পাছে ইন্দ্রের নগর।
কহিল সকল কথা ইন্দ্রের গোচর ॥
ইন্দ্ররাজ শুনিয়া গন্ধর্ব্বের হাতে ধরি।
দেখাইল স্বর্গত এক মনোহর পুরী ॥
সুবর্ণ রচিত ঘর আর যে প্রাচীর।
সুবর্ণের সিংহাসন বিচিত্র মন্দির ॥

(১) বৃত্তী—বৃহতী, কণ্টক বিশেষ
(১) খবর।

নানা উপহার দ্রব্য দেবতা দুর্লভ।
একে একে গন্ধর্ব্বক দেখাইল সব॥
এক সরোবর জল অমৃত সমানে।
মধ্যে দুই পর্ব্বত আছয়ে দুই স্থানে॥
জলমধ্যে পর্ব্বত আছয়ে কি কারণ।
ইন্দ্র বলে বীরবাহু বড় পুণ্যবান॥
এহি ত পুরীত ধর্ম্মে হৈব নরপতি।
ভুঞ্জিব সকল সুখ সেহি মহামতি॥
আগে কীটরূপ হয়া নরক ভুঞ্জিব।
এ দুই পর্ব্বত রাজা কীট হয়া খাইব॥
অশ্ববিষ্ঠা লয়া সে ব্রাহ্মণে দিল দান।
সেই লক্ষগুণ হৈল পর্ব্বত প্রমাণ॥
ইহাকে ভুঞ্জিলে তার পাপ হৈব ক্ষয়।
তবে স্বর্গ ভুঞ্জিবেক সেহি মহাশয়॥
শুনিয়া ব্যাকুল হৈল গন্ধর্ব্বঈশ্বর।
ইন্দ্রক প্রণাম করি গেল নিজ ঘর॥
আর দিন গেল বীরবাহুর মন্দিরে।
কহিল সকল কথা রাজার গোচরে॥
শুনিয়া বিকল রাজা বোলে আর বার।
কোন মতে হৈব মোর নরকে নেস্তার॥
পুনরপি যাহ তুমি সুরপতিস্থানে।
এতেক অধর্ম্ম মোর খণ্ডায়ে কেমনে॥
আর দিন পুষ্পদন্ত স্বর্গ পুরে গিয়া।
পুছিল ইন্দ্রের স্থানে মিনতি করিয়া॥
রাজা বীরবাহু সনে মোর বড় মর্ম্ম।
কোন মতে খণ্ডে তার এতেক অধর্ম্ম॥
ইন্দ্র বোলে শুন তুমি গন্ধর্ব্বের পতি।
যদি দুহিতাক লয়া থাকে নরপতি॥
কন্যা লয়া গুপ্তে থাকে পাপে না দেয় মন।
তাহার দুর্ব্বাচ্য যদি ঘোষে সর্ব্বজন॥
তবে সে তাহার পাপ সবে হবে ক্ষয়।
আর কোন মতে পাপ খণ্ডন না যায়॥
শুনিয়া বিকল হৈল বীরবাহু রায়।
ভিন্ন স্থানে গিয়া কৈল উত্তম আলয়॥
দুহিতা লইরা তথা গেল নরপতি।
সকল সংসারে ঘোষে দুর্ব্বাচ্য সম্প্রতি॥
মহা দুর্ব্বাচ্যক বাক্য ঘোষে সর্ব্বজনে।
বাল্য বৃদ্ধ যুবক সকল নারী গণে॥
নগর ওরাত (১) বৈসে তাঁতি দাস নাম।
হেন কথা শুনি তাঞে বলে রাম রাম॥
দুর রে পাপিষ্ঠ হেন না বলিহ আর।
বীরবাহু রাজা সে না করে পরদার॥
নিজকন্যা লয়া কেনে রৈব নরপতি।
না কহিও হেন কথা তোরা দুষ্টমতি॥
লোকের ঘোষণে পাপ হৈল বিমোচন।
রহিলেক কিছু মাত্র তাঁতির কারণ॥
অমৃতে পুরিল সরোবর পঞ্চ স্থান।
মুষ্টিক প্রমাণ বিষ্ঠা রৈল কিকারণ॥
সুরপতি বোলে শুন গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর।
তাঁতি যদি মন্দবোলে না রহে সত্বর॥
তে কারণে কিছু রৈল তাহার শরীরে।
মহাদান করি বিষ্ঠা দিল দ্বিজবরে॥
যদি তুমি একাদশী করহে রাজন।
তবে সে তাহার পাপ হয় বিমোচন॥
ইহার অধিক ব্রত নাহি যুধিষ্ঠির।
একাদশী ব্রত কর মন করি স্থির॥

অথ শিবচতুর্দ্দশী ব্রতের বিবরণ।

আর এক কথা কহি শুনহে রাজন।
চতুর্দ্দশী দিনে শুন ব্রতের কারণ॥

(১) ওরাত—ধারে

ধৃষ্ট নামে দ্বিজ ছিল কাম্পিল্যনগরে।
মহা দুঃখবন্ত সেহি ব্রাহ্মণ কুমারে॥
ভিক্ষাকরি ফিরে সেহি নগরে নগর।
বেলি অবশেষ হৈল অস্ত দিবাকর॥
রম্যস্থান দেখি বিপ্র বৃক্ষে আরোহণ।
ভূতগণ সঙ্গে তথা গেল ত্রিলোচন॥
কার্ত্তিকের শিবচতুর্দ্দশী তিথি পায়া।
সেহি স্থানে শিব গেল ভূতগণ লয়া॥
ভূতগণ দেখি ভীত বিপ্রেরকুমার।
বিল্ববৃক্ষে থাকি বিপ্র কান্দে বারম্বার॥
বৃক্ষ মূলে আছে শিব ভূতগণ লয়া।
নেত্রনীর পত্রসনে পড়িল আসিয়া॥
নেত্র নীরে পত্রসনে পড়িল যখন।
জলপুষ্প পাইল শিব তুষ্ট হৈল মন॥
তুষ্ট হয়া বর তাক দিল ত্রিলোচন।
ইহ লোকে সুখ অন্তে স্বর্গেত গমন॥
বর দিয়া ত্রিলোচন গেল ভূত সঙ্গে।
হরষিত দ্বিজবর গেল মহারঙ্গে॥
আর এক কথা কহি শুনহে রাজন।
অষ্টমী ব্রতের কথা শুনহে কারণ॥
গৌতমের ভার্য্যাক হরিল সুরপতি।
ইন্দ্রেক শাপিল সে গৌতম মহামতি॥
অহল্যাক দেখি তার মজি গেল মন।
অঙ্গে সহস্রেক যোনি হৈল উৎপন্ন॥
গৌতমে শাপিল ইন্দ্র সহস্র যোনি ধরে।
লাজে ইন্দ্র দেবরাজা না হয় বাহিরে॥
দেবগুরু বৃহস্পতি বুলিল চিন্তিয়া।
অষ্টমীত পূজ তুমি উপবাস দিয়া॥
বৃহস্পতি বাক্যে ইন্দ্র অষ্টমী করিল।
আপনে ভবানী দেবী প্রত্যক্ষ হইল॥
বর দিল দুঃখ কিছু না ভাবিও মনে।
হবেক সহস্র যোনি সহস্র লোচনে॥
দেবী বরে সহস্রাক্ষ নাম ইন্দ্রে ধরে॥
অষ্টমী করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হরে॥

অথ নহুষ রাজার উপাখ্যান।

একদিন রণমধ্যে বীর বৃকোদর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর॥
মহা অজগর আছে সেহি বনমাঝে।
দেখিয়া হইল ক্রোধে ভীম মহাতেজে॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে সর্পের মাথায়।
না নড়িল সর্প অঙ্গ ভীমের গদায়॥
গজ দশসহস্র বল ভীমে ধরে।
গদাহস্তে কালদণ্ড যম যেন ধরে॥
লীলা করি সর্পরাজ ভীমকে ধরিল।
পায়ে ধরি অর্দ্ধ খান ভীমক গিলিল॥
অর্জ্জুনক ডাক পারে বীর বৃকোদর।
সত্বরে আসিল রাজা ধর্ম্মনৃপবর॥
দেখিল ধরিল সর্পে পবননন্দনে।
মনে মনে চিন্তে রাজা ইহার কারণে॥
কত কাল উপবাস আছে অজগর।
উপবাসে আহারক পাইল সত্বর॥
দেখিয়া হতাশ হৈল ধর্ম্ম নৃপবর।
প্রাণের দোসর মোর ভাই বৃকোদর॥
এতেক চিন্তিতে আইল পার্থ নারায়ণ।
দেখিয়া ধরিছে সর্পে পবননন্দন॥
মহাক্রোধে ধনঞ্জয় বাণ লৈল করে।
কাটিল সর্পের মধ্য পার্থ ধনুর্দ্ধরে॥
সর্পরূপ এড়ি ধরে দিব্য কলেবর।
কর যোড়ে করে স্তুতি অতি বহুতর॥

তুমি নারায়ণ সংসারের অধিকারী।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি সে সংহারী॥
তুমি দেব তুমি নর তুমি পশুগণ।
তুমি সে জানিলোঁ হও সবারি জীবন॥
তুমি সে সৃজিল প্রভু সকল সংসার।
তুমি প্রাণ লৈলে কেবা দিতে পারে আর॥
কৃষ্ণ বোলে তুমি সর্পরূপ হৈলা কেনে।
মহাবল সর্পরাজ বিখ্যাত ভুবনে॥
কৃষ্ণর বচনে রাজা দিল প্রত্যুত্তর।
চন্দ্রবংশে জন্ম মোর নহুষ নৃপবর॥
জিনিলো সংসার সুখ কৈলো নানা দান।
দেবের সভাত করে আমার বাখান॥
একদিন ইন্দ্র যায় হস্তীত চড়িয়া।
দুর্ব্বাসায় মালা দিল ইন্দ্রক দেখিয়া॥
দুর্ব্বাসায় ইন্দ্রক দেখি মালা দিল গলে।
সেহি মালা দিল ইন্দ্র ঐরাবত গলে॥
মদমত্ত হস্তী তাক ফেলিলেক শুণ্ডে।
সেহি মালা পায়া বেশ্যা পিন্ধিলেক মুণ্ডে॥
মালা পিন্ধি বেশ্যা যায় আপন ভুবনে।
দুর্ব্বাসার পথক্রমে হৈল দরশনে॥
বেশ্যার গলার মালা দেখি মুনিবর।
মহাক্রোধে ঋষি পাছে হৈল খরতর॥
মহা যত্নে মালা দিলো দেখি সুরপতি।
মোর মাল্য অবহেলা কৈল পাপমতি॥
আপনাক সুরপতি ইন্দ্র হেন জানে।
ব্রাহ্মণ করিয়া পাপী আমাক না মানে॥
এবে সে জানিব ইন্দ্রে শ্রী হৈব হত।
নহুষ হৈব ইন্দ্র অমরাপুরীত॥
দুর্ব্বাসার শাপে ইন্দ্রের শ্রী হৈল হত।
আমাক করিল "ইন্দ্র" দেবতা সমস্ত॥

ঐরাবত হস্তী পাইলোঁ পুষ্প পারিজাত।
ইন্দ্র হয়া পাইলোঁ আমি উর্ব্বশী সাক্ষাৎ॥
পাইলো ইন্দ্রের রাজ্য সব ধন জন।
ইন্দ্রের ইন্দ্রানী না আইসে আমার সদন॥
আনহ কুবের সোম বরুণ দিবাকর।
ইন্দ্রেক ধরিতে চাহে করিয়া সত্বর॥
না পাইলো কোন স্থানে ইন্দ্রের উদ্দেশ।
মোর ডরে ইন্দ্র করে জলেত প্রবেশ॥
শচীকে আনিতে আমি বরুণ পঠাইলোঁ।
নহুষে তলব করে বরুণে কহিল॥
শঙ্কা পায়া শচী গেল বৃহস্পতি স্থানে।
শুনি পাছে দেবগুরু চিন্তে মনে মনে॥
পুনরপি শচী বলে শুন তপোধন।
আছয়ে মন্ত্রণা তুমি কহ রাজস্থান॥
দুর্ব্বাসা পৌলস্ত যে নারদ মহামুনি।
চড়িয়া ইহার কান্ধে আসুক আপনি॥
শুনি মুনিগণকে কহিল ততক্ষণে।
বহিতে চৌদলে মোক শচীর সদনে॥
শুনি ক্রোধে দুর্ব্বাসা হৈল কম্পমান।
আমাক দিলেন মুনি শাপ ততক্ষণ॥
সর্প হয়া মহাপাপী যাহ ত ভূতলে।
সহস্র বৎসর তুমি থাক মহীতলে॥
দ্বাপরের শেষত জন্মিব নারায়ণ।
শাপমুক্ত হৈবা হৈলে তার দরশন॥
তোমার প্রসাদে মোর শাপ মুক্তি হৈল।
আপনার কথা গোসাঞি সকলে কহিলোঁ॥
বৃকোদরে বলে তবে যোড় করি হাত।
কত বল আছে রাজা তোমার বাহাত॥ (১)

(১) বাহুত।

কুঞ্জরসহস্র দশ যত বল ধরে।
এত সব বল মোর (বাহুর) উপরে ॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল পবননন্দন।
দিব্যরথে চড়ি স্বর্গে করিল গমন ॥
পৃথিবীর পঞ্চব্রত করে যেবা জন।
কদাচিত নরকত না হৈব গমন ॥

একে একে ভীষ্মের উপদেশ প্রদান ও স্বর্গে গমন।

যুধিষ্ঠির বোলে শুন শান্তনু নন্দন।
কিবা পূজে কিবা বোলে অকুমারীগণ ॥
ভীষ্ম বোলে কহি শুন ইহার কারণ।
যেন মতে অকুমারীব্রতের ধারণ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি সব একহি না জানে।
এক মনে ভাবে যদি দেব নিরঞ্জনে ॥
সর্ব্বভূতে নিরঞ্জন কারো নহে ভিন্ন।
যথা তথা চিন্তে যদি অকুমারী গণ ॥
হেলায় শ্রদ্ধায় যিতো ভাবে নারায়ণ।
বিশেষ তাহার ফল পাণ্ডুর নন্দন ॥
বেদহীন নহে তার শুন যুধিষ্ঠির।
সদা হরি হরি চিন্তে মন করি স্থির ॥
ভীষ্ম যত কহিল ধর্ম্মের বরাবর।
তাহাক লিখিলে হয় পুস্তক বিস্তর ॥
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া বলে ভীষ্ম বীর।
হরি ভাব হরি চিন্ত হরি কর সার ॥
অসার সংসার দেখ কারো কেহ নয়।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ত্যজ মহাশয় ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি উপদেশ যত বাণী।
না ধরিলা বাক্য ধৃতরাষ্ট্র নৃপমণি ॥
অখন আমার বাক্য ধর নিজ মনে।
দুষ্ট বাক্য ছাড়ি সদা চিন্ত নারায়ণে ॥
বিদুর আনিঞা কহে শান্তনু নন্দন।
না লিখিল তাক আমি বাহুল্য কারণ ॥
এহি বুলি ভীষ্ম বীরে প্রবোধি সবারে।
প্রিয় বাক্য বুলিয়া পাঠাইল নিজ ঘরে ॥
যার যে শিবিরে গেলেন রাজাগণ।
ধৃতরাষ্ট্র নারায়ণ ধর্ম্ম যে তখন ॥
যার যে শিবিরে গেল আনন্দিত মনে।
শরশয্যাগতদুঃখ শান্তনু নন্দনে ॥
মাঘ শুক্লা অষ্টমীতে তনু কৈলা ত্যাগ।
বসুলোকে গেল ভীষ্ম ত্যজি অনুরাগ ॥
স্বর্গেত দুন্দুভি বাজে পুষ্পবরিষণ।
বৈকুণ্ঠ হৈতে দূত পঠাইল নারায়ণ ॥
রথে করি বিষ্ণু দূতে ভীষ্মক লয়া যায়।
অষ্টবসু সঙ্গে নিয়া মিলন করায় ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজ করয়ে ক্রন্দন।
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কান্দয়ে নারীগণ ॥
মহাশোকাকুল হৈল ধর্ম্ম নারায়ণ।
মহাশোক ভাবয়ে সকল প্রজাগণ ॥
ব্যাস ঋষি আসিয়া সবাকে শান্তাইল।
নীতি উপদেশ ধর্ম্ম কথা সব কৈল ॥
প্রেতকর্ম্ম ভীষ্মর করিল গঙ্গা জলে।
জলকৃত্য নির্ব্বাহিয়া উঠিলেন কূলে ॥
পাছে দশপিণ্ড দান কৈল দশ দিনে।
সম্পূর্ণ করিল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে ॥
নানা রত্নরাশি শয্যা রথ ধ্বজ বাজি।
শৃঙ্গদান কৈল যে কাঞ্চনেতে সাজি ॥
এহি মতে নানা দান কৈল ধর্ম্ম রায়।
পাছে পঞ্চভ্রাতৃ মিলি গেল নিজালয় ॥
ঋষিগণ রাজাগণ যত বিপ্রগণ।
আপন শিবিরে গেল করি নিবর্ত্তন ॥

নিজালয় গেল বলভদ্র নারায়ণ।
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর গেলেন নারীগণ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে পাতক খণ্ডে পরলোকে তরি॥
ইহাকে শুনিতে নর না করিবা হেলা।
কলির ভবতরিতে হরিনাম ভেলা॥
ভারতের কথা শুন এড় আন কাম।
পাতক ছাড়ুক ডাকি বোল রাম রাম॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত। অথ অনুশাসন পর্ব্ব লিখ্যতে॥

ওঁ গনেশায় নমঃ।

অনুশাসন পর্ব্ব।

জ্ঞাতিবধে সন্তাপিত রাজা যুধিষ্ঠির।
অবিচ্ছেদ ধারাষাঢ়ে পড়ে নেত্রনীর ॥
দেখিয়া প্রবোধে তাক দেবনারায়ণ।
দ্রৌপদীয়ে প্রবোধয়ে আর ভ্রাতৃগণ ॥
রাজা সব প্রবোধেন জিজ্ঞাসা আদরে।
এহি ভাবে নিঃশব্দে রহিল নৃপবরে ॥
পুনরপি ব্যাস বলে শুনহ রাজন।
কিছু জ্ঞান কহি শুন ধর্ম্মের নন্দন ॥
অনাদিনিধন প্রভু দেবনিরঞ্জন।
এক মনে চিন্ত তুমি দেব নারায়ণ ॥
কার কেবা পুত্র হয় কার কেবা পিতা।
কার কেহ মাতৃ নহে জানিবা বনিতা ॥
পথের সম্বন্ধ যেন গতায়াত কালে।
এহি মত জন্ম মৃত্যু জান মহীপালে ॥
পরিহর শোক রাজা পাল বসুমতী।
ভ্রাতৃগণ পাল তুমি আছে যত জ্ঞাতি ॥
শুনি তাতে কহিলেন দেব দামোদর।
ব্যাসের বচন রাখ ধর্ম্ম নৃপবর ॥
শোক পরিহর রাজা শান্ত কর মন।
অভ্যর্থিয়া নিতে আইসে সর্ব্ব দেবগণ ॥
অনাথ ব্রাহ্মণ সব তোর মুখ চায়ে।
দুঃখিত সোদর যেন দেখ সমুদায়ে ॥
হতশেষ আছে যত পৃথিবীর পতি।
তোমারে পূজিতে আইল শুন মহামতি ॥
ব্যাসের বচন রাখ না কর সন্দেহ।
আমার বচন রাখ দ্রৌপদীর স্নেহ ॥
সবিনয়ে বোলেন গোবিন্দ মহাশয়।
ব্যাস মুনি বলিলেন বিস্তর বিনয় ॥
উঠিলেন নরপতি পরিহরি শোক।
আনন্দে পূরিত উল্লসিত সর্ব্ব লোক ॥
সব সভা উঠিল বেড়িয়া নরপতি।
গগণমণ্ডলে যেন নক্ষত্রের গতি ॥
আপনে খেদায়ে রথ দেব নারায়ণ।
রথে আরোহণ কৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
শঙ্খধ্বনি করে ধনঞ্জয় বীরবর।
ভীমসেন ছত্র ধরে মাথার উপর ॥
মাদ্রীপুত্র দুইজনে চামর ঢুলায়।
দ্রৌপদী যে যাজ্ঞসেনী তাম্বুল যোগায়।
এক রথে পঞ্চ ভাই চড়ে রথবরে
পঞ্চরত্নে বিভূষিত দেখি কলেবরে ॥
রথে চড়ি পার্থ বীর রাজার পাছে (১) গেল।
কৃষ্ণরথে মুনিগণ ব্রাহ্মণ চলিল ॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা তাহার অগ্রতে।
সবশেষে যত রাজা চলে চারিভিতে ॥
ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধরাজা সবার আগতে।
কুন্তীয়ে গান্ধারী বধূ চলিল ত্বরিতে ॥
সুভদ্রা উত্তরা দেবী চলিল পশ্চাৎ।
দেবসমতুল্য রাজা দেখিল সাক্ষাৎ ॥

---

(১) পাছে—পশ্চাতে।

বিদুরে লয়া গেল পাছে সর্ব্বনারীগণ।
যার যেহি স্থানে গেল সব রাজাগণ॥
মহা কোলাহলে উঠি দেখে পুরজন।
স্তুতি করে ভাটগণ উত্তম ব্রাহ্মণ॥
বেদ উচ্চারয়ে সব ধর্ম্মের সাক্ষাতে।
মুনিগণে বেদধ্বনি করেন সততে॥
মহা উৎসব করে নগরে নগরে।
যুধিষ্ঠির রাজা আইল আপনার পুরে॥
সুবর্ণ কলস দিল গৃহের উপর।
ধ্বজ সারি সারি সাজে বিচিত্র চামর॥
রাজঘরে শঙ্খ বাজে দুন্দুভি বিশাল।
নানা বাদ্য বাজে সব কাহাল করতাল॥
ইন্দ্ররাজ স্বর্গপুরে বৈসয়ে যেমনে।
পূর্ব্বমুখে সিংহাসনে বসিল আপনে॥
সাত্যকি যে মহামতি কৃষ্ণের সহিতে।
সিংহাসনে বসিলেন মহাহরষিতে॥
উত্তম আসনে বৈসে ভীম, ধনঞ্জয়।
দুই পাশে দুই ভাই মধ্যে মহাশয়॥
গজদন্ত সিংহাসন কাঞ্চনে ভূষিত।
ব্যাস যে নারদ বৈসে ধৌম্য পুরোহিত॥
অগ্নির সমান জ্বলে সুবর্ণ আসন।
পরম শোভিত হৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
রাজাক আনিয়া পাছে ধৌম্য পুরোহিত।
চারি জনে বৈসে ধৃতরাষ্ট্র সমোদিত॥
আসনে বসিল রাজা পরম আনন্দে।
নৃত্যগীত বাদ্যভাণ্ড করয় সানন্দে॥
অভিষেক সাজ আন বোলে নারায়ণ।
বেশ্যাগণে আসিয়া যোগাইল ততক্ষণ॥
গন্ধ পুষ্প ধূপদীপ দধি গোরচনা।
সুবর্ণ রজত আর তাম্র ঘট দিলা॥
সুবর্ণের কুণ্ডে দুগ্ধ যত তীর্থ জল।
মাঙ্গল্যের যত দ্রব্য দিলেক সকল॥
হেন বেলা পুরন্দর লয়া দেবগণ।
সুরভী সহিতে শচী বিদ্যাধরীগণ॥
দিব্যরথে চড়ি আইল মাতলি সহিত।
ইন্দ্র দেখি ধর্ম্মরাজ হৈল আনন্দিত॥
পাদ্য অর্ঘ্য আচমনি দিল দেবগণে।
বসিতে দিলেক আনি স্বর্ণসিংহাসনে॥
ধৌম্য অভিষেক কর বোলে নারায়ণ।
যাহ অভিষেক তুমি কর শুভক্ষণ॥
রুক্মিণী সে সত্যভামা শচী বিদ্যাধরী।
সুগন্ধি পিঠালি তৈল মাখিল কস্তুরী॥
দ্রৌপদীক দুগ্ধ দিয়া করে সুমঙ্গল।
নানা তীর্থজলে স্নান করায় সকল॥
সহস্র সুন্দরী নারী সুবর্ণের ঘট ধরি।
মঙ্গলে ঢালয়ে জল ধর্ম্মের উপরি॥
দিব্যবস্ত্র পরিয়া বসিল দুই জনে।
মাঙ্গল্য করয়ে পাছে সব নারীগণে॥
ঘৃত মধু বিলেপন আনিল বিস্তর।
পলাশ পয়লি শমী কাষ্ঠ বহুতর॥
পূর্ব্ব যে উত্তর মুখে বেদী বিস্থাপিল
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কুশাসন তাহাতে অর্পিল॥
তাহাতে উত্তম ফল ধবল আসন।
তার মধ্যে বসাইল ধর্ম্মের নন্দন॥
রাজাক আনিয়া পাছে ধৌম্য পুরোহিতে।
আসনে বসাইল নিয়া যত্নে ধর্ম্ম সুতে॥
বেদ শাস্ত্র সমর্পিয়া অগ্নিক স্থাপিল।
আপনে উঠিয়া কৃষ্ণ শঙ্খ হাতে নিল॥
দেবদত্ত নামে শঙ্খ পার্থ লৈল হাতে।
অভিষেক কৈল পাছে ত্রিজগত নাথে॥

সুরভীর দুগ্ধ দিয়া দেব পুরন্দর।
অভিষেক কৈল ধর্ম্ম রাজার উপর॥
ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা সাত্যকি সহিত।
যুধিষ্ঠির অভিষেক কৈল যে ত্বরিত॥
মহাশব্দ বাদ্যভাণ্ড বাজে করতাল।
মৃদঙ্গ গোমুখ আর বাজয়ে কাহাল॥
নর্ত্তক নাচয়ে ভরি চাতারে চাতারে
পুরজনে মাঙ্গল্য করয়ে নিরন্তরে॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা অনাথের গতি।
উল্লাসিত নৃত্য করে সকল যুবতী॥

অথ পাণ্ডবের রাজকার্য্য বিভাগ।

অভিষেক নির্ব্বহিল যজ্ঞ সমাপন।
বিস্তর সুবর্ণ দ্বিজে দিলেন তখন॥
যুবরাজ অভিষেক কৈল বৃকোদর।
বিদুরক অভিষেক বুদ্ধির সাগর॥
কার্য্য বিচারিতে যে সঞ্জয় নিয়োজিল।
নৃপগণে পরিচর্য্যা অর্জ্জুনকে দিল॥
মহাবন্ধু অমাত্য ইষ্টক অর্চ্চনে।
অর্জ্জুনক নিয়োজিল দেবনারায়ণে॥
ভরণ রক্ষণ যে দুর্ব্বলপরিত্রাণ।
নকুলকে নিয়োজিল সভাবিদ্যমান॥
ব্রাহ্মণের পূজা আর যত ধর্ম্ম কর্ম্ম।
সহদেবে নিয়োজিল আপনে যে ধর্ম্ম॥
আপনার কাজে থুইল বৃষকেতু বীর।
রাত্রি দিনে রাখিবে রাজা যুধিষ্ঠির॥
যে যথা আছিলেক তার অধিকারে।
সেই সেই কার্য্য পুন দিলেন তাহারে॥
যার যেহি অধিকার কর সাবধানে।
জিজ্ঞাসিবা তোরা পুন সব আমাস্থানে॥

রাজকার্য্য বিধি মতে করিবা সকল।
রাজআজ্ঞা লয়া তুমি কর মহাবল॥
এহি মতে নিয়োজিয়া সবাকে তুষিল।
বস্ত্র অলঙ্কার গজ অশ্ব সবে দিল॥
যার যত জ্ঞাতিগণ সমরে পড়িল।
পৃথকে পৃথকে সে সবাকে দান দিল॥
বিচিত্র সুবর্ণদ্রব্য দিল অশ্বগজ।
মহা অসংখ্যাত ধন ধান্য রথ ধবজ॥
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি পুত্রের কার্য্য কৈল।
নানা রত্ন ধেনু যে বিপ্রকে দান দিল॥
দ্রোণ ভীষ্ম দ্রুপদ বিরাট মহাশয়।
ধৃষ্ট দ্যুম্ন, অভিমন্যু যতেক তনয়॥
কর্ণসেন দ্রৌপদীর এ পঞ্চ কুমার।
তা সবার কর্ম্ম কৈল ধর্ম্ম অবতার॥
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আর যত ভাই।
এ সকল হাতে কর্ম্ম পার্থেত করাই॥
ভগদত্ত ভূরিশ্রবা সৌবল নন্দন।
যত রাজা সকলের কৈল সন্তর্পণ॥
যার পুত্র পৌত্র একো নাহিক সন্ততি।
তাসবার কর্ম্ম করে বিদুর মহামতি॥
নানা কৃত্য নানা যজ্ঞ কৈল তা সবার।
গ্রামে গ্রামে ঘোষে সবে ধর্ম্ম অবতার॥
মহা ধর্ম্মবন্তে করে প্রজার পালন।
অন্যায় অসিদ্ধ কাজ না করে কারণ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী বিদুর মহামতি।
গুরুভাবে করে ধর্ম্ম সতত প্রণতি॥
যার যত স্বামী মৈল সংগ্রাম ভিতর।
সবাকে পালন করে ধর্ম্ম নৃপবর॥
একে একে শাসিল সকল বসুমতী।
পুটাঞ্জলি করিয়া কৃষ্ণক করে স্তুতি॥

তোমার প্রসাদে হৈলোঁ পৃথিবীর পতি।
ওয় পদে না ছাড়ুক সদা মোর মতি॥
বুদ্ধিবলে বিক্রমত সিদ্ধি হৈল কাজ।
তুমি প্রভু লয়া দিলা পিতামহ রাজ্য॥
এহি বলি কৃষ্ণকে বিস্তর স্তুতি কৈল।
দেখিয়া নৃপতিগণ সন্তোষ হৈল॥
অমাত্য সহিতে যত পাত্রমন্ত্রিগণে।
চারি ভাই ডাকিয়া আনিল ততক্ষণে॥
বিবিধ অস্ত্রের ঘাতে দুঃখ পাইল বড়।
আমার কারণে ক্লেশ পাইলা বিস্তর॥
বনবাসে যত দুঃখ তুমি ষবে পাইল
তোমার যুদ্ধত আমি পৃথিবীক পাইল॥
বহুরত্ন পরিপূর যত দাসীগণ।
বৃকোদরে দিল দুঃসাশনের ভুবন॥
দুর্ম্মুখ কুমারের মন্দির সুন্দর।
বহুরত্ন পরিপূর্ণ যুবতী বিস্তর॥
হেন যে মন্দির পাইল বীর ধনঞ্জয়।
সুদর্শন পুরী পাইল নকুল নিশ্চয়॥
সহদেব পাইল আর দুর্ভোজ্য ভুবন।
বিদুর গেলেন পাছে আপন ভুবন॥
যার যেহি স্থানে পুন গেল মুনিগণ।
মাতলি সহিতে গেল সহস্র লোচন॥
ইন্দ্রবিদ্যাধরী যত স্বর্গে চলি গেল।
ধর্ম্ম নৃপতির গুণ হৃদয় ভাবিল॥
সাত্যকি সহিতে কৃষ্ণ লক্ষ্মী সরস্বতী।
এক রথে চলি গেল দ্বারকার প্রতি॥
যার যেহি স্থানে পাছে গেল রাজাগণ।
মহা আনন্দেতে গেল সকল ব্রাহ্মণ॥
দ্রৌপদী সহিতে রাজা রত্ন যে মন্দিরে।
মহা সুখে রজনী বঞ্চিল নৃপবরে॥
কুন্তী যে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
পরম আনন্দে তারা বঞ্চে সুখে রাতি॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী
ইহলোকে সুখে হয় পরলোকে তারি॥
জন্মেজয় মহারাজা জগতে পূজিত
অনুশাসন পর্ব্ব তেহো শুনিল নিশ্চিত॥

ইতি অনুশাসন পর্ব্ব সমাপ্ত। অথ অশ্বমেধ পর্ব্ব লিখ্যতে।

ওঁ গণেশায় নমঃ।

অশ্বমেধ পর্ব্ব।

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ব্যাস মুনির উপদেশ।

অশ্বমেধপুণ্যকথা পুরাণে বাখানি।
কৃষ্ণধনঞ্জয়ের কিছু শুনহ কাহিনী ॥
এক দিন ধর্ম্মরাজা আছে বন্ধুসনে।
জ্ঞাতিশোক পুত্রশোক ভাবে মনে মনে ॥
হেনয় সময় তথা আইল ব্যাস মুনি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া ধর্ম্মে পূজিল আপুনি ॥
ক্রন্দন করিয়া বলে ঋষির আগত।
জ্ঞাতিবধ ব্রহ্মবধ সহিব কেমত ॥
গুরুবধ পাপ মোর লাগিল শরীরে।
এহি সব পাপে গতি নাহিক আমারে ॥
হেন শুনি ব্যাস মুনি বুলিল বুঝাই।
অশ্বমেধযজ্ঞ কৈলে পাতক এড়াই ॥
পিতৃবাক্যে ভৃগুয়ে কাটিল মাতৃশিরে।
মাতৃবধ হৈল তবে তাহার শরীরে ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ তেঁহ করিল তখন।
মাতৃবধ পাতক এড়াইল তে কারণ ॥
তাত অনন্তরে দশরথের কুমার।
রাবণ রাজাকে কৈল সবংশে সংহার ॥
বিশ্বশ্রবাপুত্র সে রাবণ রাজা জানি।
অশ্বমেধ কৈল রামে লোকেত বাখানি ॥
যজ্ঞের মধ্যেত অশ্বমেধ বলি যাক।
অঘোর (১) পাতক সব পারে এড়াইবাক ॥
হেন জানি অশ্বমেধ কর নৃপবর।
ক্ষয় হৈব পাতক কহি সদুত্তর ॥
যুধিষ্ঠির বোলে মোর কিছু নাহি ধন।
অশ্বমেধযজ্ঞ মুঞি করিব কেমন ॥
কৌরববিরোধে মোর অর্থ হৈল নাশ।
তেকারণে অশ্বমেধে মোর নাহি আশ ॥
দরিদ্র জনার কভু ধর্ম্ম নাহি হয়ে।
ধনজন হয়ে যদি সর্ব্বসিদ্ধি হয়ে ॥
ফলহীন বৃক্ষ যেন এড়ে পক্ষিগণে।
ধনহীন পুরুষক ছাড়ে জ্ঞাতিগণে ॥
ব্যাস মুনি বলে রাজা শুন যুধিষ্ঠির।
কহিব অর্থের কথা মন কর স্থির ॥
পূর্ব্বত মারুত নামে ছিল নৃপবর।
ব্রাহ্মণে হিরণ্য দান করিল বিস্তর ॥
নিবার না পারি বিপ্রে মারুতের ধন।
হিমালয় উপরেত ফেলিল ব্রাহ্মণ ॥
সেহি ধন আনি যজ্ঞ কর নৃপবর।
হেন শুনি যুধিষ্ঠির দিল প্রত্যুত্তর ॥
পরধন আনিয়া করিব যজ্ঞ কাজ।
উপিহাস্য করিবেক ব্রাহ্মণসমাজ ॥
ব্রাহ্মণক দান দিল উৎসর্গ যে করি।
কেন মতে ব্রাহ্মণের অর্থ লৈব হরি ॥
ব্যাস বলে শুন তুমি কুন্তীর তনয়।
অগ্নি জল পৃথ্বী অর্থ জান কার নয় ॥

---

(১) অঘোর—ঘোর।

মান্ধাতা জিনিল আন পূর্ব্বত ধরণী।
বশিষ্ঠের স্থানে দান দিল নৃপমণি॥
তার অনন্তরে জমদগ্নির কুমার।
নিজ বাহুবলে তাঁএ জিনিল সংসার॥
সকল পৃথিবী যে কাশ্যপে দিল দান।
মনে ভাবি চাহ রাজা কাশ্যপের ধন॥
তার অনন্তরে হরিশ্চন্দ্র নৃপবরে।
বিশ্বামিত্রে দান তেঁহো দিলেক সত্বরে॥
অদ্যাপি যাহার কীর্ত্তি ঘোষে ত্রিভুবনে।
মনে ভাবি দেখ রাজা কার হৈল ধনে॥
যুধিষ্ঠির বোলে মোর যজ্ঞ নাহি হয়।
অশ্ব বিনে অশ্বমেধ করিতে সংশয়॥
ব্যাস ঋষি বলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
তুরঙ্গ আনিতে তুমি করহ যতন॥
ভদ্রাবতী পুরে যুবনাশ্ব নরপতি।
তার স্থানে অশ্ব আছে শুন মহামতি॥
সেই অশ্ব রাখিয়াছে যজ্ঞ করিবারে।
না করে কৃপণ, অশ্ব আছে তার ঘরে॥
আনিতে পাঠাও তুমি যোদ্ধা সেনাগণ।
রণ জিনি হয়ে আন কর শুভক্ষণ॥
হেন শুনি ভীমসেন প্রতিজ্ঞা করিল।
হয় ধন আনিবার ভার মোর রৈল॥
যুধিষ্ঠির হরষিত ভীমের বচনে।
কি কি দ্রব্য লাগে (১) তবে পুছে ব্যাসস্থানে॥
ব্যাস ঋষি বোলে কথা শুন নৃপবর।
লক্ষেককলস ঘৃত গৃহে সাজকর॥
শুক্লপুষ্প আগর যে কাষ্ঠ বেলপাত।
বিংশতি সহস্র বিপ্র আনিবা প্রস্তুত॥

রম্ভাপত্র পতাকা লক্ষেক নৃপগণ।
সুবর্ণরচিত শৃঙ্গ লক্ষেক গোধন॥
অসিমহাব্রত করি সংযমে থাকিবা।
এহি মত অশ্বমেধ যজ্ঞক করিবা॥
শতঅশ্বমেধ কৈল ইন্দ্র পুরন্দরে।
অসিপত্র ব্রত ইন্দ্র করিতে না পারে॥
ভার্য্যালয়া শয্যাগতে রজনী বঞ্চিবা।
ধর্ম্মখড়গ থুইয়া মধ্যে কাম না ভাবিবা॥
হেন শুনি যুধিষ্ঠির কহিল বচন।
পারোঁ অসিপত্রব্রত শুন তপোধন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ মোর কেন মতে হয়।
এহি সে কারণে গুণি শুন মহাশয়॥
ব্যাস বোলে যুধিষ্ঠির শুন নৃপবর।
ত্রিদশের নাথ হরি কুটুম্ব তোমার॥
হরিক তুষিলে পারি ইন্দ্র তুল্য হৈতে।
কোন সন্দ (সন্দেহ) অশ্বমেধ যজ্ঞক করিতে॥
এহি বুলি ব্যাস মুনি গেলা তপোবন।
রাত্রি দিনে চিন্তে ধর্ম্মে দেব নারায়ণ॥
সর্ব্বভূতাশ্রয় আছে দেব নারায়ণ।
দ্বারিকাত থাকি হরি জানিল তখন॥
দারুক সহিতে আইল সত্যভামা লয়া।
হস্তীনাপুরীত পাছে মিলিল আসিয়া॥
দ্বারীক বলিল যায়া কমল লোচন।
ধর্ম্মনৃপতিক কহ মোর আগমন॥
দ্বারী বলে শুনিওক প্রভু হৃষীকেশ।
তোমাক রাখিতে দ্বারে নাহিক আদেশ॥
কৃষ্ণ বোলে নিশি আইলোঁ হস্তীনা নগর।
কেমতে যাইব আমি রাজঅভ্যন্তর॥
হেন শুনি দ্বারপাল করিল গমন।
ধর্ম্মস্থানে কৈল গিয়া কৃষ্ণআগমন॥

---

(১) লাগে—চাই

শুনি পাছে হরষিত হৈল নৃপবর।
দ্রৌপদী সহিতে পূজা করিল বিস্তর ॥
করযোড় করি বোলে পাঞ্চালকুমারী।
পাণ্ডবের তুমি প্রাণ জান দেব হরি ॥
পঞ্চপাণ্ডবক জান ওয়ে অনুগত।
পাণ্ডবের চিন্তা খণ্ডাইবা নিশ্চিত ॥
এক নিবেদন করি কমল লোচন।
ব্যাস ঋষি কহিলন্ত যজ্ঞের কারণ ॥
যজ্ঞ করিবার প্রতি ধর্ম্মের সম্মতি।
পারে কি না পারে যজ্ঞ কহিও শ্রীপতি ॥
যজ্ঞ করিবার যদি নাহি ওয়ে মন।
তবে যজ্ঞ করে হেন আছে কোন জন ॥
যুবনাশ্ব গৃহত আছে যজ্ঞ হয়।
তাহাক আনিতে ভীম প্রতিজ্ঞা করয় ॥
হেন শুনি ধর্ম্মকে বোলয় গদাধর।
অনর্থের হেতু ওয় ভাই বৃকোদর ॥
মৎস্য মাংস অন্ন যদি হয় বহুতর।
তবে সে পূরিতে পারে ভীমের উদর ॥
মহামন্দকারী ভীম রাক্ষসিনীপতি।
সর্ব্বথা কলহ মাত্র জানে দুষ্টমতি ॥
জরাসন্ধ বধিয়া আপনে ভীমসেনে।
আপন করিয়া হেন কাহাক না মানে ॥
রাজসূয় যজ্ঞে যত আইল বীরচয়।
আপনার সমসর কাকে না গণয় ॥
ধর্ম্মবন্ত নিষ্ঠাবন্ত মহাবলী যত।
তা সবার গুণরাশি কৈতে পারি কত।
সেই হেতু ঘোর রণ কুরুক্ষেত্রে হৈল।
সকল পৃথিবীখণ্ড অকারণে মৈল ॥
মহামন্দকারী ভীম ভ্রাতৃ যে তোমার।
কুলধর্ম্ম এড়ি পুন নিশাচর সার ॥

যুবনাশ্ব নরপতি বিখ্যাত ভুবনে।
দশ অক্ষৌহিনী সেনা আছে তার সনে ॥
সুবেগ তাহার পুত্র অতি ধনুর্দ্ধর।
কোন জন সহিবেক তাহার সমর ॥
হেন শুনি ভীমসেন কহিল উত্তর।
শুন প্রভু দৈবকীনন্দন দামোদর ॥
মোর পেট বড় মাত্র শুন গদাধর।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ওয় উদর ভিতর ॥
ভীমমাত্র কামাতুর বোল নারায়ণে।
তোমাত আধিক কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥
নানা রূপ ধরি তুমি করহ শৃঙ্গার।
সাতশত গোপনারী ওয় পরিবার ॥
আর তুমি বোল মোকে রাক্ষসীর পতি।
তোমার ঘরত আছে ভালুকযুবতী ॥
জিনিলোঁ সংসার আমি তোমার প্রসাদে।
যজ্ঞ করিবার প্রভু হৈলেক সংবাদে ॥
তুমি যদি সুপ্রসন্ন হয়ো দেবরাজ।
ইন্দ্রতুল্য হৈতে পারি যজ্ঞে কোন কাজ ॥
তোমার অগ্রতে কথা কহিতে না পারি।
যদি ওয় কৃপা থাকে তবে যজ্ঞ করি ॥
ভীমের বচনে তুষ্ট হৈল নারায়ণ।
ধন্য ধন্য ভীম সেন পবননন্দন ॥

অথ যজ্ঞঅশ্ব আনিতে যাইবার জন্য ভীম প্রভৃতির উদ্‌যোগ।

কৃষ্ণ বোলে ধর্ম্মরাজ তুমি পুণ্যবান।
ভীম ধনঞ্জয় তোর ইন্দ্রের সমান ॥
হয়বর আনি যজ্ঞ কর কুতূহলে।
ভদ্রাবতীপুরী ভীম যাউক সকালে ॥

কৃষ্ণ আগে বোলে ভীম করি অহঙ্কার।
হয় বর আনি দিব হৈল মোর ভার॥
হেন বেলা বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
ধর্ম্মরাজ স্থানে যায়া কৈল নিবেদন॥
ভীমের সহিতে আমি যাব সেহি স্থান।
একেশ্বরে ভীমসেন যাইব কি কারণ॥
যুধিষ্ঠিরে বোলে বাপু তুমি শিশুমতি।
রাজ ভোগে বাড়িলা না জান রণত রতি॥
তোর পিতৃ মারি মুখ নাচাঙ্ তোমার।
কেমতে কহিব যাহ রণ করিবার॥
বৃষকেতু বোলে শুন ধর্ম্মের নন্দন।
ক্ষেত্রি হয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম নহে নিবর্ত্তন॥
পরপক্ষ ধরিয়া এড়িল সহোদর।
যেহি ধর্ম্ম হিংসে সেহি যায়ে যমঘর॥
যুবনাশ্ব নৃপতির বহু সেনাচয়।
একেশ্বরে ভীমসেন যাইতে না যুয়ায়॥
হেন শুনি ভীমসেন রঙ্গ হৈল মন।
বৃষকেতু কোলে করি দিল আলিঙ্গন॥
পাছে দুইবীর যায় করিয়া সাজন।
ঘটোৎকচসুত আসি বলিল বচন॥
মেঘবর্ণ নাম তার রাক্ষসের পতি।
পিতামহ ভীমসেনক করয়ে মিনতি॥
আমিহ চলিব সঙ্গে করিতে সমর।
মায়া করি অশ্ব আমি আনিব সত্বর॥
হেন শুনি যুধিষ্ঠির আনন্দিত অতি।
মেঘবর্ণ বৃষকেতু চলিল সংহতি॥
গোবিন্দের স্থানে যে যুধিষ্ঠির পুছিল।
এ সবে কেমতে তাক চিহ্নক জানিল॥
গোবিন্দে বোলয় শুন কুন্তীর কুমার।
যেন মতে চিহ্ন এবে শুনিয়ক তার॥

দুগ্ধবর্ণ তাম্রপৃষ্ঠ অতি মনোহর।
পীতপুচ্ছ শ্যামকর্ণ পরম সুন্দর॥
সেহি ঘোড়া এড়ি দিব পূর্ণ চৈত্র মাসে।
অশ্ববর এড়িয়া ভ্রমিব দেশে দেশে॥
যে জনে ধরিব তাক অতি গর্ব্ব করি।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করি আনিব উদ্ধারি॥
গোবিন্দের বাক্য শুনি ভীম হরষিত।
অশ্ববর আনিবার চলিল ত্বরিত॥
ধর্ম্মরাজ গোবিন্দক প্রণাম করিয়া।
নড়িলেন তিন বীর কৃষ্ণআজ্ঞা লয়া॥
গোবর্দ্ধন গিরি আছে ভদ্রাবতী পুরী।
অতি সুশোভন যেন ইন্দ্রের নগরী॥
হাট বাট উদ্যান আছয়ে থরে থর।
বরুণের পুরী যেন পরম সুন্দর॥
তিন মহাবীর উঠে চন্দন পর্ব্বতে।
মহাবীর ভীমসেন গদা নিল হাতে॥
ধনুশর হাতে লৈল কর্ণের নন্দন।
পর্ব্বতে থাকিয়া পাছে দেখে তিনজন॥
মেঘবর্ণ বলে পিতামহ বৃকোদর।
কৌতুক দেখিহ থাকি পর্ব্বত উপর॥
মায়া করি তুরঙ্গ আনিব একেশ্বরে।
একেলা যাইব আমি সৈন্যের ভিতরে॥
একযুক্তি তিন বীর আছে চায়া ছলে।
মিলিল ঘোটক আসি চতুরঙ্গদলে॥
নানা বাদ্য ভাণ্ড বাজে অতি মনোহর।
জলপানে হয় আইল জয়া সরোবর॥
সরোবরে হংস কেলি করে অনুপাম।
সুবর্ণ নলিনী তাতে কত লৈব নাম॥
হয়র লগত যত আইল সেনাদল।
ধূলায় পূরিত হৈল গগন মণ্ডল॥

ক্ষুদ্র ঘণ্টা চামর যে বান্ধর গলাত।
শ্বেতছত্র পুষ্পমালা হয়র মাথাত॥
শ্বেতচামরে কেই বিচে (১) তাক যাই।
দেখি ভীমসেন বোলে মেঘবর্ণ চাই॥
রাক্ষসতনয় শিশু বহু মায়া জানে।
প্রচণ্ড মারুত রূপ হৈল ততক্ষণে॥
ধূলায় পূর্ণিত হৈল গগনমণ্ডলে।
অন্ধকার হৈলে যে না দেখে সেনাবলে॥
হেনয় সময়ে মেঘবর্ণবীরবরে।
আকোয়ালি করিয়া অশ্বক যায়া ধরে॥
আকাশে গমন করি আইল নিজস্থানে।
হয়বর দেখিয়া হরিব সব জনে॥
মেঘবর্ণ বলে পিতামহ বৃকোদর।
অশ্ব লয়া চল যাই হস্তীনা নগর॥
ভীমসেন বলে তোর ছাওয়ালের মতি।
চুরি করি লৈব অশ্ব কেমন যুগুতি (২)॥
শুনি হাস্য করিবেক দেখি বীরগণে।
কি বলি ভাণ্ডিব যায়া তা সভার সনে॥
তুমি দুই জনে হেথা চাহি থাক রণ।
সমর করিয়া জিনো সব সেনাগণ॥
ঘোড়া হারাইয়া সবে কোলাহল হৈল।
মার মার ধর ধর হৈল গোণ্ডগোল॥
হেন দেখি মেঘবর্ণ আসিল সত্বরে।
সৈন্যসঙ্গে যুদ্ধ অতি করে বীরবরে॥
এ গাছ পাথর তথা যতেক আছিল।
সেনার উপর ধরি সকলে ক্ষেপিল॥
মারিল সকল সেনা রক্তে নদীবয়ে।
ধায়া গিয়া যুবনাশ্ব নৃপতিক কয়ে॥
একজনে আসিয়া হরিল অশ্ববর।
তার সঙ্গে যুদ্ধ আমি করিলো বিস্তর॥
কিবা ইন্দ্র বরুণ আসিল দিকপাল।
যজ্ঞ করিবার হয় ধরিল তোমার॥
পর্ব্বতে বসিয়া আছে তিন মহাবীর।
কাকো ভয় নাকরয় সংগ্রামেত স্থির॥
শুনিয়া কোপিত হৈল যুবনাশ্বরাজ।
পাত্র মিত্রে বলে তোরা আসিহ সমাজ॥
যুবনাশ্ব তনয় যে সুবেগকুমার।
রথেত চড়িয়া আইল করিতে সমর॥
হেনকালে মেঘবর্ণ ভীমক কহিল।
পৃথিবী আকাশ যুড়ি যুবনাশ্ব আইল॥
ভীমে বোলে অশ্বক রাখিবা যত্ন করি।
একেশ্বরে সবাকে পাঠাব যমপুরী॥
এহি বুলি ভীমসেন চলে মহাবলী।
মহাভয়ঙ্কর গদা স্কন্ধে নিল তুলি॥
মহাবেগে গেল ভীম সৈন্যের ভিতরে।
হয় হস্তী সেনাগণ মারয় বিস্তরে॥
দেখি যুবনাশ্ব রাজা গুণে মনে মনে।
মায়া করি কোন দেব যুঝে মোর সনে॥
কিবা ইন্দ্র কিবা যম কিবা হরিদেব।
কেমন প্রকার করো নাহি করো সেব॥
পাছে যুবনাশ্বপুত্র সুবেগকুমার।
হাতেগদা করি যুদ্ধে গেলেন সত্বর॥
শীঘ্রে ভীমসঙ্গে গিয়া করে ঘোর রণ।
যেন পূর্ব্বে হরি হর যুঝে ত্রিলোচন॥
পাছে ক্রোধ করি ভীমে করিল সন্ধান।
বক্ষস্থলে গদাঘারে হৈল মূর্চ্ছামান॥
ক্ষেণেক সম্বরি বীর উঠিল তখনে।
মহাগদা করে লৈল যমের সদনে॥

(১) বাতাস দেয়
(২) যুক্তি

ভীমের কপালে গদা মারিল উড়াই।
মূর্চ্ছাগত হৈল বীর চৈতন্য হারাই॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল বৃকোদর।
পুনরপি দুই বীরে লাগিল সমর॥
ধনুশর হাতে করি কর্ণের নন্দন।
যুবনাশ্ব সঙ্গে তাঞে করে ঘোর রণ॥
অর্দ্ধচন্দ্র সূচীমুখ মারে বাণগণ।
যুবনাশ্ব অস্ত্রে বাণ করে নিবারণ॥
পুন দশবাণ মারে বৃষকেতু বীর।
যুবনাশ্ব সারথির কাটি পাড়ে শির॥
সাধু সাধু করি রাজা বলে উচ্চরায়।
কি নাম তোমার মোকে দেহ পরিচয়॥
কাহার তনয় তুমি বৈস কোন দেশে।
পরিচয় দেহ মোকে না ভাব বিশেষে॥
নাম মোর বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
অবশ্য শুনিছ কুরু বংশের কথন॥
যজ্ঞ করিবেক যুধিষ্ঠির নরপতি।
আসিছি অশ্বের কাজে কৃষ্ণের সম্মতি॥
কৃষ্ণের প্রসাদে মোর কাক নাহি ভয়।
যুদ্ধ করি অশ্ব লৈব কহিনু নিশ্চয়॥
হেন শুনি যুবনাশ্ব রাজা কোপমনে।
এড়িলেন দশ বাণ কুমারনিধনে॥
ধনুশর ধরি বৃষকেতু বিচক্ষণ।
রাজার সানাটা টোপ কৈল খান খান॥
পাছে এক তোমর ধরিল বৃষকেতু।
আকর্ণ পূরিয়া হানে মারিবার হেতু॥
আসিয়া তোমর গোটা বজ্রের সমান।
হৃদয়ে ঠেকিল রাজা হৈল মূর্চ্ছামান॥
যুবনাশ্ব পড়িল সৈন্যের হৈল ভঙ্গ।
দেখি পাছে কর্ণসুত হৈল মহারঙ্গ॥

ধীরে ধীরে তার কাছে গেল মহাবীর।
বস্ত্রক ধরিয়া তার বিছয় (১) শরীর॥
হরির চরণে যদি থাকে মোর মন।
মোর পুণ্যফলে হৌক রাজার চৈতন্য॥
এহি বুলিলেন যদি কর্ণের নন্দন।
কতক্ষণে যুবনাশ্ব পাইল চেতন॥
চৈতন্য হৈয়া রাজা বোলে মহাশয়।
তুমি মোর পিতা আমি তোমার তনয়॥
বৃকোদর সঙ্গে তুমি করাহ মিলন।
পত্নীপুত্রে দেখো গিয়া তোমার কারণ॥
ভারতেত জন্ম হৈল দেবনারায়ণ।
বসুদেবসুত হেন কহে মুনিগণ॥
এহি শুনি বৃষকেতু কহে বৃকোদরে।
পরাজয় হৈল যুবনাশ্ব নৃপবরে॥
সুবেগক যুবনাশ্ব বুলিল তখন।
আইস বাপু সুবেগ যে পরিহর রণ॥
আজি বৃষকেতু মোকে দিল প্রাণদান।
পরিহর খেদ বাপু যাই ধর্ম্মস্থান॥
ত্রিদশেরনাথ হরি যার হৈল বল।
তাহার সংগত বাপু রণে নাহি ফল॥
পাছে যুবনাশ্ব রাজা পুত্রের সহিতে।
প্রভাবতী ভার্য্যা সঙ্গে চলিল ত্বরিতে॥
গঙ্গাস্নান যাই কহি জননীর ঠাই।
দেখো নারায়ণ যে হস্তীনাপুরী যাই॥
মায় বলে গঙ্গাস্নান না করিব আসি।
কোন দিকে গঙ্গা আছে বল দেখি তুমি॥
বিপক্ষের সঙ্গে যাবা বিপক্ষের দেশ।
কোথা দেবনারায়ণ কোথা হৃষীকেশ॥

(১) বাতাস করে।

এহি শুনি পাত্রে আজ্ঞা দিলেক রাজন।
দোলাত করিয়া দেবী নৈলেক তখন ॥
পঞ্চ মাস অন্তরত পাইল গঙ্গাতীর।
সসৈন্যে গঙ্গাত যায়া মজিল শরীর ॥
রণজিনি হয় লয়া ভীমসেন আসি।
দেখি আনন্দিত হৈল যত পুরবাসী ॥
আসিলেন বৃষকেতু মেঘবর্ণ নাম।
আসিল যজ্ঞের হয় অতি অনুপাম ॥
দেখি অশ্ব আনন্দিত হৈল যুধিষ্ঠির।
যুবনাশ্ব আগমন কহে ভীমবীর ॥
যুবনাশ্ব আসিলেন শুনি ধর্ম্মরাজ।
আনন্দিত হৈল শুনি সকল সমাজ ॥
সত্যভামা দ্রৌপদী যতেক নারীগণ।
আগ বাড়ি পূর্ণ ঘট দিল ততক্ষণ ॥
সপুত্রবান্ধব এথা আইল যুবনাশ্ব।
আগ বাড়ি পূর্ণ ঘট করিল প্রকাশ ॥
কেশবক দেখি বহু করিলেন স্তুতি।
বিস্তর বিনয় কৈল ধর্ম্মনরপতি ॥
যুধিষ্ঠির দেখিয়া বোলেন নারায়ণ
আগ বাড়ি আন তাক শুনহ বচন ॥
আজ্ঞা দিল ধর্ম্মরাজ বৃকোদর বীরে।
হয়ক আনিয়া আজি রাখ অন্তঃপুরে ॥
প্রভাতে উঠিয়া যবে হয়ে বর সাজে তবে
পৃষ্ঠে দিল সুবর্ণের জিন।
পায়েত নূপুর বাজে গলাত চামর সাজে
ক্ষুদ্রঘণ্টা বাজয়ে কিঙ্কিন ॥
জয় জয় আদেশত উলুলু হৈলেক শত
আজ্ঞা দিল ধর্ম্মনৃপমণি ॥
সাজিল যজ্ঞের হয় বৃকোদর ধনঞ্জয়
নানামত বাদ্যভাণ্ড শুনি ॥
সুবর্ণ সদৃশ প্রায় ধবল হয়ের গায়
রত্ন দণ্ড সম্মুখে ধরিল।
কাছাইল (১) নানা বন্দে (২) সৈন্য দিল তার সঙ্গে
স্বর্গ হৈতে অপ্সরা আইল ॥
লয়া যায় অশ্ববর নিজ পুরীর ভিতর
ভীমসেন ধরিল আপনে।
হেনকালে দৈত্যপতি সেনাগণ সংহতি
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে ঘনে ঘনে ॥
মোর ভাই মারিয়া পলাইলা কুলাধম।
তোক মারি পাঠাইব যমের ভুবন ॥

অনুশাল্য দৈত্যের হস্তে নারায়ণ প্রভৃতির পরাভব ও বৃষকেতু কর্ত্তৃক দৈত্যের বন্ধন।

সৈন্যক ডাকিয়া বোলে দৈত্যের ঈশ্বর।
আজি মোকে ধরি দেহ দেবদামোদর ॥
এহি শুনি সর্ব্বসৈন্য সাজিল সত্বর।
সাজ হয়া আইল সবে হস্তীনা নগর ॥
হাটে ঘাটে পথে পাইক ধায় থরে থর।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কোথা গেল দামোদর ॥
হরি জিনি আজি মুঞি যত ধন পাঙ্ (৩)।
যত কিছু পাঙ্ মানে দৈত্যক বিলাঙ্ (৪) ॥
যে মোকে ধরিয়া দিবে গোপের নন্দন।
সেই সে আমার বন্ধু সেই মিত্রজন ॥
কোথা গেল গোপ উগ্রসেনঅনুচর।
সত্বরে আসিয়া মোর সনে যুদ্ধকর ॥
হেন সব দর্প করি নিন্দে দৈত্যপতি।
কুপিল নকুলবীর পার্থ মহামতি ॥

---

(১) সাজাইল
(২) প্রকারে
(৩) পাইব ॥
(৪) বিলাইব ॥

হাতে ধনুশর করি ধাইল সত্বর।
লাগিল দৈত্যের সনে দুর্জ্জয় (দুর্ঘোর) সমর॥
জিনিল পাণ্ডব সৈন্য দৈত্যের ঈশ্বর।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল দেবগদাধর॥
হাতেত তাম্বূল ধরি বোলে নারায়ণ।
অনুশাল্য ধরিয়া দিবেক কোন জন॥
আসিয়া তাম্বূল লহ বীরের ভিতর।
প্রদ্যুম্ন আসিল তবে বীর ধনুর্দ্ধর॥
শুনিয়া প্রদ্যুম্ন হৈল অতি কোপমন
মহাসিংহনাদে যায় করিবার রণ॥
ধনু মুখে যুড়িলেক আসি পঞ্চ বাণ।
আকর্ণ পূরিল বাণ করিয়া সন্ধান॥
অনুশাল্য দৈত্যপর বাণ গিয়া পড়ে।
সেহি বাণ নিবারিয়া দৈত্য দর্প করে॥
শুনরে চোরের বংশ তোর বাপ কোথা।
আজি রণে কাটিয়া ফেলাব তার মাথা॥
তুমি শিশু তোমার কোমল অতি তনু।
আমার হাতের ইতো মহা বজ্রধনু॥
দেখিতে তোমার রূপ দয়া লাগে মোর।
কেমতে কোমল অঙ্গে করিবহো শর॥
এহি বুলি মহাশর যুড়িল গাণ্ডীবে।
প্রদ্যুম্নের রথ ধ্বজ কাটিলেক তবে॥
সারথি সহিতে যে উড়াইল রথখান।
পড়িল প্রদ্যুম্ন বীর কৃষ্ণবিদ্যমান॥
প্রদ্যুম্নে দেখিয়া কোপ হৈল গদাধর।
কোপে লাথি মারে তার মাথার উপর॥
ঘুচরে পাপিষ্ঠ যদুকুলের অধম।
রণে পলাইলে বেশ দেখিয়া সংগ্রাম॥
প্রাণের কাতর হয়া পলাইলা বিমুখে।
মহামন্দ ঘোষিবেক দেখি সর্ব্বলোকে॥

এহি বলি গরুড়ে চড়িয়া দেব হরি।
রণেত প্রবেশ কৈল চক্র গদাধরি॥
কৃষ্ণ দেখি হরিষ হৈল দৈত্যপতি।
যুঝিতে আসিল পাছে কৃষ্ণের সংহতি॥
মহাচক্রে কাটে হরি দৈত্য সেনাচয়ে।
পড়িল অনেক সেনা রক্তে নদী বয়ে॥
পাছে দৈত্যে দশবাণ মহা কোপে কৈল।
সেহি বাণে গরুড়ত হরি মোহ হৈল॥
কৃষ্ণচক্রে দৈত্যপতি না করয় ভয়।
কোপে অনুশাল্যে মারে গদা যে দুর্জ্জয়॥
গরুড়ের মাথায় মারিল দৃঢ়তর।
মহাভয়ে পক্ষিরাজ পালাইল সত্বর॥
পলাইয়া গেল পক্ষী ধর্ম্মের গোচর।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল ধর্ম্মনৃপবর॥
পূর্ব্বত গর্গ মুনি শাপিল নারায়ণ।
অনুশাল্য দৈত্যহাতে পাইবা অপমান॥
ভঙ্গ দিল নারায়ণ দেখিল রুক্মিণী।
হাস্য করি দেবী পাছে বুলিলেন বাণী॥
পরদুঃখ কেহ যে না জানে সংসারে।
আপনার দুঃখ মাত্র জানে দৃঢ়তরে॥
যুদ্ধত প্রদ্যুম্ন কিছু হৈল হীনবলা।
পলাইল সারথি তার বিস্তর দুষিলা॥
বলবন্ত প্রদ্যুম্নকে জানে ত্রিভুবনে।
সভাতে চরণে প্রহারিলা কিকারণে॥
লাজ পায় নারায়ণ দেবীবাক্যশুনি।
হেন কালে বৃষকেতু বোলে দর্পবাণী॥
আজ্ঞা কর ধর্ম্মরাজ মুঞি যাওঁ রণে
কৃষ্ণের প্রসাদে দৈত্য জিনিব অখনে॥
যুধিষ্ঠির বোলে তোর ছাওয়ালের মতি।
কার সনে কোন কালে সংগ্রাম সম্প্রতি।

ত্রিদশের দেব হরি কৈল পরাজয়।
হেন দৈত্য সনে যুদ্ধ করিবা বিস্ময়॥
হেনবাক্য শুনি কোপিল বৃষকেতু।
গোবিন্দ প্রণামি চলে যুঝিবার হেতু॥
ধর্ম্মে নমস্কার করি বন্দি গুরুজন।
মহা সিংহনাদে যায় করিবারে রণ॥
দিব্যধনু হাতে লৈল কর্ণের কুমার।
বাণে অন্ধকার কৈল ঢাকি দিবাকর॥
শতে শতে বাণ মারে করি দৃঢ়তর।
বৃষকেতু বাণে তার ফুটে কলেবর॥
মূর্চ্ছাগত হৈল দৈত্য হরিল চেতন।
অনুশাল্যে ধরিলেক কর্ণেরনন্দন॥
বান্ধি পুন দিল গিয়া কৃষ্ণের অগ্রতে।
কৃষ্ণ ধর্ম্ম দেখি স্তুতি করে যোড়হাতে॥
ভাল কৈল বৃষকেতু বান্ধিল আমারে।
তেকারণে নরমূর্ত্তি দেখি দামোদরে॥
ধন্য রাজা যুধিষ্ঠির সফল জীবন।
ধন্য কর্ণসুত বীর প্রতাপে তপন॥
সাফল তোমার জন্ম এ মহীমণ্ডলে।
আপনে হইলেন কৃষ্ণ ওয় অনুকুলে॥
অনুশাল্য স্তবন শুনিয়া ধর্ম্মরাজ।
অনেক প্রসাদ তাক দিলেন সমাজ॥
বিকল দেখিয়া বলে মধুর বচন।
ক্ষেমিলো তোমার দোষ করহ গমন॥
স্তুতি করি অনুশাল্য বলে আর বার।
কোন কর্ম্ম করি আজ্ঞা কর নৃপবর॥
যুধিষ্ঠিরে বলে শুন দৈত্যের ঈশ্বর।
অর্জ্জুন সহিতে তুমি রাখ অশ্ববর॥
তুমি আর যৌবনাশ্ব পার্থের সহিত।
যজ্ঞের বরণ ঘোড়া রাখ সাবহিত॥
হেন শুনি অনুশাল্য হৈল রঙ্গমন।
আপনার সৈন্য লয়া করিল গমন॥
যজ্ঞের সম্ভার রাজা মিলাইল সকলে।
বিংশতি দিবস গেল রঙ্গ কুতুহলে॥

যজ্ঞের ঘোড়া দক্ষিণে গমন।

চৈত্রমাস আসিল পূর্ণমাসী পায়া।
মেলিলেক অশ্ববর ব্রত আরম্ভিয়া॥
কপালে বান্ধিল তার সুবর্ণ দর্পণ।
আপনে পার্থের নাম লিখিল রাজন॥
স্নান সন্ধ্যা করি পিন্ধি উত্তম বসন।
নানা পুষ্প মালা পরে নানা আভরণ॥
প্রণামিয়া ধনঞ্জয় লৈল ধনুবাণ।
একে একে প্রণাম করিল গুরুজন॥
সেনাগণ সাজে বাদ্য বাজে বহুতর।
অনেক সম্ভার লয়া চলিল সত্বর॥
কুন্তীর চরণে বহু করিল ভকতি।
বৃষকেতু বীর গেল পার্থের সংহতি॥
প্রদ্যুম্নক দিল হরি পার্থক সত্বর।
কৃতব্রহ্মা, সাত্যকি, নকুল ধনুর্দ্ধর॥
যৌবনাশ্ব, অনুশাল্য, সুবেগ সহিতে।
ভীম, সহদেব, চলে অশ্বেক রাখিতে॥
হরির চরণে প্রণামিলা বারম্বার।
রথত চড়িল যায়া পাণ্ডব কুমার॥
মধ্যাহ্ন বেলাত অশ্ব মেলে মহাশয়।
দক্ষিণ দিশত গেল পাণ্ডবের হয়॥
ভদ্রাবতী নামে বৃষকেতুর রমণী।
বুঝাইল ধর্ম্মাধর্ম্ম যত হিত বাণী॥

প্রবীরের সহিত পাণ্ডবের যুদ্ধ ও প্রবীর নিহত।

বৈশম্পায়নে বোলে কথা শুনে জন্মেজয়।
মাহেশ্বরীপুরে গেল পাণ্ডবের হয়॥

মাহেশ্বরীপুরে রাজা নীলধ্বজ নাম।
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ রণে অনুপাম॥
নারীগণ লয়া তার আছয় কুমার।
নারীগণ লয়া করে জলব্যবহার॥
মদনমঞ্জরী তার প্রধান রমণী।
হয় দেখি স্বামীক বোলয় প্রিয়বাণী॥
মহা সুশোভন ঘোড়া ধরিও সত্বর।
নারীর বচনে ধরিলেক হয়বর॥
কপালে দর্পণ তার লিখন অক্ষর।
যজ্ঞ করিবেক যুধিষ্ঠির নৃপবর॥
অশ্ব দেখি নারীগণে বুলিল সত্বর।
অশ্ব লয়া ঘরে চল করিব সমর॥
এতেক বুলিতে সেনা হৈল উপস্থিত।
ভীম ধনঞ্জয় তথা আসিল ত্বরিত॥
মার মার করিয়া ডাকয়ে সেনাগণ।
যদি যজ্ঞহয় লৈবা আসি দেহ রণ॥
তাহা শুনি রাজপুত্র প্রবীর যে নাম।
মহাধনু ধরি যুদ্ধ করে অনুপাম॥
বৃষকেতু সঙ্গে যুদ্ধ হৈল বহুতর।
দূতমুখে শুনি নীলধ্বজ নৃপবর॥
সসৈন্যে সাজিয়া আইল পাণ্ডবের দলে।
বীরগণ সঙ্গে যুদ্ধ করে কুতূহলে॥
প্রবীরের রণে মোহ গেল বৃষকেতু।
দেখি অনুশাল্য আইল যুঝিবার হেতু॥
প্রবীরের সঙ্গে রণ করে বহুতর।
মূর্চ্ছা গেল প্রবীর রাজার কুমার॥
পুত্রভঙ্গ দেখি নীলধ্বজ কোপ মনে।
করিল বহুত যুদ্ধ অর্জ্জুনের সনে॥
দেখিয়া অর্জ্জুন পাছে কৈল শরচয়।
রথছত্র কাটিল সারথি চারি হয়॥

অর্জ্জুনের বাণচোটে নীলধ্বজ রায়।
অচেতন হৈল রাজা মৃত্যুর পরায়॥
হেন বেলা রাজায়ে জামতাক স্মরিল।
তাহা শুনি বৈশ্বানর আপনি আইল॥
আপনার মূর্ত্তি তবে ধরিল অনল।
প্রচণ্ড মারুত সনে দহয়ে সকল॥
অগ্নিয়ে পোড়ায় সেনা দেখি ধনঞ্জয়।
করযোড় করি বীর মাগিল অভয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বীর ধর্ম্মরাজ।
আহুতি দিবেক ঋষি তোমা মুখমাঝ॥
বিশেষ মোক বর দিলেন প্রজাপতি।
অক্ষয় টোনক দিল ব্রহ্মা মোকে হাতে॥
তোমার সেবক আমি জান ভাল মতে।
বিপক্ষ হইয়া সেনা দহ কি নিমিত্তে॥
অর্জ্জুন বচনে অগ্নি সন্তোষ হইল।
তেজ পরিহর বলি পার্থেয়ে কহিল।
তবে পার্থ লৈল বাণ গাণ্ডীব উপরে।
করিল অমোঘ অস্ত্র জল বৃষ্টি করে॥
মন্দানল হইয়া ব্রহ্মা পলাইয়া গেল।
দেখি নীলধ্বজ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিল॥
পালায় প্রবীর বীর অর্জ্জুনে দেখিল।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তার মস্তক কাটিল॥
পুত্রশোকে নীলধ্বজ করে মহারণ।
শ্বশুর সম্বোধিয়া ব্রহ্মা বুলিল বচন॥
পরিহর রণ তুমি আমার বচনে।
মনুষ্য নহয় পার্থ নরনারায়ণে॥
যজ্ঞর ঘোড়াক দেহ করহ পীরিতি।
রাজ্যরক্ষা হৈব ওয় শুন মহামতি॥
ব্রহ্মার বচন শুনি নীলধ্বজ রায়।
কোপ সম্বরিয়া রাজা অভ্যন্তরে যায়॥

পুত্রশোকে জনার মহাশোক ও গঙ্গায় আত্মত্যাগ।

ভার্য্যায় বোলন্ত প্রভু ক্ষেত্রিধর্ম্ম নয়।
রণ এড়ি কেনে আইলা পাইয়া ভয়॥
নীলধ্বজ বোলে শুন জনা রূপবতী।
জামাতা হারিল রণে পার্থর সংহতি॥
প্রীত করি দিল হয় পার্থক সপিয়া।
তুমিবিছমানে পুত্র মরিলন্ত গিয়া॥
পুত্রশোক পায়া তুমি এড়িলা সমরে।
মোর পুত্র মৈল তুমি সুখে থাক ঘরে॥
মোর ভাই যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে।
এত বুলি কোপে কন্যা চলিল তখনে॥
অর্জ্জুনক হয় দিল নীলধ্বজ রায়।
হয় মেলি পার্থবীর দেশে দেশে যায়॥

তবে জনা বরনারী হৃদয়ত কোপ করি
ভ্রাতৃর ঘরক গেলা চলি।
ভ্রাতৃর অগ্রত গিয়া কান্দিতে কান্দিতে যায়া
স্বামীক অনেক মন্দ বলি॥
মহা শোকাকুল পুনি বোলে জনা দুঃখে বাণী
হাহা পুত্র পৈল বীরবর।
মোকে থুইয়া একেশ্বর কেন গেলা যমঘর
কেন তুমি করিলা সমর॥
মোর পুত্র পড়ে রণে নীলধ্বজবিছমানে
পুত্রস্নেহ না হৈল পরাণে।
যায়া নিজে বৈশ্বানর সেহ হৈল মন্দানল
মোর প্রাণ রহে কি কারণে॥
উলুপি ভ্রাতৃর নাম ধর্ম্মবুদ্ধি অনুপাম
জনাকে কহিল মিষ্ট বাক্য।
জন্মিয়াছে নারায়ণ কহে সবে মুনিগণ
কোন মূঢ়ে শত্রু করে তাক॥
চল ভগ্নি ঘরে যাই পুত্র আর নাহি পাই
অকারণে পার্থ সনে রণ।
ভ্রাতৃর বচন শুনি জনার হৃদয় গুণি
গঙ্গাতে মজ্জিল ততক্ষণ॥

জনার মরণ দেখি দেবী ভাগীরথি।
মহাকোপে শাপ দিল ধনঞ্জয় প্রতি॥
সতীনারী মরে পার্থ তোমার কারণে।
ছুতা করি মারো ভীষ্ম আমার নন্দনে॥
পৌত্র হয়া পিতামহে মারিল অর্জ্জুন।
তুমিত মরিবা পার্থ বভ্রুবাহা স্থান॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল রাজা জন্মেজয়।
নীলধ্বজ জামাতা অগ্নি কেন মতে হয়॥
বৈশম্পায়ন বোলে শুন ইহার কাহিনী।
নীলধ্বজর মহিষীকে জনা হেন জানি॥
উপজিল বসুমতী তাহার উদরে।
লক্ষ্মীশাপে জন্মি সিতো স্বাহা নাম ধরে॥
বসুমতীবাক্যে যজ্ঞ কৈল নারায়ণ।
লক্ষ্মী দেবী শাপে জন্মে সেহি সে কারণ॥
নীলধ্বজ গৃহে সিতো আসি জন্ম হৈল।
পরম সুন্দরী দেখি স্বাহা নাম থৈল॥
কতদিনে হৈল তার যৌবনপ্রবেশ।
কাকে কন্যা দিব হেন শুনয়ে বিশেষ॥
কন্যা বলে শুন পিতা বচন আমার।
মনুষ্যত জান মোর নাহি অধিকার॥
ইন্দ্র যম বরুণ কুবের নারায়ণ।
ইহাতে আমার কিছু নাহি প্রয়োজন॥
জীয়তে মরিতে অগ্নি ঘোষে ত্রিজগতে।
অগ্নি হৈব স্বামী মোর কহিলোঁ তোমাতে॥

শুনি পাছে নীলধ্বজ বোলে আরবার।
দেবে নরে ঘর কোথা আছে ব্যবহার॥
কেন মতে প্রজাপতি আইসে মোর ঘর।
কেন মতে তোক সিতো বরিব সত্বর॥
শুনিয়া বাপের বাক্য মহাবরনারী।
ভকতি মিনতি কৈল ধূপদীপ ধরি॥
নিরাহারে সেবা আর করিল বিস্তর।
আইল তবে বৈশ্বানর নীলধ্বজ ঘর॥
আপনাক পরিচয় দিল প্রজাপতি।
মহাসেবা কৈল তাক দেখিয়া নৃপতি॥
সর্ব্বদা থাকিবা দেব আমার সদনে।
বিপক্ষের হাত হৈতে রাখিবা সাবধানে॥
এহিবুলি নৃপতি করিল কন্যাদান।
তাহার সহিতে ব্রহ্মা আছে সেহিস্থান॥
নীলধ্বজ দিল যবে পাণ্ডবের হয়।
দক্ষিণে চলিল বাজি শুন জন্মেজয়॥
মহাবলে প্রবেশিল পাণ্ডবের বাজি।
সসৈন্যে অর্জ্জুন বীর চলিলেন সাজি॥
অরন্যে অরন্যে অশ্ব কত দূরে যায়।
শিলাগোট দেখি অশ্ব ঘষিলন্ত গায়॥
অঙ্গঘরিষণে শীলা ধরিলন্ত হয়।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল বীর ধনঞ্জয়॥
অর্জ্জুন সহিতে আইল কৃষ্ণের নন্দন।
সুভদ্রআশ্রমে দুঁহে করিল গমন॥
ঋষির চরণে দুই করিল মিনতি।
যজ্ঞ করিবেক যুধিষ্ঠির নরপতি॥
হয় মেলি দিল যে রাখয়ে সেনাগণে।
শীলাগোটা ধরিয়া রাখিলা কি কারণে॥
অর্জ্জুন বচন পাছে শুনি মুনিবর।
হাসি হাসি ঋষিরাজ দিলন্ত উত্তর॥

একমন হয়া শুন তাহার কারণ।
মিছা তুমি বধ কর সব সেনাগণ॥
কাকে কে মারিতে পারে হরি কর সার।
কৃষ্ণ বিনা সংসারেত গতি নাহি আর॥
সাক্ষাতে দেখিলা প্রভু শীলানারায়ণ।
আর কি শরীরে পাপ যজ্ঞের কারণ॥
যাক পরশিলে যত মহাপাপ হরে।
সাক্ষাতে তাহাক তুমি পাইলা দেখিবারে॥
এহিবনে আছিল উদ্বাল মুনিবর।
চণ্ডীনামে ব্রাহ্মণী আছিল তার ঘর॥
মহা দুর্ব্বিনীতা সেহি ঋষির ঝিয়ারী।
স্বামীর বচনে একবাক্য নাহি করি॥
বিবাহের সময়ে উদ্বাল মুনিবর।
চণ্ডিকার আগে তেঁহো বুলিল উত্তর॥
পালিবা আমার বাক্য শুন ঋষিসুতা।
চণ্ডী বলে এক কালে না রাখিব কথা॥
শিশুবুদ্ধি করি কিছু কোপ না করয়।
না শুনে স্বামীর বাক্য চণ্ডিকা দুর্জ্জয়॥
পিতৃকার্য্য করয় অমিত দেবকার্য্য।
তাতে মতি নাহি চণ্ডী করে উপচার্য্য॥
কমণ্ডলু নিতে আজ্ঞা দিল দ্বিজবর।
কোপে চক্ষু ফিরাইয়া বুলিল উত্তর॥
না করিব তোর সেবা পুত্রে নাহি কাজ।
নাহি আরাধিব গোবিন্দ দেবরাজ॥
তীর্থ হৈতে আইল সে কৌণ্ডিল্য মুনিবর।
শিষ্যের সহিতে গেল উদ্বালের ঘর॥
উদ্বালেক দেখিয়া কৌণ্ডিল্য দ্বিজবর।
কেনে অসন্তোষ দিখি কহত সত্বর॥
উদ্বাল বোলয় মোর ভার্য্যা দুষ্টমতি।
না রাখে বচন মোর দুঃখ বাড়ে অতি॥

কৌণ্ডিল্য বোলয় নাহি শুনে এককালে।
নারী হয়া স্বামীবাক্য লঙ্ঘে কি কারণে॥
উদ্দাল বোলয় আর বাক্যশুন যত।
পিতৃশ্রাদ্ধ আসিয়া হৈলেক উপগত॥
মহাকোপ চণ্ডিকা হৈল ততক্ষণ।
চণ্ডী বলে শ্রাদ্ধে কোন আছে প্রয়োজন॥
হেন শুনি কৌণ্ডিল্য বোলয় ছারখার।
বিদ্রূপ করিয়া গেল আশ্রমে তাহার॥
চণ্ডিকাকে শাপিল কৌণ্ডিল্য তপোধন।
শীলাগোট হই আছে সেহি সে কারণ॥
শাপ দিল চণ্ডী পাছে বলে তপোধনে।
কত কালে শাপ মোর হৈব বিমোচনে॥
হেন শুনি ঈষৎ হাসিয়া ঋষিরাজ।
বলে হেন চণ্ডী তুমি না করিবা কাজ॥
অশ্বমেধ করিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
হয় রাখিবার এথা আসিব অর্জ্জুন॥
তাঞে পরশিলে শাপ হবে বিমোচন।
শীলাগোট হয়া তুমি থাক ততক্ষণ॥
শতেক বরিষ তথা থাক রূপবতী।
তবেসে হৈবেক তোর শাপের মুকতি॥
উদ্দাল বোলয় এবে শুন ধনঞ্জয়।
তুমি শীলা পরশিলে এড়িবেক হয়॥
হেনশুনি হরিষ হৈল ধনঞ্জয়।
শীলা পরিশিয়া উদ্ধারিল যজ্ঞহয়॥
ঋষিবাক্যে ধনঞ্জয় শীলাক পরশে।
শীলারূপ ছাড়ি হৈল কন্যা যে পরেশে॥
বহুবিধ স্তুতি নতি কন্যায়ে করয়।
তুমি নরনারায়ণ হৈলা ধনঞ্জয়॥
তোমার প্রসাদে মোর হৈব অব্যাহতি।
জান ওয় কর্ম্ম-সিদ্ধি হৈব মহামতি॥
নমস্কার করি চণ্ডী করিল গমন।
অর্জ্জুনের হয়গোটা যায় বনে বন॥

অথ চম্পাবতীপুরীতে পাণ্ডবহয়ের প্রবেশ।

বৈশাম্পায়ন বদতি শুনিও জন্মেজয়।
চম্পাবতী পুরী গেল পাণ্ডবের হয়॥
সেহি দেশে হংসধ্বজ নামে নৃপবর।
সুধন্যা সুরথ তার এ দুই কুমার॥
মহা সে বৈষ্ণব রাজা বিষ্ণুতে ভকতি।
কৃষ্ণ ছাড়ি নৃপতির আন নাহি মতি॥
দূতমুখে মহারাজ শুনিল কারণ।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল ইন্দ্রের নন্দন॥
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে অশ্বমেধ নাম।
অর্জ্জুন আনিল হয় অতি অনুপাম॥
হংসধ্বজ বলে হৈল জন্মের সাফল।
আসিল আমার দেশে পার্থ মহাবল॥
যথা ধনঞ্জয় জান তথা নারায়ণ।
পার্থের প্রসাদে দেখি কৃষ্ণের চরণ॥
হংসধ্বজ বোলে তবে শুন যোদ্ধাগণ।
ধরিয়া আনহ অশ্ব আমার সদন॥
সাজহ আমার সেনা যতেক আছয়ে।
রণে পরাভব কর বীরধনঞ্জয়ে॥
মহারথ সাজি সর্ব্বসেনা গেল চলি।
নানা অস্ত্র গজ বাজি করিয়া মণ্ডলী॥
টোন বাণ অস্ত্র শস্ত্র নিল রথধ্বজ।
লক্ষেক তুরঙ্গ সেনা সহস্রেক গজ॥
হংসকেতু চন্দ্রকেতু চন্দ্রদেব নাম।
চন্দ্রসেন বিদুর চলিল অনুপাম॥
ধর্ম্মবাহু সুবাহু নড়িল দুই বীর।
বিংশতি সহস্ররথ পরম সুন্দর॥

হংসধ্বজ বোলে পাছে শুন পুরোহিত।
সর্ব্বকালে চিন্ত তুমি আমাসবা হিত॥
আজি সে জানিবো মোর সাফল জীবন।
নয়ন ভরিয়া আজ দেখোঁ নারায়ণ॥
বড় পুণ্য করিলে হরির লাগ পায়।
পূর্ণহিত হৈল সেনা দেখি গোবিন্দায়॥
আজি মোর সংগ্রামে না আইসে যেহি জন।
যদি গই (হেলা করা) করে ফল পাইবে তখন॥
যেহি সব বীর আজি নাসিবন্ত রণে।
তাহাকে ফেলিবা তুমি কুণ্ডত তখনে॥
নৃপতির আদেশে শঙ্খরেখা পুরোহিত।
তাম্রকটা(১) গোট মধ্যে তৈলক পূরিত॥
করিলেক তৈল তপ্তঅগ্নি সমসর।
সকল সেনার লেখা করে দ্বিজবর॥
নৃপতি তনয় সুধন্বা ধনুর্দ্ধর।
যাত্রা কালে মাতৃপদ বন্দিল সত্বর॥
কুবল ভগ্নীক বন্দিলন্ত বীরবর।
রথে চড়ি যায় বীর করিতে সমর॥
হেন কালে আগে আইল তার বরনারী।
বসন ভূষণ মাল্য অলঙ্কার পরি॥
করযোড় করি বোলে স্বামীর চরণে।
আজি রাত্রি থাকি কালি করিও গমনে॥
এক নিবেদন করোঁ শুন প্রাণেশ্বর।
তুমি স্বামী বিনে নাহি সংসার ভিতর॥
শুভক্ষণে যাও প্রভু করিবারে রণ।
দেখিবাত গিয়া প্রভু কমললোচন॥
অর্জ্জুনের সনে আজি হৈব ঘোর রণ।
অবশ্য জানিয়ে আমি তাহার মরণ॥

(১) কটা—কটাহ।

তোমার আমার আর নাহি দরশন।
হেন জানি প্রভু মুঞি মাগোঁ আলিঙ্গণ॥
বিশেষ আমার আজি ঋতু অবসান।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু দেহ পুত্রদান॥
তোমার ঔরসে হৌক আমার তনয়।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি হৈব নাহিক সংশয়॥
এহি জানি প্রভু মোক না কর নৈরাশ।
পিতৃলোকে না খণ্ডাহ জলপিণ্ড আশ॥
পুত্র উপার্জ্জিতে পদ দিল নারায়ণ।
ব্যাস যে বশিষ্ঠ আদি যত মুনিগণ॥
সুধন্বা বোলয় প্রিয়া না বুঝিলা কাজ।
জানিবা কোপিত মোকে হৈব মহারাজ॥
যত সব বীর লয়া পিতা গেল রণে।
আজি আমি নাহি গেলে কোপ হৈব মনে॥
পঞ্চশর প্রহারে জিনিব ধনঞ্জয়।
আসি পুত্রদান ওয় দিবহ নিশ্চয়॥
প্রভাবতী বলে প্রভু শুন মহাবল।
ধনঞ্জয় বীর আসি হৈল মোর কাল॥
তাহাক জিনিতে পারে কাহার শকতি।
ঋতুদান দিয়া মোক যাহ শীঘ্রগতি॥
ঋতুরক্ষা না করিলে পাপ হয় যত।
আপনে পণ্ডিত প্রভু জানহ সমস্ত॥
পিতৃশ্রাদ্ধে, সংযমে, প্রভাতে, পিণ্ডদানে।
নারীর ষোড়শ ঋতু হয়ে অবসানে॥
একাদশী দিন সেহি দিনে উপগত।
এহিসব কৃত ধর্ম্ম পালিব সমস্ত॥
পিতৃশ্রাদ্ধ করিব থাকিয়া উপবাস।
হরি বাসরত আর না করিব গ্রাস॥
নিশা কালে যায়া পাছে আপন ভার্য্যাক।
মুখে মুখে চুম্ব দিয়া বোলে প্রিয় বাক্য॥

পিতৃশ্রাদ্ধ নহে প্রভু একাদশী ব্রত।
ঋতুদান না দি প্রভু যাইবা কেনমত॥
ভার্য্যার বচনে যে সুধন্মা মহাবলী।
গায়ের কবচ বীর খসাইল সমূলি॥
মাথার কিরিটি ওয়ে থুই ধনুশর।
কন্যা লয়া গেল বীর শয়ন বাসর॥
সুরতি ভুঞ্জিয়া বীর করিলেন স্নান।
ধনুশর ধরি বীর করিল পয়ান॥
তথা সৈন্য বিচারিল হংসধ্বজ রায়।
সৈন্যের ভিতর সুধন্মাক না দেখয়॥
মহা কোপে বোলে হংসধ্বজ পুরোহিতে।
আজি সুধন্মাক ফল করিও নিশ্চিতে॥
পুত্র হয়া বাদিলেক আমার বচন।
হেন ছার পুত্র মোর নাহি প্রয়োজন॥

অথ সুধন্মাকে তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ।

হেন বেলা সুধন্মা সংগ্রামে গেল চলি।
মহা কোপে আছে হংসধ্বজ মহাবলী॥
সুধন্মা দেখিয়া ক্রোধে বুলিলা বচন।
বচন লঙ্ঘিয়া পাপী না আইলা কি কারণ॥
ক্ষেত্রি কুলে জন্ম তোর হৈল উৎপত্তি।
যুদ্ধ এড়ি রৈলা তুমি ভার্য্যার সংহতি॥
যুদ্ধের সময় তোর নারীকে যতন।
তপ্ত তৈলে তোমাকে ফেলিব এহিক্ষণ॥
প্রসন্ন করহ গিয়া পুরোহিত আগে।
কোন শাস্তি সুধন্মাকে করিবাক লাগে॥
মহাকোপে পুরোহিত দিলন্ত উত্তর।
আজিসে জানিলু রাজা হৈল বর্ব্বর॥
পুত্র রাখিবার চাহে পাপ দুরাচার।
তে কারণে মোক তাঞে পুছে বারম্বার॥

আপনার বাক্য রাজা লঙ্ঘিল আপন।
বচন লঙ্ঘিলে হয় নিকটে মরণ॥
এহি বলি ক্রোধ হয়া চলিল তখনে।
শুনি হংসধ্বজ রাজা ধরিল চরণে॥
আজি সুধন্মাক ফেলাও কড়ার ভিতর।
কৈমু অপরাধ দোষ ক্ষেম দ্বিজবর॥
রাজার বচন দ্বিজ না করে অবহিত।
সুধন্মা ধরিয়া দিল তেলত ত্বরিত॥
হৃদয়ত হরি হরি চিন্তে মহাবীর।
ত্রাহি ত্রাহি নারায়ণ কোমল শরীর॥
এক মনে চিন্তে হরিপদ মহাবল।
হরির প্রসাদে অগ্নি হৈল সুশীতল॥
তৈলের উপরে যবে সুধন্মা ফেলিল তবে
দেখিয়া কান্দয়ে সর্ব্বজন।
সুধন্মা সে দুঃখ মনে না চাহিল কার পানে
একমনে চিন্তে নারায়ণ॥
হংসধ্বজ পায় দুঃখে সব নৃপ চাহে মুখে
মহাশোকে কান্দে প্রভাবতী।
হাহা প্রভু বীর-বর তুমি হৈলা একেশ্বর
মহাদুঃখে শোক করে অতি॥
শুনি সব নারীগণে বোলে প্রভাবতীস্থানে
সব নারী করয়ে ধিক্কার।
তুমি বড় অভাগিনী সুধন্মা রাখিলা জানি
তোর কার্য্যে হৈল সংহার॥
এহি বলি কান্দে লোক মহা কোলাহল শোক
কান্দে দুঃখে ভূমিত পড়িয়া।
ধর্ম্ম যে শরীর তাকে কে তাকে মারিতে পারে
কৃষ্ণ চিন্তি আছয় বসিয়া॥
কেহ কটা মধ্যে চায়ে উচ্চৈঃস্বরে কান্দে রায়ে
কেহ দেখি আছে বীরবর।

শুনি হংসধ্বজ রায়   আপনে কড়াকে চায়
পুত্র দেখি হরিষ অন্তর ॥
বোলে শঙ্খদ্বিজ বরে   শুন এবে নৃপবরে
জানি তপ্ত নাহি হয় তৈল।
ফেলিলা পুত্রক তুমি   এক বাক্য বুলি আমি
বুঝি তৈল আছয় শীতল ॥
আন রাজা নারিকেল   তপ্ত তৈল কি শীতল
হেন শুনি বোলে দ্বিজবর।
সবে করে হাহাকার   কি হৈল কি হৈল আর
ধার্ম্মিক সুধন্যা ধনুর্দ্ধর ॥
সুমন্তপাত্রের আগে বলে দ্বিজবরে।
কিবা মন্ত্র ঔষধ সে জানয়ে কুমারে ॥
অগ্নিসম তৈলত এড়াইল কেনমতে।
ইহার বিহিত মন্ত্রী কহত আমাতে ॥
সুমন্ত বোলয়ে তুমি শুন পুরোহিত।
বৈষ্ণব সুধন্যা বড় হরিভক্তচিত্ত ॥
বৈষ্ণব জনার কতো নাহি জান নাশ।
অকারণে দ্বিজ তুমি কর অভিরোষ ॥
এহি কথা হংসধ্বজপুরোহিতে শুনি।
কুণ্ডে দিল কিকারণে সুধন্যাকে জানি ॥
এহি বলি হংসধ্বজ করে মহাদুঃখ।
কেমতে চাহিব মুঞি সুধন্যার মুখ ॥
এহি বলি ঝাম্প দিল কটার ভিতর।
সুধন্যা চিন্তয় হরি দেব গদাধর ॥
সম্ভ্রমে সুধন্যা সে দ্বিজক ধরে কোলে।
সুধন্যা দেখিয়া বিপ্রে অনেক বাখানে ॥
তৈল হৈতে উঠ বীর আমার বচনে।
তুমি হেন ধর্ম্মবন্ত নাহি ত্রিভুবনে ॥
সুধন্যার হাতে ধরি শঙ্খদ্বিজবর।
কুমারেক লয়া গেল রাজার গোচর ॥

পুত্র দেখি মহারাজা দিল আলিঙ্গন।
দেখি আনন্দিত হৈল সব বন্ধুগণ ॥
পিতৃর চরণে পাছে কৈল নমস্কার।
রথত চড়িল যায়া রাজার কুমার ॥
সকল সেনায় মিলি করে জয় জয়।
দেখিয়া পাণ্ডব সেনা হইল বিস্ময় ॥
অশ্ববর রথ গজ পূরি দশ দিশ।
সিংহনাদ কৈল বীর সব অসদৃশ ॥
সেনার মধ্যত বীরে লাগাইল আগুন।
রক্তে নদী বহাইল দেখিয়ে বহুল ॥
তবে কর্ণসুত বৃষকেতু মহাবীর।
একে রথে সুধন্যার আগে হৈল স্থির ॥
ধনুত টঙ্কার দিয়া যুড়িলেক শর।
দশ বাণে হানে হংসধ্বজের কুমার ॥
আর তিন বাণ সান্ধিলেক হাতে।
বাণে হানি মূর্চ্ছাগত কৈল কর্ণ সুতে ॥
বৃষকেতু ভঙ্গ দেখি হরির তনয়।
হাতে ধনু শর করি যায় মহাশয় ॥
দেখি সুধন্যায়ে কৈল সহস্রেক বাণে।
রথে মূর্চ্ছাগত কৈল কৃষ্ণের নন্দনে ॥
তাক দেখি কৃতব্রহ্মা রথে চড়ি যায়।
জ্বলন্ত অনলে যেন পতঙ্গ সোমায় ॥
কৃতব্রহ্মা দেখি শর মারিল বিকলে।
রথ ছাড়ি কৃতব্রহ্মা পৈল ভূমিতলে ॥
তাক দেখি অনুশাল্য মহাধনুর্দ্ধর।
ধনু ধরি চড়িলন্ত রথের উপর ॥
দেখি সুধন্যাক ধীরে বোলে দর্পবাণী।
আজি শেল পাট তোক মারিব পরাণী ॥
এহি বুলি মহা শেল লৈলেন দৈত্যপতি।
সুধন্যা কাটিল শেল পৈল শীঘ্রগতি ॥

দুই বাণ দিয়া কাটিল শিরস্ত্রান।
ধনুশর সারথিক কৈল খান খান ॥
তাহা দেখি যুবনাশ্বপুত্রক সহিত।
সাত্যকি আসিল রণে সমরে পণ্ডিত ॥
তিন শরে তিনজন কৈল নিবারণ।
মূর্চ্ছা হৈল তিন বীর দেখে সর্ব্বজন ॥
সব রথী মূর্চ্ছাগত দেখে সেনাগণে।
বিস্ময় হইল দেখি সকলের মনে ॥
পুনরপি বৃষকেতু এক রথে যায়ে।
সিংহর মুখত যেন হরিণী সোমায়ে ॥

অথ সুধন্যা ও অর্জ্জুনের সমর।

নব শর মারি নিবারিল বৃষকেতু।
দেখি পার্থ আসিলেন যুঝিবার হেতু ॥
আমার সেনাক তুমি মারিলা সকল।
ইন্দ্র যম সম দেখি তোর বাহুবল ॥
সুধন্যায়ে বোলে এবে শুন ধনঞ্জয়।
করিব সমর আজি কহিনু নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণক না দেখি কেনে তোমার সারথি।
কেমতে যুঝিবা আজি আমার সংহতি ॥
পূর্ব্বে যুদ্ধ করিলা মারিলা বীরগণ।
তোমার সারথি ছিল সঙ্গে নারায়ণ ॥
হরি এড়ি যুঝিতে আসিলা কিবা জানি।
মোর হাতে জীবন্তে না যাইবা আজি পুনি ॥
এহি বলি দুই বীরে করিলা সন্ধান।
অন্যে অন্যে দুই বীরে কাটে দুই বাণ ॥
ধ্বজ ছত্র দণ্ড কাটিল দুই বীরে।
হয় হস্তী সেনা কাটিল রঙ্গতরে ॥
রক্তে নদী বহে যেন শুনিয়ে কোলাহল।
মহা খরতর স্রোতে বহন্ত বিকল ॥
অগ্নি বাণ অক্ষয় যতেক আর বাণ।
সবে ব্যর্থ হৈল বীর গুণে মনে মন ॥
সুধন্যায় বোলে ওয় কৃষ্ণ অনুগতে।
সারথি নাহিক হরি যুঝিবা কিমতে ॥
হরির তোমার কিছু নাহিক অন্তর।
অবশ্যে আসিব হেথা দেব দামোদর ॥
এহি বুলি সুধন্যা এড়িল তিন বাণ।
সারথির মাথা কাটি কৈল খান খান ॥
সারথি পড়িল কে চলায় অশ্বচয়।
বাম করে ধরিলেক রথ চারি হয় ॥
পাছে ধনঞ্জয় স্মরে প্রভু হৃষীকেশ।
স্মরণ মাত্রকে তথা হৈল পরবেশ ॥
দেখিল সুধন্যা হরি আসিল সমরে।
কর যোড় করিয়া বিস্তর স্তুতি করে ॥
আজি সে সফল হৈল আমার জনম।
একত্রে দেখিলোঁ মুঞি নর-নারায়ণ ॥
শুনহে অর্জ্জুন বীর প্রতিজ্ঞা আমার।
মহাসুখ হৈল মুখ দেখিয়া তোমার ॥
অর্জ্জুনে বোলয় এবে শুন বীরবর।
আজি তোক কাটিব হানিঞা তিনশর ॥
সুধন্যায়ে বোলে পাছে শুন বীরবর।
তিন বাণে তিন শর কাটিব সত্বর ॥
এহি শুনি গোবিন্দ বোলয় পার্থবীরে।
হেন ছার প্রতিজ্ঞা কে করয় সমরে ॥
বৈষ্ণব সুধন্যা বীর বিষ্ণুত ভকত।
কদাচিত্যে না দেখি তোমার বাণে হত ॥
তিন বাণে সুধন্যাক কাটিবা কেমতে।
তৃণতুল্য নহ তুমি তাহার অগ্রতে ॥
ভাল মন্দ সখা তুমি না কর বিচার।
ক্রোধ বশে কর সে প্রতিজ্ঞা অনিবার ॥

অর্জ্জুনে বোলয় প্রভু তুমি মোর নাথ।
ত্রিভুবনে ভয় মোর নাহিক কোথাত॥
কাটিব সুধন্বা বীর তোমার কারণে।
তুমি মোর বাণে যদি হৈবা সুপ্রসন্নে॥
এহি বুলি ধনঞ্জয় লৈল তিন বাণ।
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান॥
অর্জ্জুনের বাণগণ সূর্য্যের পরায়।
দেখিয়া কম্পিত হৈল সকল সেনায়॥
এড়িলেক বাণ তবে পাণ্ডুর নন্দন।
আসিতে কাটিল তাক সুধন্বা তখন॥
শর কাটা গেল পার্থ গুণে মনে মনে।
শীঘ্রবেগে শেলপাট এড়ে ততক্ষণে॥
সেহি শেল সুধন্বা কাটিল দিব্য বাণে।
বড়য়ে বিস্ময় হৈল অর্জ্জুনের মনে॥
মহাশর টোন হৈতে করিলেক হাতে।
যত পুণ্য কৈল পার্থ সব দিল তাতে॥
আকর্ণ পূরিয়া পার্থ এড়িলেক শর।
শর দেখি সুধন্বা হৈল ভয়াতুর॥
এক মনে চিন্তে বীর হরির চরণ।
অঞ্জলিক নামে শর এড়িল তখন॥
সেহি বাণে কাটিলেক অর্জ্জুনের শর।
হাহাকার করে পার্থ দেখে গদাধর॥
মায়া পাতিলেক হরি জগতের নাথ।
পাখাসমে অর্দ্ধ খান ভূমে হৈল পাত॥
আর অর্দ্ধ খান শর শীঘ্র গতি যায়ে।
সেহি অর্দ্ধ সুধন্বাক কাটিল লীলায়ে॥
দেখি হাহাকার করে সর্ব্ব সেনাগণে।
সুধন্বা পড়িল দেখি অর্জ্জুনের বাণে॥
বিষ্ণুভক্ত সুধন্বা যে মহা ধনুর্দ্ধর।
সুধন্বার তেজ গেল হরির অন্তর॥
যায়া শির গোটা পৈল কৃষ্ণের চরণে।
পায়ে ঠেলি তাহাক ফেলিল নারায়ণে॥
হাতে পাতি লৈল মুণ্ড ভোলা মহেশ্বর।
গাঁথিয়া লৈল মুণ্ড মালার ভিতর॥

অথ সুধন্বার মৃত্যুতে হংসধ্বজ রাজার ক্রন্দন।

হংসধ্বজ দেখি পাছে পুত্রের মরণ।
হা হা পুত্র বুলি রাজা করয়ে ক্রন্দন॥
ফেলাইল অগ্নি মধ্যে না মৈলা তখনে।
এবে প্রাণ ছাড়িলেক অর্জ্জুনের বাণে॥
তোমার সমান মোর নাহি অন্য জন।
উঠি অর্জ্জুনের সনে কর মহারণ॥
হরি হরি পুত্র মোর মৈল কি কারণে।
বিষ্ণু ছাড়ি পুত্র মোর আর নাহি জানে॥
ব্রাহ্মণভকত পুত্র মোর সমোসর।
পরম পণ্ডিত পুত্র মহা ধনুর্দ্ধর॥
রণভূমে আসি বাপু কৈলা ঘোর রণ।
একে একে জিনিলা সকল বীরগণ॥
এত অনুতাপ বাপ না সহে শরীরে।
বড়ই কপট হরি হৃদয় তোমারে॥
সুধন্বাক ধনঞ্জয় মারিলা যখনে।
হরি বলি পুত্র মোর পড়িল চরণে॥
কি কারণে হরি তাক ঠেলিলে চরণে।
এহি উপতাপ হরি না সহে পরাণে॥
বিষ্ণুর ভকত পুত্র বিষ্ণুলোকে গেল।
কোন দোষে নারায়ণ চরণে ঠেলিল॥

সুরথের ক্রোধ ও অর্জ্জুনসহ যুদ্ধ এবং অর্জ্জুনের হাতে নিধন।

হেন শুনি সুরথের ক্রোধ হৈল মন।
রথে চড়ি যায় বীর করিতে সংগ্রাম॥

প্রদ্যুম্ন করিয়া আইল যত ধনুর্দ্ধর।
একে একে সব বীর করিল সমর ॥
কেহ শক্ত না হৈল সুরথের রণে।
রণ ছাড়ি পলাইল সকলে তখনে ॥
দেখি পাছে ধনঞ্জয় কৃষ্ণক সংহতি।
সুরথের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহামতি ॥
এদিক বিদিক নাহি পূরিল আকাশ।
বাণে অন্ধকার কৈল না করে প্রকাশ ॥
ভল্লমুখ, ত্রিকটি, কুঠার, কটিকার।
অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, বাণ খরতর ॥
পরশু, মুদ্গর আদি এড়ে লাখে লাখে।
মহা ঘোর যুদ্ধে কাকো কেহ নাহি দেখে ॥
ইন্দ্র যম কুবের নৈঋর্ত হুতাশন।
করে অন্য অন্য বীরে নানা অস্ত্রগণ ॥
দেখি কোপে সুরথের হৃদয় বিশাল।
আপনার রথ হৈতে দিল এক ফাল (১) ॥
কপিধ্বজ রথ খান আনি ধরি বলে।
রথ সহে ফেলে পার্থে সাগরের জলে ॥
দেখিয়া আকুল হৈল দেব দামোদর।
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধরে রথের উপর ॥
জগতের পতি হরি দেব নারায়ণ।
নারিল তুলিতে রথ এড়িল তখন ॥
পুন গিয়া উঠে বীর রথের উপর।
বাছি বীর ধনঞ্জয়ে মারে মহাশর ॥
অভিষেক করি ধনঞ্জয়ে দুই বাণে।
সেহি বাণে সুরথক কৈল দুই খানে ॥
দুই পুত্র পড়িল শ্যালক সহোদর।
মহাশোকে কান্দে হংসধ্বজ নৃপবর ॥

গোবিন্দে বোলয় রাজা পরিহর শোক।
তোমা হেন ধর্ম্মশীল নাহি তিনলোক ॥
এহি বলি জগন্নাথ দৈবকী তনয়।
রথ হৈতে নামি হংসধ্বজ কোলে লয় ॥
না কর বিষাদ রাজা স্থির কর মন।
পুত্রশোক এড় রাজা সম্বর ক্রন্দন ॥
মহা শুদ্ধ রাজা তুমি নিষ্পাপ হৃদয়।
মুক্তিপদ দিব তোক শুনহ নিশ্চয় ॥
অসার সংসার জানি পরিহর শোক।
শোক পরিহর রাজা আপনাকে দিব তোক ॥
গোবিন্দ বচনে হংসধ্বজ নৃপবর।
ছাড়িলেন পুত্রশোক এড়িল সমর ॥
হয়বর আনি দিল গোবিন্দচরণে।
বিবিধ প্রকারে রাজা তোষে নারায়ণে ॥

সুরথের শির প্রয়াগের জলে ফেলিতে নারায়ণ গরুড়কে আদেশ দেন।

তবে দেবনারায়ণ করুণাসাগর।
প্রয়াগ যাইতে আজ্ঞা দিল খগেশ্বর ॥
প্রয়াগেত লয়া যাহ সুরথের শির।
কৃষ্ণ আজ্ঞায়ে মুণ্ড লৈল পক্ষিবীর ॥
হিমালয় থাকি দেখে পার্ব্বতী শঙ্কর।
ভৃঙ্গী গণপতিকে বুলিল সত্বর ॥
মেরুহীন হয়া মোর মালাপুঞ্জ আছে।
সুরথের মুণ্ডে মোর বড় কাজ আছে ॥
শঙ্করে বোলয় শুন ভৃঙ্গী মহামতি।
মুণ্ড গোটা কাড়িয়া আনহ শীঘ্রগতি ॥
কৃষ্ণের আদেশে চলি যায় খগেশ্বর।
মুণ্ডের কারণে দুই লাগিল সমর ॥

(১) ফাল—লাফ

বিষ্ণুর বাহন খগপতি মহাবীর।
পাখার সাটেত ভৃঙ্গী হইল অস্থির॥
পলাইয়া গেল ভৃঙ্গী শঙ্করের ঠাঁই।
তাহা দেখি দেবী হাসে জগতের আয়ী॥
ভাঙ্গড়ের কিঙ্কর ভাঙ্গড় সর্ব্বজন।
বিষ্ণুর বাহন সঙ্গে গিয়া করে রণ॥
হেন শুনি মহা ক্রোধে শিবে বোলে বাণী।
নন্দী মহাবীর তুমি চলহ আপনি॥
ত্রিশূল ধরিয়া হাতে নন্দী মহাবীর।
গরুড়ের পাখা গিয়া কাটিল সত্বর॥
পাখা কাটি নন্দী উপস্থিত হৈল এথা।
দেখিয়া হাসয় দেবী জগতের মাতা॥
প্রণামিয়া বৃষ বোলে শঙ্কর চরণে।
মোক আজ্ঞা দেহ আমি যাইতে আপনে॥
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বৃষ ধরিয়া তখনে।
নিমিষতে গেলা যে গরুড় বিদ্যমানে॥
সুমেরু পর্ব্বত যেন দুই শৃঙ্গ বাড়ি।
গরুড় সম্মুখে যায়া বোলে দর্পকরি॥
বৃষের নাকের শ্বাস অতি চণ্ড বয়ে।
মুণ্ড সমে পক্ষিরাজ আইসে আর যায়ে॥
বৃষক দেখিয়া পাছে বীর খগপতি।
সুরথের মুণ্ড লয়া গেল শীঘ্রগতি॥
ফেলিলেক মুণ্ডগোটা প্রয়াগের জলে।
শৃঙ্গ পাতি ধরে মুণ্ড বৃষ মহাবলে॥
মুণ্ডলয়া দিল বৃষ শঙ্করের হাতে।
মালার করিয়া মেরু পরে ভূতনাথে॥
পাছে নারায়ণ হরি দৈবকী তনয়।
হংসধ্বজ রাজাক বুলিল সবিনয়॥
যুধিষ্ঠির রাজার যজ্ঞঅশ্ব রাখিতে।
তুমি সবে হয়েক রাখিবা গিয়া ক্রতে॥
গোবিন্দবচনে হংসধ্বজ নৃপবর।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল পার্থের গোচর॥
হয় এড়ি দিলেন পাণ্ডব সেনাগণে।
চলিলেক হংসধ্বজ মহারঙ্গমনে॥

অথ পাণ্ডবের হয়ের বহুকা অরণ্যে প্রবেশ ও তৎপর ঘুড়ীরূপ ধারণ।

বৈশম্পায়ন বদতি শুনিও জন্মেজয়।
বহুকা অরণ্যে গেল পাণ্ডবের হয়॥
অরণ্যের মধ্যে এক পাইল সরোবর।
তার জলপান ঘোড়া করিল সত্বর॥
জল পরশিলা অশ্ব সেহি সরোবরে।
ঘোড়া ছাড়ি ঘুড়ী হৈল সভার গোচরে॥
দেখিয়া বিস্মিত হৈল পাণ্ডুর নন্দন।
দক্ষিণ মুখেত ঘুড়ী যায় বনেবন॥
কত দূরে যায়া ঘুড়ী পাইল হ্রদখান।
নামিয়া করিল ঘুড়ী তার জলপান॥
ঘুড়ীমূর্ত্তি এড়ি পাছে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধরে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সবার শরীরে॥
তথাত আছয় মুনি কানন ভিতরে।
তপস্যা করিয়া মুনি থাকে নিরন্তরে॥
আশ্রম করিয়া মুনি আছে চিরকাল।
তাহার আশ্রমে গেলা মহাবল॥
ধনঞ্জয় দেখি মুনি পুছিল তখন।
মহাস্নেহে পুছিলেন কেনে আগমন॥
অর্জ্জুনে বোলয় মুনি নিবেদি চরণে।
মহাবেগে অশ্ব আইল এহি সে কাননে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ যুধিষ্ঠিরে যে করয়॥
অশ্ব রাখি ফিরি আমি জানিবা নিশ্চয়॥

কিছু এক শব্দ কহো তোমার চরণে।
ঘোড়া ঘুচি ঘুড়ী রূপ হৈল কি কারণে ॥
আর কত দূরে পাইল হ্রদ একখান।
নামিয়া করিল ঘুড়ী তার জলপান ॥
সেহি জল পরশিয়া ব্যাঘ্রমূর্ত্তি ধরে।
ইহার (সন্দেহ) সন্ধান মুনি কহিও আমারে ॥
কিবা খণ্ড তপস্যা করিল ধর্ম্মরাজ।
কিবা কোন শাপ হৈল আমার সমাজ ॥
কিবা যজ্ঞ না হইবে ব্যাসের বচনে।
কহ মুনিবর মোক ইহার কারণে ॥
মৈত্রেয় বোলয় শুন পার্থ মহামতি।
এহি সরোবরে ক্রীড়া করে ভগবতী ॥
না জানিয়া হয় নিল পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
দেখে জল ক্রীড়া করে তথাতে পার্ব্বতী ॥
সরোবরে নামিয়া ধরিতে গেল যবে।
ইষৎ হাসিয়া দেবী শাপিলেন তবে ॥
পুরুষ হইয়া যেবা ছুইবেক পানী।
পুরুষ ঘুচিয়া সেহি নারী হৈবে পুনি ॥
সেহি সে কারণে অশ্ব নারী হৈল পুন।
কৈলাসে গেলেন দেবী লয়া দাসীগণ ॥
না জানিয়া তোর হয়ে ছুইলা পুষ্করিণী।
জল পরশিয়া সেহি হইল অশ্বিনী ॥
এবে কহি ব্যাঘ্র কথা শুন ধনঞ্জয়।
এহি হ্রদে তপ করে তুরঙ্গ মহাশয় ॥
তুরঙ্গ মুনিক কেহ না জানে বিশেষ।
জলগ্রাহী আসি জলে করিল প্রবেশ ॥
খলজাতি জলগ্রাহী না কৈল বিচার।
ঋষির চরণে দিল দণ্ডের প্রহার ॥
তাক দেখি ঋষি পাছে দিল শাপবাণী।
ব্যাঘ্র হৈব এহি হ্রদে পরশিতে পানী ॥
এহি বলি তুরঙ্গ ঋষি গেল অন্যস্থানে।
সেহি হৈতে কেহ যে না করে জলপানে ॥
শুন ধনঞ্জয় তুমি না কর বিষাদ।
হৈব যজ্ঞ সিদ্ধি তোর নাহি অবসাদ ॥
ত্রিজগত নাথ হরি সহায় যাহাতে ॥
কোটি যজ্ঞ করিতে পারিয়ে সাক্ষাতে ॥
কৃষ্ণের সহায় পাপে নাহি কোন ভয়।
একচিত্তে মনে মাত্র চিন্ত কৃপাময় ॥
মুনির বচনে ধনঞ্জয় শান্ত হৈল।
একমনচিত্তে হরি চিন্তিতে লাগিল ॥
মৈত্রের বচনে বীর কৃষ্ণক চিন্তিল।
ব্যাঘ্র ঘুচি অশ্ববর তখনে হইল ॥
দেখিয়া আনন্দ হৈল সর্ব্ব পাণ্ডুদলে।
মহাজয় সিংহনাদ করে কুতূহলে ॥
মৈত্রের চরণে পার্থ করে বহুস্তুতি।
চলিল দক্ষিণ দিকে পার্থ মহামতি ॥
নানা দেশ ভ্রমি যায় পাণ্ডবের বাজি।
সকল সেনার যূথ যায়ে তথা সাজি ॥

অথ প্রমীলার দেশে গমন।

বৈসম্পায়নে বোলে শুনিয়ো জন্মেজয়।
প্রমীলার দেশে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
স্ত্রীপাটন দেশ পুরুষ নাই তথা।
প্রমীলা রাজ্ঞীর নাম রাজা সেহি তথা ॥
তিন কোটি নারী তথা আছয়ে পদ্মিনী।
তাহার প্রধান আছে প্রমীলা যশস্বিনী ॥
ইন্দ্রর লগত যুদ্ধ করিল বিস্তর।
তাহাক জিনিতে না পরিল পুরন্দর ॥

(১) মুনির নাম

সেহি দেশে পাণ্ডবের গেল যদি হয়।
সমরে সাজিয়া গেল তথা ধনঞ্জয়॥
সূতমুখে প্রমীলা শুনিল অশ্বগুণে।
সৈন্য পাঠাইয়া অশ্ব ধরিল তখনে॥
মহাকোপে ধনঞ্জয় আর রথিগণ।
প্রমীলার সঙ্গে গিয়া করে ঘোর রণ॥
যুদ্ধ করি দুই সেনা মারিল বিস্তর।
রক্তে নদী বহে দুই সেনার ভিতর॥
অহর্নিশ সপ্ত দিন হৈল সমর।
হৈল আকাশী বাণী শুনে পার্থবীর॥
রণ সম্বরণ কর প্রমীলার সনে।
প্রমীলা জিনিতে পারে কাহার পরাণে॥
সম্বোধিয়া দেবকন্যা পাঠায়ো নিজরাজ্য
নারীবধ করিয়া সাধে বা কোন কাজ।
প্রমীলা শুনিল পাছে আকাশীবচন॥
না কর সংগ্রাম তুমি পরিহর রণ।
ধনঞ্জয় বীর সেথা নরনারায়ণে॥
ত্রিভুবনে বীর নাহি ধনঞ্জয় জিনে॥
পরিহর যুদ্ধ রাজ্য রাখ আপনার।
হয়বর মেলি দেহ মাগি পরিহার॥
শুনিয়া দেবের বাক্য পরিহরে রণ।
অশ্ব লয়া প্রমীলায়ে করিল গমন॥
প্রমীলা বোলয় শুন ইন্দ্রের নন্দন।
এই দেশে রাজ্য কর লয়া বীরগণ॥
প্রমীলার বাক্য শুনি ধনঞ্জয় কহে।
কে এমন মুগধ আছে এহি দেশে রহে॥
দ্বাদশ বৎসর রৈলে হয়ত নিধন।
পুরুষ নারহে এথা এহি সে কারণ॥
দেবের সঙ্গমে পুত্র হয়ে কথঞ্চিত।
বরিষ দ্বাদশ থাকি মরে আচম্বিত॥

পূর্ব্বকথা কহি শুন প্রমীলা সুন্দরি
পার্ব্বতী শঙ্করে এহি বনে ক্রীড়া করি॥
হেন কালে আইলন্ত ইলা নৃপবরে।
সসৈন্যে সাজিয়া রাজা মৃগয়া যে করে॥
বিবস্ত্রে করয় ক্রীড়া দেবী কোলে লয়া।
হেনকালে ইলা রাজা দেখিলেন যায়া॥
লাজপায়া কোপে শাপ দিলেন ভবানী।
পুরুষ আসিলে হেথা হৈব রমণী॥
দেবীশাপ ব্যর্থ নহে শুনহে প্রমীলা।
নারী হৈল বীর যোদ্ধা পাইক সে বেলা॥
শাপ শুনি ইলা রাজা বহু স্তুতি করে।
তবে দেবী ভবানী বলিলেন তাহারে॥
মোর বাক্য ব্যর্থ নহে হইবা রমণী।
নারীগণ লয়া রাজ্য করহ আপুনি॥
এহিখানে স্ত্রী পাটন করহ নগর।
পুরুষ হৈলে রহিবেক দ্বাদশ বৎসর॥
ইহার অন্তর হৈলে মৃত্যু সংহারিব।
দেবে আসি কন্যাগণে ভোগেত ভুঞ্জিব॥
এহি বুলি শাপ তথা দিলেন ভবানী।
ইলা নামে হৈল তবে সেহি গুণমণি॥
চন্দ্রের পুত্র যে সেহি বনের ভিতর।
ইলা সনে সঙ্গম করিল বীরবর॥
বুধবীর্য্যে জন্মে পুররবা নৃপমণি।
প্রমীলা হৈল তবে তাহার ভগিনী॥
ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিদিত সংসারে।
পার্থ নাম জান মোর অনুজ তাহারে॥
হয় রাখি বেড়াই আমি যজ্ঞের কারণে।
স্বয়ম্বর মালা আমি লইব কেমনে॥
রাজ্য ছাড়ি চল তুমি হস্তীনা নগরে।
বাঞ্ছিত হৈব পূর্ণ যজ্ঞ অনন্তরে॥

হেন শুনি প্রমীলা হরষিত মন।
রথে চড়ি নড়িল সকল কন্যাগণ॥
হয়বর মেলি দিল সব সেনাগণ।
হস্তীনা পুরীতে আইল সকল কন্যাগণ॥

অথ বৃক্ষদেশে ভীষণ রাক্ষসের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।

জয়মুনি বোলেন্ত শুন পরীক্ষিতনন্দন।
বৃক্ষদেশে তুরঙ্গ সে করিল গমন॥
বৃক্ষদেশে রাক্ষস সে ভীষণ নৃপবর।
বকের তনয় বলবন্ত নিশাচর॥
সপ্তকোটি রাক্ষসের সেহি অধিপতি।
মহাদুঃখে সেবিয়াছে শঙ্করপার্ব্বতী॥
সেবায় সন্তুষ্ট বড় উমা মহেশ্বর।
ভোগ করিবার হর দিয়াছেন বর॥
অরুণ উদয়েত সকল বৃক্ষগণ।
শিশুতে পুষ্পিত হৈল দেখিল তখন॥
মধ্যাহ্নে যুবক হয় সেই শিশুগণ।
অপরাহ্নে খসিপড়ে রাক্ষসভোজন॥
হেন দেখি বিস্মিত হৈল ধনঞ্জয়।
রাক্ষসের দেশ ইতো জানিল নিশ্চয়॥
প্রদ্যুম্ন, বৃষকেতুআদি বীরগণে।
সাবধানে থাকিতে বলিল অর্জ্জুনে॥
হেন যে সময়ে ভীষণের এক দূতে।
পাণ্ডবের সেনাগণে দেখে আচম্বিতে॥
মনুষ্যের রূপধরি প্রবেশি সেনায়।
জানিয়া সকল তত্ত্ব ভীষণক কয়।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দিত মন।
মেদোহা গুরুর স্থানে কহিল কথন॥
মেদোহা বোলেন শুন বকের নন্দন।
রাক্ষসে মনুষ্যমাংস করাহ ভোজন॥
পূর্ব্বে নরমেধযজ্ঞ করিছে রাবণে।
তাহার প্রসাদে ভক্ষ্য পাইলো নরগণে॥
তুমিও এখন যজ্ঞ কর নরমেধ।
আনন্দে ভুঞ্জিব সবে মিটাইয়া খেদ॥
ভীষণ বোলয় শুন কুলপুরোহিত।
কতেক পাইলে মাংস হইবা পীরিত॥
মেদোহা বোলয় শুন বকের নন্দন।
সহস্রেক নরে হয় আমার ভোজন॥
হয় হস্তী শতেক মহিষ পাঙ্ যবে।
বৃদ্ধ হইলোঁ বিস্তর খাইতে নারোঁ এবে॥
ভীষণ বোলয় শুন কুলপুরোহিত।
যজ্ঞের মণ্ডপ তুমি তুলহ ত্বরিত॥
এত বলি লম্বোদরী রাক্ষসী আনিয়া।
পাঠায় সেনার মধ্যে বিনয় করিয়া॥
নররূপে যাইও তুমি সেনার ভিতর।
জান গিয়া কোথা হৈতে আইল এত নর॥
দেবের অগম্য পুরী নামে বৃক্ষদেশ।
কি কারণে নরগণে করিল প্রবেশ॥
রাজার আদেশে লম্বোদরী তথা যায়।
মনুষ্যের রূপ ধরি সৈন্যেত সোমায়॥
জানিল সকল তত্ত্ব আইল ধনঞ্জয়।
হয়বর রাখিতে আইল মহাশয়॥
পশ্চাতে দেখিল ধ্বজে বীর হনুমান।
সত্বরে জানায় গিয়া ভীষণের স্থান॥
তোমার পিতৃর বৈরী বৃকোদর বীর।
ভ্রাতৃর সহিত আইল হয় রাখিবার॥
পলাহ ভীষণ তবে বড় হৈল শঙ্কা।
এহি হনুমানে সব পুড়িয়াছে লঙ্কা॥

সীতাকে রাখিতে ছিল অশোকের বনে।
সেকালে হরিল সীতা লঙ্কার রাবণে ॥
আচম্বিতে লঙ্কাতে আইল হনুমান।
মারিল সকল রাক্ষস প্রধান প্রধান ॥
সেই ঘরপোড়া দেখি আইল এখানে।
প্রাণ লয়া পলাহ বকের নন্দনে ॥
লম্বোদরীর বচন শুনিয়া বোলেবাণী।
ভাল হৈল পিতৃবৈরী আইল আপনি ॥
ভীমে ত মারিল মোর বাপ একেশ্বর।
সাজহ সকল সেনা বলে নৃপবর ॥
তিন কোটি সেনা মোর যুঝিবে প্রচণ্ড।
পাণ্ডব মারিয়া সব করিব লণ্ডভণ্ড ॥
হেন বলি অস্ত্র হাতে লইয়া ত ভীষণ।
পাণ্ডব সেনার সঙ্গে করে ঘোর রণ ॥
রাক্ষসে মনুষ্যে রণ অদ্ভুত কাহিনী।
রক্তেত কর্দ্দম হেন সকল মেদিনী ॥
অর্জ্জুনের বাণ যেন অগ্নির সমান।
রাক্ষসের মুণ্ড কাটি করে খান খান ॥
ভীমের গদার বেগ সহিতে না পারে।
শতে শতে রাক্ষসের মাথা চূর্ণ করে ॥
বৃষকেতু, প্রদ্যুম্ন নকুল মহাবীর।
এহি সব সনে রণে কেহ নহে স্থির ॥
ভয়ে ভঙ্গ দিয়া যায় সকল রাক্ষসে।
দেখিয়া মুষল ধরি ভীষণ যে আইসে ॥
অর্জ্জুন মস্তকে মারে মুষল তখন।
দেখিয়া কোপিত হৈল পবননন্দন ॥
গদাবাড়ি মারে ভীম রাক্ষস উপরে।
গদা খায়া রাক্ষস পলায় উভরড়ে (১) ॥

রাক্ষসের রণ দেখি হনুমান বীর।
আনন্দে আসিল যুদ্ধ করিবারে ধীর ॥
লাঙ্গুলে জড়ায়া পাছে ভীষণক খরে।
মারিল রাক্ষস বহু আছাড়ে আছাড়ে ॥

রাক্ষসে মায়াতপোবন সাজাইয়া অর্জ্জুনকে বঞ্চনা করিতে প্রয়াস।

মায়াবী রাক্ষস সব বহু মায়া জানে।
মায়া করি পাতিল আশ্রম পুষ্পবনে ॥
অর্জ্জুনের বাণে পলায় রাক্ষস সমাজ।
পলাইল মেদোহা পাইয়া বড় লাজ ॥
পলায় রাক্ষস বৃক্ষদেশ পরিহরি।
হয় হস্তী রথ ধ্বজ তথা রৈল পড়ি ॥
নব শত রাক্ষস আছিল অবশেষ।
পাতালে মেদোহা গিয়া করিল প্রবেশ ॥
আনন্দিত হৈল তবে সব সেনাগণ।
ঋষির আশ্রম পার্থ দেখিল তখন ॥
অর্জ্জুন দেখিয়া ঋষি বসিতে দিল পিঁড়ি।
দীর্ঘ নখ জটাভার লম্বিত যে দাড়ি ॥
ঋষি বলে আজি রাত্রি বঞ্চ এহি ঠাঁই।
সব সৈন্য ভোজন করুক ঠাঁই ঠাঁই ॥
তপস্বীর মুখ চাহি পার্থ মহাবলে।
ত্বরিতে ধনুক ধরি তপস্বীক বোলে ॥
পড়িলা আমার হাতে মায়া কর দূর।
তোমাক মারিয়া পঠাইম যমপুর ॥
মায়া সব ব্যর্থ হৈল ভীষণ দেখিল।
নিজ মূর্ত্তি ধরি বীর গাছ উফাড়িল ॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে ভীমের মাথায়।
বাম হাতে ভীম তাক ঠেলিয়া ফেলায় ॥

---
(১) শীঘ্র গতিতে

অর্জ্জুনে করিল বাণ অগ্নি হেন ছুটে।
অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ ভীষণের মুণ্ড কাটে ॥
পড়িল ভীষণ বীর গেল যম ঘরে।
আকাশেতে পুষ্পবৃষ্টি দেবগণ করে ॥
যুবনাশ্ব, হংসধ্বজ, ভীম, ধনঞ্জয়ে।
এড়িয়া দিলেন ঘোড়া হইয়া নির্ভয়ে ॥
প্রদ্যুম্ন, সাত্যকি আদি যত সেনাগণ।
নব কোটি ধেনু দিয়া পূজয়ে ব্রাহ্মণ ॥

মণিপুরে পাণ্ডবের যজ্ঞঘোড়াপ্রবেশ।

হয়বর পাছে যায় বভ্রুবাহ দেশ।
মণিপুর গিয়া হয় করিল প্রবেশ ॥
মুণিবর বোলে শুন রাজা জন্মেঞ্জয়।
মণিপুরে গেল তবে পাণ্ডবের হয় ॥
মণিপুরে আছে বভ্রুবাহ নরপতি।
তিন বৃন্দ সেনা তার দুই কোটি হাতী ॥
লক্ষেক নৃপতি আসি যার সেবা করে।
শকট ভরিয়া রত্ন পায় রাজকরে ॥
চিত্রাঙ্গদার সুত পার্থের তনয়।
নব লক্ষ রথ তার সপ্তকোটি হয় ॥
তীর্থ যাত্রা যখন করিল ধনঞ্জয়।
গন্ধর্ব্বের কন্যাক করিল পরিণয় ॥
তার গর্ভে উপজিল বীর দুইজন।
মণিমন্ত বভ্রুবাহ পার্থের নন্দন ॥
কুরুক্ষেত্রে মণিমন্ত করিল সমর।
মণিপুরে বভ্রুবাহ হৈল নৃপবর ॥
বভ্রুবাহ গোচরে জানায় সত্বরে।
আইল বিশিষ্ট হয় রাজার নগরে ॥
হেন শুনি বভ্রুবাহ ধরে হয়বরে।
কপালে দর্পণ তার পড়িল অক্ষরে ॥
যজ্ঞ করিবেক যুধিষ্ঠির নরবর।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল পার্থ ধনুর্দ্ধর ॥
চিত্রাঙ্গদা স্থানে বভ্রুবাহ নরপতি।
মায়ের চরণে গিয়া করিল ভকতি ॥
তুমি কহ পিতা মোর পাণ্ডব নন্দনে।
পিতার চরণ পূজোঁ হেন লয় মনে ॥
ধরিনু তুরঙ্গ আমি না জানি পিতায়।
এবে কি করিব মাও বলহ উপায় ॥
চিত্রাঙ্গদা বলে শুন পার্থের কুঙর।
আপনি তুরঙ্গ লয়া পার্থে পূজাকর ॥

মাতৃর আদেশে বভ্রুবাহ নরপতি অর্জ্জুনকে পিতৃ বলিয়া সম্বোধন ও তৎপরিবর্ত্তে কটুউক্তি এবং চরণপ্রহার।

মাতৃর বচন শুনি ভার্য্যাক কহিল।
মহাগজে চড়ি তবে গমন করিল ॥
ধনঞ্জয়ে দেখিয়া নামিল নরপতি।
ভার্য্যার সহিতে গিয়া করিল প্রণতি ॥
অর্জ্জুন সমুখে এড়ি দিল হয়বর।
তোমার তনয় আমি শুন ধনুর্দ্ধর ॥
যখনে করিলা পিতা তীর্থ পর্য্যটন।
গন্ধর্ব্বের কন্যা বিভা করিলা তখন ॥
তব বীর্য্যে জন্ম চিত্রাঙ্গদার উদরে।
না জানি ধরিলু মুঞি তব হয়বরে ॥
চিত্রাঙ্গদা উদরে আমিহ উৎপন্ন।
ক্ষেমহ আমার দোষ ধরিলোঁ চরণ ॥
শুনিয়া কুপিত হৈল বীর ধনঞ্জয়।
কাহাকে বোলহ বাপ নটীর তনয় ॥
নটী চিত্রাঙ্গদা সেই গন্ধর্ব্ব দুহিতা।
তুমি ত জারুয়া তব জন্ম হৈল কোথা ॥

এত বলি মারিলেক চরণ প্রহার।
দেখিয়া সকল লোক করে হাহাকার ॥
হংসধ্বজ, যুবনাশ্ব যত রাজাগণ।
পার্থ সম্বোধিয়া তবে বলিল বচন ॥
রূপে গুণে দেখি তাক রাজরাজেশ্বর।
আমা সম লক্ষ রাজা যাকে দেয় কর ॥
সামান্য মানুষ নহে হয় মহারাজা।
ভক্তি করি তোমার চরণ করে পূজা ॥
আপনে আসিয়া বলে তোমার তনয়।
কি কারণে অপমান কৈলা মহাশয় ॥
হেন শুনি ধনঞ্জয় দিল প্রত্যুত্তর।
অভিমন্যু বীর ছিল আমার কুমার ॥
সুভদ্রাতনয় বীর সংসারে বিদিত।
বীরের সমরে সেহো কভু নহে ভীত ॥
চক্রব্যূহ ভেদিয়া মারিল সেনাগণ।
কর্ণ দ্রোণ সনে তেঁহো করিল ঘোর রণ ॥
এহি বভ্রুবাহ জানো নটীর তনয়। (১)
আগে গর্ব্ব করি ধরিলেক মোর হয় ॥
এবে কেন এড়িয়া দিলেক মোর হয়।
ভয় পায়া বলে মুঞি তোমার তনয় ॥

অর্জ্জুনের কটুউক্তি ও চরণ প্রহারে লজ্জিত হইয়া বভ্রুবাহ যুদ্ধসজ্জা করিতে উদ্যত।

হেন শুনি প্রকোপিত মণিপুর রাজ।
করযোড় করি বলে শুনহ সমাজ ॥
হানিল চরণ ঘাত শিরের উপর।
মোর পুনি দোষ নাহি শুন নৃপবর ॥
সভাত বুলিলা তুমি জারুয়া কুমার।
এহ অপরাধ আমি ক্ষেমিল তোমার ॥
হেন কুবচন মোর না সয় শরীরে।
নটী চিত্রাঙ্গদা আমি তাহার কুমারে ॥
চলহ সুবুদ্ধি পাত্র লয়া হয়বর।
আজি বাপে পুত্রে রণ হৈবেক বিস্তর ॥
এত বলি সসৈন্যে সাজিল নরপতি।
মহা গজে আরোহিয়া যায় শীঘ্রগতি ॥
কুতূহলে বসিয়া দেখয় বীরগণ।
কিমতে করয়ে আজি পিতাপুত্র রণ ॥
রাবণক বধিয়া যজ্ঞ করিল শ্রীরাম।
লক্ষণে রাখয়ে হয় অতি অনুপাম ॥
জনকনন্দিনী সীতা বাল্মিকীর ঘরে।
রামহয় ধরিলেক সীতার কুমারে ॥
হনুমন্ত আদি যত রাম সেনাগণ।
সবাকে জিনিয়া তথা বান্ধিল লক্ষণ ॥
লক্ষণের বন্ধন শুনিয়া রঘুপতি।
মহাযুদ্ধ কৈল লবকুশের সংহতি ॥
আপনে বাল্মিকী মুনি আসিয়া সমরে।
মিলন করায় আসি সীতার কুমারে ॥
লক্ষণ মোচন করি সব সেনাগণ।
ঘোড়া লয়া রাম তবে করিল গমন ॥
তেন মত দেখি আজি সমর সাগর।
হেন কালে সিংহনাদ করে নৃপবর ॥
সিংহনাদ শুনিয়া রুষিল বৃষকেতু।
আগে রথ চালাইল যুঝিবার হেতু ॥
অন্যে অন্যে দুই বীরে করিল সমর।
দুঁহার বিস্তর সেনা গেল যমঘর ॥
দুই বাণ দিয়া বভ্রুবাহ নরপতি।
বৃষকেতুরথধ্বজ কাটে শীঘ্রগতি ॥
আর বাণ দিয়া কাটে সারথির শিরে।
সারথি পড়িল শূন্যে রথ খানা ফিরে

(১) নটী—বেশ্যা।

দেখিয়া ধাইল তবে কৃষ্ণের নন্দন।
বভ্রুবাহবাণে তেঁহ হৈল অচেতন ॥
যুবনাশ্ব, হংসধ্বজ, অনুশাল্য বীর।
বভ্রুবাহবাণে কেহ রণে নহে স্থির॥
ভীমসেন, সাত্যকি, নকুল রথিগণ।
সুবেগ, সহদেব মূর্চ্ছা যায় জনে জন ॥
বহুত কাটিল সেনা রক্তে নদী বয়।
দেখিয়া অর্জ্জুন বীর গুণিল সংশয় ॥
পুনরপি আইলা বীর কর্ণের কুমার।
একেশ্বরে ধনুর্ধরি করয়ে সমর ॥
দুই বাণ দিয়া কাটে বভ্রুবাহ ধনু।
কবজ কুণ্ডল কাটি আবরিল তনু।

বভ্রুবাহর রণে পাণ্ডবসেনার পরাজয় দেখিয়া অর্জ্জুনের কোপ ও অর্জ্জুনের মৃত্যু।

কোপিল কিরীটীসুত হাতে নৈল বাণ।
আকর্ণ পুরিয়া রাজা করিল সন্ধান ॥
বৃষকেতু হৃদয়ত বিষম বাজিল।
মূর্চ্ছা হয়া কর্ণসুত ভূমিত পড়িল ॥
কতক্ষণে চৈতন্য পাইল মহাবীর।
কোপিল অর্জ্জুন বীর সমরে সুধীর ॥
মহাধনু হাতে করি করে মহারণ।
দিক্‌বিদিক্ নাহি বাণ কৈল বরিষণ ॥
ইন্দ্র যম মহেশে দিলেক যত বাণ।
সব বাণ ধনঞ্জয় করিল সন্ধান ॥
ব্রহ্মার অক্ষয় টোন সেহ হৈল ক্ষয়।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল বীর ধনঞ্জয় ॥
বভ্রুবাহ বলে পার্থ ইন্দ্রের নন্দন।
সম্মুখে সমরে আসি মোকে দেহরণ ॥

তবে ধনঞ্জয়বীর গুণে মনে মনে।
আপনার ছায়া বীর দেখিল আপনে ॥
শিরশ্ছিন্ন মাথা গোটা দেখে আপনার।
কাক আসি পড়ে রথধ্বজের উপর ॥
বৃষকেতু সম্বোধিয়া বলে ধনঞ্জয়।
হস্তীনাপুরী যাও তুমি মহাশয় ॥
ইহার সমরে মোর নাহি পরিত্রাণ।
দেশে ফিরি যাহ তুমি লইয়া পরাণ ॥
তুমি বিনা বংশতে আমার নাহি আন।
তুমি জীলে পিতৃলোক পাবে পিণ্ডদান ॥
প্রদ্যুম্ন পড়িল রণে ভীমসেন ভাই।
সব বীর পড়িল কহিও ধর্ম্মঠাঁই ॥
যুবনাশ্ব সুবেগ যতেক বীরগণ।
বভ্রুবাহবাণে সব ত্যজিল জীবন ॥
হেন শুনি বৃষকেতু হৈল কোপমন।
পুনরপি যায় বীর করিবার রণ ॥
বভ্রুবাহ বলে শুন কর্ণের কুমার।
হের আমি ধনুকেত যুড়িল দিব্য শর ॥
শীঘ্রকরি সুমরহ মাধব হৃষীকেশ।
হরি সুপ্রসন্ন হৈলে যাইবা স্বর্গদেশ ॥
আকর্ণ পূরিয়া রাজা করিল সন্ধান।
দিব্য বাণে বৃষকেতু কৈল দুইখান ॥
পড়িল মস্তক তার কুণ্ডল সহিতে।
স্বর্গ হৈতে চন্দ্র যেন পড়িল ভূমিতে ॥
হাহা বৃষকেতু বুলি কান্দে ধনঞ্জয়।
ফিরি ঘরে যাইবার কহিনু তোমায় ॥
মোর বাক্য লঙ্ঘি পুত্র ত্যজিলা পরাণ।
কি বলিয়া দাঁড়াইব ধর্ম্ম রাজস্থান ॥
কি বলিয়া প্রবোধিব কুন্তীর হৃদয়।
কি বাক্যে বুঝাব আমি কৃষ্ণ মহাশয় ॥

বৃষকেতু শির গোট হৃদয়েত ধরি।
ক্রন্দন করয় পার্থ বহুতাপ করি ॥
দেখিয়া বলয় বভ্রুবাহ উচ্চ করি।
কিরীটী অগ্রতে বহু বীরদর্প করি ॥
সমরসাগর মধ্যে পড়িছ আপনে।
পার না হইতে বিলাপ কর কি কারণে ॥
রণের মধ্যত তোমায় কান্দিতে না যুয়ায়।
কেন মতে তরিবা তার চিন্তহ উপায় ॥
মহাবীর বৃষকেতু গেল স্বর্গলোক।
অকারণে কেনে তুমি কর তাহে শোক ॥
সমর সাগরে তুমি নাহি হও পার।
হরি বিনা পার্থ গতি নাহিক তোমার ॥
হেন শুনি ধনঞ্জয় শান্ত কৈল মন।
এক মনে চিন্তিলেক প্রভু নারায়ণ ॥
গজেন্দ্রক করুণা করি রাখিলা মুরারি।
রাখিলা দ্রৌপদীক প্রভু বস্ত্ররূপধরি ॥
তোমাতে ভকতি প্রভু আছয়ে আমার।
সেবক রাখিতে প্রভু হও আগুসার ॥
ভাগীরথী শাপ আছে ধনঞ্জয় বীরে।
তে কারণে না আসিলা প্রভু দামোদরে ॥
দেবীশাপ ব্যর্থ হৈব জানিল কারণ।
তে কারণে না আইল দৈবকী নন্দন ॥
অর্জ্জুনে করয়ে বাণ রাজায় সংহারে।
শশীর কিরণ যেন শোষে দিবাকরে ॥
পশুপতি অস্ত্র যত আছে দিব্যবাণ।
ব্যর্থ করে বভ্রুবাহ পূরিয়া সন্ধান ॥
পূর্ব্বে জনা সতী মৈল পুত্রের কারণে।
গঙ্গাতে প্রবেশ করি ত্যজিল জীবনে ॥
অর্জ্জুন বধিতে হৈল বাণ উৎপত্তি।
যত্নে তাক রাখে বভ্রুবাহ নরপতি ॥
বভ্রুবাহ রাজা তবে অর্দ্ধচন্দ্র ধরি।
অর্জ্জুনের মাথা কাটি পাড়ে শীঘ্র করি ॥
পড়িল অর্জ্জুন বীর দেখিল রাজন।
নিজপুরে যায় রাজা হরষিত মন ॥

অর্জ্জুনের মৃত্যু শুনিয়া চিত্রাঙ্গদা ও উলুপীর শোক ও বিলাপ।

নানা বাদ্য বাজে তথা নটী নৃত্য করে।
ভার্য্যার সহিতে গেল মায়ের গোচরে ॥
যেন মতে বভ্রুবাহ রণ কৈল জয়।
যেন মতে রণত পড়িল বীর চয় ॥
সে সব কাহিনী রাজা কহে রঙ্গমনে।
শুনিয়াত চিত্রাঙ্গদা যুড়িল ক্রন্দনে ॥
কেউর কঙ্কন কাড়ি ফেলাইল দুর।
হাতের বলয়া শঙ্খ করিলেক চুর ॥
শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিল নয়ান যুগল।
অর্জ্জুনের শোকে বহু হৈল বিকল ॥
কান্দে চিত্রাঙ্গদা আর উলুপী সুন্দরী।
মুখে জল দিয়া তুলিলেন হাতে ধরি ॥
উলুপী বোলয়ে শুন ভগিনী আমার।
নিয়ম করিল পার্থ দেশ যাইবার ॥
রোপিয়া দাড়িম্ব গাছ কহিলন্ত মোরে।
আমার মরণ হৈব এহি যদি মরে ॥
চলহ ভগিনী তবে দেখিয়া আসিব।
দাড়িম্ব মরণে আমি মরণ জানিব ॥
এত বলি দুই জনে করিল গমনে।
দেখিল দাড়িম্ব গাছ মরিল আপনে ॥
চিত্রাঙ্গদা বোলে শুন উলুপী সুন্দরী।
চলহ ভগিনী গিয়া পার্থসঙ্গে মরি ॥

এত বলি ক্রন্দন করিল দুই জনে।
বভ্রুবাহ দেখি কন্যা বলিল বচনে॥
পিতৃঘাতী পাপিষ্ঠ তুমি দুরাশয়।
কোন স্থানে পড়িয়াছে বীর ধনঞ্জয়॥
তথা মোক নিয়া যাও শুনহ বচন।
সত্বরে দেখিব গিয়া প্রভুর চরণ॥
ক্রন্দন করিয়া দোঁহে গেল রণস্থলী।
কান্দে চিত্রাঙ্গদা ধনঞ্জয় কোলে করি॥
হাহা প্রভু বীরবর তুমি এক ধনুর্দ্ধর
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিখ্যাত ভুবন।
ব্রহ্মানিবেদন হৈতে জন্মনিলা পৃথিবীতে
তুমি দেব নরনারায়ণ॥

* * *

শ্যামল সুন্দর বেশ চামর সদৃশ কেশ
জানু বাহু দিব্য সুলোচন।
বদন সুধার লোলে অধরে ত ভৃঙ্গ শোভে
দাড়িম্বক জিনয়ে দশন॥
শুন পুত্র দুরাচার তোকে কি বলিব আর
পিতৃবধ পাতক হইল।
সুন্দর কপাল তার তুমি করিলা সংহার
শুন পুত্র তোমাকে কহিল॥

অর্জ্জুনের প্রাণদানহেতু সঞ্জীবনীমণি আনয়নার্থে পুণ্ডরীকনাগপ্রেরণ।

বভ্রুবাহ বলে শুন ইহার কারণ।
পিতৃসনে যেন মতে হৈল ঘোর রণ॥
তুরঙ্গ ধরিয়া তবে নৈলু আপনে।
করিনু বহুত ভক্তি পিতৃর চরণে॥
জারুয়া বলিয়া লাথি মারে মোর শিরে।
নটীসুত বলে মোক সভার ভিতরে॥
এহি দুঃখ শরীরে না সৈল আমার।
পিতৃঘাতী পাপী মুঞি বড় দুরাচার॥
অগ্নি জ্বালি মরি আমি জাহ্নবীর তীরে।
তবে সে পাতক মোর হইব উদ্ধারে॥
উলুপী বোলয় শুন মণিপুরপতি।
পরিহর শোক জীবেক পার্থ মহামতি॥
মুঞি জান এক বুদ্ধি করহ উপায়ে॥
পাঠাইম এক নাগ অনন্তের ঠাঁয়ে॥
যখন কিরীটি গেল পাতাল ভুবনে।
এক দান দিল মোক অনন্ত তখনে॥
পুণ্ডরীক নাগ মোক পিতা দিল দান।
তাহাক স্মরিলে সে আসিবে মোর স্থান॥
বাপ মোর অনন্ত শুনিব হেন বাণী।
ধনঞ্জয়ে জীয়াইব আনি রত্নমণি॥
যত যত নাগ মরে পাতাল ভুবনে।
জীয়ায় সকল নাগ মণির কারণে॥
বভ্রুবাহ বলে মুঞি যাইম আপনে।
বহু স্তুতি করিম মাতামহের চরণে॥
মাতামহরাজ্যে যাইতে নাহি কিছু দোষ।
পিতার জীবন হৈব সভার সন্তোষ॥
উলুপী বলেন শুন কিরীটিনন্দন।
মনুষ্য যাইতে নারে নাগের ভুবন॥
পূর্ব্বে সর্পে আরাধিল উমা মহেশ্বর।
গরুড়ের ভয়ে বর মাগিল বিস্তর॥
বর দিল তুষ্ট হয়া আপনি ঈশান।
অদ্ভুত মণি নাগলোকে দিল দান॥
আজ্ঞা দেহ মুঞি তাহাকে আনাও।
আনিয়া অদ্ভুত মণি পার্থক জীয়াও॥
পুণ্ডরীক ধীরে তবে উলুপী বোলন্ত।
পাতালক লাগি তুমি চলহ সাম্প্রত॥

অনন্তের আগে তুমি যাইবা আপনে।
কহিও অর্জ্জুন মৈল বভ্রূবাহবাণে॥
তুমি মণি দিলে জীয়ে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
নহেত মিলিব তথা বহুত সমর॥
উলুপীবচনে পুণ্ডরীক নাগবরে।
পাতাল পুরীক লাগি গেলন্ত সত্বরে॥
অনন্তের আগে গিয়া গোচর করিল।
শুনিয়া অনন্ত তথা হইল বিকল॥
সর্পগণ আগে বোলে সর্পঅধিপতি।
উলুপী মাগয়ে মণি অর্জ্জুনক প্রতি॥
বভ্রূবাহবাণে মৈল বীর ধনঞ্জয়ে।
মণি লয়া গেলে জীএ পার্থ মহাশয়ে॥
অনন্তের বাক্য শুনি ধৃতরাষ্ট্র কয়ে।
মনে গুণি জানে মৈল বীর ধনঞ্জয়ে॥
মোর মিত্র ধৃতরাষ্ট্র কুরুর ঈশ্বর।
মারিল তাহার পুত্র শত সহোদর॥
অনন্তের বাক্য শুনি ধৃতরাষ্ট্র কয়ে।
পৃথিবীতে মণি পাঠাইতে নাযুয়ায়ে॥
মূঢ়মতি নরলোক আপনাহিত জানে।
মণি পাইলে না দিবেক কহি তোর স্থানে॥
বন্ধুবান্ধব গুরু, বধে ধনঞ্জয়ে।
এহি পাপে গেল পার্থ যমেয় আলয়ে॥
জীবসঞ্চারিণী মণি নরলোকে দিব।
মণি দিলে নাগলোক সকলে মরিব॥
গরুড়ে ধরিয়া খাইব সব নাগগণ।
গোত্রের কল্যাণে কেন নাহি তোর মন॥
আমার সম্মত নাহি শুন নাগরায়ে।
বুঝত তোমার মনে হয় কি না হয়ে॥
ইহা শুনি সুবুদ্ধি না দিল একজন।
শুনিয়া অনন্ত তথা হৈল দুঃখমন॥
অনন্ত বোলয়ে শুন সর্ব্বনাগগণ।
ধর্ম্মহিংসা না যুয়ায় বোলিলুবচন॥
অর্জ্জুন মরিল জানি দৈবকী তনয়।
মণি নিয়া জীয়াইব বীর ধনঞ্জয়॥
সৃজনপালন হরি দেব নারায়ণে।
জীবেক অর্জ্জুন হেন লয় মোর মনে॥
কিন্তু উপকার হারাইলা নাগগণে।
ধর্ম্মহিংসা না যুয়ায় বলিলুবচনে॥
হেন শুনি ধৃতরাষ্ট্র দিলেক উত্তর।
অর্জ্জুন জীয়াইব যদি দেবগদাধর॥
কিকারণে মণি পাঠাইবা মহীতলে।
কি করিতে পারে বভ্রূবাহ মহাবলে॥
পুণ্ডরীকে বিনয়ে বোলয় নাগগণে।
মণি দিলে নাগ নষ্ট হৈব রাজনে॥

মণি আনিতে বভ্রূবাহর পাতালে গমন।

হেন শুনি বভ্রূবাহ চিত্রাঙ্গদা সুতে।
মণি না পায়া রাজা যায় কোপচিত্তে॥
অর্জ্জুন রাখিতে দিল কত সেনাগণ।
রথেচড়ি পাতালেত চলিল তখন॥
অনন্তে জানিল কোপে আইল বীরবর।
ধৃতরাষ্ট্র দেখি তেহোঁ দিলেন উত্তর॥
আপনে চলহ রণে চলহ ত্বরিত।
নাগপুরী নষ্ট হৈল তোমার বুদ্ধিত॥
হেন শুনি সর্পগণে জানিল তখন।
বিষেত পুরিয়া নাগ সকল বদন॥
বভ্রূবাহর সেনা করয় ঘোররণ।
বাসুকী সহিতে বিষ সর্পবরিষণ॥
নাগলোকে নরলোকে রণ ঘোরতর।
প্রজা সংহারয় যেন আপনে শঙ্কর॥

সর্প মনুষ্যে ঘোর মিলিল সমর।
সর্পেবিষ বর্ষে সেনা যায় যমঘর ॥
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব ত্যজিল জীবন।
বিংশতি সহস্র সেনা মরিল তখন ॥
দেখিয়া কোপিত হইল অর্জ্জুন কুমার।
যুড়িলেক দিব্যবাণ সর্পের উপর ॥
নকুল, ময়ূর, পিপিলিকা, হয়া বাণ।
লক্ষ লক্ষ নাগ লোগের নৈল পরাণ ॥
গরুড় বাণ এড়ে ধৃতরাষ্ট্রের উপর।
পুত্র সনে পলায় পাইয়া বড় ডর ॥
দেখিয়া অনন্ত বলে সব নাগ প্রতি।
ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে হৈল নাগের দুর্গতি ॥
পূর্ব্বে আমি তোমাক বলিনু ধর্ম্মবাণী।
পাঠাইয়া দেহ তুমি রত্নময় মণি ॥
নাগ সম্বোধিয়া বোলয় প্রিয় বাণী।
ধনঞ্জয় জীলে যশ ঘোষিবে অবনী ॥
অনন্তের বাক্য শুনি সব নাগ চয়ে।
মণিরত্ন আনি দেয় অর্জ্জুন তনয়ে ॥

বৃষকেতু অর্জ্জুনের মাথা চুরি।

তাহা দেখি ধৃতরাষ্ট্র পায় অপমান।
দুই পুত্রে ডাক দিয়া বোলিল বচন ॥
যাহ পুত্র মণিপুরে দুই মহাবীর।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের লয়া আইস শির ॥
পিতার আদেশ পুত্র মস্তকে করিল।
বৃষকেতু অর্জ্জুনের শির যে আনিল ॥
হেথা মণি সহ বভ্রুবাহ নরপতি।
মণিপুরে আইলন্ত অতি শীঘ্রগতি ॥
অর্জ্জুনের শির না-দেখি রণস্থলে।
অতি দুঃখে মহারাজ হইল বিকলে ॥

কান্দিতে লাগিল তবে অর্জ্জুননন্দন।
হাহা পিতা মুণ্ড তব নিল কোন জন ॥
কান্দেত উলূপী চিত্রাঙ্গদা দুইজন।
রাজার ক্রন্দনে কান্দে সব রাজাগণ ॥

কুন্তীর স্বপ্ন ও মণিপুরে শ্রীকৃষ্ণের গমন।

যে কালেত ধনঞ্জয় রণে পড়ে মহাশয়
স্বপন দেখিল কুন্তী আয়ী।
যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সঙ্গে বীরগণ আছে রঙ্গে
কহে স্বপ্ন গোবিন্দের ঠাঁই ॥
হেন শুনি দামোদর স্মরিলেক খগেশ্বর
প্রণামিল বিনতানন্দন।
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি নড়িল আপনে হরি
কুন্তী সঙ্গে লয়া বীরগণ ॥
কৃষ্ণ বোলে উচ্চৈঃস্বরে কোন জনা সখি (১) মারে
আসি মোক দেহ পরিচয়।
দ্বন্দ কর মোর সনে কেবা মারে অর্জ্জুনে
কে ধরিল যজ্ঞবরহয় ॥
দেখিলেন গিয়া রণে পড়ি আছে সেনাগণে
ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন।
আর বীরগণ যত পড়িয়াছে শত শত
প্রদ্যুম্নক দেখিল তখন ॥
অনন্ত বাসুকী জিনি আনিল সে রত্নমণি
কান্দে বীর অর্জ্জুননন্দনে।
শোকেত জর্জ্জর গাও কাহাকো না কাড়ে রাও
নাহি কিছু বোলে শোক মনে ॥
নরনারী দাসীগণ বেড়ি আছে সেনাগণ
দেখিয়াত বিস্মিত শ্রীহরি।
পুছয়ে সভাকে তথা কেহ নাহি কহে কথা
কান্দে সব পার্থ বীরে স্মরি ॥

(১) সখি-সখা রাজবংশী ভাষা।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বভ্রুবাহর চৈতন্যলাভ।

বভ্রুবাহ শুনিলেন কৃষ্ণের বচন।
উঠিয়া বসিল রাজা লভিল চেতন॥
মুঞি পাপী পিতৃবধী পাপ দুরাচার।
আইলা গোসাঞি মোক করহ সংহার॥
চিত্রাঙ্গদাসুত মুঞি পার্থের নন্দন।
জন্মাইল বাপে তীর্থ করিল যখন॥
না জানিয়া ধরিনু যজ্ঞের বরবাজি।
পাছে আনি দিনু পিতৃচরণে সে বাজি॥
কোপে বাপে লাথি মারে মাথার উপর।
বোলে মোর পুত্র নহ নটীর কুঙর॥
এহি কুবচন মুঞি সহিতে নারিনু।
সংগ্রাম করিয়া মুঞি সভাকে মারিনু॥
পাছে নাগ লোকে গিয়া জিনি নাগগণ।
মণি রত্ন লয়া আইনু শুন নারায়ণ॥
অনন্ত আইল হরি মোহর সহিতে।
মুণ্ড কেবা চুরি কৈল নারিনু দেখিতে।
বভ্রুবাহরাজার শুনিয়া হেন বাণী।
বলিতে লাগিল কোপে দেব চক্রপাণি॥
অর্জ্জুনের মস্তক হরিল যেহি জন।
তাহার মস্তক খসুক বোলে নারায়ণ॥
অর্জ্জুনের শির গোটা আসুক সত্বরে।
উঠিয়া বসুক বৃষকেতু বীর বরে॥
কৃষ্ণ যদি কোপে হেন বুলিল বচন।
দুই ভাই সর্পের মুণ্ড খসিল তখন॥
অর্জ্জুনের মুণ্ড লয়া অনন্ত আসিল।
মুণ্ড আনি অনন্ত কৃষ্ণক প্রণমিল॥

স্পর্শমণি পরশে পাণ্ডবসেনার পুনর্জ্জীবন।

আপনে ছোঁয়ায় মণি পার্থের শরীরে।
পুনু মণি ছোঁয়াইল বৃষকেতু শিরে॥
উঠিয়া বসিল দোঁহে দেখে চক্রপাণি।
হরিষ হইল মাতৃ সহ নৃপমণি॥
তবে যত সমরে পড়িল সেনাগণ।
সবাকে ছোঁয়াইল মণি দৈবকী নন্দন॥
জীবসঞ্চারিণী মণি সবাকে ছোঁয়াইল।
অশ্ব, হস্তী আদি যত উঠিয়া বসিল॥
মহা কোলাহল হৈল বলে মার মার।
আজি বভ্রুবাহরাজা করিব সংহার॥
ঈষৎ হাসিয়া হরি করে নিবারণ।
নিবারিয়া সবাকে যে বলিল বচন॥
মণিরত্ন দিল পুন অনন্তের স্থানে।
হরষিত হৈল তবে অনন্ত তখনে॥
বহুবিধ স্তুতি কৈল নাগের ঈশ্বর।
কৃষ্ণক প্রণামি গেল পাতাল নগর॥
কৃষ্ণ বোলে শুন শুন পার্থের তনয়।
ক্ষেত্রি হৈলে ক্ষেত্রিধর্ম্ম করিতে যুয়ায়॥
অপরাধ কৈলা হেন মনে না ধরিহ।
তুরঙ্গ রাখিতে তুমি পার্থ সনে যাহ॥
চিত্রাঙ্গদা উলুপী আর যতেক নারী।
কুন্তীসহ যাহ সবে হস্তীনা নগরী॥
মুক্ত করি দিল হয় সেহি মণিপুরে।
লক্ষ ধেণু তথা দান কৈল পার্থবীরে॥
হয় মেলি দিল তবে কমললোচন।
তার পাছে যায় তবে সব রাজাগণ॥
বভ্রুবাহ হংসধ্বজ যত রাজাগণ।
চলিল পার্থের সঙ্গে দেব নারায়ণ॥

রত্নবতীপুরে পাণ্ডবের ঘোড়াপ্রবেশ ও ময়ূরধ্বজ রাজার পুত্র তাম্রধ্বজের সহিত যুদ্ধ।

মুনিবর বলে রাজা শুন জন্মেজয়।
রত্নাবতী পুরে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
রত্নাবতী পুরীতে রাজা ময়ূরধ্বজ নাম।
ধর্ম্মেত ধার্ম্মিক সেহি অতি অনুপাম ॥
তাম্রধ্বজ নাম তার পুত্র মহাবল।
মহা হয় রক্ষা করে রণে অবিকল ॥
সেহো হয় রাখিলেক করিতে অশ্বমেধ।
নর্ম্মদার তীরে সেহি পাইল বহু খেদ ॥
অর্জ্জুনের হয় গোটা গেল সেহি স্থানে।
হরিষ হৈল দেখি রাজার নন্দনে ॥
ধরিলেক হয় গোটা সভাবিদ্যমান।
দেখিয়া বিস্মিত হৈল সব রাজাগণ
একে একে বল কৈল সব ধনুর্দ্ধর।
একে না জিনিল রণে রাজার কুঙর ॥
ভীম ধনঞ্জয় হংসধ্বজ কর্ণসুত।
তাম্রধ্বজ সনে রণ করিল বহুত ॥
অনুশাল্য, প্রদ্যুম্ন, বভ্রুবাহধনুর্দ্ধর।
একে একে জিনিল সকল বীরবর ॥
নকুল, সহদেব, যুবনাশ্ব পুত্র সনে।
সমুখ না হয় কেহ তাম্রধ্বজ সনে ॥
চিন্তিয়াত বলে হরি কমল লোচন।
শুন ধনঞ্জয় সখি আমার বচন ॥
বড় পুণ্যকারী ময়ূরধ্বজরাজ।
না পারে জিনিতে কেহ তাহার সমাজ ॥
তাম্রধ্বজ বীর দেখ তাহার নন্দন।
নারিবে জিনিতে তুমি পরিহর রণ ॥
জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী রণে মহাবীর।
জিনন না যায় তবে বিষ্ণুর শরীর ॥
উপায় নাহিক আর শুন সখি বাণী।
কি উপায় করিয়া জিনিবা নৃপমণি ॥
যুক্তি করি রহে সবে নর্ম্মদার তীরে।
রণ পরিহরি রহিল সব বীরে ॥
তাম্রধ্বজ দেখিয়া বলয়ে নরপতি।
রণ পরিহর পুত্র পার্থের সংহতি ॥
নারদে কহিল পূর্ব্বে আমার গোচর।
নরনারায়ণ সঙ্গে করিবা সমর ॥
রাত্রি দিনে চিন্তো মুঞি প্রভু নারায়ণ।
আচম্বিতে আইল এথা দেব সনাতন ॥
প্রসন্ন হইলা প্রভু হরি দেবরাজ।
দেখ মুঞি নারায়ণ যজ্ঞে কোন কাজ ॥
হয় গোটা দিব মুঞি হরির চরণে।
কোপ পরিহর পুত্র পরিহর রণে ॥
এতবুলি ময়ূরধ্বজ পুত্রক নিবারি।
পুত্রের সহিতে রাজা গেল নিজপুরী ॥

বিপ্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ময়ূরধ্বজ রাজার নিকট উপস্থিত।

নিশা বঞ্চিয়া তথা দৈবকী তনয়।
নৃপতির আগে গেল লয়া ধনঞ্জয় ॥
বিপ্ররূপে গেলা হরি যথা নরপতি।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল ভকতি ॥ (১)
কি কারণে আইলা গোসাঞি কহিতে যুয়ায়।
হীরা মণি কিবা চাহ বল মহাশয় ॥
হেন শুনি দ্বিজরূপে বলে দামোদর।
কহিব সকল কথা শুন নৃপবর ॥

(১) ভকতি – প্রণতি।

পুত্র আসি হৈল মোর বিবাহের যোগ্য।
না দেখিনু পুত্রসম কন্যা উপভোগ্য ॥
বিষ্ণুশর্ম্মা নাম তার আছয়েত পুরে।
পরম সুন্দরী কন্যা আছে তার ঘরে ॥
পুত্রের সহিত আমি চলিয়াছি বনে।
বনে সিংহ পাইলেক মোর দরশনে ॥
মোর পুত্র বধিতে চাহে মৃগপতি।
তাহা দেখি বহুবিধ করিনু কাকুতি ॥
কহে মৃগপতি শুন আমার বচন।
আমাকে ভজহ ত পুত্র ছাড়হ এখন ॥
সিংহ বলে শুন বিপ্র বচন আমার।
তোমার তনয় হৈল আমার আহার ॥
ক্ষেমিলু তোমাক চল আপন নগর।
তাহা শুনি সিংহে মুঞি দিনু সদুত্তর ॥
মোর মাংস ভুঞ্জ মোর রাখহ তনয়।
শুনি সকরুণে মৃগপতি যে বোলয় ॥
মোর যাকে অভিরুচি তাকে দিবা আনি।
ক্ষেমিনু তোমার পুত্র এইদৃঢ় বাণী ॥
ময়ুরধ্বজ রাজার যে পুণ্যের শরীর।
পণ্ডিতে পণ্ডিত রাজা ধর্ম্মেত সুধীর ॥
তাহার অর্দ্ধেক অঙ্গ আনি দেহ যবে।
তোমার পুত্রক আমি এড়ি দিব তবে ॥
পুনরপি চিন্তিয়া বলিনু সিংহস্থানে।
পরাক লাগিয়া কেবা ত্যজিব পরাণে ॥
অর্দ্ধেক শরীর মোক দিবেন কেমনে।
হেন শুনি সিংহরাজ বুলিল বচনে ॥
মহাপুণ্যবাণ রাজা সংসারে বিদিত।
মাগিলে তোমাক দান দিবেন নিশ্চিত ॥
সে কারণে আইনু মুঞি তোমার সদন।
আমার পুত্রের রাজা রাখহ জীবন ॥

হেন শুনি হরিষ ময়ুরধ্বজরাজ।
দিব অর্দ্ধঅঙ্গ আমি এহি কোন কাজ ॥
আনহ করত রাখ শিরের উপর।
অর্দ্ধঅঙ্গ দান করি তুষি বিপ্রবর ॥
হেন শুনি শীলা নামে (১) তার পাটেশ্বরী।
বলিতে লাগিল দ্বিজে কর যোড় করি ॥
নানা শাস্ত্রবিশারদ তুমি দ্বিজবর।
পত্নী হয় অর্দ্ধঅঙ্গ শাস্ত্রের বিচার ॥
মোকে লয়া সিংহে তুমি করহ অর্পণ।
রাখহ রাজার দেহ প্রজার কারণ ॥
তাহা শুনি দ্বিজবর বলিল সত্বর।
রাজার দক্ষিণ অঙ্গ চাহে সিংহবর ॥
নারী হৈল বামঅঙ্গ শাস্ত্রে হেন কয়।
সিংহভক্ষ্য নহে তাহা জানিবা নিশ্চয় ॥
হেন শুনি তাম্রধ্বজ বলে ততক্ষণ।
কহি দ্বিজবর শুন আমার বচন ॥
আপন শরীর জান পুত্রের শরীর।
পুত্ররূপে জন্মে আত্মা ইহা জান স্থির ॥
জেষ্ঠ পুত্র হৈলেত দক্ষিণঅঙ্গ জানি।
মোর দেহে সিংহে তুষ্ট করহ আপনি ॥
হেন শুনি পুনরপি বোলে দ্বিজবর।
সিংহের বচন শুন রাজার কুঙর ॥
নৃপতির ভার্য্যা আর নৃপতি কুমারে।
নৃপতিক চিরিবেক করত ধরি করে ॥
এক কর্ণ এক চক্ষু অর্দ্ধেক কপাল।
এক পদ এক বাহু আনিবা সকাল ॥
অর্দ্ধেক শরীর সনে দক্ষিণের অঙ্গ।
আসিলে ভুঞ্জিব বিপ্র করি মহারঙ্গ ॥

(১) কাশীদাস—কুমুদ্বতী

ব্রাহ্মণের বচন শুনিয়া নৃপমণি।
ভার্য্যাসুতে বুঝাইয়া বুলিলেক বাণী ॥
করত ধরিহ দোহে মনে করি রঙ্গ।
শীঘ্র ব্রাহ্মণক দিবা দক্ষিণের অঙ্গ ॥
মাতৃসনে করত(১) ধরিল নৃপসুতে।
তুলিল করত তবে নৃপতির মাথে ॥
মাথাত করত দিয়া কাটিলেন যবে।
বাম চক্ষে অশ্রু কিছু পাত হৈল তবে ॥
হেন দেখি অর্জ্জুনসহিতে দামোদর।
সভা হৈতে দুহেঁ উঠে চলিল সত্বর ॥
কাতরিয়া দানক আমার নাহি কাজ।
এড়িমু পুত্রের আশ শুনহ সমাজ ॥
হেন শুনি নৃপতি সে বলিল বচন।
কাতরিয়া দান নহে শুনহে ব্রাহ্মণ ॥
যে কারণে লোতকপাত (২) হইল বিশেষ।
কহিম তাহার কথা শুন সবিশেষ ॥
আসিলা দক্ষিণ অঙ্গ নিবার কারণ।
বাম অঙ্গ অসন্তোষ হৈল সে কারণ ॥
পূর্ব্বেতে আছিনু মুঞি নৃপতির সঙ্গে।
ব্রাহ্মণ কেনে তাক করিলেক ভিন্নে ॥
দক্ষিণের অঙ্গ কেন দ্বিজরাজ লয়।
কোন দোষে আমাক ত্যাগ যে করয় ॥
আমি অতি অধম সে জানিমু আপনে।
বাম চক্ষুলোতক পৈল তেকারণে ॥

*　　*　　*

হেন বাক্য শুনি কৃষ্ণ অতি কুতূহলে।
হরিষেতে নৃপতিক ধরিলেন কোলে ॥

ধন্য শিখীধ্বজ রাজা তুমি মহাশয়।
রাজাকে বলিল পাছে দৈবকীতনয় ॥
পরিচয় দিল তাকে দেব নারায়ণ।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি কৃষ্ণ ধরিল তখন ॥
স্তুতি করি বোলে রাজা করযোড় করি।
অনাথের নাথ তুমি জগতের হরি ॥
তোমার মায়াতে স্থির নহে মুনিগণে।
কিবা স্তুতি করোঁ মুঞি তোমার চরণে ॥
হরির চরণে বহু করিল বিনয়।
কৃষ্ণ অর্জ্জুনের আগে আনি দিল হয় ॥
দক্ষিণা দিলেন্ত আপনার হয়বর।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল মোর শুন দামোদর ॥
অর্জ্জুনের গলে ধরি কহে সবিনয়ে।
ক্ষেমিহ আমার দোষ তুমি মহাশয়ে ॥
কৃষ্ণ বলে যজ্ঞ স্থানে তুমি নৃপবর।
পুত্র সমে যাবা আর যত বীর-বর ॥

সারস্বত দেশে পাণ্ডবের ঘোড়া প্রবেশ ও বীরব্রহ্ম রাজার সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়।
সারস্বত দেশে গেল পাণ্ডবের হয় ॥
বীরব্রহ্মা রাজা তথা বড় পুণ্যবান।
সেহি দেশে গেল তবে পার্থ নারায়ণ ॥
বীরব্রহ্ম নৃপতির পঞ্চ যে কুমার।
দুই হয় ধরি রণ করিল অপার ॥
চিত্রাঙ্গদা সুতসনে হৈল ঘোর রণ।
অন্যে অন্যে দুই জনে মারে সেনাগণ ॥
অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহ নৃপবর।
সংগ্রামে জিনিল পঞ্চ রাজার কুমার

(১) করত=করাত।
(২) লোতক=অশ্রু

ভঙ্গ দিয়া গেল পাছে বীরব্রহ্মা স্থানে।
শুনিয়া কোপিত রাজা পুত্রের বচনে॥
জামাই যমক ডাকি বোলে নরপতি।
পাণ্ডবের সেনা জিনি দেহ শীঘ্রগতি॥
শ্বশুরের বাক্য শুনি রবির নন্দন।
দণ্ড ধরি মহিষত চড়িল তখন॥
মনুষ্যের সনে যম করে ঘোর রণ।
দণ্ডের প্রহারে মারে সব যোদ্ধাগণ॥
পলাইল যোদ্ধাগণ যমের প্রহারে।
আছুক অন্য ভঙ্গ দিল বৃকোদরে॥
কৃষ্ণক বোলন্ত তবে বীর ধনঞ্জয়।
রণে ভঙ্গ দেন কেন ভীম মহাশয়॥
প্রদ্যুম্ন বভ্রুবাহ বৃষকেতু ধনুর্দ্ধর।
অনুশাল্য, হংসধ্বজ, সুবেগ কুমার॥
যুবনাশ্ব, নীলধ্বজ, তাম্রধ্বজ বীর।
হারিয়া পলায় রণে কেহ নহে স্থির॥
এতেক বচন শুনি দেব দামোদর।
কহিলেন যমরাজ করিছে সমর॥
বীরব্রহ্মা রাজার জামাতা প্রেতপতি।
সেই হেতু যম আসি যুদ্ধ করে অতি॥
অর্জ্জুনে বোলন্ত তবে প্রভু নারায়ণে।
বীরব্রহ্মা জামাতা যম হইল কেমনে॥
বীরব্রহ্মা দুহিতা নামেত মালিনী।
স্বয়ম্বর তার তরে কৈল নৃপমণি॥
মালিনী বলেন বাপ শুন নরেশ্বর।
যম বিনে আমি না চিন্তি আন বর॥
সবেত চলিয়া যায় যমের নগরী।
কাহাক বরিব আমি তাক পরিহরি॥
দুহিতার বাক্য শুনি বীর ব্রহ্মরায়।
অভ্যর্থিয়া যম ঘরে নারদে পঠায়॥
নারদের বাক্যে তবে শুনিয়া কাহিনী।
ব্যাধিগণ সহ আইল যম নৃপমণি॥
ব্যাধিয়ে পীড়িল লোক বীরব্রহ্মাপুরে।
নানা রোগে প্রজাগণ দিনে দিনে মরে॥
প্রজার বিনাশ দেখি বীর ব্রহ্মরায়।
পুনরপি যম স্থানে নারদে পাঠায়॥
নারদের মুখে যম শুনিয়া কাহিনী।
ঈষৎ হাসিয়া তবে বলিলেন বাণী॥
আপনার কর্ম্মে লোক আপনে ত মরে।
ব্যাধি কি করে যেহি দান ধর্ম্মকরে॥
হেন শুনি বীরব্রহ্মা করে নানা দান।
ব্রত উপবাস ক্লেশে দহিল পরান॥
বৈষ্ণব হৈল তবে তার প্রজাগণ।
না পারে পীড়িতে প্রজা বৈষ্ণব কারণ॥
প্রেতপতিস্থানে গিয়া কহে যক্ষা কাশে।
না পারি করিতে প্রজা গণের বিনাশে॥
পুন্যকারী জনে ব্যাধির নাহি অধিকার।
পাপকারী নরে ব্যাধি করয়ে সংহার॥
ইষৎ হাসিয়া যম নারদসংহতি।
বীরব্রহ্মাকন্যা বিভা কৈল প্রেতপতি॥
হিরণ্য ভূষন রাজা দিল রত্নধন।
তুষ্ট হয়া যম রাজা বলে ততক্ষণ॥
বর দিনু মহারাজা সুদৃঢ় বচনে।
আপনে দেখিবা তুমি নরনারায়ণে॥
যাবৎ হরির সনে মিলন না হয়।
রাখিব তোমার রাজ্য শুন মহাশয়॥
তে কারণে দণ্ডধরি আইল প্রেতপতি।
কোন জন যুঝিবেক তাহার সংহতি॥
হেন শুনি কোপ করি পাণ্ডব কুমার।
এড়িল বৈষ্ণব অস্ত্র বিষ্ণু অবতার॥

দেখিয়া পলায় বীরব্রহ্মা নৃপমণি।
হাতে দণ্ড যমরাজ যুঝয় আপনি॥
যম দেখি কোপিত হৈল হনুমান।
লাঙ্গুলে জড়িল তবে সব পুরীখান॥
সাগরে ফেলাঙ্ আজি হেন হৈল মনে।
দণ্ড ত্যজি যম বোলে গোবিন্দচরণে॥
হনুমানে নাহি হয় যম অধিকার।
শ্বশুরক বলে যম বিনয় করিবার॥
যমের বচন শুনি বীরব্রহ্মারায়ে।
কহে রাজ্য দান দিতে পবন তনয়ে॥
তোমার সদৃশ বীর নাহি ত্রিভুবনে।
একেলা জিনিলা তুমি লঙ্কার রাবণে॥
হেন শুনি সদয় হৈল হনুমান।
তুলিল লাঙ্গুল তবে রহে পুরীখান॥
কৃষ্ণকে প্রণাম করি তবে প্রেতপতি।
অর্জ্জুনের গণে তবে করিল মিনতি॥
দুই হয় আনি দিল অর্জ্জুন গোচর।
হয় হস্তী রথ রত্ন দিলবহুতর॥
হেন শুনি বলিলেন দৈবকী নন্দন।
বীরব্রহ্মস্থানে কহে মধুর লচন॥
আমার লগত সাজি চল নৃপবর।
যথা যজ্ঞ করে ধর্ম্ম হস্তীনা নগর॥

চন্দ্রহংস রাজার নগরে ঘোড়ার প্রবেশ।

হেন বেলা তুরঙ্গ এড়িল হৃষীকেশ।
চলিলা তুরঙ্গ তবে চন্দ্রহংসদেশ॥
মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মে জয়।
কুণ্ডল দেশত গেল পাণ্ডবের হয়॥
পাণ্ডবের সেনাগণ যত ধনুর্দ্ধর।
কেহ না দেখিল কোথা গেল হয়বর॥

কাণী—কৌণ্ডিল্য

অসন্তোষ করিয়া আছয় বীরগণ।
আচম্বিত নারদসনে হৈল দরশন॥
নারদে বোলয় শুন কুন্তীর তনয়।
চন্দ্রহংসরাজা যে দেখিল তোর হয়॥
তার দুই পুত্র আছে অতি অনুপাম।
মকরাক্ষ, পদ্মাক্ষ যে দুই বীর নাম॥
মহা ধার্ম্মিক-রাজা বিষ্ণুতে ভকতি।
ব্রাহ্মণভকত সেহি দেব আরাধন্তি॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রীবরের দুহিতা সুন্দরী
চন্দ্রহংস নৃপতির মোক্ষ পাটেশ্বরী॥
বড় দুঃখ পাইল চন্দ্রহংস শিশুকালে।
পশ্চাতে লভিল সুখ রাজকর্ম্মফলে॥

নারদকর্ত্তৃক চন্দ্রহংসরাজার উপাখ্যান বর্ণন

অর্জ্জুনে বলয়ে শুন ব্রহ্মার নন্দন।
চন্দ্রহংস রাজার কহিবা কথন॥
নারদে বোলয় শুন কুন্তীর কুমার।
এক মনে শুন চন্দ্রহংসের বিচার॥
তার বাপ দধিমুখ বিষ্ণুতে ভকতি।
কত দিনে চন্দ্রহংস হৈল উৎপত্তি॥
পাত্রগণ মারিল দধিমুখ নরপতি।
স্বামী অনুশরি মরে তাহার যুবতী॥
পিতৃমাতৃবিয়োগে দুঃখিত নৃপবরে।
ধাই পুষিলেক তাক কুণ্ডল নগরে॥
দ্বিতীয় বরিষ যদি কুমারের হৈল।
রক্তশূল রোগে ধাই পরলোকে গেল॥
মাতামহী পুষিলেক করিয়া যতন।
দেখিয়া সুন্দর শিশু পালে নারীগণ॥
এক অঙ্গুলি বাম পায়ের দীঘল।
তাহা দেখি নারীগণ বড় কুতূহল॥

বরিষে পঞ্চকের যবে হৈল কুমার।
ভুবন মোহন রূপ দেব অবতার ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি পাত্র তার পিতৃবৈরী হৈল।
দধিমুখে মারি তেঁহ সুখে রাজ্য কৈল ॥
বিপ্রগণ লৈয়া সেহি শুনে পুণ্যকথা।
আচম্বিতে চন্দ্রহংস আসিলন্ত তথা ॥
চন্দ্রহংস দেখি সকল দ্বিজবর।
ধৃষ্ট বুদ্ধি পুছিলন্ত কাহার কুমার ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মুঞি না জানহো তত্ত্ব।
কাহার কুমার এথা আইল কোন মত ॥
কুমারক দেখিয়া সকল দ্বিজগণে।
বড় সুলক্ষণ বলি কহিল রাজনে ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেল বিপ্রগণ।
চিন্তাযুক্ত ধৃষ্টবুদ্ধি হৈল তখন ॥
মনে গুণি ধৃষ্টবুদ্ধি ইহার রাজ্যভার।
হয় হস্তী মন্ত্রীগণ সকলি ইহার ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী হেন আগ চায়া মনে।
চণ্ডালক আজ্ঞা দিল লইতে জীবনে ॥
চণ্ডালে ধরিল তবে খড়গ তীক্ষ্ণতর।
তাহা দেখি কুমার পাইল বড় ডর ॥
হৃদয়েত গোবিন্দ চরণক চিন্তিল।
কুমারক দেখি চণ্ডাল গুণিতে লাগিল ॥
বিনে অপরাধে শিশু মারিব কেমনে।
ইহার মায়ের হাতে খাইয়াছি অন্নে ॥
এতশুনি চণ্ডাল কুমার বিদায় দিল।
বাম পায়ের আঙ্গুলি কাটিয়া লইল ॥
কুকুর বিড়াল মারি জোগাইল রাজারে।
দেখিয়া হরিষ হৈল ধৃষ্টবুদ্ধিনৃপবরে ॥
মন্ত্রীর সহিত ধৃষ্টবুদ্ধি নৃপবর।
মৃগয়া করিতে গেল বনের ভিতর ॥

কুণ্ডিল (কলিঙ্গ) তাহার মন্ত্রী অতি অনুপাম।
মৃগয়া করিয়া বনে করিল বিশ্রাম ॥
দেখে বনমধ্যে কান্দে শিশু একজন।
পরম সুন্দর দেখি পুছিল তখন ॥
চন্দ্রহংস কহিলেক আপন কাহিনী।
শুনিয়ে সদয় হৈল সেহি পাত্রমণি ॥
অপুত্রক রাজার কুণ্ডিল পাত্রবর।
পুত্রবতে কুমারক লয়া গেল ঘর ॥
পুত্রের অধিক করি মাতৃ তাকে পালে।
ষোড়শ বৎসরের শিশু হৈল কুতূহলে ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে কুশল প্রতাপে অনুপাম।
দ্বিজগণে গণি থুইল চন্দ্রহংস নাম ॥
কতদিনে কুণ্ডিল্য বলেন পুত্রস্থানে।
শুন চন্দ্রহংস তবে আমার বচনে ॥
মন্ত্রী ধৃষ্টবুদ্ধি মোর প্রাণের দোসর।
তাহার প্রসাদে বসঙ্‌ কৌণ্ডিল নগর ॥
কতদিনে ধৃষ্টবুদ্ধি গেল সে নগর।
দেখি আনন্দিত হৈল কলিঙ্গ মন্ত্রীবর ॥
পুত্রের সহিতে গিয়া বন্দিল চরণ।
ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলেক এহি কোন জন ॥
কুণ্ডিল বলয়ে দেব অরণ্যভিতর।
কান্দিছে পাইনু শিশু পরম সুন্দর ॥
পুত্রবতে পালি আমি করিয়া যতন।
এহি পুত্র প্রসাদে আমার ধনজন ॥
হেন শুনি ধৃষ্টবুদ্ধি চিন্তে মহামতি।
চণ্ডাল হইতে শিশু পাইল অব্যাহতি ॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মনে তবে পাইলেক ভয়।
কোন মতে মারে তাক মনেত চিন্তয় ॥
মদন নামেত পুত্র আছয়ে আমার।
তার স্থানে পাঠাইম কুণ্ডিল (কলিঙ্গ) কুমার ॥

বিষ দিয়া মারুক প্রবন্ধ করিয়া।
এত বলি পাঠাইল পত্রক লিখিয়া॥
মদনের স্থানে পত্র লেখে মন্ত্রীবরে।
বিষ দিয়া বধ কর কুণ্ডিলকুমারে॥
কুণ্ডিলক ধৃষ্টবুদ্ধি বলিলন্ত বাণী।
পাঠাও তোমার পুত্রে লয়া পত্রখানি॥
মদনের স্থানে সেহি করুক গমন।
বিলম্ব না করি তবে যাউক এহিক্ষণ॥
পত্র যদি পড়ে সেহি পাপত ডুবিবে।
শিব বিষ্ণু ভেদ কৈলে যেহি পাপ হইবে॥
পত্র শিরে ধরিয়াত কুণ্ডিল কুমারে।
রাজার আদেশে গেল মদনের পুরে॥
জৈষ্ঠ্যের সূর্য্যের তাপে শ্রান্ত কলেবর।
ক্লান্ত হয়া তরুতলে বসিল সত্বর॥
রাজার উদ্যান মাঝে আছে সরোবর।
তার জল পান তথা করিল কুমার॥
জল পান করিয়া বসিল তরুতলে।
শ্রমযুক্ত হৈয়া নিদ্রা গেল মহাবলে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি দুহিতা বিষয়া নাম ধরে।
স্নান করিবারে আইল সরোবর তীরে॥
সখী পাঁচ সাত গেল সহিত তাহার।
দেখে নিদ্রাগত এক সুন্দর কুমার॥
চন্দ্রহংস রূপ দেখি মোহিত বড় নারী।
সখীগণ দূরে রাখি আসিলা সুন্দরী॥
পত্রখানি শিয়রে দেখিল ততক্ষণ।
পড়িয়া বিস্মিত হৈল বিষয়ার মন॥
মদনের স্থানে পত্র লেখে মন্ত্রিবর।
বিষ দিয়া বধ কর কুণ্ডিল্য কুমার॥
পত্র পড়ি চিন্তিত বিষয়া রাজসুতা।
হেন রূপবতি স্বামী পাইব আর কোথা॥
রাজপুত্র হয়ে ইতো সর্ব্ব সুলক্ষণ।
তেকারণে চিন্তে পিতা ইহার মরণ॥
এত গুণি রাজকন্যা মনত চিন্তিল।
বিষয়াক দিতে দান স্বহস্তে লিখিল॥
লিখিয়া অক্ষর তবে পত্রখান থুইয়া।
নিজ গৃহে চলি গেল সখীগণ লৈয়া॥
কতক্ষণে নিদ্রা হৈতে উঠিল কুমার।
পত্রখানি লয়া গেল রাজার দুয়ার॥
মদনের হাতে গিয়া দিল পত্রখানি।
পড়িয়া চাইল দিবা বিষয়া ভগিণী॥
পত্র পড়ি মদনের হরষিত মন।
কহিল রাজার আজ্ঞা শুনে নারীগণ॥
অধিবাস করিল আনিয়া দ্বিজগণ।
চন্দ্রহংসক মদনের ভগ্নী কৈল দান॥
অশ্ব, গজ, রথ দিল বহুল রতন।
তথা ধৃষ্টবুদ্ধি নিল কুণ্ডিলের (কলিঙ্গের) ধন॥
কুণ্ডিলকে (কলিঙ্গ) বন্দী করি গেল নিজ ঘর।
মদনক গিয়া তবে করে তিরস্কার॥
আপন অক্ষরে পত্র লিখিল তখনে।
তাহা পড়ি বিষাদিত হৈল ততক্ষণে॥
অনন্তরে চন্দ্রহংস বিষয়া সহিতে।
রাজাকে প্রণাম কৈল দুঁহে যোড় হাতে॥
জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ধারে।
চন্দ্রহংস দেখি কোপ কৈল নৃপবরে॥
ধৃষ্টবুদ্ধি মন্ত্রী তবে কুবুদ্ধি সাগর।
চণ্ডাল ঘাতকে আনি কহে সমাচার॥
গুপ্ত ভাবে কথা কহে মন্ত্রী দুরাচার। (১)
অরণ্যে মারিবা আজি লাগ পাওয়ার॥

(১) লাগপাওয়ার—যাহার সঙ্গে দেখা হয়।

অরণ্যের মধ্যে আছে চণ্ডিকাসদন।
সকল চণ্ডাল তথা করহ গমন॥
বনমধ্যে নিশা ভাগে যাহাক পাইবা।
তার মুণ্ড কাটি তুমি চণ্ডিকা পূজিবা॥
রাজার বচন শুনি চণ্ডাল সকলে।
তীক্ষ্ণ খড়গ ধরি চলে সবে কুতূহলে॥
তবে ধৃষ্টবুদ্ধি বলে শুন জামাতা আমার।
চণ্ডিকা পূজিতে রাত্রি হৈবা আগুসার॥
ফল পুষ্প বলিদানে পূজিবা গোসাঁনী।
ভকতজনাক পালে আপনি ভবানী॥
বৈষ্ণবজনার যে কাহাক নাহি ভয়।
চলিলন্ত চন্দ্রহংস রাজার আজ্ঞায়॥
হেথা ধৃষ্টবুদ্ধি দেখে আপনার ছায়া।
শিরহীন বিচরিছে আপনার কায়া॥
গণককে ডাকিয়া বলে শুন বিপ্রবর।
শির হীন ছায়া দেখো মোর কলেবর॥
গণককে বোলয় তুমি শুন মহারাজ।
শিরহীন দেহ কিবা জীবনেত কাজ॥
রাজ্য সমর্পহ তুমি মদনকুমারে।
যোগ সাধিবার যাহ বনের ভিতরে॥
রাজ্য পরিহরি যায় বনের ভিতর।
মদনক ডাকি তবে কহে নৃপবর॥
কুণ্ডিলতনয় চন্দ্রহংস বীরবর।
তাহাকে পঠায়া দিনু বনের ভিতর॥
তুমি গিয়া রাজা হয়া কর উপভোগ।
আমি রাজ্য ছাড়ি যাই করিবারে যোগ॥
এত বলি ধৃষ্টবুদ্ধি চলে শীঘ্রগতি।
মদন হইতে যায়ে রাজ্য অধিপতি॥
চন্দ্রহংস যায়ে বনে পূজিতে চণ্ডিকা।
চন্দ্রহংস মদনে পথেত হৈল দেখা॥
মদনে বোলয় তুমি যাহ কোন স্থানে।
রাজ্য ছাড়ি বৃদ্ধ রাজা চলি যায় বনে॥
আগে গিয়া কর তুমি রাজসম্ভাষণ।
মুঞি বনে যায়া কঁরো চণ্ডিকাপূজন॥
মন্ত্রিপুত্র মদন চলিলা সেহি বনে।
চন্দ্রহংস যায় তথা রাজসম্ভাষণে॥
শঙ্খ, ঘণ্টা মদনে করিল কুতূহলে।
শুনিয়া আইল তথা চণ্ডাল সকলে॥
মদনক কাটিল চণ্ডালগণ ধরি।
হেথা চন্দ্রহংসে দেখি মন্ত্রী কোপ করি॥
বলে কেনে নাহি যাও পূজিতে ভবানী।
চন্দ্রহংস শুনিয়া বোলন্ত প্রিয়বাণী॥
মদনে পাঠাইল মোক তোমার চরণে।
আপনে চণ্ডিকা পূজিবার গেল বনে॥
হা-হা পুত্র বলি রাজা চলিল সত্বরে।
চণ্ডীর আলয়ে গেল বনের ভিতরে॥
দেখিল মদন পড়ি আছে ভূমিতলে।
কাটি তাক পলাইল চণ্ডাল সকলে॥
সেহি মণ্ডপেত রাজা ত্যজিল পরাণ।
দূতে জানাইল গিয়া চন্দ্রহংসস্থান॥
শুনিয়া বিকল হৈল চন্দ্রহংস বীর।
খড়গ ধরি আপনে কাটিতে চাহে শির॥
খড়গ ধরি শির কাটিতে কৈল মন।
হাতে ধরি মহামায়া বলিল বচন॥
চন্দ্রহংস বলে মোকে মন্ত্রী দেহ দান।
জীয়ক মদন বীর তব বিদ্যমান॥
আস্তে ব্যস্তে এহি কথা বলে চণ্ডি আয়ী।
মদন সহিতে মন্ত্রী উঠিল সেই ঠাঁই॥
পুনরপি চন্দ্রহংস করিল কাকুতি।
বলিলেন ধৃষ্টবুদ্ধি হৌক রাজ্যপতি॥

ধৃষ্টবুদ্ধি বলে মোর রাজ্যে নাহি মন।
যোগ সাধিবারে লাগি যাওঁ কাম্যবন॥
চন্দ্রহংস বলে মদনে করুক রাজ্য।
মদনে বলয়ে মোর রাজ্যে নাহি কার্য্য॥
চন্দ্রহংসে অভিষেক কৈল সর্ব্বজনে।
মদন হৈল মন্ত্রী রাজা গেল বনে॥
বন্দী আছে কুণ্ডিল রাজ্যের ভিতরে।
তার পুত্র চন্দ্রহংস হৈল নৃপবরে॥
তবে দুঃখী কুণ্ডিল ত্যজিতে চাহে প্রাণে।
কঠোর পদাতি কহে চন্দ্রহংসস্থান॥
শুনি চন্দ্রহংস তাক বিমুক্ত করিয়া।
পঠাইল কুণ্ডিলক অর্দ্ধরাজ্য দিয়া॥
বিষয়ার গর্ভে হৈল দুই ত কুমার।
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ ধর্ম্মঅবতার॥
বিষ্ণুতে ভকত চন্দ্রহংস নরপতি।
রাত্রি দিনে বিষ্ণু সেবা আন নাহি মতি॥
নারদের মুখে হেন শুনিয়া পার্থবীরে।
সসৈন্যে সাজিয়া গেল কুণ্ডিল্য নগরে॥
মকরাক্ষ পদ্মাক্ষ রাজার তনয়।
দুইজনে ধরিলেক পাণ্ডবের হয়॥
দুই হয় দিল নিয়া বাপের চরণে।
কপালে দেখিল তার অক্ষর লিখনে॥
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে পার্থ রাখে হয়।
তার সনে আইলন্ত গোবিন্দ মহাশয়॥
আনন্দিত চন্দ্রহংস দেখি হয়বর।
হয়ের প্রসাদে দেখোঁ প্রভু গদাধর॥
চন্দ্রহংস বলে শুন আমার তনয়।
ভাল মতে রাখিও যজ্ঞের বরহয়॥
হেনয় সময় পার্থ সসৈন্য সহিত।
কুণ্ডিল নগরে গিয়া হৈল উপস্থিত॥

দেখিলেন চন্দ্রহংস নরনারায়ণ।
পুত্রের সহিতে কৈল চরণ বন্দন॥
দুই হয় দিল নিয়া কৃষ্ণের গোচরে।
বিনয়ে বলিল দোষ ক্ষেমহ আমারে॥
হেন দেখি নারায়ণ বীর ধনঞ্জয়।
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি আর কর্ণের তনয়॥
হংসধ্বজ অনুশাল্য আর বীরগণে।
কুণ্ডিল্য নগরে যে আছেন্ত রঙ্গমনে॥

বক দল্ল মুনির আশ্রমে পাণ্ডবের ঘোড়া প্রবেশ।

মুনিবর বোলে শুন রাজা জন্মেজয়।
উত্তরমুখ হৈল তবে পাণ্ডবের হয়॥
দুই গোটা হয় গেল উত্তর সাগরে।
জলমধ্যে প্রবেশিল দুই হয়বরে॥
হংসধ্বজ নীলধ্বজ আদি রাজাগণ।
দেখিয়া সকল রাজা বিবাদিত মন॥
বক দল্ল (বক দাড়িম্বক) মুনির আশ্রমে গেল হয়।
সাগরে পশিল তবে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
ভীম আদি সেনা রহে সাগরের কুলে।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় বভ্রুবাহ মহাবলে॥
বকদল্ল মুনির আশ্রমে গেল চলি।
তথা দেখে দুই গোটা হয় মহাবলী॥
তিন জনা বন্দিল যে ঋষির চরণ।
মিষ্ট কথা পুছিলেক তুমি কোন জন॥
দ্বীপমধ্যে আছেন বটপত্র শিরে ধরি।
আশ্রম পাতিয়া দেও বলেন শ্রীহরি॥
হেন শুনি বকদল্ল বলিল হাসিয়া।
কি কারণে মরিবহ আশ্রম পাতিয়া॥
অল্পকাল পরমায়ু দিল নারায়ণ।
আজি কালি মরিম নাহি গৃহে প্রয়োজন॥

ঋষির বচন শুনি বলে ধনঞ্জয়।
কত কাল এথা আছ কহ মহাশয়॥
বকদাল্ভ বলে শুন ইন্দ্রের নন্দন।
এক সত্তরী (একাত্তর) যুগে মনুষ্য উৎপন্ন ১॥
চতুর্দ্দশ মনু গেলে এক কল্প হয়।
এত কাল আছি আমি শুন মহাশয়॥
আজি কালি মরিমু কি কার্য্য আশ্রমে।
কি কারণে আইলে সাগর মনোরমে॥
ধনঞ্জয় বোলে যজ্ঞ করে যুধিষ্ঠির।
রাখি যে যজ্ঞের হয় আমি সব বীর॥
তোমার আশ্রম তবে আইল দুই হয়।
আইল তোমার পুরে কৃষ্ণ মহাশয়॥
অর্জ্জুনের বচন শুনিয়া মুনিবর।
ঈষৎ হাসিয়া তাকে দিলেন উত্তর॥
মিথ্যা অশ্বমেধ কর ভক্তি নাহি মনে।
সাক্ষাতে তোমার আছে দেব নারায়ণে॥
সাক্ষাতে দেখিলা পরশিলা নিরঞ্জন।
আর কি শরীরে পাপ যজ্ঞ অকারণ॥
যাহাক চিন্তিলে বীর মহা পাপ হরে।
সাক্ষাতে তোমার স্থানে দেব দামোদরে॥
কাক কাণ্ডে মারিতে পারে প্রভু কর সার।
মায়া করি এহি মতে ভাণ্ডিলা সংসার॥
তোমার মায়াতে স্থির নহে মুনিগণ।
কোন অল্প বুদ্ধি সে পাণ্ডব পঞ্চ জন॥
কত পুণ্য ফলে তবে হরিক দেখিলেঁ।
বহু বিধ প্রকারে কৃষ্ণক স্তুতি কৈল॥
এত শুনি তিন জন কৈল নমস্কার।
দুই হয় পুনরপি আইল আর বার॥

সিন্ধুপুরী নগরে পাণ্ডবের ঘোড়াপ্রবেশ।

মুনিবর বলেন শুন পরীক্ষিত তনয়ে।
সিন্ধুপুরী গেল তবে পাণ্ডবের হয়ে॥
তার অধিকারী মণিভদ্রক নরপতি।
দুঃশলা তনয় সে জয়দ্রথের সন্ততি॥
কুরুক্ষেত্রে জয়দ্রথক পার্থে নিপাতিল।
তার পুত্র ভদ্ররাজ রাজ্যপতি হৈল॥
দুঃশলা শুনিল যে আইল ধনঞ্জয়ে।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল পড়িল সংশয়ে॥
পুত্রলয়া পলাইল রাজ্য পরিহরি।
দেখে পার্থ নারায়ণ অরাজক পুরী॥
ধনঞ্জয় বলে এথা কাহার নগর।
লোকে বলে জয়দ্রথ ইহার ঈশ্বর॥
তার পুত্র মণিভদ্র এথা রাজা হইল।
ধনঞ্জয় নাম শুনি ভয়ে পলাইল॥
হেন শুনি ধনঞ্জয় বোলে আর বার।
কিছু ভয় নাহি তার আনহ কুমার॥
পার্থের অভয় শুনি দুঃশলা ভগিনী।
অর্জ্জুনের পায়ে পুনি পড়িল আপনি॥
পুত্রদান দেহ মোক বীর ধনঞ্জয়ে।
ত্যজহ সকল কোপ আমার তনয়ে॥
হেন শুনি ধনঞ্জয় দিলেক অভয়।
চলহ ভগিনী আন তোমার তনয়॥
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি ভদ্রক আনিল।
হাতে হাতে সমর্পিয়া অর্জ্জুনক কৈল॥
বহুবিধ স্তুতি কৈল হরির চরণে।
দুঃশলাক আশ্বাসিয়া কহে দুই জনে॥
চল নিজ পুরে যাহ লইয়া ত তনয়।
পাণ্ডব হৈতে কিছু নাহিক সংশয়

(১) একাত্তর যুগে এক মন্বন্তর।

কিন্তু এক বাক্য তুমি পালিবা আমার।
ধর্ম্মরাজ দেখিবার হৈবা আগুসার ॥
মাতৃ দেখিবার তরে তোমার মনে লয়।
পুত্রের সহিত যাহ ত্যজিয়া সংশয় ॥
তোমা দেখিবারে ধর্ম্ম অভিলাষ করে।
হরিষে দুঃশলা গেল আপনার পুরে ॥
মুনিবর বলে শুন পরীক্ষিত তনয়।
হস্তীনাপুরত গেল পাণ্ডবের হয় ॥

হস্তীনাপুরে পাণ্ডবের ঘোড়াপ্রবেশ ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান।

পুনরপি হয় গেল হস্তীনা নগরী।
অর্জ্জুনক সম্বোধিয়া বোলয় শ্রীহরি ॥
বৎসরেক পূর্ণ যে হইল অর্জ্জুন।
দুই হয় ধরি লহ ধর্ম্মরাজস্থান ॥
কৃষ্ণের বচনে হয় ধরে ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুনক দিলন্ত নিয়া কৃষ্ণ মহাশয় ॥
অসিপত্র ব্রত অনুসারি পায় দুঃখ।
রাজায়ে দেখিল কৃষ্ণ অর্জ্জুনের মুখ ॥
হরিষে পূর্ণিত রাজা দেখি দুই হয়।
সর্ব্বকথা পুছিলেন কহে ধনঞ্জয় ॥
কৃষ্ণে দেখি কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
তোমার প্রসাদে যজ্ঞ হইব এখন ॥
এবে কি করিব হরি কহ উপদেশ।
যজ্ঞসিদ্ধি কিসে হয় কহ হৃষীকেশ ॥
কৃষ্ণয় বোলেন শুন ধর্ম্মের নন্দন।
অর্চ্চিয়া আনহ তুমি সর্ব্ব রাজাগণ ॥
লক্ষেক নৃপতি তোর খাটে ছত্র তলে।
দেখো চারি ভাই তোর দিব্য রূপ ধরে ॥
যজ্ঞের সম্ভার যত আনহ সকল।
নানা বাদ্য বাজাহ করহ মঙ্গল ॥
ধনঞ্জয় বিদুর ধৃতারাষ্ট্র নৃপমণি।
সবাকে অর্চ্চিয়া আন বলে চক্রপাণি ॥
ভীমের সহিতে তবে দেব বনমালী।
আপনার বাসগৃহে তবে গেল চলি ॥
রুক্মিণীর সাথে সত্যভামা আছে যথা।
দৈবকীতনয় হরি মিলিলেন তথা ॥
দেখিয়া হরিষ হৈল সর্ব্ব দেবগণ।
করযোড়ে প্রণমিল যে কৃষ্ণের চরণ ॥
নানা রঙ্গ কৌতুকরসে হরষিত মন।
কৃষ্ণ দেখি সত্যভামা বলিল বচন ॥
হয়রক্ষা করিলে অর্জ্জুনের সঙ্গে।
পর্য্যটিলা বহু দেশ করি মন রঙ্গে ॥
প্রমীলাকে অঙ্গীকার কৈল যে অর্জ্জুনে।
তিন কোটি নারী তথা বঞ্চে সর্ব্বক্ষণে ॥
তার সনে আপনে বঞ্চিলা বরিষেক।
কানী, খুঁড়ী, কুব্জা কন্যা না পাইলা এক ॥
হেন শুনি হাসিয়া বলিল দামোদর।
এথা নাহি আনিলু তোমার করি ডর ॥
পারিজাত পুষ্পমালা দিলাম রুক্মিণী।
সেহি অপমানে ত্যজিলা অন্নপানী ॥
কেমতে আনিবাঙ আর নারী হেথা।
সবে ভয় করে শুনিয়া তোমার কথা ॥
সতীন উপরে দেখোঁ তোমারি আগল(১)।
ছায়াতে বাড়ি মার করহ কোন্দল ॥
হেন শুনি সত্যভামা বলে আর বার।
তোমার প্রসাদে মোর সবে অধিকার ॥

---

(১) মুখ্য।

ষোল সহস্র নারী আছে তব ঘর।
তথাপি ত পরদার কর দামোদর ॥
হরি বলে নারী জাতি কপট হৃদয়।
প্রভু বলি স্বামীক নাহি যে মানয় ॥
হেন জানি লজ্জিত হৈলা সতী আই।
রঙ্গে ভঙ্গে হেন মতে রজনী গোঙাই ॥
প্রভাতে বসিলা হরি ধর্ম্মরাজস্থান।
হেন কালে ব্যাসদেব করে আগমন ॥
কুন্তী গান্ধারী আদি যত নারীগণ।
আইলা লক্ষেক রাজা যজ্ঞের সদন ॥
কোটি এক ব্রাহ্মণ আইল রঙ্গমনে।
দুঃশলা আইল পাছে নিজপুত্র সনে ॥
অষ্টদ্বার করি রাজা মণ্ডপ করিল।
কস্তুরী চন্দনে তাক সকল লেপিল ॥
অষ্ট গোটা স্তম্ভ স্থাপিল সেহি স্থানে।
ধ্বজ দণ্ড পতাকা করিল রোপণে ॥
কদলী রূপিয়া তাতে পাতে ঘটবারি।
যজ্ঞস্থানে কুশপত্র থুইল সারি সারি ॥
গন্ধ চন্দন ধূপ থুইল বহুতর।
জামদগ্নি, বশিষ্ঠ, গৌতম পরাশর ॥
ভরদ্বাজ, বাল্মীকি মুনি হৈল তবে হোতৃ।
বিশ্বামিত্র, ব্যাস মুনি উচ্চারয় শ্রুতি ॥
ধৌম্য পুরোহিত গিয়া কৈল যজ্ঞস্থান।
চারিদিকে বেড়িয়া বসিল মুনিগণ ॥
ব্যাস বলে যুধিষ্ঠির শুন মোর বাণী।
ঘণ্টা বাদ্য বাজাহ করহ শঙ্খধ্বনি ॥
ময়ুরধ্বজ হয় গোটা মেলিতে যুয়ায়।
যজ্ঞ কর এথা আনি আপনার হয় ॥
স্নান করি বিপ্রগণে কর বহু দান।
রাজাগণে পূজিয়া বৈসহ যজ্ঞস্থান ॥
ভীম স্নান করিয়া আসুক খড়গ ধরি।
স্নান করি জল লয়া আসুক সুন্দরী ॥
হেন শুনি গঙ্গোদক আনে নারীগণ।
মঙ্গল করয়ে সবে নানা আচরণ ॥
নানাবাদ্য কোলাহল শুনি বেদধ্বনি।
গন্ধ আমলকী দিল ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
রুক্মিণী, সত্যভামাদি সকল রূপসী।
হরিদ্রা পিটলী দেয় দ্রৌপদীক ঘসি ॥
স্নান তর্পণ করে রাজা পূত গঙ্গাজলে।
কন্যাগণে গীত গায় নাচে কুতূহলে ॥
উত্তম বসন পরে সুগন্ধি চন্দন।
কন্যাগণে পরাইল রাজআভরণ ॥
যজ্ঞের মণ্ডপে গিয়া হৈল উপনীত।
নানাদান কৈল রাজা ভ্রাতৃর সহিত ॥
হিরণ্য বসন ধেনু দিয়া কৈল দান।
খড়গহাতে ভীম তবে গেল যজ্ঞস্থান ॥
মুনির বচনে হয় কাটে ভীমসেন।
উফাড়িয়া উঠে মুণ্ড ভেদিয়া গগন ॥
তবে হয় ধস্নিলেক ব্যাস মুনিবরে।
তুরঙ্গের বাম স্কন্ধ মুচড়িয়া ধরে ॥
কৃষ্ণ আদি আর যত মুনিয়ে দেখিল।
হয়বর স্কন্ধ হৈতে দুগ্ধ নিকলিল ॥
রক্ত নাহি দুগ্ধ পড়ে দেখিল সকলে
বিস্মিত হৈল দেখি রাজেন্দ্র মণ্ডলে ॥
সুবাসিত কর্পূর চন্দন পুষ্প লৈয়া।
যজ্ঞ করে ধৌম্য মুনি বেদ উচ্চারিয়া ॥
মন্ত্রপড়ি আহুতি দিলেন নৃপবর।
মূর্ত্তিমান হয়া ব্রহ্মা আসিল সত্বর ॥
যম, কুবের, বরুণের করিল আহুতি।
নৈঋর্ত পবন আইল দেব পশুপতি ॥

ত্রিভুবনে দেবাসুর যত চরাচর।
সবাকে আহুতি দিল ধৌম্য দ্বিজবর ॥
অগ্নি বিসর্জ্জিয়া ধৌম্য দক্ষিণা করিল।
তবে ধর্ম্ম মহারাজ বহু দান দিল ॥
ঋষিগণে বলে ধর্ম্ম সফল জীবন।
যার যজ্ঞে সাক্ষাতে আপনে নারায়ণ ॥
মুনিগণে চিন্তিয়া না পায় দেখিবার।
সেহি আসি কৈল যজ্ঞ বিষ্ণুঅবতার ॥
যথাতে আছয় হরি দেব নারায়ণ।
যজ্ঞ কোন ফল তথা ধর্ম্মের নন্দন ॥
তোর যশ কীর্ত্তি ঘোষিবেক ত্রিভুবনে।
এত বলি প্রশংসা করিল দ্বিজগণে ॥
এহি মতে প্রশংসিয়া চলে ঋষিগণ।
রাজাগণে পূজিলেন ধর্ম্মের নন্দন ॥
কৃষ্ণকে প্রণাম করি বহু স্তুতি কৈল।
তোমার প্রসাদে মোর যজ্ঞসিদ্ধি হৈল ॥
নানাবিধ প্রকারে ভুঞ্জায় রাজাগণে।
আসন বসন দিল বিবিধ রতনে ॥
প্রশংসা করিল ধর্ম্মক সব রাজাগণ।
হরষিতে গেলা সবে আপন ভুবন ॥
রাজার অগ্রতে বাদ্য বাজে বিপরীত(১)।
বভ্রুবাহা যায় ঘরে মায়ের সহিত ॥
নীলধ্বজ, তাম্রধ্বজ আদি রাজাগণ।
হরষিতে গেল সবে আপন ভুবন ॥
ধর্ম্মরাজে প্রশংসিয়া গেলেন শ্রীহরি।
পুত্র পৌত্র সহিতে দ্বারিকা নগরী ॥
দ্রৌপদী সহিতে তবে পঞ্চ সহোদর।
আনন্দে পূর্ণিত হৈল হস্তীনা নগর ॥
আনন্দে বসয়ে প্রজা হস্তীনা নগরে।
সুখেতে পালন করে ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
বৈকুণ্ঠ সমান পুরী ধর্ম্মের নগরী।
সরোবর, দীঘিকায় আছে সদা ভরি ॥
নানা গীত বাদ্য বাজে অতি সুললিত।
নৃত্যকী নাচয়ে গায়কে গায় গীত ॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃতের ধার
ইহ লোকে পরলোকে করে উপকার ॥
ইহাক যে শ্রদ্ধা করি শুনয়ে শ্রবণে।
আনন্দে বৈকুণ্ঠে যায় হরষিত মনে ॥
ভারতের পুণ্যকথা শুনে পুণ্যবানে।
অশ্বমেধ পুণ্য কথা এহি সমাধানে ॥

(১) অত্যন্ত।

অথ আচার্য্যপর্ব্ব লিখ্যতে।

বিদুর চলিলা হেন শুনি অন্ধরাজ।
যুধিষ্ঠিরক আনিয়া কহিল সব কাজ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজা কহে ধর্ম্ম নৃপমণি।
ত্যজিনু সংসার আমি শুন দৃঢ়বাণী॥
অসার সংসার মিথ্যা সব মায়াময়।
ধনজন পুত্র বন্ধু কেহ কারো নয়॥
এড়িনু সংসারসুখ শুন নরপতি।
শোকেত মরিলে হয় নরকে বসতি॥
দুর্য্যোধন শোকে মোর স্থির নহে মন।
ভীষ্ম দ্রোণ শোকে মোর হারাল চেতন॥
পুত্রশোকে রাজা মুঞি হইনু অধীর।
বনবাসে যাব আমি শুন যুধিষ্ঠির॥
বিষ্ণুমায়া মোহকারী মহা পাশ দড়ী।
মহাপুরুষ হৈলে তাক ছিঁড়িবারে পারি॥
সংসারের সার যে প্রভুক কর স্থিত।
সেই ধন সেই পুত্র শুনহ নিশ্চিত॥
বিশেষে ভীমের বাক্য না সহে পরাণে।
গান্ধারী সহিতে মুঞি যাইবহ বনে॥
ধৃতরাষ্ট্রবচনে কম্পিত যুধিষ্ঠির।
চরণে ধরিয়া বহু কহিলন্ত বীর॥
পঞ্চভাই পাণ্ডব জানিবা তোর দাস।
তুমি সে রাজ্যের রাজা না যাও বনবাস॥
মূঢ় ভীমবাক্য তুমি না ধরিবা মনে।
মহাসুখে রাজ্য কর আপন ভবনে॥
বহুল বিনয়ে ধর্ম্ম বোলে কুরুরাজে।
ভীমসেন আনাইল আপন সমাজে॥

ওরে মূঢ় ভীমসেন না বুঝহ নীতি।
বাপের অধিক কুরু অন্ধনরপতি॥
কদাচিৎ মন্দবাক্য না বলিহ তাঞে।
প্রীত বাক্যে সদা তুমি ভজিও কুরু রায়ে॥
যেই বাক্য বলে তাক পালিহ সুমতি।
কদাচিৎ ধৃতরাষ্ট্রে না ছাড় ভকতি॥
ভীমসেন বলে তবে রাজাকে তর্জ্জিয়া।
বরিষার মেঘ যেন বরিষে গর্জ্জিয়া॥
তোমার বুদ্ধিত তবে হৈল বনবাস।
শত্রুর সম্পদ বাড়ে হৃদয় নৈরাশ॥
মহামন্দ অন্ধরাজা কুচক্রের গুরু।
উহার বুদ্ধিত সব মরিলন্ত কুরু॥
জতুগৃহ করি তোমাক অগ্নিত দহিল।
তখন তোমাক স্নেহ সেহি না করিল॥
পাতিলন্ত সারি(১)চয় রাজা দুর্য্যোধন।
দ্রৌপদীর চুলেধরি নেয় দুঃশাসন॥
উহার মন্ত্রণায় কর্ণ শকুনিক আনি।
কপট করিয়া লইলন্ত রাজধানী॥
বিবস্ত্রা করিলা দ্রৌপদীক সভামাঝে।
সে কালে তোমাক না চাহিল কুরুরাজে॥
বনবাসে দুঃখ যত জানয়ে শ্রীহরি।
একখানি গ্রাম না দিল পরিহরি॥
না দিল অর্দ্ধরাজ্য বৃদ্ধ কুরুরাজ।
কি কারণে মরিল যে বান্ধবসমাজ॥

---

(১) পাশাখেলা।

কি কারণে মরিলা বান্ধব তনয়ে।
উহার কপটে দুঃখ পাইল মহাশয়ে॥
কপট হৃদয় পাপ কুরু অধিকারী।
উহার কপট জানে দেব যে শ্রীহরি॥
দিলেক লোহার ভীম হস্তেত উহার।
কৃষ্ণের কারণে প্রাণ রহিল আমার॥
শুদ্ধমতি ধর্ম্মরাজ কপট না জানে।
তুষ্ট হৈলা ধৃতরাষ্ট্র কপট বচনে॥
পঞ্চপাণ্ডব মারিয়া তখনে রাজ্য লৈব।
আরবার অধিকার সকলি করিব॥
সর্পের অধিক জান অন্ধের হৃদয়ে।
মন্ত্রে ঔষধে সর্প জান বন্দী হয়ে॥
খলের উপায় আছে মন্ত্রণাভিতর।
চিন্তহ উপায় ধর্ম্মরাজ নৃপবর॥
শুনিয়া ভীমের বাক্য করুণ হৃদয়ে।
দুঃখমনে ভীমক কহিল মহাশয়ে॥
হেন কালে বিদুর আসিয়া ধর্ম্মস্থানে।
কহিলেক পুণ্য কথা বিবিধ বিধানে॥
যুক্তি কৈল প্রাণ-পতি লৈয়া দেবগণে।
তাহাক শুনিলো আমি মুনির সদনে॥
দ্বারিকাত আসি হরি কৈল অবতার।
দৈত্য মারি খণ্ডাইল পৃথিবীর ভার॥
পৃথিবীত আসিয়া জন্মিল দেবগণ।
শূণ্য হৈল বৈকুণ্ঠ দেবের ভুবন॥
অনাথ বৈকুণ্ঠপুরী দেখি প্রজাপতি।
আসি নিবেদন কৈল যথায় শ্রীপতি॥
গোসাঞিক লয়া যাব বৈকুণ্ঠনগরে।
বুঝিয়াত ধর্ম্মরাজ চিন্তিল প্রকারে॥
জীবন যৌবন ধন নহে সার তত্ত্ব।
ধ্যান ধর্ম্ম যজ্ঞ তপ নাম যে মাহাত্ম্য॥

অনাদিনিধন প্রভু দেব নিরঞ্জন।
ত্যজিয়া ত ভবসুখ তত্ত্বে দেহ মন॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির বলে আর বার।
কেমতে সে ঘুচে মায়া কর প্রতীকার॥
চিত্তস্থির নহে মোর জ্ঞাতিপুত্রশোকে।
হরিপদ চিন্তিলে অবশ্য পাইব মোক্ষে॥
শুনিয়া বিদুর হৈল আনন্দিত মন।
যেনমতে হরি পাই শুনহে রাজন॥
আত্মপর বিচার নাকরে যেহি জনে।
রাত্রিদিন হরিক চিন্তয়ে সর্ব্বক্ষণে॥
অসার সংসার জাল সব অকারণ।
রামকৃষ্ণে চিন্ত তুমি শুনহে রাজন॥
এত বলি বিদুর ত লৈয়া অন্ধরাজ।
গান্ধারী সহিতে গেল অরণ্যের মাঝ॥
কুন্তী দেবীক বিদুর কহিলন্ত বাণী।
সংসার ছাড়িব হরি দেব চক্রপাণি॥
বুঝিয়া এড়হ দেবী এ ভব সাগর।
ধন জন পুত্র দেবী বাঞ্ছা পরিহর॥
মায়াতে সংসার বন্ধ নারি ছিঁড়িবার।
বিষয়ের লোভ দিয়া ভাণ্ডয়ে (১) সংসার॥
শুনিয়া বিদুরবাক্য পাণ্ডবজননী।
ছাড়িল সকল মায়া কৃষ্ণ মনেগুণি॥
বিদুর সহিতে নড়িল পতিব্রতা।
যুধিষ্ঠিরে কহিলন্ত ইতিহাস কথা॥
বিদুর সহিতে গেলা অন্ধকুরুরাজ।
কুন্তী গান্ধারী গেলা অরণ্যের মাঝ॥
কাম্য বনে গেলা অন্ধ কুরুনরপতি।
কুন্তী গান্ধারী আর বিদুর মহামতি॥

---

(১) বঞ্চনা করে।

আসিয়াত ব্যাস ঋষি কুরুরাজস্থানে।
নীতিতত্ত্ব বুঝাইল নিবৃত্তি কারণে॥
মার্কণ্ডেয় কহিল বহুত উপদেশ।
নারদ কহিল নীতি বিবিধ বিশেষ॥
আসিয়া পরশুরাম কহিলন্ত বাণী।
শুনিয়া ত বলে ধৃতরাষ্ট্র মনে গুণি॥
পুত্রশোকে দহে মুনি মোর কলেবর।
না পারি সহিতে চিন্তে বড় অথান্তর॥
হেনকালে আইল তথা কৌণ্ডিল্য মহাশয়।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক রাজা অতিথি পূজয়॥
আচম্বিতে এক সিদ্ধ আইল তার ঘরে।
পাদ্যঅর্ঘ দিয়া রাজা পূজিল বিস্তরে॥
বিনয় করিয়া তবে বলে নরপতি।
কেমতে পাইব আমি দেব যে শ্রীপতি॥
সেহি সিদ্ধ বলে তুমি বড় পুণ্য-বান।
তোমাকে শরণ লৈল প্রভু সনাতন॥
এক কথা কহি শুন রাজরাজেশ্বর।
সুশীলা নামে বেশ্যা ছিল কুলিঙ্গনগর।
পরপুরুষ গত চিত্ত স্থির নহে মন।
একদিন সাধু সনে হৈল দরশন॥
সাধুপুত্র সনে নারী বঞ্চিল রজনী।
প্রাতঃকালে নিদ্রা গেল হৈয়া একাকিনী॥
নির্দ্দয় সাধুর পুত্র গুণে মনেমন।
কাড়িয়া লৈলেক তার পরন বসন॥
আভরণ নাহিক তার বসন নাহি বুকে।
নিদ্রা হৈতে উঠি বেশ্যা চাহে চারিদিকে॥
সাধুপুত্র স্মরিয়া সুশীলা রূপবতী।
স্মরিয়া তাহার গুণ চিন্তে মহাসতী॥
বসন ভরণ লৈল সাধুর কুমার।
স্মরিয়া তাহার গুণ ছাড়ে ঘর দ্বার॥

নির্দ্দয় সাধুর পুত্র ভাবে একমনে।
তীর্থ করিবার বেশ্যা নড়ে ততক্ষণে॥
করিয়া সকল তীর্থ কাশীত কৈল বাস।
চিন্তে নারায়ণপদ শরীর বিনাশ॥
কহিলা সে সব কথা ধৃতরাষ্ট্র স্থানে।
শোক পরিহর রাজা স্থির কর মনে॥
এত বোলি নিজস্থানে গেল মুনিবর।
পুত্রশোক ছাড়িতে না পারে নৃপবর॥
যুধিষ্ঠির রাজার উৎকণ্ঠিত চিত্ত।
কৃষ্ণ সহ আইল ধৃতরাষ্ট্রসন্নিহিত॥
ধৃতরাষ্ট্র চরণ ধরিয়া যুধিষ্ঠিরে।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু বলে ধীরে ধীরে॥
অন্ধরাজ কুরুপতি জনকসমান।
তোমাক না দেখি মোর না রহে পরাণ॥
তোমাক দেখিয়া মুঞি বাপক পাসরিনু।
তোমার কৃপায় শোক দুঃখ বিসরিনু॥
নিবংশ করিলো তোমাক রাজ্যলুব্ধ হয়া।
মহা শোক সন্তাপত রাখিনু বান্ধিয়া॥
জ্যেষ্ঠভাইক বঁধিলু কৈনু বহু পাপ।
কৃপাকরি মহাশয় না দিলা মোক শাপ॥
গান্ধারী জননী মোর মাতৃর সমান।
মোর শক্তি কি কহিতে পারে তার গুণ॥
দুর্য্যোধন সমে গেনু মায়ের গোচর।
সমরে বিজয় হৌক মাগিলেক বর॥
হাসিয়া বলিল মাও মোর মুখ চাই।
আত্ম পর জ্ঞান কিছু তার মনে নাই॥
যতো ধর্ম্ম ততো জয় বলে দুর্য্যোধনে।
মাথে চুম্ব দিয়া কোলে করিল তখনে॥
কান্দয় শতেক কন্যা পাই বহুশোক।
পুত্রের সন্তাপে শাপ নাহি দিল মোক॥

এত বলি কান্দে যুধিষ্ঠির মহামতি।
বিনয় বলিয়া ধৃতরাষ্ট্রে কৈল প্রীতি ॥
চল যুধিষ্ঠির তুমি হস্তীনা নগর।
কর্ম্মদোষে মৈল মোর শতেক কুঙর ॥
বৃদ্ধ বয়সে মোর হৈল হেন গতি।
কি কারণে তোমাক শাপিব সম্প্রতি ॥
এত বলি যুধিষ্ঠিরে পঠায় সম্বোধিয়া।
চলিলন্ত যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রে প্রণামিয়া ॥
কৃষ্ণকে দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্র নরপতি।
বিনয়ে বলিল রাজা করিয়া ভকতি ॥
গান্ধারী কুন্তীর সনে কহিল কাহিনী।
হস্তীনা পুরীতে গেল ধর্ম্ম নৃপমণি ॥
কাম্য বন এড়ি অন্ধ কৌরবের পতি।
দ্বৈতবনে গেলা গান্ধারীসংহতি ॥
কুন্তী দেবী গেলা দ্বৈত বনের ভিতর।
বিদুর অন্ধকে যোগ কহিল বিস্তর ॥
অসার সংসার দেখ সব হরিময়।
ইষ্ট মিত্র ধন জন কারো কেহ নয় ॥
যোগে মন দিয়া রাজা স্থির কর মতি।
এক মন হৈয়া চিন্ত দেব যে শ্রীপতি ॥
সর্ব্বভাবে নিরঞ্জন অনাদি নিধন।
ত্যজিয়া ত মহা মায়া তত্ত্বে দেহ মন ॥
আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নিম্নে ধরাতল।
দেখুক পোড়ায় দেহ জ্বালিয়া অনল ॥
অই চন্দ্র সূর্য্য গগনেত থাকি দেখে।
পৃথিবীতে অনলমধ্যে কেহ নাহি লখে(১)।
স্থানে স্থানে বায়ু বহে নাহিক বিশ্রাম।
শতসংখ্য নাড়ী আছে কত লৈব নাম ॥
ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না দণ্ডধারী।
অর্দ্ধ ভাগে পদ্ম আছে দেখিতে না পারি ॥
উর্দ্ধত শঙ্খিনীরূপে বাহিরায় শ্বাস।
শঙ্খরূপে আছে কেহ না পায় আভাস ॥
কুণ্ডলিনী রূপে আছে শতসংখ্য নাড়ী।
সুষুম্নার মধ্যে আছে দ্বাদশ চক্র বেড়ি ॥
সেহি দ্বাদশ চক্র যেহি পারে ভেদিবার।
চারি যুগে জীয়ে সেহি মরণ নাহি তার ॥
সুমেরুদণ্ডমধ্যে দ্বাদশ চক্র বৈসে।
একে একে ভেদিবার করহ সাহসে ॥
পদ্মাসন করিয়া বাহু কর বন্দী।
দ্বাদশ চক্র ভেদিবার করহ মহা সন্ধি ॥
এক খানি নগরে অনেক লোক বৈসে।
নিত্যে নিত্যে দশ দশ ঘর তার খৈসে ॥
হংসে কেলি করে তথা সরোবর তীরে।
নীলোৎপল ফুটিল সেহি সরোবর নীরে ॥
তরঙ্গিনী বহে, বহে বায়ু সুশীতল।
অধঃ চাপি উর্দ্ধে তোল রাখি নিজ বল ॥
এক চক্র ভেদিলে শরীর সুস্থ হয়।
দুই চক্র ভেদিলে শত্রুক নাহি ভয় ॥
ভেদিলে তৃতীয় চক্র ইচ্ছা সুখে যাই।
ভেদিলে চতুর্থ চক্র গন্ধর্ব্বপদ পাই ॥
পঞ্চ চক্র ভেদিলে সিদ্ধিত মিলন।
ষষ্ঠ চক্র ভেদিলে হয় যে শুদ্ধ মন ॥
সপ্তম চক্র ভেদিলে অমরা পুরী যাই।
অষ্টম চক্র ভেদিলে ব্রহ্ম পদ পাই ॥
নবম চক্র ভেদি যাই পাতাল ভুবন।
দশম ভেদিলে হয় বিষ্ণুদরশন ॥
একাদশ চক্র যেহি পারে ভেদিবার।
ত্রিভুবনে জানহ অসাধ্য নাহি তার ॥

---

(১) লখে—লক্ষ্য করে।

দ্বাদশ চক্র পৃথিবীতে ভেদে যেহি জনে।
আপনার পদ তাকে দেয় নারায়ণে ॥
তোমাতে কহিনু আমি যোগ উপদেশ।
মনস্থির হয়া কর যোগত প্রবেশ ॥
হেনকালে ব্যাস মুনি আসি সেহি বনে।
ধৃতরাষ্ট্রে বুঝাইল বিবিধ বিধানে ॥
পুত্রসব দেখিতে যদি আছে তব মন।
এহি বন পরিহরি চল অন্য বন ॥
দিব্যচক্ষু দিয়া ব্যাস কহিল বুঝাই।
চল হরিদ্বার ভৃগুরাম হ্রদে যাই ॥
ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী কুন্তীর সংহতি।
ভৃগুরাম হ্রদে গেল কুরু বংশপতি ॥
পুত্রশোকে ধৃতরাষ্ট্র কিছু নাহি চায়।
ব্যাসস্থানে গিয়া রাজা দিব্যচক্ষু পায় ॥
হ্রদে স্নান করি অন্ধ কৌরবের পতি।
দিব্য চক্ষে দেখে দুর্য্যোধন নরপতি ॥
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ তবে আর দুঃশাসন।
লক্ষ্মণ পদ্মসেন দুর্য্যোধনের নন্দন ॥
দেখিল গান্ধারী শতপুত্র সমোদিত।
দেখি পুত্রগণ ধৃতরাষ্ট্র হরষিত ॥
আনন্দিত কুরু রাজ হৈয়া মহারঙ্গে।
পুত্রগণ দেখি তার সাধ নাহি ভাঙ্গে ॥
দেখিলেক পাণ্ডুরাজা মাদ্রীর সহিত।
দেখিয়া গান্ধারী কুন্তী হৈল হরষিত ॥
খণ্ডিলেক মোহ পাশ সব মায়াজাল।
যোগে মন দিয়া ভাব শ্রীহরি গোপাল ॥
মায়া সব দূরে গেল সংসার ঘুচিল।
অসার সংসার জানি যোগে মন দিল ॥
যোগ বলে অগ্নি জ্বালিয়া সন্ধি পথে।
দহিল আপন দেহ ধৃতরাষ্ট্র তাতে ॥

শরীর অগ্নিত পোড়াইয়া মহারাজ।
দিব্যরথে চলি গেল দেবের সমাজ ॥
নারদ ভার্গব কৌণ্ডিল্য মহাঋষি।
মার্কণ্ড্য সহিতে আইলা সকল তপস্বী ॥
বিশ্বামিত্র জামদগ্নি চ্যবন পরাশর।
মৈত্র বশিষ্ঠ আইল বনের ভিতর ॥
অঙ্গিরা গৌতম অগস্ত্য বৃহস্পতি।
ভৃগু শুক্র আইল পুলস্ত মহামতি ॥
কপিল দুর্ব্বাসা আইল দক্ষমুনি সনে।
শনক সনন্দ আইল আর শতানন্দে ॥
ধৃতরাষ্ট্র রাজাক দেখিয়া মহাযোগে।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল মুনি ভাগে ॥
তবেত গান্ধারী দেবী মাগিলেক বর।
নয়নে দেখিম্ ধর্ম্মপুত্র গদাধর ॥
আস্তে ব্যস্তে বলিল সকল মুনিগণ।
হেনকালে আইল বলভদ্র নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
মাথে চুম্ব দিয়া কোলে করে ততক্ষণ ॥
চল পুত্র নিজালয় ভুঞ্জ রাজ্যভোগ।
স্বর্গে গেল মহারাজা সাধিয়া সংযোগ ॥
এবে আমি প্রবেশিব তোমা বিদ্যমানে।
পতিব্রতা নারী যেন যায় স্বামী সনে ॥
স্বামী সঙ্গে তনু ত্যাগ করে যেহি নারী।
যম তার কভু নাহি হয় অধিকারী ॥
হেন বলি অগ্নিত প্রবেশে ততক্ষণ।
দেখিয়া কান্দয় রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥
কুন্তী দেবী হৃদয়ে ব্যথিত তপস্বিনী।
তেঁহ সে প্রবেশ কৈল সেহি ত আগুনি ॥
বীনা বাঁশী বায়ে নৃত্য করে বিদ্যাধরী।
মঙ্গল পড়য় মুনি স্মরে হরি হরি ॥

দুন্দুভি বাজয় স্বর্গে নাচে দেবগণ।
স্বর্গ হৈতে পুষ্পবৃষ্টি হৈল ততক্ষণ॥
নিজ স্থানে গেলা তবে ধর্ম্মের নন্দন।
স্বর্গমধ্যে দিব্য রথ হৈল অদর্শন॥
মুনিগণ গেল সবে যার যেহি স্থান।
কান্দয়ে পাণ্ডব রাজা ধর্ম্মের নন্দন॥
ক্ষেত্রির বিধানে রাজা ধর্ম্মনরপতি।
দশ পিণ্ড দান কৈল জহ্নু সংহতি॥
সম্পূর্ণ করিল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে।
হস্তীনা পুরীত গেলা সঙ্গে নারায়ণে॥
নানা দান নানা যজ্ঞ বিপ্র আরাধন।
শাস্ত্রবিধি দান কৈল দেবতা পূজন॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
ভারতের পুণ্য কথা শুনে পুণ্যবান।
আচার্য্য পর্ব্বের কথা এহি সমাধান॥

---

(১) মুষলপর্ব্ব

হস্তীনা পুরীতে রাজা হৈল ধর্ম্মরায়।
পুত্রের অধিক করি প্রজাকে পালয়॥
নানা যজ্ঞ নানা দান কৈল নরপতি।
নৃত্য গীতে নানা রঙ্গে আছে নিতি নিতি॥
বীণা বাঁশী বাজায় বহুত শঙ্খধ্বনি।
গম্ভীর মৃদঙ্গ বাজে শুনি মহা ধ্বনি॥
নটীগণে নৃত্য করে গায়কে গীত গায়।
সুযন্ত্রীমধুরধ্বনি কোকিল হারায়॥
শুনিয়া দ্রৌপদীর আকুল হৈল মন।
পঞ্চ পুত্র দৌপদীর হৈল স্মরণ॥
অচেতন হ'য়া দেবী পড়িল ভূমিত।
অঙ্গে জল দিয়া সবে করিল সম্বিত॥
ব্যস্ত হৈল বৃকোদর পঞ্চ সহোদরে।
হাহা পুত্র বলি দেবী বহু শোক করে॥
বৃকোদরে বলে শোক ত্যজ রাজসুতা।
বৃকোদরে দেখি কোপে বলে পতিব্রতা॥
সর্ব্বলোক রাজাগণ সভার ভিতর।
না দেখি যে অভিমন্যু এ পঞ্চ কুমার॥
ধিক যাউক বৃকোদর তোর রাজ্যভার।
পুত্র বন্ধুগণ বাপ মারিলে আমার॥
ধিক যাউক ধনঞ্জয় তোর ভুজবল।
চক্ররক্ষ জীয়ন্ত আদি মরিল সকল॥
অভিমন্যু ঘটোৎকচ ইরা রম্ভা নাম।
অনিরাক্ষ পুত্র মৈল অতি অনুপাম॥
নির্ব্বংশ হইলাঙ্ রাজ্য নিলা কার তরে।
কি কারণে জ্ঞাতিবধ কৈলা বৃকোদরে॥
ধন জন সঞ্চয় যত পুত্রের কারণ।
নির্ব্বংশ হৈলে হয় নরকে গমন॥
অন্যায় সমরে মারিল মোর সুত।
অশ্বত্থামা দ্বিজ মোর হৈল যমদূত॥
নিদ্রা যায় পুত্র মোর আপন শিবিরে।
পাপিষ্ঠ অশ্বত্থামা আসি মোর পুত্র মারে॥
ধিক যাউক বৃকোদর তোর ভুজবল।
তব বিদ্যমানে মৈল মোর বান্ধব সকল॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুত্র মারি রাজ্য অভিলাষ।
ধিক যাউক জীবন, তোমার আয়াস॥
স্বামী যার জীয়ে তার মনোরথ পূরে।
অশ্বত্থামা শিরোমণি আনি দেহ মোরে॥
নহে ত স্ত্রীবধ দিব তোমার উপর।
কহিনু আপন কথা শুন বৃকোদর॥
দ্রৌপদীর করুণ বচনে বৃকোদর।
নিঃশঙ্ক শরীর বীর হাতে ধনুশর॥
একে রথে চড়িয়া চলিল ভীমবীর।
মহা কোপে যায় যেন প্রমত্ত কুঞ্জর॥
না বলিয়া ধর্ম্ম রাজে রথেত চড়িয়া।
একেশ্বরে যায় ধনু টোন শর লয়া॥
এত সব দেখিয়া হরি দেবনারায়ণ।
বলিতে লাগিলা যথা ধর্ম্মের নন্দন॥

---

(১) কাশীদাসী মহাভারতে ইহার নাম ঐষিকপর্ব্ব। বর্ত্তমান পুস্তকে ইহার নাম মুষলপর্ব্ব দিয়াছে। মুষলপর্ব্ব ইহার নাম কেন দেওয়া হইয়াছে তাহা বুঝা গেল না।

বৃকোদর ভাই তোর অনর্থের ঘর।
অশ্বত্থামা সনে যায় করিতে সমর॥
অশ্বত্থামা অমর ব্রহ্মায় দিল বর।
নানা অস্ত্র জানে বীর দ্রোণের কুঙর॥
রণ পরিহরি গেলা ব্যাসের আশ্রমে।
ভীমসেন যায় তথা করিতে সংগ্রামে॥
দিব্য অস্ত্র দিল তাকে গুরু দ্রোণাচার্য্য।
অপাণ্ডব ধরণী করি লইবেক রাজ্য॥
শুনিয়া আকুল হৈলা পাণ্ডবনন্দন।
কি বুদ্ধি করিব হরি বল নারায়ণ॥
কৃষ্ণ বলে ঝাণ্টে চল বীর ধনঞ্জয়।
অশ্বত্থামার সমর তুমি সহিবে নিশ্চয়॥
কৃষ্ণের সহিতে পার্থ রথেত চড়িয়া।
নড়িলেন ধনঞ্জয় সিংহনাদ দিয়া॥
ধর্ম্ম রাজাক প্রণাম করিল ধনঞ্জয়।
আশীর্ব্বাদ দিল ধর্ম্ম পাইবা বিজয়॥
পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ বায়ে নারায়ণ।
দেবদত্ত নামে শঙ্খ বাহিল অর্জ্জুন॥
শঙ্খধ্বনি শুনিয়া কম্পিত দেবগণ।
ইন্দ্র আদি লোক পাল আইল মুনিগণ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধরী আইল, আইল ঋষিগণ।
নারদ গৌতম আইল পৌলস্ত সনাতন॥
ব্যাসের আশ্রমে আছে দ্রোণের নন্দন।
একে রথে যায় ভীম করিবারে রণ॥
রথশব্দ শুনিয়া অশ্বত্থামা কয়।
আমাক মারিতে আইসে কৃষ্ণ ধনঞ্জয়॥
তোমার চরণে প্রণাম করো ব্যাস মুনি।
আজি অপাণ্ডব আমি করিব ধরণী॥
হেন বেলা অস্ত্রধারী বীর ধনঞ্জয়।
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কোথা দ্রোণের তনয়॥

চুরি করি মারি নিপাতিলা বীরগণ।
বিড়ালের মত কৈলা দ্রোণের নন্দন॥
সম্মুখ সমরে রণ আসি দেহ মোরে।
এতবলি গদা অস্ফালয় বৃকোদরে॥
দেখিয়া কুপিত হৈলা দ্রোণের তনয়।
ধনুক ত্যজিয়া ছিল ব্যাসের আলয়॥
বৃকোদরের অহঙ্কার সহিতে না পারি।
গর্জ্জিয়া উঠিল বীর কুশপত্র ধারি॥
অপাণ্ডব পৃথিবী করিব আজি আমি।
দেখিব কেমতে এবে রাখ দেখি তুমি॥
অন্যায় সমরে মারিলা রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ ভগদত্ত আর রাজাগণ॥
সেই সব দোষ আমি সহিনু তোমারে।
এখন আসিলা তুমি মারিতে আমারে॥
রণ পরিহরি আইনু ব্যাসের আশ্রম।
তাপসী করিবে বধ পাপ কুলাধম॥
আজি অপাণ্ডব মুঞি করোঁ বসুমতী।
কি মতে রাখিবে তোক ত্রিজগতপতি॥
এত বলি কুশ এড়ে দ্রোনের নন্দন।
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরূপে আইশে ততক্ষণ॥
অস্ত্র দেখি নারায়ণ অর্জ্জুনক কহিল।
এড়হ অমোঘ অস্ত্র ইন্দ্রে তোক দিল॥
বৃকোদর পাছে করি বীর ধনঞ্জয়।
এড়িল অমোঘ অস্ত্র ভুবনবিজয়॥
আকর্ণ পূরিয়া অস্ত্র এড়ে ততক্ষণ।
জলরূপে অন্ধকার করিল গগন॥
দেখিয়া অস্ত্রের তেজ ভুবন কম্পয়।
দেব মুনিগণে অস্ত্রতেজ নাহি সয়॥
দুই অস্ত্র গগনে উঠিল মহানাদ।
দেবগণ হাহাকার গুণিল প্রমাদ॥

এড়িল অমোঘ অস্ত্র পার্থ মহাবল।
ত্রিভুবন প্রকম্পিত সাগরে উথলে জল ॥
অশ্বত্থামার অস্ত্র কোটিসূর্য্যের সমান।
প্রলয় সাগর যেন অর্জ্জুনের বাণ ॥
কেহ কাকে পরাজিতে না পারেত রণে।
দেখিয়া নারদ ব্যাস আইলা দুই জনে ॥
অস্ত্রমধ্যে দুই ঋষি করে নিবারণ।
দেবের দুর্জ্জয় অস্ত্র কর কি কারণ ॥
অশ্বত্থামা দেখিয়া বলয়ে ব্যাস মুনি।
সম্বরহ অশ্বত্থামা অস্ত্র যে আপনি ॥
আচার্য্যের পুত্র তুমি শাস্ত্রে বিশারদ।
তপস্যাতে পাপ কৈলে হইবে আপদ ॥
হেন অস্ত্র মনুষ্যে প্রয়োগ নাহি হয়।
দেবের দুর্লভ অস্ত্র অসুরের ক্ষয় ॥
ধনঞ্জয় বীর দেখ নরনারায়ণ।
হেন অস্ত্র তাকে তুমি কর কিকারণ ॥
কোপ ত্যজ অশ্বত্থামা নিবার ত্বরিতে।
তোমার শকতি নাহি পাণ্ডব নাশিতে ॥
ত্রিলোকের নাথ হরি সহায় তাহার।
তাক তুমি না পারিবা করিতে সংহার ॥
পাণ্ডব বিরোধে তোর না হইবে ভাল।
অস্ত্র সম্বরিয়া বীর রাখ মোর বোল ॥
নানা শাস্ত্র পড়িলা করিলা বহু দান।
বিষ্ণুহিংসা করিয়া সাধিবা কোন কাম ॥
বিফল কর্ম্ম যজ্ঞ তপ অকারণ।
সর্ব্বথা অতুষ্ট না করিবা নারায়ণ ॥
অশ্বত্থামা বোলে মুনি কি দোষ আমার।
রণ পরহরি আইনু তপ কবিবার ॥
মোক মারিবারে আইল পাণ্ডবনন্দন।
রথে চড়ি আইল আপনি নারায়ণ ॥

চিন্তিয়া চাহিনু মুঞি আপন পরিত্রাণ।
তে কারণে মুনি মুঞি এড়িল হো বাণ ॥
বিনে রিপু না মারিলে নহে নিবারণ।
হেন অস্ত্র সম্বরিতে না পারি এখন ॥
পাণ্ডবক অবশ্য মারিব এহি বাণে।
নিশ্চয় কহিনু মুঞি তোমার চরণে ॥
নারদ বোলয়ে অস্ত্র সম্বর ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মবধ করিতে তোমার নাহি ভায় ॥
দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্রাহ্মণনন্দন।
গুরুপুত্রে বধিতে চাহিস্ কি কারণ ॥
দেবের দুর্লভ অস্ত্র ব্যর্থ নাহি যায়।
হেন অস্ত্র তোমাকে করিতে না যুয়ায় ॥
কৃষ্ণ বলে মুনিরাজ শুন মোর বাণী।
অশ্বত্থামা অস্ত্রে নষ্ট করিব অবনী ॥
প্রতীকার নাহি আর কেমনে নিবারে।
অস্ত্র ব্যর্থ নহে মুনি কহিনু তোমারে ॥
অবশ্য মাথার মণি আনিব উহারে।
হেন শুনি নারদ বলিল গোবিন্দেরে ॥
অশ্বত্থামার অস্ত্রে সব পাণ্ডবনিধন।
পাণ্ডব সহায় তবে দেব জনার্দ্দন ॥
অর্জ্জুনের অস্ত্রে কাটে অশ্বত্থামা শিরোমণি ॥
কি করিতে যুয়ায় বলহে চক্রপাণি ॥
চিন্তিয়া বোলয় হরি শুন তপোধন।
অবশ্য মারিব পাণ্ডব এক জন ॥
অশ্বত্থামা অমর ব্রহ্মায় দিল বর।
তাহাকে মারিতে পারে কোন ধনুর্দ্ধর ॥
তুমি দুইজনার কর সমর সমাধান।
তবেত নিবারয় দুই দুহাঁর বাণ ॥
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু ধনুর্দ্ধর।
অর্জ্জুন সমান জান অর্জ্জুনকুমার ॥

উত্তরা নামেতে দেখ তাহার বনিতা।
গর্ভ ধরিলন্ত সেহি বিরাট দুহিতা॥
অর্জ্জুনের প্রতিমূর্ত্তি সেই গর্ভ হয়।
অশ্বত্থামাবলে সেই গর্ভ হউক ক্ষয়॥
অশ্বত্থামা দিলন্ত শিরোমণিক ছাড়িয়া।
অর্জ্জুনের বাণে তাক আনিল কাটিয়া॥
ব্যাস নারদ ঋষি বুলি হেন বাণী।
দুই দুহাঁকে বুঝাইয়া বলে মনে গুণি
আজ্ঞা দিল ধনঞ্জয়ে দুঃখ নাহি মনে।
শিরোমণি ছাড়িদিল দ্রোণের নন্দনে॥
অর্জ্জুনের বাণ গিয়া লাগিল কপালে।
অশ্বত্থামা শিরোমণি পড়িল ভূতলে॥
অশ্বত্থামা সম্বোধিয়া বোলেন্ত নারায়ণ।
শুন বীর অশ্বত্থামা মোকে দেহ দান॥
সুভদ্রা ভগিনী মোর প্রাণের দোশর।
উত্তরার গর্ভপাতে কান্দিব বিস্তর॥
প্রাণে মোর না সহিব সুভদ্রার শোক
উত্তরার গর্ভদান বিপ্র দেহ মোক॥
শুনি কৃষ্ণ বাক্য বলে দ্রোণের নন্দন।
এবে পাণ্ডবের পক্ষ ত্যজ নারায়ণ॥
মায়া করি মারিলা কুরুবীরগণ।
আপনে জানহ ভীষ্মে বধিলে যেমন॥
নবম দিবস ধরি করিলা ঘোর রণ।
দিনে দশ সহস্র মারয়ে বীরগণ॥
শিখণ্ডীকে আগ করি বধিলা তাহাকে।
বধিলা আমার বাপ বলি মিথ্যা বাক্যে॥
অশ্বত্থামা নামে গজ মারে বৃকোদরে।
তব বাক্যে মিথ্যা বলে ধর্ম্মনৃপবরে॥
কর্ণ হেন মহাবীর জগতে বাখানি।
ধরিয়া এড়িল সেহি ধর্ম্মনৃপমণি॥
পাণ্ডবশতেকে দেখে মৃগসমসরে।
মারিলেক পার্থ তাক অন্যায় সমরে॥
পৃথিবী গ্রাসেন চক্র তুলে বাহুবলে।
তব বোলে ধনঞ্জয় মারে সেহি কালে॥
ভগদত্ত ভূরিশ্রবা শৈল্য নরপতি।
মায়া করি জয়দ্রথ মারিলা ভূপতি॥
মায়া করি ভুলিয়া মারিলা দুর্য্যোধন।
মূঢ় ভীমে উরু ভাঙ্গে তোমার কারণ॥
মাথে লাথি মারে তারে ভীম দুরাচার।
এই দুঃখ শরীরে না সহে আমার॥
পাণ্ডবএকক্ অবশ্য লইবে অস্ত্র প্রাণ।
এ পাপে যে হউক তাহা শুন নারায়ণ॥
ঈষৎ হাসিয়া বলে কমললোচন।
মোর পরীক্ষা নেহ দ্রোণের নন্দন॥
তুমি মারিলেও গর্ভ জীয়াইব পরে।
এই পাপে নরকত জন্ম হৈব তোরে॥
গর্ভপাত রক্তপূঁয শ্রবে নারীগণ।
সেহি গন্ধ তোর অঙ্গে রহিব সর্ব্বক্ষণ॥
হেন বাক্য শুনি তবে ব্যাস তপোধন।
বোলে অশ্বত্থামা ধিক্ তোমার জীবন॥
ধিক্ অশ্বত্থামা তুমি ব্রহ্মকুলে জাত।
পড়ি শুনি জ্ঞান কিছু না হৈল তোমাত॥
ত্রিদিবের নাথ হরি চিন্তিলে না পাই।
হেন হরি তোমাত সাক্ষাতে দান চাই॥
না দিয়া বুলিলা মন্দ হৈল তোর জ্ঞান।
মায়া করি তোমাতে মাগিল গর্ভদান॥
বিষ্ণুমায়াবদ্ধ হয়া না চিন্তিলা মনে।
ব্যর্থ নহে গোবিন্দ যত বলিল বচনে॥
রোগাতুর হৈলা তুমি হরি দিল শাপ।
দেখিয়া তোমার দুঃখ আমি পাই তাপ॥

পাণ্ডব মারিতে পার তুমি মন্ত্র বলে।
উত্তরার গর্ভ খসে এহি তোর মনে ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের নাথ এহি হরি।
সৃজন পালন ক্ষয় নিমিষেতে করি ॥
অবশ্য জীবেক গর্ভ উত্তরা উদরে।
দ্রোণের কুমার, নাশ কৈলা আপনারে ॥
এত বলি হাতে ধরি দ্রোণের নন্দনে।
সমর্পিয়া দিলন্ত শ্রীহরি চরণে ॥
ব্রাহ্মণ পরিয়াল (১) তুমি করহ বিচারে।
তব বাক্য লঙ্ঘিবারে কেহ নাহি পারে।
রোগান্তর হইব বিপ্রশরীর বিকল।
সন্ধ্যা গায়ত্রী না জানিলে ব্রাহ্মণ বিফল ॥
ব্যাসের বচনে হরি ঈষৎ আসিয়া
বুলিল মধুর বাক্য ব্যাস সম্বোধিয়া ॥
যখনে করিব সন্ধ্যা দ্রোণের নন্দন।
তখনে শরীররোগ হৈব বিমোচন ॥
এত বলি রথে চড়ি নড়িলন্ত হরি।
ভীম ধনঞ্জয় গেল হস্তীনা নগরী ॥
অশ্বত্থামা শিরোমণি দ্রৌপদীক দিল।
দেখিয়াত ধর্ম্মরাজ আনন্দিত হৈল ॥
পুত্রশোকে সুভদ্রা নয়নে বহে নীরে।
গোবিন্দের আগে গিয়া বোলে ধীরে ধীরে ॥
ত্রিদশের (২) নাথ হরি করুণা সাগর।
অপুত্রী হইনু মুঞি সংসার ভিতর ॥
আদিগুরুপুত্র মোর আপনার ভাই।
উত্তরার গর্ভদান তোমার ঠাঁই চাই ॥
সুভদ্রাকে প্রবোধে আপনে নারায়ণ।
শুনহে সুভদ্রা তুমি না কর ক্রন্দন ॥

দুর্ব্বাসার শাপ আছে তোমার উপরে।
জন্মিয়া দেবের বাক্যে পৃথিবীর ভার হরে ॥
সুপুত্রের জননী তুমি বীরের মহিষী।
উত্তরা উদরে হইব চন্দ্রবংশ ঘোষি ॥
তার গর্ভেত হইবে উত্তম কুমার।
রাজরাজেশ্বর হইব ঘোষিব সংসার ॥
এত বলি ভগিনীকে প্রবোধিল যবে।
ব্যাসের আশ্রমে অশ্বত্থামা গেল তবে ॥
নানা পুণ্য কথা শুনে মুনির সদন।
নানা তপ করি দ্বিজ চিন্তে নারায়ণ ॥
যুধিষ্ঠির সম্বোধিয়া বোলন্ত নারায়ণ।
ধর্ম্মক সম্ভাষি কৈল দ্বারকা গমন ॥
সাত্যকি সহিতে গরুড়ধ্বজ রথে চড়ি।
রুক্মিণী সত্যভামা সঙ্গে গেলেন শ্রীহরি ॥
কপিলধ্বজ রথখানা দ্বারেত আছিল।
যাহাতে চড়িয়া পার্থ সংগ্রাম জিনিল ॥
আপনার রথে চড়ি গেলেন শ্রীহরি।
সাত্যকি সহিতে গেলা দ্বারিকা নগরী ॥
অন্তরীক্ষে হনুমান গেলা নিজ স্থানে।
পুড়ি ভস্মরাশি রথ দেখে সর্ব্বজনে ॥
সবিনয়ে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
চিন্তিতে থাকিল সবে ইহার কারণ ॥
ধৌম্যসঙ্গে চিন্তা যুক্ত তবে পঞ্চ জন।
ব্যাসের আশ্রমে পঞ্চ করিল গমন।
নানা কথা উপদেশ ব্যাস মুখে শুনি।
বঞ্চিলন্ত তথাতে সপ্ত সে রজনী ॥
কহিলন্ত ব্যাস ঋষি ধর্ম্মরাজস্থানে।
না লিখিল তাহা আমি বাহুল্য কারণে ॥
রথের কারণ পুছিলন্ত ব্যাস স্থানে।
ব্যাস কহিলন্ত সব কথার কারণে ॥

(১) বংশধর
(২) দেবতাগণের

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যত কৈল বাণ।
সেই তেজে আগে পুড়িয়াছে রথ খান॥
কৃষ্ণের কারণে রথ পোড়া নাহি যায়।
কৃষ্ণ ছাড়ি গেল রথ ভস্মরাশি হয়।
শুন মহারাজ তুমি ধর্ম্মের নন্দন।
মনে ভাবি দেখ কৃষ্ণ তোমার জীবন॥
বিস্ময় ভাবিয়া ব্যস্তে আইল পঞ্চ বীর।
রাত্রি দিন হরিপদ ভাবে যুধিষ্ঠির॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃত সমান।
মুষল পর্ব্বের কথা এহি সমাধান॥
শ্রীগুরুর চরণে মোর হউক ভকতি।
ইতি মুষল পর্ব্ব হইল সমাপ্তি॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখ কার কেহ নয়।
শ্রীরামতরণী কেবল সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

ইতি মুষল পর্ব্ব সমাপ্ত॥

স্বর্গারোহণ পর্ব্ব ।

স্বর্গারোহণ পুণ্যকথা শুন এক চিত্তে ।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব স্বর্গ গেল যেন মতে ॥
দ্রৌপদী সহিতে আছে পঞ্চ নরবর ।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিল বিস্তর ॥
পঞ্চ ভাই সহিতে নৃপতি যুধিষ্ঠির ।
কৌরবের বধ শুনি দ্রবয়ে শরীর ॥
দুর্য্যোধনশোক রাজা হৃদয়ে করিয়া ।
বলিলেক বৃকোদর ভাই সম্বোধিয়া ॥
তোমার কারণে মৈল সব বন্ধুগণ ।
তুমি রাজা হৈয়া রাজ্য করহ এখন ॥
বান্ধবের বধ মোর না সহে শরীরে ।
বনবাসে যাব আমি শুন বৃকোদরে ॥
চারি ভাই রাজ্যকর দ্রৌপদী সহিত ।
ভোগে মোর কার্য্য নাই শুনহ নিশ্চিত ॥
পাত্র মিত্র বান্ধব আনিয়া সর্ব্বজন ।
সবাক বিদায় দিল ধর্ম্মের নন্দন ॥
বৃকোদরক রাজ্য দিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ।
ব্যাসের আশ্রমে গেল বনের ভিতর ॥
তপোবনে গেল ধর্ম্ম ব্যাসের আশ্রমে ।
কহিল সকল কথা সন্তাপ প্রথমে ॥
ব্যাস ঋষি বলে শুন ধর্ম্মঅধিকারী ।
দেবযুক্তি কহি শুন এক মন করি ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া হরি দ্বারিকাতে বাস ।
বৈকুণ্ঠবাসী দেবগণ হৈল নৈরাশ ॥
ব্রহ্মার চরণে সবে কৈল নিবেদন ।
মর্ত্ত্যে গিয়া জন্মিল সকল দেবগণ ॥

শূণ্য হৈল বৈকুণ্ঠ দেবের আলয় ।
হেন শুনি প্রজাপতি চিন্তিল উপায় ॥
দ্বারিকা আসিল ব্রহ্মা দেবের বচনে ।
বৈকুণ্ঠ যাইতে নিবেদিল নারায়ণে ॥
বুঝি সাবধান থাক ধর্ম্ম-নৃপমণি ।
কলিকাল প্রবেশ কৈল হেন শুনি ॥
মর্ত্ত্য ছাড়ি স্বর্গে চল ভ্রাতৃগণ লইয়া ।
সুমেরু শিখরে নারায়ণ দেখ গিয়া ॥
স্বর্গপথ গমনে সকল পাপ হরে ।
কলিকালে রাজ্য না করিবা যুধিষ্ঠিরে ॥
তুমি মহারাজ ধর্ম্মশীল জিতেন্দ্রিয় বীর ।
কলি আগমনে নষ্ট হৈব শরীর ॥
কলির পাতকচেষ্টা শুন এক মনে ।
বেদপাঠ সন্ধ্যা গায়ত্রী ছাড়িবে ব্রাহ্মণে ।
তপোহোম না করিব ব্রাহ্মণআচার ।
লৌহ তাম্র বাণিজ্য লবণ পরদার ।
করিব হীনের সেবা যবনের দাস হৈব ।
যবনের দান বিপ্র হাত পাতি লৈব ॥
শূদ্রে বেদ পড়িব শুনিব ব্রাহ্মণে ।
কলিতে হইব রাজ্য লইব যবনে ॥
ক্ষেত্রি হৈয়া করিবেক বাণিজ্যের কার্য্য ।
কৃষিকর্ম্ম করিবেক না পালিবেক রাজ্য ॥
স্ব স্ব কর্ম্ম ছাড়ি অন্য বৃত্তে হইবে রত ।
ক্ষেত্রি হয়া সংগ্রাম ছাড়িব শত শত ॥
বৈশ্য করিবেক সব গরুর পালন ।
বাণিজ্য ছাড়িয়া সেহ সেবিব যবন ॥

শূদ্রে বেদ পড়িবেক সব ব্রাহ্মণে নিন্দিব।
যবনের সেবা করি জন্ম গোঙাইব ॥
সর্ব্ববর্ণে একাকার হৈব কলি কালে।
বাপ মাও না পুষিব পুত্র বৃদ্ধকালে ॥
বাপ মাও না মানিব অকুমারী (১) জনে।
ভাগিনী মাতুল সনে করিব রমণে ॥
তাহাকে নিন্দিব যে দেখাইব ধর্ম্মপথ।
ডাকা চুরি পরদার হইব রাজ্যত ॥
রাজা হয়া অর্থগ্রাহী প্রজা না পালিব।
বিপথে চলিব লোক ধর্ম্মক হিংসিব ॥
কুলবধূ হয়া লজ্জা না করিব নারী।
পরপুরুষ পরশিব স্বামী পরিহরি ॥
অল্পআয়ু হইবে লোক মেঘের অল্পজল।
এ কলি কালে লোকের হইব অল্পবল ॥
নিজবৃত্তি ছাড়ি লোক পরবৃত্তি রত।
দিবাতে সঙ্গম লোক করিবেক কত ॥
কহিনু 'কলি'র কথা শুনহে রাজন।
রাজ্য ছাড়ি কর তুমি স্বর্গআরোহণ ॥
হেন কালে চারি ভাই দ্রৌপদী সহিত।
ব্যাসের আশ্রমে চলি আইল ত্বরিত ॥
করুণ নয়ানে ধর্ম্মক বোলে যাজ্ঞসেনী।
আমাক ছাড়িয়া কেন আইলা নৃপমণি ॥
শাপিব তোমাক যেন ধর্ম্ম হয় ক্ষয়।
মোর শাপে নরকত পড়িবে মহাশয় ॥
তোমা বিনা মুঞি না চিন্তিনু আন জনে।
কোন দোষ কৈনু মুঞি তোমার চরণে ॥
শুনিয়া দৌপদীবাণী ব্যাস শাস্তাইল।
স্বর্গারোহণের কথা সবাকে কহিল ॥
ব্যাসের আশ্রমে সুখে আছে ছয়জনে।
দ্বারিকার কথা এবে শুন এক মনে ॥

অথ যদুকুল ধ্বংসের কথা।

দ্বারিকাত আসি ব্রহ্মা হরিক নিবেদিল।
বৈকুণ্ঠ যাইব গোঁসাই হেন আজ্ঞা দিল ॥
অসুর মারিতে আমি আইনু মর্ত্ত্যপুরী।
নানা মায়া করি আমি অসুর সংহারি ॥
ভোগশেষ হইল এবে তোমাক কহিল।
আমার বীর্য্যেত সব বীর উপজিল ॥
তা সবার ভয়ে পৃথ্বী নাহি রয়ে স্থির।
ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি মারিব সব বীর ॥
দিনকত রহি পাছে বৈকুণ্ঠ চলিব।
ব্রহ্মশাপ উপলক্ষ্যে সব সংহারিব ॥
এত শুনি হরিষে চলিল প্রজাপতি।
রাত্রিদিন নারায়ণ চিন্তে মহামতি ॥
তার কতদিন পরে সব মুনিগণ।
দ্বারিকাত আইল কৃষ্ণদর্শন কারণ ॥
আইলা গৌতম পরাশর তপোধন।
দুর্ব্বাসা কপিল ভৃগু কৌণ্ডিল্য চ্যবন ॥
কৃষ্ণ অভিলাষে রহে বাহির উদ্যানে।
অভ্যন্তরে থাকি হরি না দিল দরশনে ॥
ভরদ্বাজ ঔর্ব্ব নারদ মুনিরাজ।
বিশ্বামিত্র জামদগ্নি মুনির সমাজ ॥
আইলা সকল শুনি কৃষ্ণ দরশনে।
অভ্যন্তরে থাকি হরি নাদিল দরশনে ॥
হেন কালে আইলন্ত কৃষ্ণের তনয়।
উপহাস করে তথায় দেখিয়া তথায় ॥

(১) কুমারী, অবিবাহিতা ॥

লুইয়া* উদরত বান্ধি করিল গমন।
কহ মুনি উদরে কাহার অধিষ্ঠান ॥
এহি নারী দুঃখ পায় কহ মুনিবর।
রাঙ্গা চক্ষু করি তবে দেখে ঋষিবর ॥
সংক্ষেপে তাহাকে মুনি উত্তর যে দিল।
শুনরে পাপিষ্ঠ বলি তাহাকে কহিল ॥
এহি গর্ভে মুষলেক হৈব উৎপন্ন।
সবংশে তোমাক সেহি করিব নিধন ॥
ব্রহ্মশাপ যেন হুতাশসমসর।
দেখিয়া কাঁপয় সব কৃষ্ণের কুমার ॥
কর যোড় করি সবে মাগে পরিহার।
দয়া করি মুনি তবে বলে আর বার ॥
ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ নহে শুন শিশুগণ।
মুষল লইয়া প্রভাসত করিহ গমন ॥
ঘসিয়া পাষাণে ক্ষয় করহে মুষল।
ক্ষয় হৈলে অস্ত্র কি করিতে পারে বল ॥
কত ক্ষণে কৃষ্ণ আসি বন্দে মুনিগণ।
মিষ্ট অন্ন পান দিয়া করায় ভোজন ॥
তুষ্ট করি মুনিগণে পাঠায় শ্রীহরি।
ঘষিয়া মুষল প্রভাসতে ক্ষয় করি ॥
অল্প মাত্র শেষ ছিল জলে ফেলি দিল।
আহার বলিয়া মৎস্যতে খাইল ॥
মুষল ফেলাইতে জন্মিল খাগবন।
নৃত্য করি ক্রীড়া তথা করে যদুগণ ॥
জাল দিয়া সেহি মৎস্যগোটা বন্দী করি।
বিকাইতে লইয়া গেল দ্বারিকা নগরী ॥
কাটিতে উদরে তার লোহা খণ্ড পাইল।
এক ব্যাধপুত্র তাহা কিনিয়া লইল ॥

ফলা করি দিল তাকে কাণ্ডের উপরে
মৃগ মারিবারে গেল বনের ভিতরে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ তবে খণ্ডন না যায়।
যদুগণ মিলি সবে প্রভাসতে যায় ॥
সূর্য্য অস্তাচলে গেলে প্রভাসের জলে।
জলক্রীড়া মিলিয়া করয়ে যদুবলে ॥
অন্যে অন্যে হানা হানি সব যদুগণে।
ব্রহ্মশাপ ফলে তবে মরে সেহিক্ষণে ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগ।

বলভদ্র আদি করি মৈল সব বীর।
পুত্র শোকে নরহরি আকুল শরীর ॥
বিশেষে শুনিল বলভদ্রের মরণ।
চিন্তায় আকুল কৃষ্ণ স্থির নহে মন ॥
বনে বনে ফেরে হরি পর্য্যটন করি।
বৃক্ষমূলে বসিয়া চিন্তিলন্ত হরি ॥
পায়ের উপরে পা নাড়ে নারায়ণ।
অরণ্যে দেখিল ব্যাধ কৃষ্ণের চরণ ॥
হরিণ জানিয়াঁ ব্যাধ হানিলেন শর।
শর ঘায়ে ব্যাকুল হৈল দামোদর ॥
সত্বরে ধাইল ব্যাধ মৃগ অনুসারি।
মৃগ নহে দেখিলন্ত চতুর্ভুজ হরি ॥
কৃষ্ণক দেখিয়া ব্যাধ চমকিত মন।
কি করিনু বনে তবে ভাবে মনে মন ॥
কৃষ্ণ বলে ব্যাধ শোক পরিহর তুমি।
পূর্ব্বজন্ম কথা তোক কহি শুন আমি ॥
রাম অবতারে তুমি বালীর কুমার।
মারিয়া রাবণ কৈনু সীতার উদ্ধার ॥
তুষ্ট হয়া অঙ্গদ তোমাকে দিনু বর।
মারিবা বাপের বৈরী বালীর কুমার ॥

---

* কড়া, কড়াই (লোহার)

তুষ্ট হয়া তোক পুনি বুলিনু বচন।
মায়াতে না চিন তুমি আমি কোনজন ॥
কারো বধ্য নহি আমি রামরূপ ধরি।
রহিব দ্বারিকা পুরে কৃষ্ণরূপ ধরি ॥
ব্যাধ রূপে তুমি পুন বধিবা আপনে।
তেকারণে তব হাতে আমার মরণে ॥
ভয় ছাড় যাহ তুমি হস্তীনা নগর।
সব কথা কহ গিয়া ধর্ম্মের গোচর ॥
কৃষ্ণের আদেশে ব্যাধ চলিলা সত্বরে।
কহিল ধর্ম্মের ঠাঁই মৈল গদাধরে ॥
শুনিয়া আইল তথা পঞ্চ নরবর।
দেখে বৃক্ষতলে পড়িয়াছে দামোদর ॥
কৃষ্ণের চরণ ধরি কান্দে ধনঞ্জয়।
নকুল সহদেব কান্দে ভীম মহাশয় ॥
যুধিষ্ঠির বলে দেহ ছাড়ি কি কারণ
আমাক ছাড়ি বৈকুণ্ঠ কেন গেলা নারায়ণ ॥
কোন দোষ কৈনু মুঞি তোমার চরণে।
কপট করিয়া প্রভু ভাণ্ড* কি কারণে ॥
হেন শুনি সদয় হৈলন্ত চক্রপাণি।
হাত ধরি ধর্ম্মরাজক বলে প্রিয়বাণী ॥
আরো কত দিন থাকোঁ হেন ছিল মনে
আসি ব্রহ্মা বিষ্ণু সবে বলিলা আপনে ॥
স্বর্গপুরী শূন্য হৈল দেবের বিহনে।
হেন শুনি বৈকণ্ঠত করিল গমনে ॥
ছাড়িয়া সংসার কর স্বর্গ আরোহণে।
তুমি আমি দেখা হইব বেকুণ্ঠভুবনে ॥
বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠপুরী সুমেরু শিখরে।
তথাতে চলিয়া যাও পঞ্চ নরবরে ॥
ধনঞ্জয় সখা মোর প্রাণের দোসর।
সংসারত জান মোর নাহি ভিন্ন পর ॥
আইস সখা কোল দেই আর দেখা নাই।
জন্ম হৈলে মরণ অবশ্য নরে পাই ॥
ইহা জানি সখা শোক না করিবা মনে।
আমাকে দেখিবা তুমি স্বর্গ আরোহণে ॥
এত বলি অর্জ্জুনক কলাত করিয়া।
অর্জ্জুনের যত বল লৈলেক হরিয়া ॥
নিজবল হীন হৈল ধনঞ্জয় বীর।
কৃষ্ণের সন্তাপে তার মন নয় স্থির ॥
কৃষ্ণ বোলে শুন শুন ধর্ম্ম নরপতি।
শন্তাইবা বসুদেব দৈবকী সম্প্রতি ॥
শান্তাইবা নন্দ আর যশোদা রোহিণী।
উগ্রসেনে শান্তাইবা কহি প্রিয় বাণী ॥
বজ্রকে করহ তুমি মথুরার রাজা।
একে একে প্রবোধ করিবা সব প্রজা ॥
তবে ষোল সহস্রশতঅষ্ট রমণী।
হস্তীনা পুরীকে লয়া যাহ নৃপমণি ॥
অর্জ্জুনে করিব মোর অগ্নিশ্রাদ্ধকার্য্য।
কতদিন পরে পরীক্ষিতেক দিও রাজ্য ॥
এত বলি নারায়ণ নিজরূপ হৈল।
দেব লোক আনন্দিত দুন্দুভি বাজিল ॥

অথ কৃষ্ণের দেহত্যাগে পাণ্ডবের বিলাপ।

শরীর ছাড়িল কৃষ্ণ কান্দে পঞ্চ ভাই।
হা হা কৃষ্ণ আমা ছাড়ি বৈকুণ্ঠেতে যাই ॥
সেই ব্যাধ গেল তবে মথুরা নগরে।
কহিলন্ত সব উগ্র সেনের গোচরে ॥
দেবের দুর্লভ সব স্বর্গবিদ্যাধরী।
মুক্তকেশে বাহিরায় এক বস্ত্র পরি ॥
কেহ বস্ত্র চিরে কেহ শঙ্খ করে চূর।
চুল ছিঁড়ি বুকে হানে আকুতি প্রচুর ॥

সাত্যকি আদি করি যত যদুগণ।
বসুদেব আদি সবে করিল ক্রন্দন ॥
কৃষ্ণের বনিতা যত যত যদুকুলে।
কান্দিতে কান্দিতে গেলা প্রভাসের জলে ॥
কৃষ্ণপ্রেতকার্য্য কৈল ইন্দ্রের নন্দন।
কৃষ্ণের অষ্টনারী সঙ্গে করিল গমন ॥
রুক্মিণী সত্যভামা আদি অষ্ট যে রমণী।
বৈকুণ্ঠেক চলি গেলা সঙ্গে চক্রপাণি ॥
বলভদ্র শঙ্গে গেলা রেবতী গোসাণী।
রতি উষা স্বামী সঙ্গে চলিলা আপুনি ॥
যার যেহি স্বামী নারী যায় অনুসারি।
সহমৃতা হৈয়া সবে গেলা স্বর্গপুরী ॥
হেনমতে সবাক অগ্নি দিল ধনঞ্জয়।
করিল সকল কর্ম্ম ধর্ম্ম মহাশয় ॥
সম্পূর্ণ (১) করিল শ্রাদ্ধ ত্রয়োদশ দিনে।
বসুদেব দৈবকী কান্দয়ে উগ্রসেনে ॥
সবাকে প্রবোধ কৈল ধর্ম্ম মহাশয়।
মনে ভাবি দেখ বন্ধু কার কেহ নয় ॥
নন্দ ঘোষে প্রবোধিলা ধর্ম্মের নন্দন।
একে একে প্রবোধিলা সব বন্ধুগণ ॥
মথুরায় রাজা কৈল বজ্রধর বীরে।
হস্তীনা পুরীক যায় পঞ্চনরবীরে ॥
তবে ষোলশতঅষ্ট কৃষ্ণের আছয়ে রমণী।
হস্তীনাত লৈয়া যায় ধর্ম্মনৃপমণি ॥

অথ দৈত্যগণকর্ত্তৃক কৃষ্ণের রমণীহরণ।

কত দূরে যাইতে দৈত্য দেখে কন্যাগণে।
দশ বিশে মিলিয়া কন্যা রাখয়ে তখনে ॥
সঙ্গেতে অর্জ্জুন আইসে বিক্রমে অপার।
দৈত্য বলে কৃষ্ণ মোর কৈল অপকার ॥
এতবুলি যুক্তি কৈল সব দৈত্যগণে।
হরেত কৃষ্ণের নারী পার্থ বিদ্যমানে ॥
মহাকোপে ধনঞ্জয় ধনু ধরে হাতে।
দৈত্যক মারিতে চায় মনের সন্তাপে ॥
কথঞ্চিৎ গুণ দিল করিয়া যতন।
আকর্ণ পূরিতে নারে পূরিল সন্ধান ॥
ধনু ধরি ধনঞ্জয় সন্ধান পূরিয়া।
এড়িলেক বাণ গোটা দৈত্যক বলিয়া ॥
যে বাণে দহিতে পারে সকল ভুবন।
দৈত্যর গায়েত ঠেকি পড়িল তখন ॥
লজ্জা পায়া ধনঞ্জয় এড়িলেক শর।
দৈত্য লয় কৃষ্ণ-নারী অর্জ্জুন গোচর ॥
পরশে পাষাণ হৈল কৃষ্ণের রমণী।
লজ্জা পায়া পার্থ আইল যথা ব্যাসমুনি ॥
মহামুনি ব্যাসদেব দেখি পঞ্চজন।
আস্তে ব্যস্তে ঋষি তবে পুছিল বচন ॥
আজি কেনে তোমা সবে দেখিয়ে মলিন।
কিবা দান না দিলা তুমি নাহি কোন ধন ॥
আজি কিবা না করিলা ব্রাহ্মণের পূজা।
আজি পরাজয় তোক কৈল কোন রাজা ॥
গুরুজন সেবা আজি কিবা পাসরিলা।
অধমক কিবা আজি মহাদান দিলা ॥
কিবা আজি না করিলা প্রজার পালন।
কিবা আজি ভ্রমে না পূজিলা দেবগণ ॥
হীনজন হৈতে কিবা পরাভব পাইলা।
মিষ্ট দ্রব্য পায়া কিবা একেলায় খাইলা ॥
শুনিয়া ব্যাসের বাক্য কহে যুধিষ্ঠির।
ধন জন ইষ্ট মিত্র কিছু নহে স্থির ॥

(১) সম্পন্ন।

আমাকে অনাথ আজি কৈল নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ গেলেন হরি লৈয়া বন্ধুগণ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহে ঋষিরাজ।
বৈকুণ্ঠক গেল হরি দেবের সমাজ॥
তুমিহ চলহ স্বর্গে ভ্রাতৃগণ সনে।
কলিকাল প্রবর্ত্তিত পৃথিবী ভুবনে॥
ঋষির চরণে পুন পুছিল বচন।
দয়া করি কহ মুনি ইহার কারণ॥
সেই ধনু সেই শর সেই ধনঞ্জয়।
কি কারণে অর্জ্জুনের বল হৈল ক্ষয়॥
ব্যাস বলে শুন যুধিষ্ঠির মহাজন।
একহি শরীর জান নরনারায়ণ॥
বৈকুণ্ঠক গেলা হরি পার্থে কোল দিয়া।
লৈয়া গেল বল বুদ্ধি সকলে হরিয়া॥
কৃষ্ণের বলবুদ্ধি পাণ্ডব সর্ব্বক্ষণ।
নিজ বল বুদ্ধি লয়া গেল নারায়ণ॥
হেন জানি সংসার ত্যজহ ধর্ম্মরায়।
কৃষ্ণ বিনে তোমাকে থাকিতে না যুয়ায়॥
পুন বলে যুধিষ্ঠির শুন মহাঋষি।
কি কারণে দৈত্য নিল কৃষ্ণের মহিষী॥
ব্যাস বলে শুন ধর্ম্মরাজ এক মনে।
কহিব সকল কথা হইয়া অবধানে॥
পৃথিবীত আসিল হরি দেবেক আদেশিল।
স্বর্গের দেবতা গণ সবে জন্মাইল॥
যত বিদ্যাধরী জন্মিলা ভূমণ্ডলে।
জলক্রীড়া করে কন্যা নর্ম্মদার জলে॥
সেই পথে যায় দন্তবক্র তপোধন।
কেলি লোভে কেহ তাক না করিল মন॥
কোপ করি কন্যাগণক শাপে মুনিবর।
পাইবা স্বামী তোরা দেব গদাধর॥
কৃষ্ণ বিনা তোমা সবাক হরিব দৈত্যগণে।
দৈত্যে পরশিলে তোরা হইবা পাষাণে॥
কহিলোঁ সকল কথা পাণ্ডব নন্দন।
সংসার ছাড়িয়া কর স্বর্গ আরোহণ॥

অথ পাণ্ডবের স্বর্গারোহণার্থে যাত্রা।

ব্যাসের বচনে রাজা প্রবোধ পাইল।
পঞ্চ ভাই সহিতে আপন রাজ্যে গেল॥
পাত্র মিত্র অমাত্য করি আবাহন।
সবাকে কহিল কথা ধর্ম্মের নন্দন॥
ধন জন রাজ্য ভার কিছু নাহি চাহি।
রাজ্য ছাড়ি স্বর্গে যাব মোরা পঞ্চ ভাই॥
শুনি প্রজা লোক সবে কান্দে উচ্চ রায়।
কি কারণে ধর্ম্মরাজ আমা ছাড়ি যায়॥
তোমার প্রসাদে নানা ভোগ কৈল এথা।
আমা পরিত্যাগ করি যাও তুমি কোথা॥
অকালে মরণ নাহি দুর্ভিক্ষ সন্তাপ।
ডাকা চুরি কোন কালে না জানিয়ে বাপ॥
জল চাহি জল বরিষয়ে জলধর।
কোথা যাবে বাপ তুমি ধর্ম্মনৃপবর॥
এতেক বিলাপ করি কান্দে প্রজাগণ।
সবাকে প্রবোধ কৈল ধর্ম্মের নন্দন॥
দ্রৌপদী সহিতে যাত্রা কৈল পঞ্চজন।
সম্মুখে পড়িছে বেদ ধৌম্য ব্রাহ্মণ॥
গদা খড়গ হাতে ধরি যায় বৃকোদর।
অর্জ্জুন চলিল পাছে লৈয়া ধনুশর॥
নকুল সহদেব লৈল আপনার বাণ।
রাজার সহিতে চলে করিয়া সন্ধান॥
দ্রৌপদী চলিল সঙ্গে দেখিয়াত রায়।
চারি ভাইক দেখিয়া সকল বুঝায়॥

মহাপথ গমনে ছাড়িবা অহঙ্কার।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ ছাড় আপনার॥
অল্প কিছু পাপ যদি থাকয়ে শরীরে।
তবে যাইতে না পারিবা দেবতার পুরে॥
এহি মতে ছয়জন কতদূরে হাঁটি।
কাম্যবনে প্রবেশিল এড়ি নিজ মাটি॥
কাম্যবন এড়াইল কাম্যসরোবর।
মহাবনে প্রবেশিল পাণ্ডবঈশ্বর॥
বিন্দুসর এড়ি পঞ্চ গেল দ্বৈতবন।
ত্রিকূট পর্ব্বতে তবে কৈলা আরোহণ॥
শ্বেতদ্বীপ গেল গন্ধমাদনশিখর।
কুবেরের রাজ্যে গেল পঞ্চ নরবর॥
দেখিয়া কুবেরে পূজা করিল বিস্তর॥
মৈনাক পর্ব্বতে গেলা ধর্ম্ম অবতার॥
মৈনাকের জন্ম ভূমি অতি অনুপাম।
সেই বন রাখিয়াছে পূর্ব্বে ভৃগুরাম॥
সেই বনে মুনি বৈসে নামে শঙ্খধ্বনি।
ঋষি দেখি প্রণামিল ধর্ম্ম নৃপমণি॥
আশীর্ব্বাদ দিয়া বলে হউক কল্যাণ।
কোথাকারে যাহ তোরা দেখি ছয় জন॥
ধর্ম্মরাজ বলে আমি পাণ্ডুর নন্দন।
অবশ্যে শুনিয়া আছ কুরুবংশের কথন॥
সুমেরুশিখরে যাই দেখিতে শ্রীহরি।
আজ্ঞা কর মুনিরাজ যাই স্বর্গপুরী॥
মুনি বলে তোরা সব ভুবনবিজয়।
এহি পর্ব্বতত আছে রাক্ষস দুর্জ্জয়॥
অভসর্া নামেত এক রাক্ষস কুমার।
দেবের অবধ্য সেহি মহা ভয়ঙ্কর॥
রাক্ষসের ভয়ে মুনি তপ নাহি করে।
পশু পক্ষী মৃগ নাহি বনের ভিতরে॥
অরুণ বর্ণ মেঘ উঠে যেন রাঙ্গা ফল।
সূর্য্য গিলিবার চাহে রক্ষ মহাবল॥
ত্রিদশের নাথ দেব লাগ নাহি পায়।
কোপে মেঘ উঠে যেন নিশ্বাসের ঘায়॥
বিকট দশন তার সূর্প হেন নখ।
মহা মহা বীর গ্রাসে বিদারিয়া মুখ॥
হেন শুনি নিশ্বাস এড়িল ভীমসেন।
মুনিক প্রণাম করি যায় ছয়জন॥
প্রবেশিল ছয়জন কানন ভিতরে।
দেখিয়া ধাইল রক্ষ অতি ভয়ঙ্করে॥
ধর্ম্মরাজ বলে পাপী তুমি কোন জন।
আমি পঞ্চ ভাই করি স্বর্গে আরোহণ॥
যুধিষ্ঠির ভীম নকুল ধনঞ্জয়।
দ্রৌপদী সহিত সহদেব মহাশয়॥
সঙ্কল্প করিয়া যাই দেবের ভুবন।
আমাক পরিচয় দেহ তুমি কোনজন॥
ভীষণ রাক্ষস বলে শুভদিন হৈল।
মনুষ্যের মাংস আজি বিধি মিলাইল॥
বাপ ভাই মারিলেক এহি ভীমসেনে।
ভীমক পাইনু আজি বড় শুভ দিনে॥
রাক্ষসের বৈরী ভীম জানে ত্রিভুবনে।
আজি পাইনু ভীমক বান্ধিব এখানে॥
এত বলি নিজ মূর্ত্তি ধরিল রাক্ষসে।
সূর্য্য গিলিবার যেন রাহু বেগে আইসে॥
রাক্ষসের মূর্ত্তি দেখি দ্রৌপদী কম্পিত।
গাছ লয়া ভীমসেন চলিল ত্বরিত॥
গাছ ফেলি মারিলেক রাক্ষসের মাথে।
কোপে ভীম মহাশাল উফাড়িল হাতে॥
শাল গাছ হাতে করি গেল বৃকোদর।
সেই ঘায়ে রাক্ষস যে গেল যমঘর॥

উর্দ্ধবাহু করি পৈল রাক্ষসের শির।
ত্রিশ যোজন যুড়ি পড়ে রাক্ষসশরীর॥
সেই পর্ব্বতের গাছ ভাঙ্গিয়া ফেলিল।
রাক্ষস বধিয়া ভীম আনন্দিত হৈল॥
হরষেত পঞ্চ ভাই কৈল গমন।
অনুক্ষণে চিন্তে সবে দেব নারায়ণ॥
সেই পর্ব্বত ছাড়ি গেলন্ত কালগিরি।
কালকেতু রাজা ছিল যার অধিকারী॥
অর্জ্জুনে মারিল সব কালকেতুগণ।
দেবের অবধ্য সব কাশ্যপনন্দন॥

অথ পাণ্ডবের ভদ্রকালী পর্ব্বতে গমন।

কালগিরি লঙ্ঘি গেল গিরি ভদ্রেশ্বর।
সেই বনে প্রবেশিল পাণ্ডুর কুমার॥
ভদ্রকালী নামে তার কন্যা রূপবতী।
দুই লক্ষ কন্যা আছে তাহার সংহতি॥
পর্ব্বতত বসি দেখিলন্ত কন্যাগণ।
ভদ্রকালীক দাসী সব বলিল বচন॥
পঞ্চ পুরুষ এক কন্যা পরমসুন্দরী।
কোথা যায় ধরিয়া আনহ পুছ করি॥
ভদ্রকালীর বচন শুনিয়া দাসীগণ।
হাতে অস্ত্র ধরি গেল ধর্ম্মরাজস্থান॥
কহিল সকল কথা ভদ্রকালীগণে।
শুনিয়া চলিল রাজা ভদ্রকালীস্থানে॥
ভদ্রকালী পুছিলেন তোমারা কোনজন।
স্ত্রী সঙ্গে কোথাতে তোমার আগমন॥
আমাক পরিচয় দেহ তুমি কোনজন।
ভীম দেখি ভদ্রকালীক হানিল মদন॥
ভদ্রকালী বলে রহ এহি গিরিবরে।
তিনলক্ষ দানব সুতা ইহার উপরে॥

যুধিষ্ঠির বলে আমি সঙ্কল্প করিয়া।
বিষ্ণু দেখিবার যাই পর্ব্বত বাহিয়া॥
তীর্থযাত্রা যাই আমি রহিতে না যুয়ায়।
বিনয় করিয়া বলে দেহ ত বিদায়॥
হেন শুনি ভীমসেন সঙ্কুচিত মনে।
ভদ্রকালী স্থানে করিল ঘোর রণে॥
তথা হৈতে পঞ্চ ভাই উত্তরে চলিল। ২
ভদ্রেশ্বর লিঙ্গ তথা দরশন হৈল॥
যাহার দর্শনে হয় পাপ বিমোচন।
অতি সুশোভন লিঙ্গ মানসমোহন॥
শ্বেত গঙ্গা বহে ভদ্রেশ্বরের উপর।
তাহাতে স্নান করিল পঞ্চ নরবর॥
তাহার উত্তরে তবে যায় ছয়জন।
মণিভদ্র নামে গিরি হৈল দরশন॥
দশ যোজন সে পর্ব্বতের চূড়ার বিস্তার।
মন্দাকিনী বহে তথা সুরেশ্বরী ধার॥
কত দিনে গেল হিমালয়ের নিকটে।
তপ করে মুনি সব সে গিরি সঙ্কটে॥
ত্রিপিলীর ঘাট গঙ্গা মনোহর স্থান।
বহু মুনি তপ করে বৈকুণ্ঠ সমান॥
সেই স্থানে পাণ্ডুরাজা হৈল নিবর্ত্তন।
গঙ্গাস্নান কৈল তথা ভাই পঞ্চজন॥
সেখানে করিয়াছিল হিড়িম্বা বিবাদ।
মুনিগণে প্রণামিয়া লৈল আশীর্ব্বাদ॥
রত্নময় লিঙ্গ আছে পরম সুন্দর।
নন্দী আসি পূজে তাক পর্ব্বত উপর॥
প্রদক্ষিণ করি লিঙ্গ উত্তরেতে যায়।
শতেক যোজন যায়া হিমালয়ে পায়॥
হিমালয় ছয় জনে কৈল আরোহণ।
মর্ত্ত্যের যতেক পাপ দিল দরশন॥

পাণ্ডবের পাপ বলে হৈয়া মূর্ত্তিমান।
এত দিন ছিনু পিতা তববিদ্যমান॥
আপনি স্বজিয়া এবে পরিত্যাগ কৈলা।
আমার মরণ হেতু এতদুর আইলা॥
পৃথিবীত জন্মিয়াছে বড় বড় রাজ।
কোন জনে নাহি কৈল এত বড় কাজ॥
সপ্ত খণ্ড পৃথিবীর হৈয়া অধিপতি।
সশরীরে স্বর্গে যাইতে নহে ত যুগতি॥
পাণ্ডব নন্দন তুমি ধর্ম্মঅবতার।
আমা সবা বিনাশিতে মায়া কর আর॥
ধর্ম্মরাজ বলে তোরা যাহ কি কারণ।
আইস সঙ্গে যাই তথা আছে নারায়ণ॥
পাপ সব বোলে আমার মর্ত্ত্যেত উৎপন্ন।
অধিকার নাহি মোর দেবের ভুবন॥
এত বলি পাপ সব হৈল ত বিদায়।
উত্তর মুখ হয় তবে ধর্ম্মরাজ যায়॥
দ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন।
মেঘনাদ পর্ব্বত দিয়া কৈলা আরোহণ॥
যে পর্ব্বতে জল বরিষয় সর্ব্বকাল।
দানব তিন কোটি তথা আছেত বিশাল॥
দ্রৌপদীক লয়া যায় দানব মহাবলে।
দানবে পাণ্ডবে যুদ্ধ হৈল তুমুলে॥
লক্ষে লক্ষে দানব মারেন দুইজনে।
দ্রৌপদী আনিয়া দিল ধর্ম্মরাজ স্থানে॥
পলায় দানবগণ রণ পরিহরি।
পর্ব্বত ছাড়িয়া তবে গেল অন্যপুরী॥
হরিষে পর্ব্বত বাহে পাণ্ডবের পতি।
বায়ু লোকে গেল তবে ধর্ম্ম মহামতি॥
প্রচণ্ড মারুৎ বহে অতি ঘোরতর।
পড়িল দ্রৌপদী সেহি পর্ব্বত উপর॥

দ্রৌপদীর পতন দেখিয়া পঞ্চ জন।
পর্ব্বতেত পড়িয়া তবে করয়ে ক্রন্দন॥
ভীমসেন কান্দয়ে নকুল ধনঞ্জয়।
যুধিষ্ঠির কান্দয়ে ধর্ম্মের তনয়॥
স্বয়ম্বরে তোমাক পাইলোঁ রাজাগণে জিনি।
তোমার কারণে মৈল কত নৃপমণি॥
অপাপ শরীর তুমি জানে দেবগণে।
কোন পাপে আজি গেলা যমের সদনে॥
সঙ্কল্প করিনু সবে বৈকুণ্ঠে যাইব।
সশরীরে যাই তথা প্রভুক দেখিব॥
কোন পাপে নারায়ণ ভাণ্ডিল তোমারে।
কি কারণে শরীর না গেল দেবপুরে॥
দ্রৌপদী পড়িল ধর্ম্ম বিষাদিত মন।
নকুল সহদেব কান্দে ইন্দ্রের নন্দন॥
পর্ব্বতে লোটায়া কান্দে বীর বৃকোদর।
সবাকে শান্তনা কৈল ধর্ম্মনৃপবর॥
যথা জন্ম তথা মৃত্যু বিধাতা স্বজিল।
আমি জানি দ্রৌপদী ত যে পাপ করিল॥
যদি লেশ মাত্র পাপ থাকয়ে শরীরে।
যাইতে সে কভুনাহি পারে স্বর্গপুরে॥
পঞ্চজন দ্রৌপদীর স্বামী সমসর।
সমভাব স্বামীক করিব নিরন্তর॥
সবাতে অধিক ধনঞ্জয়ক স্নেহ করি।
এহি পাপে সশরীরে না গেল স্বর্গপুরী॥
হেন জানি ভ্রাতৃগণ পরিহর শোক।
কাম ক্রোধ আদি ছাড়ি যাহ দেবলোক॥
হেন জানি পঞ্চজন মন স্থির করি।
দ্রৌপদীর প্রেতকার্য্য কৈল সেহিপুরী॥
তিন মাস সেহি স্থানে থাকি পঞ্চজন।
কাল বুঝি পুনরায় করিল গমন॥

উত্তর মুখেত যায়া পাণ্ডব পঞ্চজন।
নীল পর্ব্বতত যায়া কৈল আরোহণ ॥
নীলভদ্র পর্ব্বতেত আছে সূর্য্যলোক।
রোগ শোক নাহি তথা নাহি অন্য লোক ॥
প্রচণ্ড আতপ তথা সূর্য্যের কিরণ।
সেই পর্ব্বত বহি যায় ভাই পঞ্চজন ॥
সহদেব কুমারের পাপ ব্যক্ত হৈল।
সেই স্থানে সহদেব কুমার পড়িল ॥
সহদেব পড়িল দেখি তথা ভীমসেন।
তিন ভাই কান্দিয়া পুছেন ধর্ম্মস্থান ॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিশারদ সহদেব ধীরে।
কোন পাপ নাহি জানে তাহার শরীরে ॥
কি কারণে সহদেব কৃষ্ণ নাহি দেখে।
নানা দান নানা ধর্ম্ম কৈল মর্ত্ত্য লোকে ॥
প্রবোধিয়া তিন জনে বলে ধর্ম্মপতি।
সহদেবপাপ কথা শুনহ সম্প্রতি ॥
ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান সহদেবে জানে।
জানি তাক না কৈল, পাপ সে কারণে ॥
জতুগৃহ দাহ কৈল রাজা দুর্য্যোধন।
জানি তাক সহদেব না কৈল কথন ॥
আর্ত্তবধ মাতৃবধ হৈল শরীরে।
সেই পাপে সহদেব না গেল স্বর্গপুরে ॥
তাহা শুনি প্রবোধ পাইল তিন জন।
সহদেবপ্রেতকার্য্য কৈল সমাপন ॥
দশ পিণ্ড দান কৈল ক্ষেত্রির বিধান।
এক মাস সেহি স্থানে আছিল চারিজন ॥
নীলভদ্র এড়ি গেল রত্নগিরিবর।
পার্ব্বতীর জন্ম হয় যাহার উপর ॥
পরম সুন্দর গিরি নানা রত্নময়।
স্বর্গপুরে বুলি যাহাকে ঘোষয় ॥

আগে যায় যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
মনিরত্নচূড়া গিয়া কৈল আরোহণ ॥
নকুলের পাপ তথা আসি ব্যক্ত হৈল।
আকাশের তারা যেন খসিয়া পড়িল ॥
ভীমসেন বলে শুন ধর্ম্মনৃপবর।
মরিল নকুল নাহি গেল স্বর্গপুর ॥
সাগর বান্ধিল শরে সাগর তরিল।
লঙ্কার রাক্ষস মারি রত্ন ধন নিল ॥
একেশ্বরে জিতে বীর নব লক্ষ কোটি।
মারিলন্ত রক্ষসেনা শরজালে কাটি ॥
হেন বীর নকুল না কৈল কোন পাপ।
নকুল বিয়োগে রাজা.পাইল মনস্তাপ ॥
কান্দে বীর ধনঞ্জয় নকুলক স্মরি।
দুহাঁকে শান্তায় তবে ধর্ম্মঅধিকারী ॥
নকুলের পাপ কহে ধর্ম্মের নন্দন।
কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ আমি করিনু যখন ॥
মহাযুদ্ধ কৈনু আমি কর্ণের সহিতে।
মহাবীর নকুল আছিলন্ত তথাতে ॥
অপমান করে কর্ণ নকুলর বিদ্যমানে।
রণ চাহে নকুল যে নাহি করে রণে ॥
নকুলের এহি পাপ হৈল প্রচুর।
এহি পাপে নকুল না গেল স্বর্গপুর ॥
শোক পরিহরি কর নকুলের কাজ।
এহিবুলি দুহাকে শান্তায় ধর্ম্মরাজ ॥
নকুলের কার্য্য কৈল বীর বৃকোদর।
পঞ্চমাস অন্তে চলে তিন বীরবর ॥
ধবলাক্ষ চূড়ায় করিল আগমন।
সেহি পর্ব্বত বাহিয়ায় শতেক যোজন ॥
তপস্যা করিল তথা দেবী ভগবতী।
শাক খায়া তপস্যা করিলন্ত পার্ব্বতী ॥

ধবলেশ্বর লিঙ্গ তথা অতি অনুপাম ॥
স্নান করি লিঙ্গকে পূজিল তিনজন।
অর্জ্জুনের পাপ তথা দিল দরশন ॥
ধবলাক্ষ পর্ব্বতে পড়িল ধনঞ্জয়।
হা হা ধনঞ্জয় করি ক্রন্দন করয় ॥
দহিল খাণ্ডব বন কৈলা ঘোররণ।
আপনে আইল ইন্দ্র করিল গমন ॥
স্বর্গপুরে লয়া আসনত বসাইল।
কীরাতের সনে পুন ঘোর রণ কৈল ॥
নরনারায়ণ পার্থ নিষ্পাপ শরীর।
ত্রিভুবনে বিখ্যাত অর্জ্জুন মহাবীর ॥
হাহা ভাই ধনঞ্জয় ছাড়িলা শরীর।
কোন পাপে অর্জ্জুন না গেলা স্বর্গপুর ॥
যুধিষ্ঠির বলে শুন মন করি স্থির।
যে পাপেত স্বর্গে নাহি গেলা পার্থবীর ॥
নররূপে পার্থ কৃষ্ণরূপী নারায়ণ।
হেন জনাক ইন্দ্র আসি দিল দরশন ॥
নরনারায়ণরূপ হৃদয় করিয়া।
মাতলি পাঠায়া আনিলন্ত আদরিয়া ॥
অসুরে লইয়া ছিল যে দেবের ভুবন।
অসুর মারিল গিয়া করি মহারণ ॥
যখন ছাড়িল হরি অর্জ্জুনশরীর।
নররূপ হৈয়া সে গেল স্বর্গপুর ॥
কৃষ্ণক নাপুছি সেই সুভদ্রাক হরে।
এহি পাপে শরীর ছাড়িল মহাবীরে ॥
ভাই বৃকোদর তুমি শোক পরিহর।
পার্থের গমনে আর শোক নাহিকর ॥
তাহার ক্রিয়াকর্ম্ম কৈল সেহি স্থানে।
পর্ব্বত বাহিয়া পুনি যায় দুইজনে ॥

নক্ষত্র লোক গেল দুই পর্ব্বতের চূড়া।
সহস্রেক যোজন সেহি পর্ব্বতের গোড়া ॥
তাহা বাহি গেল দুহে যথা চন্দ্রলোক।
না পারে ত্যেজিতে ভীম অর্জ্জুনের শোক ॥
পর্ব্বত বহিয়া যায় শতেক যোজন।
চন্দ্রহিম বরিষয় বহয়ে পবন ॥
হিমচূড়া বাহি যায় ধর্ম্ম মহাশয়ে।
সে চূড়া বাহিয়া দেখে চন্দ্রের উদয়ে ॥
(১) গজ মহিষ তথা বরিষে সর্ব্বক্ষণ।
পীড়িলেক শীতে কম্পে পবননন্দন ॥
শীত বড় হৈল তথা কাঁপে ভীমবীর।
শীতে পড়ে বৃকোদর কান্দে যুধিষ্ঠির ॥
বৃকোদর পড়ে পর্ব্বত হেন খৈসে।
পর্ব্বতে গন্ধর্ব্বগণ পাইল তরাসে ॥
পশু-পক্ষীগণ যত গুণিল প্রমাদ।
ভীম দেখি যুধিষ্ঠির পাইল বিষাদ ॥
মনে গুণি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম নরবর।
কেমনে যাইব স্বর্গ আমি একেশ্বর ॥
যুধিষ্ঠীর চিন্তয় জানিল নারায়ণ।
ইন্দ্রক বুলিল ধর্ম্মে আন এহিক্ষণ ॥
যুধিষ্ঠির মহারাজা ধর্ম্মঅবতার।
আমার উদ্দেশ্যে আইসে ছাড়িয়া সংসার ॥
শীঘ্র করি আন গিয়া চল দুইজন।
নিষ্পাপ শরীর সে যে ধর্ম্মের নন্দন ॥
নারায়ণবাক্য শুনি দেব সুরপতি।
যুধিষ্ঠির অগ্রে যায় ধর্ম্মের সংহতি ॥
কুকুরের রূপ ধর্ম্ম ধরিল তখন।
ব্রাহ্মণের রূপ হৈল সহস্রলোচন ॥

(১) বরফ সমূহ গজের ও মহিষের আকারে পড়িতেছে।

লাঙ্গূর ধরিয়া হাতে খেদাইয়া যায়।
ত্রাহি ধর্ম্ম বলিয়া ডাকয়ে উভরায়॥
মোর প্রাণ রক্ষা কর ধর্ম্মের নন্দন।
হের পাপ দ্বিজে মোর লইলেক জীবন॥
দ্বিজ বলে ধর্ম্মরাজ শ্বান নাহি ছাড়ে।
পাপ কুকুর ছাড়ি মোক না যায় সত্বরে॥
কুকুর বলে ধর্ম্মরাজ কি দোষ আমার।
পথে শুতি আছি না করি অপকার॥
কি কারণে মাথে মোর করে পদাঘাত।
তে কারণে মুই তাক করো দণ্ডাঘাত॥
বিপ্র বলে দূর হও বলি বারেবার।
পথ ছাড়ি নাহি দেয় কি দোষ আমার॥
কুকুরে বোলয়ে ধর্ম্ম কর হে বিচার।
কিবা দোষ মোর হয় কি দোষ উহার॥
হেন শুনি ধর্ম্মরাজ বলিল উত্তর।
এক বোল বলি আমি শুন দ্বিজবর॥
কুকুরের অপরাধ নাহি দেখি আমি।
মোর মনে লয় ইহা অপরাধী তুমি॥
পথে শুতি থাকে যবে তারে তুলি দেই।
না নড়ে কুকুর যবে এক পাশে যাই॥
তবে যদি কুকুর করয়ে দণ্ডাঘাত।
মারিলে নাহিক দোষ কহিনু তোমাত॥
হেন শুনি ঈষৎ হাসিয়া পুরন্দরে।
দ্বিজরূপ ছাড়ি তবে নিজরূপ ধরে॥
রথসমে মাতলি নামিল সেহি খানে।
রথে চড় বলে তবে সহস্রলোচনে॥
উচ্চস্বরে কুকুর বোলয় যুধিষ্ঠিরে।
মোকে সঙ্গে লয়া যাও ধর্ম্মনৃপবরে॥
ইন্দ্র বলে ধর্ম্মরাজ পাপিষ্ঠ কুকুর।
কিমতে চড়িব সেহি রথের উপর॥

করযোড় করি ধর্ম্ম বলে মহাশয়।
কোন ধর্ম্মে কুকুরের পাপ হয় ক্ষয়॥
ইন্দ্র বলে অশ্বমেধ কৈলা যে সংসারে।
সেহি অশ্বমেধফল দেহ কুকুরেরে॥
ধর্ম্মরাজ বলে আমি তোমা বিদ্যমানে।
যজ্ঞফল কুকুরের দিনু আজি দানে॥
কুকুরে শুনিল যদি ধর্ম্মরাজবাণী।
পুণ্যফলে দেখিব আজি ইন্দ্ররাজধানী॥
ইন্দ্রের বচন শুনি রাজা যুধিষ্ঠির।
কিমতে যাইব স্বর্গে চিন্তে ধর্ম্মবীর॥
ইন্দ্রের সহিতে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন।
আচম্বিতে গরুড় আসি দিল দরশন॥
গরুড় বলে মোর পৃষ্ঠ কর আরোহণ।
শ্বেতগঙ্গা যাইতে বলিল নারায়ণ॥
বিষ্ণুর বাহন বীর বিনতাকুমার।
ধর্ম্মরাজক লয়া গেল যথা যমপুর॥
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দেখায় চারি দ্বার।
মণিরত্নময় তথা দেখিতে সুন্দর॥
হাটে বাটে প্রাচীর নগর সারি সারি।
অতি সুশোভন স্থান সুন্দর নগরী॥
নানা পুষ্প শোভে উদ্যান তরুবর।
দীঘী পুষ্করিণী সবে পরম সুন্দর॥
আতাস(১) সকলি দেখি বিশ্বামিত্রস্থলী।
নানারঙ্গে নারীগণ করে নানা কেলি॥
ধন্য ধন্য করি বলে ধর্ম্মনরবর।
গরুড়ক পোছে ইহা কাহার নগর॥
গরুড় বলয় রাজা এহি যমালয়।
পাপ পুণ্য সব ভুঞ্জে যেহি যে করয়॥

(১) আতাস—আশ্চর্য্য।

তবেত দক্ষিণদ্বার দেখে নরপতি।
খরস্রোতে বহে তথা বৈতরণী নদী॥
অগ্নিসমসর জল নিকলে তাহার (বাহিরায তার)।
সেহি তপ্ত জলে ফেলে নারীবধ যার॥
তবে কত দূরে দেখে শিমূলের তরু।
মহাতীক্ষ্ণ কণ্টক সূই(১) হইতে সরু॥
যে নরে করেত পরদার রঙ্গমনে।
সেই আসি কোল দেয় যমের শাসনে॥
আর কত দূরে দেখে নরকের কুণ্ড।
চৌরাশী সহস্র নরক দেখি হেটমুণ্ড॥
বিক্রয় করিয়া যেবা কন্যার কড়ি খায়।
মাংসের উপরে বসি সেহি মাংস খায়॥
গোপ্ততে হিংসায় যেবা সীমা হরি লয়।
ডাঁশ কুকুর ভীমরুলে তার মাংস খায়॥
গুরুপত্নী হরে যেবা গুরুক না মানে।
বজ্রকীট পোকায় তাক দংশে অনুক্ষণে॥
লক্ষে লক্ষে পাপী তথা করে কোলাহল।
দেখিয়াত ধর্ম্মরাজ হইল বিকল॥
যত পুণ্য কৈনু আমি জন্মিয়া সংসারে।
উৎসর্গিয়া দিনু তবে সকল উহারে॥
হেন শুনি যমদূত দড়ী লয়া যায়।
যুধিষ্ঠিরমহারাজা বান্ধিবারে চায়॥
আপনার পুণ্য দিয়া পাপী উদ্ধারিল।
পাপীর পাপে যুধিষ্ঠিরের পুণ্যক্ষয় হৈল॥
দূত বলে শুন তবে কৃষ্ণের বাহন।
হেন মহাপাপী লহ কিসের কারণ॥
গোবধ স্ত্রীবধ যেহি সুরা কৈল পান।
হেন জনকে যুধিষ্ঠির পুণ্য কৈল দান॥
সেই পাপে রাজার পুণ্য হৈল ক্ষয়।
হেন জনক কি কারণে বহ মহাশয়॥
ঈষৎ হাসিয়া পক্ষী যায় মহাবীর।
পাখার ঘায় যমদূত গেল বহুদূর॥
আছাড় পড়িয়া দূতের ভাঙ্গিলন্ত দন্ত।
মারামারি করে কেহ কেহ কান্দিলন্ত॥
নিবেদিল গিয়া দূত যমের গোচর।
যত পাপী উদ্ধারিল ধর্ম্মনরবর॥
আপনার পুণ্য দিয়া পাপী নিস্তারিল।
খগপৃষ্ঠে আসি সব পাপী উদ্ধারিল॥
ধর্ম্মরাজাক জড়িল পাপে গেলাও আনিবাক।
আমাক মারিয়া গরুড় লইল রাজাক॥
যম বলে চিত্রগুপ্ত করহ বিচার।
কোন পুণ্যে বহে তাক বিনতাকুমার।
চিত্রগুপ্ত বলে প্রভু শুনহ উত্তর।
আপনার পুণ্য পাপীক দিল নরেশ্বর॥
বিস্তর হইল পুণ্য সেহি সে কারণ।
সেহি পুণ্যে বহে তাক বিনতানন্দন॥
নিষ্পাপ শরীর তার হৈল তে কারণ।
শুনি যম রাজা বলে শুন মন্ত্রীবরে।
কি হেতু আনিল রাজা গরুড় মোর পুরে॥
যুধিষ্ঠির লৈয়া কেনে আইল খগপতি।
চিত্র গুপ্ত বলে তুমি শুন মহামতি॥
কুরুক্ষেত্রে রণ হৈল কৌরবের সনে।
মিথ্যাবাক্য যুধিষ্ঠির বলিল তখনে॥
অশ্বত্থামা জীয়তে আছয়ে বিদ্যমান।
অশ্বত্থামা হত বলিল দ্রোণস্থান॥
বধপাতক হৈল ধর্ম্মের শরীরে।
সেই পাপে যুধিষ্ঠির আইল যমপুরে॥

(১) সূই—ছুঁচ।

চিত্রগুপ্তবচনে প্রবোধে যমরায়।
যুধিষ্ঠির রাজাক গরুড়ে লয়া যায়॥
শ্বেত দ্বীপে গেল তবে বিনতানন্দন।
শ্বেতগঙ্গাজলে স্নান করিল দুইজন॥
নরমূর্ত্তি এড়ি রাজা দেবমূর্ত্তি হৈল।
সে তো রূপ চতুর্ভুজ দিব্য মূর্ত্তি পাইল॥
গরুড়ের পৃষ্ঠে চড়ি আইল দেবপুরে।
দেখিলন্ত যত রাজা মৈল, নৃপবরে॥
শ্বেতগঙ্গাস্নানে পাসরিল সব শোক।
যত রাজা সব চলি গেল বিষ্ণুলোক॥
দেখিল ইন্দ্রের পুরী অতি অনুপাম।
ত্রিভুবনে নাহি পুরী তাহার সমান॥
সব রাজা বিষ্ণুরূপ চতুর্ভুজধর।
সবে বিষ্ণুরূপ দেখে ধর্ম্মনৃপবর॥
নারদ সনক কপিল সনাতন।
লোমশ গৌতম আর যত মুনিগণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি তথা নাহিক বিচার।
হিংসা অনাচার মান কিছু নাহি আর॥
দেখিয়া এসব তবে প্রভু হৃষীকেশ।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে মহাবেশ॥
কিরীট কুণ্ডল তবে বনমালা দোলে।
পারিষদ গণে স্তুতি করে কুতূহলে॥
ধর্ম্মরাজ দেখে তবে জগতঈশ্বর।
কোলে করি আলিঙ্গন দিল গদাধর॥
হেন মতে ধর্ম্মে মুক্তি দিল নারায়ণে।
সাধু সাধু করি প্রশংসে মুনিগণে॥
বিজয় পাণ্ডব কথা অমৃত সমান।
কবীন্দ্র কহিল কথা পরাগলস্থান॥

ইতি স্বর্গারোহণ পর্ব্ব এহি হৈতে সমাপ্ত।

শকাব্দা ১৭৮। (১) হস্তাক্ষর শ্রীপ্রেমনারায়ণ শর্ম্মণঃ সাকিণ নলসুন্দর গ্রাম নিজবাড়ী। কৃষ্ণ পক্ষ তিথি প্রতিপদ, রোজ বৃহস্পতি বার ১১৯৩ সাল॥ আমলে—শ্রীযুত মেঘডুম্বর সাহেব। দেওয়ানরাজা অম্‌ৃত-লাল॥ ইতি (২০৫ পত্র) তারিখ ২৩ পৌষ॥ *॥ *॥ *॥ *॥

---

(১) এই অংশ পড়া যায় নাই কীটদষ্ট। খুব সম্ভব ১৭০৮ হইবে।

১০৭ বৎসরের পুরাতন পুস্তক হইতে বানানের আদর্শ লিপি।

দ্রোন ভিস্ম কৃপ কন্ত´ সকুনি সৌরল(১)।
অস্বথমা ভগদন্ত তুমি মহারল ॥
নব ভাগ রিজয় আমার অহঙ্কাৰ(২)।
ছন্ন´ জুর্দ্ধে তিন রিৰ হৈলন্ত সংহাৰ ॥
তুমি য়াৰ কন্ত´ অস্বথমা অরসেয।
পার্থক মাৰিতে জত্ন কৰহ রিসেষ ॥
দুর্জ্জোধন ৰাজাৰ স্থুনিয়া র´্যরহাৰ।
সৈল মহাৰাজা কৈল সাৰথি হৈরাৰ ॥
হেন রেলা রিপ্রৰূপে আইল সতক্রতু।
কন্ত´ রিৰ সাজিল অজু´ন নাস হেতু ॥
দ্বিজৰূপে গেলা ইন্দ্র কন্ত´ৰ গোচৰ।
মহাদানসিল রিৰ রিদিত সংসাৰ ॥

জাঞে জেহি মাগে কন্ত´ নহেত বিমুখ।
ধন চাহে প্রান চাহে দিয়া কৰে স্থুখ ॥
জানিয়া য়াসিলোঁ মুঞি স্থুন ধনুর্দ্ধৰ।
য়েক দান মাগি য়াঁমি অবধান কর ॥
স্থুনি পাছে কন্ত´ রিৰ গুনে মনে মন।
রিপ্রৰূপে নাজানি য়াসিল কোনজন ॥
ৰাজ্র´(৩) চাহে প্রান চাহে না হৈর রিমুখ।
দান দিয়া রিপ্রক কৰার মনে স্থুক ॥
জেন হৰিচন্দ্র ৰাজা ত্রিভুবনে জানে।
জজ্ঞ কৰি তুসিলেক বিস্বামিত্র দানে ॥
সেহি ফলে স্বগ্র্গ গেল নৃপতি নন্দন।
এতেক চিন্তিয়া কন্ত´ রূলিল(৪) রচন ॥
জেহি চাহ সেহি দির স্থুন দ্বিজরৰ।
করজ কুণ্ডল দান দেহ ধনুর্দ্ধৰ ॥

---

(১) র = ব, সৌবল।
(২) ৰ = র, অহঙ্কার।

(৩) জ্র´ = জ্য।
(৪) রূ = বু।

২০০ বৎসরের পুরাতন পুস্তক হইতে আদর্শ লিপি।

(বানানের আদর্শ)

জ্ঞাতিবধে সন্তাপিত ৰাজা(১) যুধিষ্ঠির।
অবিশ্বেদ ধাৰা সাৰে পড়ে নেত্র নিৰ॥
দেখিয়া প্রবোধে তাক দেবনাৰায়ন।
দ্রোপদিয়ে প্রবোধয়ে আৰ ভাত্রিগণ॥
ৰাজা সব প্রবোধেন জিজ্ঞাসা আদরে।
এহি ভাবি নিসব্দে ৰহিল নৃপবৰে॥
পুনৰপি ব্যাস বোলে শুনহ ৰাজন।
কিছু জ্ঞান কহি শুন ধর্ম্মৰ নন্দন॥
অনাদি নিধন প্রভূ দেব নিৰঞ্জন।
এক মনে চিন্ত তুমি দেবনাৰায়ন॥
কাৰ কেহ পুত্র হয়ে কাৰ কেহ পিতা।
কাৰ কেহ মাত্রি নহে জানিবা বনিতা॥
পথেৰ সপন জান গত হয়ে কালে।
এহি মত জন্ম মির্ত্তু জান মহিপালে॥
পৰিহৰ সোক ৰাজা পাল লোক প্রতি।
ভাত্রিগণ পাল তুমি আছে যত জ্ঞাতি॥
শুনি তাতে কহিলেন দেবদামোদৰ।
ব্যাসের বচন ৰাখ ধর্ম্ম নৃপবৰ॥
সোক পৰিহর ৰাজা সান্ত কর মন।
অভ্যর্ত্তিয়া নিতে আসে সর্ব্ব দেবগণ॥
অনাথ ব্রাহ্মন সব তোৰ স্বখ(২) চায়ে।
দ্বখিত(৩) সোদর জত দেখ সমুদায়ে॥
হতশেষ আছে জত পৃথিবির পতি।
উপাসা কৰিতে আল্যা শুন মহামতি॥
ব্যাসেৰ বচন ৰাখ না কৰ সন্দেহ।
আমাৰ বচন ৰাখ দ্রোপদ্রির স্নেহ॥

---

(১) ৰ = র।

(২) স্ব = সু।

(৩) দ্ব = দু।

প্রাচীন পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি